স্তালিন রচনাবলী

নবম খণ্ড

রচনাকাল

ডিসেম্বর ১৯২৬ – জুলাই ১৯২৭

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা মে, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

প্রকাশকের নিবেদন

আজ ১লা মে। শ্রমিকশ্রেণীর বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক মে দিবস। আমাদের শুভানুধ্যায়ী পাঠকবর্গের হাতে এই শুভদিনে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয়তম বন্ধু ও নেতা কমরেড স্তালিনের রচনাবলীর নবম খণ্ড তুলে দিতে পারছি বলে আমরা গর্বিত। বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য আমাদের শুভানুধ্যায়ী পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ সহযোগিতা—যা আমাদের প্রতিমুহূর্তে দিয়েছে অনুপ্রেরণা। আমরা আশা করব, পূর্বতন খণ্ডগুলির মতোই, বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাহকগণ খণ্ডটি সংগ্রহ করতে তৎপর হবেন এবং এইভাবে পূর্বপ্রতিশ্রুতিমতো পরবর্তী খণ্ডগুলি দ্রুত প্রকাশের পথ সুগম করবেন।

আলোচ্য খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী আব্দুল আবসার ও মুস্তফা কামালের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অভিনন্দনসহ!

১লা মে, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম

বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা

কমরেড স্তালিনের রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত বিভিন্ন নিবন্ধ, ভাষণও পত্রাদি ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়পর্বে প্রণীত। বস্তুতঃ এই সময়পর্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব হল সোভিয়েত রাশিয়ায় তথা কমিউনিস্ট পার্টির যথার্থ নেতৃত্বে ও নির্দেশে দেশের শ্রমজীবী মানুষ অর্থনৈতিক নির্মাণযজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন যার পরিণতিতে গোটা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম এক শক্তিতে সংগঠিত হয়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনামে প্রদত্ত রিপোর্টে কমরেড স্তালিন ঐ সময়পর্বে পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মারাত্মক বিচ্যুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ও সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। জিনোভিয়েভ চক্রের শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী প্রবণতাকে কমরেড স্তালিন এখানেও অব্যাহতভাবে আক্রমণ করে গেছেন। পঞ্চদশ মস্কো গুবেনিয়া পার্টি সম্মেলনে ও স্তালিন রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিকসভায় প্রদত্ত ভাষণেও কমরেড স্তালিন উপরিউক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, শেষোক্ত ভাষণে তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তাৎপর্যও স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন।

এই খণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হল চীন বিপ্লব সম্পর্কে কমরেড স্তালিনের আরেক দফা মূল্যায়ন। চীন বিপ্লবের তিনটি স্তর সম্পর্কে আলোচনায় কমরেড স্তালিন বিপ্লবের স্তর-বিন্যাসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খণ্ডান্তরে এ নিয়ে আরও আলোচনা দেখা যাবে। 'চীনের বিপ্লব এবং কমিনটার্নের কর্তব্য' শীর্ষক

ভাষণে কমরেড স্তালিন একই প্রসঙ্গে অন্যান্য গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন।

এই খণ্ডে আরও আছে কৃষক সমস্যার প্রশ্নে পার্টির তিনটি বুনিয়াদী শ্লোগান নিয়ে আলোচনা। বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লব ও প্রলেতারীয়-সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আলোচনা করা হয়েছে।

এই খণ্ডে কমরেড স্তালিনের একাধিক পত্র সংগৃহীত হয়েছে। সব মিলিয়ে আশা যে বর্তমান খণ্ডটিও স্তালিন-উৎসাহী পাঠকদের আকৃষ্ট করবে।

পরিশেষে এই অবকাশে পাঠক-পাঠিকাদের আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

১লা মে, ১৯৭৫ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম[১]

২২শে নভেম্বর—১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৬

প্রাভদা, সংখ্যা ২৮৫, ২৮৬, ২৯৪, ২৯৫ ও ২৯৬
৯, ১০, ১৯, ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৬

আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি প্রসঙ্গে আরও একবার

৭ই ডিসেম্বর প্রদত্ত রিপোর্ট

১। প্রাথমিক মন্তব্যসমূহ

কমরেডগণ, আলোচ্য প্রশ্নের সারাংশে যাওয়ার আগে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য রাখার অনুমতি আমাকে দিন।

১। পার্টির আভ্যন্তরিক বিকাশের দ্বন্দ্ব-বিরোধ

আমাদের পার্টির মধ্যেকার সংগ্রামই হল প্রথম প্রশ্ন, যে সংগ্রাম গতকাল মাত্র শুরু হয়নি এবং শেষও হয়ে যায়নি।

১৯০৩ সালে বলশেভিক দলের আকারে প্রারম্ভের মুহূর্ত থেকে আমাদের পার্টির ইতিহাস যদি লক্ষ্য করা যায় এবং আজ পর্যন্ত তার পর্যায়-পরম্পরা অনুসরণ করি তাহলে অতিরঞ্জন ছাড়াই আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্টির ইতিহাস হল পার্টির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বভিত্তিক সংগ্রামের ইতিহাস, এই দ্বন্দ্বগুলিকে অতিক্রম করা ও অতিক্রমণের ভিত্তিতে আমাদের পার্টিকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ইতিহাস। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে রাশিয়ানরা অতিমাত্রায় কলহপ্রিয়, তারা বিতর্ক ভালবাসে ও মতান্তরকে বহুগুণ পল্লবিত করে তোলে এবং এ কারণেই আন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বগুলির অতিক্রমণের মধ্য দিয়েই তাদের পার্টির বিকাশ ঘটেছে। কমরেডগণ, তা সত্য নয়। এ কলহ-প্রিয়তার ব্যাপার নয়, পার্টির বিকাশের পর্যায়-পরম্পরায়, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের গতিপথে উদ্ভূত নীতিভিত্তিক মতপার্থক্যের অস্তিত্বের বিষয়। এ বিষয়ের মূল কথা হল, নির্দিষ্ট নীতি, সংগ্রামের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের প্রতি ধাবমান সংগ্রাম গড়ে তোলার নির্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য লড়াইয়ের মাধ্যমেই একমাত্র এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায়। চলতি কর্মপদ্ধতির প্রশ্নে, সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ধরনের প্রশ্নে পার্টিতে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় একমত হওয়া যায় বা হওয়া উচিত। কিন্তু এইসব প্রশ্নাবলী যদি মৌলিক নীতিভিত্তিক মতপার্থক্যের সঙ্গে বিজড়িত হয় তাহলে কোন সমঝওতা, কোন 'মধ্য'পন্থা পরিস্থিতিকে রক্ষা করতে পারে না। নীতির প্রশ্নে কোন 'মধ্য'পন্থা

চলতে পারে না। পার্টির কাজের ভিত্তিরূপে হয় এক প্রস্থ নীতিকে অথবা তার বিপরীত প্রস্থকে গ্রহণ করতে হবে। নীতির প্রশ্নে 'মধ্য'পন্থা হল জনগণের মাথায় ছাইভস্ম পুরে দেওয়া ও মতবিরোধকে ধামাচাপা দেওয়ার 'পন্থা', পার্টির মতাদর্শগত অধঃপতন, পার্টিকে মতাদর্শগত মৃত্যুর পথে চালিত করার 'পন্থা'।

এখনকার দিনে পশ্চিমের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি কেমন করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং বিকশিত হতে পারে? তাদের কি অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্ব, নীতিভিত্তিক মতপার্থক্য আছে? নিশ্চয়ই তাদের আছে। সমস্ত পার্টি-সদস্যদের সামনে খোলাখুলিভাবে তারা কি এইসব দ্বন্দ্বগুলিকে প্রকাশ করে দেয় এবং সততার সঙ্গে সেগুলিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে? না, অবশ্যই না। সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাটদের রীতিই হল এইসব দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যগুলিকে গোপন করা ও চাপা দেওয়া। অন্তর্বিরোধগুলিকে সযত্নে আড়াল ও গোপন করে সম্মেলন ও কংগ্রেসগুলিকে কপট সমৃদ্ধির অন্তঃসারশূন্য প্রদর্শনীতে পরিণত করা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের রীতি। জনগণের মাথা জঞ্জালপূর্ণ করা এবং পার্টিতে মতাদর্শগত দৈন্য সৃষ্টি করা ভিন্ন এর ফলে অন্য কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির, যা একসময় বিপ্লবী ছিল কিন্তু বর্তমানে সংস্কারপন্থী, তার অবক্ষয়ের এটি অন্যতম কারণ।

যাহোক, কমরেডগণ, এই পথে আমরা বাঁচতে বা বিকশিত হতে পারব না। মতাদর্শের প্রশ্নে 'মধ্য'পন্থা গ্রহণ আমাদের নীতি নয়। মতাদর্শগত বিষয়ে 'মধ্য'পন্থা গ্রহণ ক্ষীয়মান ও অধঃপতনশীল পার্টিগুলির নীতি। এই পথ পার্টিকে অলসরূপে চলমান ও শ্রমিক-জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত একটি অন্তঃসারশূন্য যন্ত্রে রূপান্তরিত করার দিকে পরিচালিত না করে পারে না। এই পথ আমাদের পথ নয়।

আমাদের পার্টির সমগ্র অতীত এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় যে আমাদের পার্টির ইতিহাস হল অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বগুলিকে অতিক্রম করা এবং এই অতিক্রমণের ভিত্তিতে আমাদের পার্টির সাধারণ স্তরকে সর্বদা শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ইতিহাস।

আমাদের পার্টির প্রথম পর্যায় অর্থাৎ **ইস্ক্রা** বা দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর্যায়ের কথাই ধরা যাক যখন আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে মতপার্থক্যের সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটল, যখন পরিণতিতে আমাদের পার্টির উচ্চতম নেতৃত্ব ভাগ হয়ে গেল দুটি অংশে: বলশেভিক অংশ (লেনিন),

এবং মেনশেভিক অংশ (প্লেখানভ, অ্যাক্সেলরড, মার্তভ, ডান্‌লিচ, পোত্রেসভ)। লেনিন তখন একাই দাঁড়িয়েছিলেন। লেনিনকে যাঁরা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন সেইসব 'শূন্যস্থান অপূরণীয় ব্যক্তিদের' ঘিরে তখন যে কী কোলাহল ও চিৎকার হয়েছিল তা যদি আপনারা জানতেন! কিন্তু সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং পার্টির ইতিহাস দেখিয়েছিল যে এই বিরোধ ছিল নীতিভিত্তিক এবং একটি প্রকৃত বিপ্লবী ও যথার্থ মার্কসবাদী পার্টির জন্ম ও বিকাশের জন্য এ ছিল এক অতি প্রয়োজনীয় পর্যায়। সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা সেসময় দেখিয়েছিল, প্রথমতঃ, পরিমাণ নয়, গুণই মূল্যবান বস্তু এবং দ্বিতীয়তঃ, যান্ত্রিকভাবে ঐক্য নয়, নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঐক্যই হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে লেনিন সঠিক এবং 'শূন্যস্থান অপূরণীয় ব্যক্তিরাই' ভ্রান্ত ছিলেন। ইতিহাস আরও দেখিয়েছে যে লেনিন এবং এইসব 'শূন্যস্থান অপূরণীয় ব্যক্তিদের' মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব যদি অতিক্রম করা না হতো তাহলে আমরা একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি আজ পেতাম না।

এবার দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৯০৫ সালের বিপ্লবের প্রাক্কালীন পর্যায়-এর প্রসঙ্গ ধরা যাক যখন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান থেকে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে একই পার্টির মধ্যে বলশেভিক ও মেনশেভিকরা পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি বিরোধে লিপ্ত ছিল, যখন পার্টির আনুষ্ঠানিক ভাঙনের প্রান্তে বলশেভিকরা দাঁড়িয়েছিল এবং যখন আমাদের বিপ্লবের মতবাদকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য তারা তাদের নিজস্ব একটি বিশেষ কংগ্রেস (তৃতীয় কংগ্রেস) আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছিল। পার্টি তখন অগ্রগণ্যতা লাভ করেছিল, পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহানুভূতি অর্জন করেছিল—এই ঘটনায় পার্টির বলশেভিক অংশ কিসের প্রতি ঋণী থাকবে? নীতিভিত্তিক মতপার্থক্যগুলিকে গোপন করেনি এবং মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করে সেগুলিকে অতিক্রম করার জন্য লড়াই করেছিল এই ঘটনাটির প্রতি তারা ঋণী থাকবে।

এরপর আমি আমাদের পার্টির অগ্রগতির পথে তৃতীয় পর্যায়, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকাল অর্থাৎ ১৯০৭ সাল পর্যায়ের প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করতে পারি যখন বলশেভিকদের একটি অংশ তথাকথিত 'অৎজোভিষ্টরা' বোগদানভের নেতৃত্বে বলশেভিক মতবাদকে পরিত্যাগ করেছিল। আমাদের পার্টির জীবনে এটা ছিল একটা সংকটকাল। এটা একটা পর্যায় যখন কিছুসংখ্যক প্রবীণ বলশেভিক লেনিন ও তাঁর পার্টিকে

ছেড়ে চলে যান। মেনশেভিকরা সরবে নিশ্চয় করে বলতে থাকে যে বলশেভিকদের দফারফা হয়ে গেছে। কিন্তু বলশেভিক মতবাদের সর্বনাশ হয়নি এবং দেড় বছর সময়কাল মধ্যেই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিল যে বলশেভিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর জন্য লড়াইয়ে লেনিন ও তাঁর পার্টি সঠিক ছিলেন। এই দ্বন্দ্বগুলিকে গোপন করে অবসান ঘটানো যায়নি বরং আমাদের পার্টির মঙ্গলার্থে ও সুবিধার্থে সেগুলিকে প্রকাশ্যে উপস্থাপিত করে ও সংগ্রামের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল।

অতঃপর আমি আমাদের পার্টির ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়, ১৯১১-১২ বৎসর কাল, স্মরণ করতে পারি যখন জারপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্রায় বিধ্বস্ত পার্টিকে বলশেভিকরা পুনর্গঠিত করেছিল এবং বিলুপ্তিবাদীদের বিতাড়িত করে দিয়েছিল। অন্যান্য পর্যায়ের মতো এ পর্যায়েও বলশেভিকরা পার্টির পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার কাজে অগ্রসর হয়েছিল নীতিগত প্রশ্নে বিলুপ্তি-বাদীদের সঙ্গে মতপার্থক্যগুলিকে গোপন করে নয় বরং সেগুলিকে প্রকাশ্যে টেনে এনে এবং অতিক্রম করে।

তারপর আমি ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী স্তর অর্থাৎ পার্টির অগ্রগতির ইতিহাসে পঞ্চম স্তরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, যখন বলশেভিক পার্টির সুপরিচিত কয়েকজন নেতার নেতৃত্বে একদল বলশেভিক হঠকারিতার অজুহাত দিয়ে দোদুল্যমানতা প্রদর্শন এবং অক্টোবর অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধাচরণ করে। আমরা জানি এই দ্বন্দ্বও অক্টোবর বিপ্লবের স্বার্থে প্রকাশ্য সংগ্রামের মাধ্যমে বলশেভিকরা অতিক্রম করেছিল, মতপার্থক্যগুলিকে ধামা-চাপা দিয়ে নয়। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, আমরা যদি এই মত-পার্থক্যগুলিকে অতিক্রম করতে না পারতাম তাহলে হয়তো আমরা অক্টোবর বিপ্লবকে এক সংকটময় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতাম।

সবশেষে আমি আমাদের অন্তঃপার্টি সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়গুলি লক্ষ্য করতে বলি, যথা—ব্রেস্ট শান্তি পর্যায়, ১৯২১ সাল (ট্রেড ইউনিয়ন আলোচনাকাল) ও অন্যান্য পর্যায়সমূহ—যেগুলির সাথে আপনারা পরিচিত, তাই আমি এখানে বিশদ বক্তব্য রাখছি না। এটা সুবিদিত যে পূর্ববর্তী স্তরগুলির মতো এইসব সময়েও আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটিয়ে বিকাশলাভ করেছে এবং আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এ থেকে কি প্রমাণিত হয়?

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সি. পি. এস. ইউ (বি) অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বগুলিকে অতিক্রম করে বিকশিত হয়েছে এবং শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

আরও প্রমাণিত হয় যে সংগ্রামের মাধ্যমে অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটানো আমাদের পার্টির বিকাশের একটি নিয়ম।

কেউ কেউ বলতে পারেন এই নিয়ম সি. পি. এস. ইউ (বি)-র জন্য হলেও অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা সত্য নয়। এই নিয়ম সমস্ত উল্লেখযোগ্য পার্টিগুলিরই বিকাশের নিয়ম, তা সে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিই হোক কিংবা পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-গুলিই হোক। যদিও একটি ছোট দেশের একটি ছোট পার্টিতে একজন ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তির মর্যাদার দ্বারা কোন-না-কোনভাবে মতপার্থক্যগুলিকে চাপা দেওয়া সম্ভব, কিন্তু একটি বড় পার্টিতে মতপার্থক্যের অবসানের মাধ্যমে অগ্রগতি পার্টির সমৃদ্ধি ও সংহতির পক্ষে একটি অনিবার্য উপাদান। অতীতে এটাই নিয়ম ছিল। এখনো এটাই নিয়ম।

আমি এখানে এঙ্গেলসের প্রামাণ্য অভিমত প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করছি যিনি মার্কসের সঙ্গে একযোগে কয়েক দশকব্যাপী পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-গুলিকে পরিচালনা করেছেন। প্রসঙ্গটি গত শতাব্দীর আশির দশকের সঙ্গে জড়িত যখন জার্মানিতে সোশ্যালিষ্ট বিরোধী আইন[২] বলবৎ রয়েছে, যখন মার্কস ও এঙ্গেলস লণ্ডনে নির্বাসিত এবং যখন বেআইনী জার্মান সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক মুখপত্র **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**[৩] বিদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কার্যাবলী পরিচালনা করছিল। বার্নস্টেইন তখন একজন বিপ্লবী মার্কসবাদী (তখনো তিনি সংস্কারবাদীদের দলে ভিড়ে পড়েননি) এবং এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক মতাদর্শের প্রায় সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যাবলীর প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। সেসময় (১৮৮২) তিনি বার্নস্টেইনকে যা লিখেছিলেন তা হল এই :

'মনে হয় একটি বড় দেশে **প্রত্যেক** শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সামগ্রিক দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের নিয়মের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখে আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের দ্বারাই বিকশিত হতে পারে। আইসেনাকপন্থী ও ল্যাসেল-পন্থীদের মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে জার্মান পার্টি তার বর্তমান রূপ পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে লড়াইটাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঐক্য একমাত্র

তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ল্যাসেল কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে লালিতপালিত একদল দুর্বৃত্ত প্রকাশ্যে তাদের কাজকর্ম করতে লাগল এবং তা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষ থেকে ঐক্যের জন্য একমত হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি, বড় বেশি দ্রুততা প্রদর্শন করা হয়েছিল। ফ্রান্সে কিছু লোক যদিও বাকুনিনবাদী তত্ত্ব পরিত্যাগ করেছিল কিন্তু সংগ্রামের বাকুনিনীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে আসছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব পদ্ধতির কাছে সংগ্রামের শ্রেণীচরিত্র বিসর্জন দিচ্ছিল, সেইসব লোককেও পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিজেদের কার্যকলাপকে প্রকাশ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ঐক্যের প্রচার করা নিছক নির্বুদ্ধিতা হবে। শিশুসুলভ আধিব্যাধির সামনে নৈতিক প্রচারের কোন সার্থকতা নেই এবং বর্তমান এই পরিস্থিতিতে এই ভোগ ভুগতেই হবে' (দ্রষ্টব্য : 'মার্কস-এঙ্গেলস মহাফেজখানা', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪-২৫৪)।

এঙ্গেলস অপর আর একটি ক্ষেত্রে (১৮৮৫) বলেছেন :

'দূর ভবিষ্যতে দ্বন্দ্বগুলি কখনই চাপা থাকবে না বরং সর্বদাই লড়াই করতে হবে' (ঐ, পৃঃ ৩৭১)।

সর্বোপরি এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব রয়েছে এবং সংগ্রামের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটিয়ে আমাদের পার্টির বিকাশ ঘটাতে হবে।

২। পার্টির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বের উৎস

এইসব দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যগুলি কোথা থেকে জন্ম নেয়, কোথাই-বা তার উৎস ?

আমার মনে হয় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎস দুটি পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত থাকে।

এই পরিস্থিতিগুলি কি কি ?

সেগুলি হল, প্রথমতঃ, শ্রেণী-সংগ্রামের পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির ওপর বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া মতাদর্শের আরোপিত চাপ—যে চাপের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা দোদুল্যমান স্তর এবং তদনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সর্বাপেক্ষা দোদুল্যমান স্তর প্রায়শঃই অভিভূত হয়ে পড়ে। এরকম ভাবা অবশ্যই উচিত নয় যে শ্রমিকশ্রেণী সম্পূর্ণতঃ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং

সমাজের বাইরে অবস্থিত। শ্রমিকশ্রেণী সমাজেরই একটি অংশ এবং অসংখ্য সূত্রে তার বিভিন্নমুখী স্তরগুলির সঙ্গে যুক্ত। আর পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশ। তাই পার্টিও বুর্জোয়া সমাজের বিভিন্নমুখী অংশের প্রভাব এবং সংযোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির ওপর বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের মতাদর্শের চাপ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তখনই যখন দেখা যায় বুর্জোয়া ধ্যানধারণা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি ও ভাবাবেগ কোন-না-কোনভাবে বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট স্তরের মাধ্যমে প্রায়শঃই শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে।

দ্বিতীয়টি হল শ্রমিকশ্রেণীর স্তর-পার্থক্য, শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব। আমার মনে হয় শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকসাধারণকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

একটি স্তরে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর মূল জনসংখ্যা, তার অন্তঃসার, তার স্থায়ী অংশ, বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী জনগণ যাদের শরীরে রয়েছে খাঁটি শ্রমিকের 'রক্ত' যারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে বহু পূর্বেই যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। শ্রমিক-শ্রেণীর এই স্তরই মার্কসবাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দুর্গপ্রাকার।

দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে কৃষকসমাজ, পেটি-বুর্জোয়া বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রভৃতি অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলি থেকে নবাগতরা। এরা পূর্বে অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ছিল, অতি সম্প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাদের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, তাদের চঞ্চলমতিত্ব ও তাদের দোদুল্যমানতা সঙ্গে করে বয়ে এনেছে। সমস্ত প্রকারের নৈরাজ্যবাদী, আধা-নৈরাজ্যবাদী এবং 'উগ্র বাম' উপদলগুলির সর্বাপেক্ষা অনুকূল হল এই স্তর।

তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরে রয়েছে অভিজাত শ্রমজীবীরা, এরা শ্রমিকশ্রেণীর ওপরের স্তর, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছল অংশ, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপোষের ঝোঁক, তাদের শক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবল আসক্তি এবং 'জীবনে স্বচ্ছলতা বিধানের' জন্য উদ্বেগ এদের রয়েছে। পরিপূর্ণ সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদীদের জন্য এই স্তর সবচেয়ে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে।

নিজেদের মধ্যে ওপর ওপর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর এই শেষ দুটি স্তর সাধারণভাবে সুবিধাবাদ—প্রকাশ্য সুবিধাবাদের জন্য কমবেশি উর্বর

মাধ্যম হিসেবে কাজ করে—যখন শ্রমজীবী অভিজাতদের ভাবাবেগ গুরুত্ব অর্জন করে এবং সুবিধাবাদ 'বামপন্থী' বুলির দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, যখন পেটি-বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত না হয়ে আসা শ্রমিকশ্রেণীর আধা-মধ্যবিত্ত স্তর প্রাধান্যলাভ করে। 'উগ্র বাম' ভাব যে প্রকাশ্য সুবিধাবাদের মনোভাবের সঙ্গে প্রায়শঃই মিলেমিশে যায় তা একেবারেই আকস্মিক নয়। লেনিন বারবার বলেছেন যে 'উগ্র বাম' বিরোধিতা হল দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক প্রকাশ্য সুবিধাবাদী বিরোধিতার অপর পিঠ। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। 'উগ্র বামপন্থীরা' যদি বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়ায় তবে তা একমাত্র এই কারণে যে তারা **ঠিক পরের দিনই** বিপ্লবের বিজয় আশা করে এবং যদি বিপ্লব বিলম্বিত হয়, যদি পরের দিনই বিপ্লব জয়যুক্ত না হয় তবে অনিবার্যভাবেই তারা হতাশায় নিমজ্জিত হবে এবং বিপ্লব সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে পড়বে।

স্বাভাবিকভাবেই, শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের প্রতিটি বাঁকে, সংগ্রামের প্রতিটি তীব্র পর্যায়ে এবং সংকটের গভীরতায় শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টিকোণ, রীতিনীতি ও ভাবাবেগের পার্থক্য অবশ্যই অনিবার্যভাবে পার্টির অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট মতপার্থক্যের রূপ নিয়ে অনুভূত হবে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার মতাদর্শের চাপও এই সমস্ত মতপার্থক্যকে অনিবার্যভাবে এমন তীব্র করে তুলবে যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে সংগ্রামের রূপ নিয়ে তা একটি পথ করে নেবেই।

অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যের এইগুলিই হল উৎস।

এই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যগুলিকে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়? না, তা যায় না। এই দ্বন্দ্বগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার চিন্তা করা আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। পার্টির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বগুলিকে দূর ভবিষ্যতে গোপন করা অসম্ভব এবং সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে এঙ্গেলসের এই উক্তি যথার্থ।

এর অর্থ এই নয় যে পার্টিকে একটি বিতর্কসভায় পরিণত করতে হবে। বরং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একটি জঙ্গী সংগঠন এবং অবশ্যই সেই চরিত্র তার থাকবে। মোটের ওপর আমি যা বলতে চাই তা হল যদি মতপার্থক্যগুলি নীতিকেন্দ্রিক হয় তাহলে পার্টির অভ্যন্তরের এই মতপার্থক্যগুলিকে কেউ দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না বা সেগুলির দিকে এক চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। মোট কথা, আমি বলতে চাই যে মতাদর্শের ভিত্তিতে

মার্কসবাদী লাইনের জন্য লড়াই করার মাধ্যমেই একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি নিজেকে বুর্জোয়া চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারে। আমি আরও বলতে চাই যে অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বগুলিকে অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই আমরা পার্টিকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার কাজে সফল হতে পারি।

২। সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধিতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি

প্রাথমিক মন্তব্যাবলীর পর সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধিতার প্রশ্নটি এখন আলোচনা করতে আমাকে অনুমতি দিন।

সর্বপ্রথম, আমাদের অন্তঃপার্টি বিরোধিতার কিছু কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ আমি উল্লেখ করতে চাই। আমি বহিরঙ্গের লক্ষণগুলির কথা বলব, বিশেষ করে যেগুলি চোখে লাগে এবং সাময়িকভাবে মতপার্থক্যগুলির সারমর্ম আলোচনা থেকে দূরে থাকব। আমার মনে হয় এই নির্দিষ্ট লক্ষণগুলিকে তিনটি প্রধান লক্ষণে কমিয়ে আনা যেতে পারে। প্রথমতঃ, সি. পি. এস. ইউ (বি)তে যে বিরোধিতা রয়েছে তা **যৌথ** বিরোধিতা, 'সাধারণ' ধরনের বিরোধিতা নয়। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনা হল বিরোধীরা সুবিধাবাদকে 'বাম' বুলি দিয়ে সারিবদ্ধ 'বিপ্লবী' শ্লোগানের মাধ্যমে আচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, মতাদর্শের কোন অবয়ব না থাকার জন্য বিরোধীরা যখন-তখন অভিযোগ করে থাকে যে তাদের ভুল বোঝা হচ্ছে—আসল ঘটনা হল বিরোধী নেতারা একটি 'ভুল বোঝা' মানুষের উপদল গড়ে তুলেছে (**হাস্যরোল**)।

প্রথম নির্দিষ্ট লক্ষণটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। আমাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা **যৌথ** বিরোধিতারূপে প্রকটিত হয়েছে, পার্টি কর্তৃক ইতিপূর্বে নিন্দিত বিভিন্ন প্রবণতার এক মিলিত গোষ্ঠী হিসেবে, 'সাধারণভাবে' নয়, ট্রট্‌স্কিবাদের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে—এ ঘটনাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব ?

নিম্নোক্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রথমতঃ, যে ঘটনাটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজন তা হল, ট্রট্‌স্কিপন্থী, 'নয়া বিরোধীশক্তি', 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদীদের' ঝড়তি-পড়তিরা[৫] এবং 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষের' অবশিষ্টাংশ[৬] প্রভৃতি সমস্ত প্রবণতাই একটি গোষ্ঠীতে জোটবদ্ধ হয়েছে—এর প্রতিটি প্রবণতাই কমবেশি সুবিধাবাদী

প্রবণতা এবং এরা প্রত্যেকেই হয় জন্মকাল থেকে অথবা পরবর্তী সময় থেকে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্তি হিসেবে এটাই দাঁড়ায় যে পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যেই এই সাধারণ উপাদানটি একটি গোষ্ঠীতে তাঁদের জোটবদ্ধ হওয়ার পথে বাধাগুলিকে দূর না করে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ, যে ঘটনাটি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল, বর্তমান পর্যায়টি হল এক সংকটপূর্ণ পর্যায় এবং এই সংকটপূর্ণ পর্যায়টি আবার আমাদের সরাসরি বিপ্লবের মৌল প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন করে দিয়েছে ; যেহেতু বিপ্লবের বিভিন্ন প্রশ্নে আমাদের পার্টির সঙ্গে এইসব প্রবণতাব পার্থক্য ছিল এবং সেই পার্থক্য বজায়ও রয়েছে সেইহেতু এটা স্বাভাবিক যে বর্তমান পর্যায়ের চরিত্র, যা আমাদের সমস্ত মতপার্থক্যকে একত্রীভূত করেছে ও ভারসাম্যকে আঘাত করছে সেই চরিত্র এই সমস্ত প্রবণতাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে, আমাদের পার্টির মূল নীতির বিরোধী একটি গোষ্ঠীতে ঠেলে দিয়েছে। এ থেকে এটাই দাঁড়ায় যে এই পরিস্থিতি বিভিন্নমুখী বিরোধী প্রবণতাগুলিকে একটি সাধারণ শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ সহজ না করে পারেনি।

তৃতীয় যে ঘটনাটি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে তা হল একদিকে আমাদের পার্টির বিপুল শক্তি ও সংহতি এবং অপরদিকে নির্বিশেষে সমস্ত বিরোধী প্রবণতাগুলির দুর্বল ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা যা আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এই প্রবণতাগুলির ঐক্যহীন লড়াইকে হতাশ করে ছেড়েছে—এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী প্রবণতাগুলি অনিবার্যভাবে তাদের শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করার পথ গ্রহণ করেছে যাতে জোটবদ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন দলের যে দুর্বলতা তা পরিপূর্ণ করা যায় এবং এইভাবে অন্ততঃ আকৃতিতে হলেও বিরোধীদের সুযোগকে বৃদ্ধি করা যায়।

বেশ, এখন আমরা কেমন করে ব্যাখ্যা করব যে বিরোধী জোটের নেতৃত্বে প্রধানতঃ রয়েছে ট্রট্স্কিবাদ ?

এটা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম যুক্তি হল, আমাদের পার্টিতে বর্তমানে যতগুলি বিরোধী প্রবণতা রয়েছে তার মধ্যে চরমতম সুবিধাবাদী প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করছে ট্রট্স্কিবাদ (ট্রট্স্কিবাদকে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিরূপে কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসের মূল্যায়ন সঠিকই ছিল[৭])।

দ্বিতীয় যে ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তা হল, আমাদের পার্টিতে আর একটিও এমন সুবিধাবাদী প্রবণতা নেই যা ট্রট্স্কিবাদের মতো এমন ধূর্ততা ও

দক্ষতার সঙ্গে 'বাম' ও বি-বি-বি-বিপ্লবী বুলির আশ্রয়ে নিজস্ব সুবিধাবাদকে আড়াল করতে পারে। **(হাস্যরোল।)**

আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী প্রবণতাগুলির নেতৃত্বে ট্রট্স্কিবাদের এগিয়ে আসার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। আমাদের পার্টির পেছনের ইতিহাসে ১৯১০-১৪ সাল সময়কালের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ আমি স্মরণ করছি যখন তথাকথিত আগস্ট ব্লক নামে ট্রট্স্কির নেতৃত্বে পার্টি-বিরোধী বিরোধী প্রবণতাগুলির একটি জোট গঠিত হয়েছিল। আমি এই নজীরটার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে পূর্বের জোটটি বর্তমানের এই বিরোধী জোটটির অনুরূপ ছিল। সেই সময় ট্রট্স্কি পার্টির বিরুদ্ধে বিলুপ্তিবাদী (পোত্রেসভ, মার্তভ ও অন্যান্যরা), অৎজোভপন্থী ('ভ্পেরিয়দবাদী') এবং তাঁর নিজস্ব দলের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এখন তিনি একটি বিরোধী জোটে 'শ্রমিকদের বিরোধী-পক্ষ', 'নয়া বিরোধীশক্তি' ও তাঁর নিজস্ব দলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

আমরা জানি লেনিন এই আগস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে তিন বৎসরব্যাপী লড়াই চালিয়েছিলেন। আগস্ট ব্লকের জন্মের প্রাক্কালে লেনিন যা লিখেছিলেন তা হল এই :

> 'অতএব **সমগ্র পার্টির নামে** আমরা ঘোষণা করছি যে, ট্রট্স্কি এক পার্টি-বিরোধী নীতি পরিচালনা করছেন, তিনি পার্টির **নিয়ম** ভঙ্গ করছেন এবং হঠকারিতা ও ভাঙন সৃষ্টির পথে নিযুক্ত রয়েছেন। এই অবিসংবাদিত সত্য সম্পর্কে ট্রট্স্কি নিশ্চুপ রয়েছেন কারণ তাঁর নীতির প্রকৃত লক্ষ্য সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে অক্ষম। কিন্তু **প্রকৃত** লক্ষ্যগুলি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং একেবারে অদূরদর্শী পার্টি-সদস্যদের কাছেও ক্রমশঃ প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠছে। **পোত্রেসভ ও ভ্পেরিয়দবাদীদের পার্টি-বিরোধী একটি জোট** হল প্রকৃত লক্ষ্য, যে জোটকে সমর্থন ও সংগঠিত করছেন ট্রট্স্কি। ...এই জোট অবশ্য ট্রট্স্কির "তহবিল" ও পার্টি-বিরোধী সম্মেলন যা তিনি আহ্বান করছেন, তার প্রতি সমর্থন জানাবে কারণ পোত্রেসভ ও ভ্পেরিয়দবাদীরা উভয়েই তাঁদের উপদলীয় ও উৎসর্গীকৃত কাজকর্মের স্বাধীনতা, তাদের কার্যাবলীর একটি আবরণ এবং শ্রমিকদের চোখে বিশ্বাসযোগ্য উকিলমাফিক ওকালতি ইত্যাদি যা কিছু তারা চায় সবকিছুই এর মধ্যে পাচ্ছে।

'তাহলে "মৌলিক মতাদর্শের" যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই জোটকে যত্তার্থতম অর্থে "**হঠকারিতা**" বলে অভিহিত না করে পারি না। ট্রট্‌স্কির এ কথা বলার **সাহস নেই যে** তিনি পোত্রেসভ ও অৎজোভপন্থীদের মধ্যে প্রকৃত মার্কসবাদী এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতির যথার্থ রক্ষকদের প্রত্যক্ষ করছেন। হঠকারীদের অবস্থানের মূল কথাই হল স্থায়ীভাবে এড়ানো ভাব বজায় রাখা। · "মৌলিক মতাদর্শের" দৃষ্টিকোণের বিচারে পোত্রেসভ ও ভ্‌পেরিয়দপন্থী সহ ট্রট্‌স্কির জোট নিছক হঠকারিতা। **পার্টির রাজনৈতিক** কর্মসূচীর দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা কম সত্য নয়।···প্লেনামের বছর থেকে অভিজ্ঞতা এটাই দেখিয়েছে যে কার্যতঃ পোত্রেসভ দল ও ভ্‌পেরিয়দপন্থী উপদলই যথার্থতঃ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর বুর্জোয়া প্রভাব **সন্নিবিষ্ট** করেছে।··তৃতীয়তঃ এবং শেষতঃ, **সাংগঠনিক** ধ্যানধারণা থেকেও ট্রট্‌স্কির নীতি হঠকারী, কারণ, ইতি-মধ্যেই আমরা দেখিয়েছি যে তা পার্টি নিয়ম ভঙ্গ করছে এবং একটি দলের নামে (বা গোলসপন্থী ও ভ্‌পেরিয়দপন্থী—**দুটি** পার্টি বিরোধী উপদলের জোটের নামে) বাইরে একটি সম্মেলন সংগঠিত করে সরাসরি ভাঙনের পথ প্রস্তুত করছে' (দ্রষ্টব্য : ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৬৫, ৬৭-৭০) ।*

ট্রট্‌স্কির নেতৃত্বে পার্টি-বিরোধী প্রবণতাগুলির প্রথম জোট সম্পর্কে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই।

আবারও ট্রট্‌স্কির নেতৃত্বে পার্টি-বিরোধী প্রবণতাগুলির বর্তমান জোট সম্পর্কে সংক্ষেপে এই কথাগুলি অবশ্যই বলতে হবে, বরং আরও জোরের সঙ্গে বলতে হবে।

'সাদামাঠাভাবে' নয় বরং ট্রট্‌স্কিবাদের নেতৃত্বে কেন আমাদের বিরোধীরা এখন জোটবদ্ধ বিরোধী রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে—এগুলি হল তার কারণ।

বিরোধিতার প্রথম নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত অবস্থা হল এই।

এবার দ্বিতীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনায় যাওয়া যাক। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে বিরোধিতার দ্বিতীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল 'বাম' ও 'বিপ্লবী' বুলির দ্বারা তার সুবিধাবাদী কার্যাবলীকে আড়াল করার কষ্টসাধ্য প্রয়াস। যেসব ঘটনাবলী কার্যক্ষেত্রে আমাদের বিরোধীদের 'বিপ্লবী' বুলি ও

* এখানে ও অন্যত্র লেনিনের রচনাবলীর খণ্ড নির্দেশে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা রচনাবলীর তৃতীয় রুশ সংস্করণের।

সুবিধাবাদী কার্যাবলীর মধ্যে প্রতিনিয়ত পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছে সে-সমস্তর ওপর অধিক সময় আলোচনা আবদ্ধ রাখা সম্ভব বলে বিবেচনা করি না। কিভাবে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস কাজ করছে তা বুঝবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সি.পি.এস. ইউ (বি)-র পঞ্চদশ সম্মেলনে[৮] বিরোধীদের ওপর গৃহীত গবেষণামূলক প্রবন্ধটি অনুধাবন করলেই যথেষ্ট। আমাদের পার্টির ইতিহাস থেকে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উধৃত করতে চাই যা থেকে দেখা যাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সময় থেকেই আমাদের পার্টিতে সমস্ত বিরোধী প্রবণতাই তাদের অবিপ্লবী কার্যাবলী 'বিপ্লবী' বুলি দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, পার্টি এবং তার নীতিকে অনিবার্যভাবে 'বাম' দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'বাম' কমিউনিস্টদের কথাই ধরা যাক যারা ব্রেস্ট শান্তি (১৯১৮) পর্যায়ে পার্টির বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমরা জানি ব্রেস্ট শান্তিকে আক্রমণ করে, পার্টিনীতিকে সুবিধাবাদী, শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমঝওতামূলক বলে আখ্যাত করে তারা 'বাম' দৃষ্টি-কোণ থেকে পার্টির সমালোচনা করেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রেস্ট শান্তি পর্যায়কে আক্রমণ করে বাম কমিউনিস্টরা সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা সংগঠিত ও সংহত করতে প্রয়োজনীয় 'বিরতি' অর্জনের জন্য পার্টিকে বাধা দিচ্ছিল এবং এইভাবে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সাহায্য করছিল যারা ব্রেস্ট শান্তির বিরোধিতায় মগ্ন ছিল এবং জন্ম লগ্নেই সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার পথের বাধাগুলিকে অপসারিত করছিল।

এবার 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ' (১৯২১) প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা জানি নয়া অর্থনৈতিকনীতির (নেপ্) বিরুদ্ধে 'নিন্দাবাদ' করে এবং কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে শিল্পের পুনরুজ্জীবন যা কাঁচামাল ও খাদ্য জোগায় এবং যা শিল্পের পূর্বশর্ত—লেনিনের এই তত্ত্বকে 'ধুলো ও ছাইতে' 'চূর্ণবিচূর্ণ' করে এরাও 'বাম' দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টির সমালোচনা করেছিল; তারা লেনিনের তত্ত্বকে 'চূর্ণবিচূর্ণ' করেছিল এই যুক্তিতে যে এর দ্বারা শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ অবহেলিত হয়েছে এবং এ হল এক কৃষকসুলভ বিচ্যুতি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে যদি নেপ্ না থাকত, কৃষির অগ্রগতির কর্মসূচী যদি না থাকত যা কাঁচামাল ও খাদ্য জোগায়, যা শিল্পের পূর্বশর্ত, তাহলে আমাদের কোন শিল্পই থাকত না এবং সর্বহারারা শ্রেণীচ্যুত অবস্থাতেই

থেকে যেত। তাছাড়া, দক্ষিণ অথবা বাম কোন্ দিকে এরপর 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ' এগোতে শুরু করেছিল তা আমাদের জানা আছে।

সর্বশেষে ট্রট্স্কিবাদের আলোচনায় আসা যাক যা 'বাম' দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েক বছর যাবৎ আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে সমালোচনা চালিয়ে আসছিল, যা সঙ্গে সঙ্গে কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসের সঠিক মূল্যায়ন অনুসারে একটি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিও বটে। একটি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি ও প্রকৃত বিপ্লবী উদ্যমের মধ্যে কি মিল থাকতে পারে? এটা কি স্বতঃই স্পষ্ট নয় যে 'বিপ্লবী' বুলিগুলি এখানে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিব ছদ্মাবরণ মাত্র?

'নয়া বিরোধীশক্তির' প্রসঙ্গ উল্লেখ করার প্রয়োজনই নেই কেননা এরা যে ট্রট্স্কিবাদের হাতে বন্দী এই সত্যকে গোপন করার উদ্দেশ্য নিয়েই এদের 'বাম' বুলিগুলি পরিকল্পিত।

এই সমস্ত ঘটনা কি প্রমাণ করছে?

প্রমাণ করছে এই যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরবর্তী সময়কালে আমাদের পার্টিতে সমস্ত বিরোধী প্রবণতারই একটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল সুবিধাবাদী কীর্তিকলাপকে 'বাম' ছদ্মাবরণ পরানো।

এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি?

ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী উদ্যমের মধ্যে, আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত বিপ্লবী ঐতিহ্যের মধ্যে এর ব্যাখ্যা নিহিত আছে। বিপ্লব-বিরোধী ও সুবিধাবাদীদের প্রতি ইউ.এস.এস.আর-এর শ্রমিকদের অকপট ঘৃণার মধ্যে এর ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে। এই ঘটনার মধ্যে এর ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে যে প্রকাশ্য সুবিধাবাদীদের কোন কথাই আমাদের শ্রমিকশ্রেণী শুনবে না, তাই 'বিপ্লবী' ছদ্মাবরণ হল আকর্ষণ করার একটি পরিকল্পিত প্রলোভন, যদি শুধু তার বাইরের চেহারা দিয়েই শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এবং বিরোধীদের প্রতি আস্থাশীল হতে উৎসাহিত করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের শ্রমিকরা বুঝতে পারেন না কেন ব্রিটিশ শ্রমিকরা আজও পর্যন্ত টমাসের মতো বিশ্বাসঘাতকদের জলের মধ্যে ডুবিয়ে মারা, কূপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার চিন্তা করছে না। (**হাস্যরোল।**) যে-কেউ আমাদের শ্রমিকদের জানেন তিনি সহজেই অনুভব করতে পারবেন যে টমাসের মতো ব্যক্তি ও সুবিধাবাদীকে সোভিয়েত শ্রমিকরা সহ্য করবে না। তা ছাড়াও আমরা জানি, ব্রিটিশ শ্রমিকরা শুধু যে টমাসের মতো

মহাশয়দের শেষ করে দিতে অপ্রস্তুত তাই নয়, তাদের সাধারণ পরিষদে তারা পুনর্নির্বাচিত করছে এবং সাদামাঠাভাবে নয়, সপ্রশংসভাবেই এই পুনর্নির্বাচন করছে। যেহেতু তারা সুবিধাবাদীদের তাদের মধ্যে হুবহু গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ নয় সেহেতু এই শ্রমিকদের স্বাভাবিকভাবেই সুবিধাবাদের জন্য কোন বিপ্লবী বাহানার প্রয়োজন হয় না।

এবং এর ব্যাখ্যাটা কি? যে ঘটনার মধ্যে এর ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে তা হল ব্রিটিশ শ্রমিকদের কোন বিপ্লবী ঐতিহ্য নেই। এই বিপ্লবী ঐতিহ্য বর্তমানে দেখা দিচ্ছে মাত্র। দেখা দিচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে এবং সন্দেহের কোন কারণ নেই যে ব্রিটিশ শ্রমিকরা বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ প্রস্তুত হয়ে উঠছে। কিন্তু এই ঘাটতি যতদিন থাকবে ততদিন ব্রিটিশ ও সোভিয়েত শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য থেকেই যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এর দ্বারাই ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কেন কোন 'বিপ্লবী' বাহানা ছাড়া আমাদের পার্টির সুবিধাবাদীদের পক্ষে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের সামনে কোন আহ্বান রাখা ঝুঁকির ব্যাপার।

বিরোধী জোটের 'বিপ্লবী' বাহানার কারণগুলি আপনারা পেলেন।

পরিশেষে বিরোধীদের তৃতীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটির প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নীতির ব্যাপারে বিরোধী জোটের অবয়বহীনতা, নীতিহীনতা, সদাপরিবর্তনশীল চরিত্র এবং ফলশ্রুতিতে বিরোধী নেতাদের নিয়ত অভিযোগ যে তাঁদের 'ভুল বোঝা' হচ্ছে, 'ভুল ব্যাখ্যা করা' হচ্ছে, তাঁরা যা 'বলেননি' তার দায়িত্ব তাঁদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে ইত্যাদি। সত্যিসত্যিই তাঁরা হলেন 'ভুল বোঝা' মানুষদের একটি উপদল। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির ইতিহাস আমাদের বলে দিচ্ছে যে এই বৈশিষ্ট্যটি ('তারা আমাদের ভুল বুঝেছেন!') হল সামগ্রিকভাবে সুবিধাবাদের একটি অতি সাধারণ ও সুপরিব্যাপ্ত বৈশিষ্ট্য। কমরেডগণ, আপনাদের অবশ্যই জানা দরকার যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বিপ্লবী ছিল তখন জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি দলের প্রথম সারির বার্নস্টেইন, ভোলমার, আয়ুর ও অন্যান্য সুপরিচিত সুবিধাবাদী নেতাদের নিয়ে ঠিক একই ব্যাপার 'ঘটেছিল' এবং তখন কয়েক বছর যাবৎ এইসব কদর্য সুবিধাবাদীরা অভিযোগ করে আসছিলেন যে তাঁদের 'ভুল বোঝা হচ্ছে', 'ভুল ব্যাখ্যা' করা হচ্ছে। আমাদের

জানা আছে যে তখন জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা বার্নস্টেইনের উপদলকে 'ভুল বোঝা' মানুষের উপদল বলে আখ্যাত করেছিলেন। সুতরাং, বিরোধী ব্লককে 'ভুল বোঝা' মানুষের উপদলের স্তরে চিহ্নিত করাকে আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করা যাবে না।

এই হল বিরোধী ব্লকের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ।

৩। সি. পি. এস. ইউ (বি)তে মতপার্থক্য

মতপার্থক্যগুলির সারমর্ম আলোচনায় যাওয়া যাক।

আমার মনে হয় আমাদের মতপার্থক্যগুলিকে কয়েকটি মূল প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। আমি এই প্রশ্নগুলিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব না, কারণ সময় স্বল্প এবং আমার রিপোর্ট এমনিতেই যথেষ্ট দীর্ঘ। আলোচনা না করার আরও কারণ হল সি. পি. এস. ইউ (বি)-কেন্দ্রিক প্রশ্নাবলীর ওপর তথ্যাদি আপনাদের কাছে রয়েছে যদিও এটা ঠিকই যে অনুবাদগত কিছু ভ্রান্তির জন্য সেটা কিছুটা দুষ্ট, তৎসত্ত্বেও আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্যগুলির মোটামুটি একটি সঠিক ধারণা এখান থেকে পাওয়া যাবে।

১। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রশ্নাবলী

প্রথম প্রশ্ন। একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা, বিজয়ীর গৌরব নিয়ে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাব্যতা নিয়েই প্রথম প্রশ্ন। এ বিষয়টি অবশ্যই মন্টিনিগ্রো বা এমনকি বুলগেরিয়ার নয়, কিন্তু আমাদের দেশ, ইউ. এস. এস. আর-এর বিষয়। এটা এমন একটা দেশের বিষয় যেখানে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব রয়েছে, যেখানে সামান্য কিছু বৃহদায়তন শিল্প ও শ্রমিকদল রয়েছে এবং একটি পার্টিও রয়েছে যারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে আছে। সুতরাং ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয় কি সম্ভব, আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ শক্তির ভিত্তিতে ও ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর আয়ত্তাধীন কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব?

সূত্রটিকে যদি সঠিক শ্রেণী-ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় তাহলে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অর্থ কি দাঁড়ায়? ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অর্থ হল সোভিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীকে সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরাজিত করা। তাহলে প্রশ্নটি এইরকম দাঁড়ায়: ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী কি তাদের নিজস্ব সোভিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীকে

পরাজিত করতে সমর্থ? স্বাভাবিকভাবে, যখন প্রশ্ন করা হয় ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব তখন যা বোঝানো হয় তা হল: ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী কি নিজস্ব প্রচেষ্টায় ইউ. এস. এস. আর-এর বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করতে সক্ষম? আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গে প্রশ্নটি এইভাবে, একমাত্র এইভাবেই দাঁড়াচ্ছে।

পার্টি এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরই দিয়ে থাকে কারণ ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নিজস্ব ক্ষমতায় ইউ. এস. এস. আর-এর বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করতে সক্ষম।

এই বক্তব্য যদি ভ্রান্ত হয়, আমাদের দেশের তুলনামূলকভাবে কারিগরি পশ্চাদ্‌পদতা সত্ত্বেও ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম এই বক্তব্য জোর দিয়ে বলার যুক্তি যদি পার্টির না থাকে তাহলে ক্ষমতায় আর অধিষ্ঠিত থাকার কোন যুক্তি পার্টির নেই, কোন-না-কোনভাবে ক্ষমতা সমর্পণ করে বিরোধী পার্টির ভূমিকায় চলে যাওয়া উচিত।

কারণ, হয় এটা, নয় অন্যটা:

হয়, আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি এবং চূড়ান্ত পর্যালোচনা শেষে আমাদের 'জাতীয়' বুর্জোয়াদের পরাজিত করে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি—এইজন্যই ক্ষমতায় পার্টির অধিষ্ঠিত থাকা ও সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের স্বার্থে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ পরিচালনা করা কর্তব্য;

অথবা, আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় আমাদের বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে আমরা অসমর্থ—সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে অন্যান্য দেশের বিজয়ী বিপ্লবের পক্ষ থেকে আশু সমর্থনের অভাবের কারণে আমাদের অবশ্যই সততার সঙ্গে ও সরলভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়া এবং ভবিষ্যতে ইউ. এস. এস. আর-এ আরেকটি বিপ্লব সংগঠিত করার কার্যক্রম চালনা করা কর্তব্য।

কোন পার্টির তার শ্রেণীকে, এক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে, প্রতারণা করার অধিকার আছে কি? না, তা নেই। প্রতারণা করে যে পার্টি তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো, টেনে নামিয়ে দেওয়া ও ভেঙেচুরে দেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণা করার অধিকার আমাদের পার্টির নেই সেহেতু সে খোলাখুলিভাবে বলতে পারে যে আমাদের দেশে পূর্ণ সমাজতন্ত্র গঠনের

সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থার অভাব আমাদের পার্টিকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়ে ক্ষমতাসীন পার্টির অবস্থান থেকে বিরোধী পার্টির ভূমিকায় নিয়ে যাবে।

আমরা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করেছি এবং তার দ্বারা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির **রাজনৈতিক** ভিত্তি প্রস্তুত করেছি। সমাজতন্ত্রের **অর্থনৈতিক** ভিত্তি, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বনিয়াদ কি আমরা আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করতে পারি? সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সত্তা ও অর্থনৈতিক ভিত্তিটা কি? পৃথিবীর বুকে 'স্বর্গ' ও সার্বিক প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠা করাই কি তাই? না, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সত্তা সম্পর্কে এটা হল অমার্জিত, পেটি-বুর্জোয়া ধ্যানধারণা। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টির অর্থ হল কৃষি ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে একটি পরস্পর সংবদ্ধ অর্থনীতির মধ্যে যুক্ত করা, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের নেতৃত্বে কৃষিকে অধীনস্থ করা, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়ের ভিত্তিতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করা, শ্রেণী ও সর্বোপরি পুঁজির জন্মকে বাধামুক্ত করে এমন প্রতিটি ধারাকে রুদ্ধ ও অপসারিত করা এবং দূর ভবিষ্যতে এমন ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সরাসরি ও অবিলম্বে শ্রেণীগুলির অবলুপ্তির পথকে প্রশস্ত করবে।

আমরা যখন নেপ্ শুরু করেছিলাম এবং জাতীয় অর্থনীতির জন্য সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ স্থাপন করার প্রশ্নটি তার সমস্ত ব্যাপকতা নিয়ে যখন পার্টির সম্মুখীন হয়েছিল সেই সময় এই বিষয়ে কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

> 'কর প্রথার দ্বারা উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ ব্যবস্থার পরিবর্তন, তার নীতিগত তাৎপর্য: "যুদ্ধ" সাম্যবাদ থেকে **সঠিক** সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদে উত্তরণ। উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ ব্যবস্থা কিংবা কর প্রথা কোনটাই নয়, বৃহদায়তন ("সমাজবাদী") শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের বিনিময়—এই হল সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সত্তা, তার ভিত্তি' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১-১২)।

সমাজতন্ত্রের **অর্থনৈতিক** ভিত্তি সৃষ্টির প্রশ্নটিকে লেনিন এইভাবেই বুঝেছিলেন।

কিন্তু কৃষিকে সমাজবাদী শিল্পের সঙ্গে সংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন, প্রথমতঃ, উৎপাদিত দ্রব্যাদি বণ্টনের জন্য ব্যাপক সংখ্যক সংস্থার জাল বিস্তার

করা এবং ক্রেতা সমবায় ও কৃষি উৎপাদক সমবায়—উভয় ধরনের সমবায় সংস্থার ব্যাপক জাল বিস্তার করা। **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকায় লেনিন যখন নীচের কথাগুলি বলেছিলেন তখন তাঁর মনে ঠিক এটাই ছিল :

> 'আমাদের অবস্থায় সমবায় প্রায়শঃই সমাজবাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়' (২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬)।

অতএব, আমাদের দেশের পুঁজিবাদী আবেষ্টনীর পরিস্থিতিতে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী কি নিজ প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে ?

পার্টি এই প্রশ্নের **ইতিবাচক** উত্তর দিয়েছে (ক. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব দেখুন)। লেনিনও এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকাটি দেখুন)। আমাদের গঠনমূলক কার্যাবলীর সমস্ত অভিজ্ঞতাই এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরের সপক্ষে, কারণ যুগপৎ উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত পুঁজির বদলে প্রতি বছরেই সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের অংশবৃদ্ধি ঘটছে, অপরদিকে আমাদের অর্থনীতিতে সমাজবাদী উপাদানগুলির তুলনায় ব্যক্তিগত পুঁজির ভূমিকা প্রতি বছরেই ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

বেশ, তাহলে বিরোধীরা এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিচ্ছেন ?

এই প্রশ্নে তাঁদের উত্তর **নেতিবাচক**।

এর দ্বারা এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত বলে ধরা যেতে পারে।

তার অর্থ কি এই যে এই বিজয়কে পরিপূর্ণ বিজয়, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় বলে গণ্য করা যেতে পারে, য দেশকে নিশ্চয়তা দেবে যে বাইরের সমস্ত বিপদ, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের আশংকা এবং পরবর্তীকালে পুনরুজ্জীবনের বিপদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে ? না, তা নয়। যেমন ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে গঠন করার প্রশ্নের সঙ্গে **'জাতীয়'** বুর্জোয়াদের পরাজিত করার ব্যাপারটি জড়িত তেমনি সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে **বিশ্ব** বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করার বিষয়টি রয়েছে। পার্টি বলে যে একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী নিজ প্রচেষ্টায় বিশ্ব বুর্জোয়াশ্রেণীকে

পরাজিত করার মতো অবস্থায় নেই। পার্টি আরও বলে যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য বিশ্ব বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করা, অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। পার্টির বক্তব্য হল এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা আছে একমাত্র বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর। অতএব, একটি বিশেষ দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অন্ততঃ বেশ কিছু দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়কে সূচিত করে।

প্রশ্নটি আমাদের পার্টিতে বিশেষ কোন মতপার্থক্য সৃষ্টি করেনি, তাই আমি এ নিয়ে সময় ব্যয় করব না, কিন্তু শুধু তাঁদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করব যাঁরা কয়েকদিন আগে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনামে সদস্যদের মধ্যে বিতরিত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নথিপত্রের বিষয়ে আগ্রহী।

২। 'বিরামের' কারণগুলি

দ্বিতীয় প্রশ্ন। ইউ. এস. এস. আর-এর বর্তমান আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতিগত অবস্থার সমস্যাবলীর সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নটি বিজড়িত, যে 'বিরাম' পর্যায়ের পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজের আরম্ভ ও অগ্রগতি ঘটেছিল। ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে আমরা পারি এবং অবশ্যই পারব। কিন্তু সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে, প্রথমে আমাদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে হবে। যুদ্ধ থেকে কিছুটা 'বিরাম' অবশ্যই চাই, হস্তক্ষেপের কোন প্রচেষ্টা থাকবে না, যাতে আমরা টিঁকে থাকতে পারি এবং সমাজতন্ত্র গঠন করতে পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কিছু আন্তর্জাতিক শর্ত আমাদের অর্জন করতেই হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থান কিসের ওপর নির্ভরশীল, পুঁজিবাদী দেশগুলির পাশাপাশি আমাদের দেশের অগ্রগতির বর্তমান 'শান্তির' পর্যায় কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বর্তমানে অর্জিত 'বিরাম' বা 'বিরামের' পর্যায়ের ভিত্তি কি, যা পুঁজিবাদী দুনিয়ার গুরুতর হস্তক্ষেপের আশু প্রচেষ্টাকে অসম্ভব করে দিয়েছে, এবং যা আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রয়োজনীয় বাহ্যিক শর্তগুলি সৃষ্টি করেছে; এসব থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে হস্তক্ষেপের বিপদ বর্তমানে রয়েছে ও থেকেই যাবে এবং এই বিপদ কিছুসংখ্যক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমেই একমাত্র দূর করা যায়?

বর্তমানের 'বিরামের' পর্যায় অন্ততঃ চারটি প্রধান ঘটনার ওপর নির্ভরশীল।

প্রথম ঘটনা হল, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে দ্বন্দ্ব যা দুর্বল হচ্ছে না এবং যার ফলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা সহজ হয়ে উঠছে না।

দ্বিতীয় যে ঘটনার ওপর নির্ভরশীল তা হল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক ও পরনির্ভরশীল দেশগুলিতে মুক্তি-সংগ্রামের ক্রমবৃদ্ধি।

তৃতীয়তঃ, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামের উদ্ভব ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি সমস্ত দেশের ক্রমবর্ধমান সহানুভূতি হল আরেকটি ঘটনা যার ওপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী নিজের দেশের পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিপ্লব ঘটিয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি **এখনো** সমর্থন জানাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পুঁজিপতিরা ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'তাদের' শ্রমিকদের অভিযান ঘটাতে **ইতিমধ্যেই** ব্যর্থ হয়েছে কারণ সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দিনের পর দিন তা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এবং এখনকার দিনে শ্রমিকদের বাদ দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

চতুর্থ যে ঘটনার ওপর নির্ভরশীল তা হল, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তি ও সামর্থ্য, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে তাদের সাফল্য এবং লালফৌজ সংগঠনের শক্তি।

এই এবং এই জাতীয় ঘটনাগুলির সমন্বয় 'বিরামের' পর্যায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে যা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

৩। ঐক্য এবং বিপ্লবের 'জাতীয়' ও আন্তর্জাতিক ভূমিকার অভিন্নতা

তৃতীয় প্রশ্ন। একটি নির্দিষ্ট দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের 'জাতীয়' ও আন্তর্জাতিক ভূমিকার সমস্যাবলীর সঙ্গে তৃতীয় প্রশ্নটি বিজড়িত। পার্টি মনে করে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর 'জাতীয়' ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা একটি সাধারণ ভূমিকায় একীভূত হয়ে গেছে—তা হল পুঁজিবাদের আওতা থেকে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করা, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার স্বার্থ সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে সমস্ত দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থের সঙ্গে

একীভূত হয়ে গেছে এবং সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের এক লক্ষ্যে মিলে গেছে।

সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী যদি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন না হয় এবং সমর্থন না জানায় তাহলে কি ঘটবে? তাহলে বাইরের হস্তক্ষেপ ঘটবে এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পুঁজিবাদ যদি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করতে সমর্থ হয় তাহলে কি ঘটবে? সমস্ত পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশে জঘন্যতম প্রতিক্রিয়ার যুগের সূচনা হবে, শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত মানুষদের গলা ধরে পাকড়াও করবে এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের অবস্থান হারিয়ে যাবে।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যে সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করে আসছে তা যদি আরও বৃদ্ধি পায় ও গভীর হয় তাহলে কি ঘটবে? এর ফলে ইউ. এস. এস. আর-এর সমাজতন্ত্র গঠন সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হবে।

ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্য যদি বৃদ্ধি পেতেই থাকে তাহলে কি হবে? এর ফলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার আমূল উন্নতি ঘটবে, এর দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইরত আন্তর্জাতিক পুঁজির অবস্থার অবনমন ঘটবে এবং বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সুযোগসমূহ বিপুলভাবে উন্নত হবে।

কিন্তু এ থেকে দাঁড়াল যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও ভূমিকা সমস্ত দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থ ও ভূমিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও অভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে গেছে এবং অপরপক্ষে সমস্ত দেশের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও সাফল্যের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

অতএব একটি নির্দিষ্ট দেশের শ্রমিকশ্রেণীর 'জাতীয়' ভূমিকাকে আন্তর্জাতিক ভূমিকার বিরোধীরূপে দেখানো এক বিরাট রাজনৈতিক ভ্রান্তি ঘটানো।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে সংগ্রামে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যম ও ঔৎসুক্যকে যিনি 'জাতীয় বিচ্ছিন্নতা' বা 'জাতীয় সংকীর্ণ-চিত্ততার' নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেন, যা আমাদের বিরোধীরা অনেক সময় করে থাকেন, তিনি তাঁর চিন্তাশক্তি হারিয়েছেন বা দ্বিতীয় শৈশবাবস্থায় নিপতিত হয়েছেন।

অতএব, একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও ভূমিকার সঙ্গে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও ভূমিকার ঐক্য ও অভিন্নতার সাফল্যই হল সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের বিজয়ের নিশ্চিততম পথ।

ঠিক এই কারণেই একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয় স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং সমস্ত দেশে বিপ্লবের অগ্রগতি ও বিজয়ের একটি হাতিয়ার ও সহায়ক শক্তি।

তাই ইউ.এস.এস.আর-এ সমাজতন্ত্র গঠনের অর্থ হল সমস্ত দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের অগ্রগতি ঘটানো, এর অর্থ শুধুমাত্র ইউ. এস. এস. আর-এ নয় সমস্ত, পুঁজিবাদী দেশের পুঁজির বিরুদ্ধে বিজয়কে গড়ে তোলা, কারণ ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লব হল বিশ্ব-বিপ্লবের অংশ—তার সূত্রপাত ও তার অগ্রগতির ভিত্তি।

৪। সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটির ইতিহাস প্রসঙ্গে

চতুর্থ প্রশ্ন। চতুর্থ প্রশ্নটি আলোচ্য বিষয়ের ইতিহাসগত দিক নিয়ে। বিরোধীপক্ষ জোরের সঙ্গে দাবি করেন যে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নটি সর্বপ্রথম আমাদের পার্টিতে উত্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে। যাই হোক, ট্রট্স্কি পঞ্চদশ সম্মেলনে নির্বোধের মতো ঘোষণা করেছিলেন: 'একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার তত্ত্বগত স্বীকৃতি দাবি করা হচ্ছে কেন? এই পরিপ্রেক্ষিত কোথা থেকে এল? ১৯২৫ সালের পূর্বে কেউ এই প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন না এটাই-বা কেমন?'

তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, ১৯২৫ সালের আগে প্রশ্নটি আমাদের পার্টিতে উত্থাপিত হয়নি। এ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে পার্টিতে প্রশ্নটি একমাত্র স্তালিন ও বুখারিন কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল এবং ১৯২৫ সালেই তাঁরা উত্থাপন করেছিলেন।

এটা কি সত্য? না, সত্য নয়।

আমি দৃঢ়ভাবে বলছি যে একক একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রশ্নটি পার্টিতে সর্বপ্রথম লেনিন কর্তৃক সেই ১৯১৫ সালে উত্থাপিত হয়েছিল। আমি জোরের সঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে সেই সময় আর কেউ নয় ট্রট্স্কিই লেনিনকে বাধা দিয়েছিলেন। আমি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, তখন থেকেই অর্থাৎ ১৯১৫ সাল থেকেই একক একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রশ্নটি বারবার আমাদের পত্র-পত্রিকায় ও পার্টিতে আলোচিত হয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা অনুসরণ করে দেখা যাক।

(ক) ১৯১৫ সাল। বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্রে (**সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**[১০]) প্রকাশিত লেনিনের প্রবন্ধ 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান'। এই প্রবন্ধে লেনিন যা বলেছেন তা হল:

'বিচ্ছিন্ন বক্তব্য হিসেবে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য সঠিক হবে না, কারণ, প্রথমতঃ, তা সমাজবাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ, কারণ, এর ফলে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অসম্ভাব্যতা ও এই রকম দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি ভ্রান্ত বিশ্লেষণ দিতে পারে।

'অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি নিশ্চিত নিয়ম। তাহলে সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রথমে কয়েকটি দেশে বা এমনকি পৃথকভাবে গৃহীত একটি পুঁজিবাদী দেশেও সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী **পুঁজিবাদীদের বেদখল করে ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে আকর্ষিত করে, পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সেইসব দেশে বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ও এমনকি প্রয়োজন হলে শোষকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসে বিশ্বের বাকি অংশের **বিরুদ্ধে**, পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে।'·· কারণ, 'পশ্চাদ্‌পদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কমবেশি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত সমাজতন্ত্রে জাতি-সমূহের স্বাধীন মিলন সম্ভব নয়' (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩)।

ঐ একই বছরে ১৯১৫ সালে ট্রট্স্কি পরিচালিত **নাশে স্লোভো**[১১] পত্রিকায় ট্রট্স্কির নিম্নোধৃত প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়:

' "অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি নিশ্চিত নিয়ম।" এই থেকে **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত** (১৯১৫ সালে বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র, যেখানে লেনিনের প্রশ্নাধীন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়—জে. স্তালিন) সিদ্ধান্ত টানছে যে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়

সম্ভব, অতএব প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে সমগ্র ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অংশভাগে পরিণত করার কোন যুক্তি নেই।... কোন রাষ্ট্রই তার সংগ্রামে অন্যান্যদের জন্যে অবশ্যই "অপেক্ষা" করবে না, এ হল একটি প্রাথমিক ধারণা যা বারংবার বলা প্রয়োজন ও কার্যকরী এই কারণে যাতে সমান্তরালভাবে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম পরিচালনার ধ্যান-ধারণার স্থান আন্তর্জাতিক নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা কালহরণের চিন্তা দখল না করে। অন্যদের জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের উদ্যোগ অন্যান্য দেশের সংগ্রামে উৎসাহ যোগাবে এই পূর্ণ আস্থা নিয়ে আমরা জাতীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু ও অব্যাহত রাখি; কিন্তু যদি তা না ঘটে তাহলে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বগত বিবেচনার সাক্ষ্য অনুযায়ী, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা যায় যে **রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি বিপ্লবী রাশিয়া নিজেকে রক্ষা করতে পারবে বা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক জার্মানি টিঁকে থাকতে পারবে এটা চিন্তা করা হতাশাজনক হবে।** জাতীয় পরিধির মধ্যে একটি সামাজিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হল সেই **জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার** হাতে শিকার হওয়া যা সামাজিক-দেশপ্রেমিকতার সত্তার জন্ম দেয়' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ট্রট্স্কি, ১৯১৭ সাল, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৯-৯০)।

আপনারা দেখলেন 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করার' প্রশ্নটি লেনিন কর্তৃক সেই ১৯১৫ সালে রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে উত্থাপিত হয়েছিল যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রশ্নটি সময়োপযোগী হয়ে ওঠে।

আপনারা দেখলেন যে সেই সময় আর কেউ নয় ট্রট্স্কিই কমরেড লেনিনের বিরোধিতা করেছিলেন, যিনি স্পষ্টতঃই জানতেন যে লেনিন তাঁর প্রবন্ধে 'সমাজতন্ত্রের জয়' এবং 'একক একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করার' সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ১৯১৫ সালেই ট্রট্স্কি কর্তৃক সর্বপ্রথম 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল এবং এই অভিযোগ স্তালিন বা বুখারিনের বিরুদ্ধে নয়, লেনিনের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল।

এখন জিনোভিয়েভ যখন-তখন 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' হাস্যকর অভিযোগ সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টতঃই বুঝতে পারছেন না যে এর দ্বারা লেনিন ও তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত ট্রট্স্কির তত্ত্বকে পুনরাবৃত্তি ও পুনরুজ্জীবিত করছেন।

(খ) ১৯১৯ সাল। লেনিনের প্রবন্ধ 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি।' এই প্রবন্ধে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল :

> 'সমস্ত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের প্রকাশ্য বা মুখোস পরা অনুচরদের (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের "সোশ্যালিষ্টরা") মিথ্যা প্রচার ও কুৎসা সত্ত্বেও একটি বিষয় সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে, তা হল **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মূল অর্থনৈতিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদের বিজয় সুনিশ্চিত।** সমগ্র বিশ্বব্যাপী বলশেভিক মতবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা ক্রোধোন্মত্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান, নানা ধরনের চক্রান্ত ইত্যাদি সংগঠিত করছে, ঠিক এই কারণে যে তারা পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারছে যে **সামাজিক অর্থনীতির পুনর্গঠনে আমাদের সাফল্য অনিবার্য যদি না আমরা সামরিক শক্তির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাই। আর এইভাবে আমাদের ধ্বংস করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫১০)।

আপনারা দেখছেন যে এই প্রবন্ধে লেনিন 'সাম্যবাদের বিজয়ের' লক্ষ্য থেকে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থনৈতিক সমস্যা', 'সামাজিক অর্থনীতির পুনর্গঠনের' বিষয়ে বলেছেন। এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থনৈতিক সমস্যা' ও 'সামাজিক অর্থনীতির পুনর্গঠন' বলতে কি বোঝায়? এর দ্বারা একটি দেশে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের গঠন ছাড়া আর অন্য কিছু বোঝায় না।

(গ) ১৯২১ সাল। **পণ্যের মাধ্যমে কর**[১২] শীর্ষক লেনিনের পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় সুপরিচিত প্রস্তাবনা রয়েছে যে 'আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি' স্থাপন করতে পারি এবং তা অবশ্যই করতে হবে (দ্রষ্টব্য : **পণ্যের মাধ্যমে কর**)।

(ঘ) ১৯২২ সাল। মস্কো সোভিয়েতে প্রদত্ত লেনিনের ভাষণ, যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা সমাজবাদকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে টেনে এনেছি' এবং 'নেপ্-এর রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় পরিণত হবে' (দ্রষ্টব্য : ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬)। লেনিনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন এমন কোন সরাসরি ইঙ্গিত না দিয়ে এ বিষয়ে ট্রট্স্কি ১৯২২ সালে **শান্তির কর্মসূচী** প্রবন্ধে তাঁর 'পুনশ্চ'-এ প্রতিবক্তব্য উপস্থিত করেন। 'পুনশ্চ'-এ ট্রট্স্কি যা বলেছেন তা হল :

'জাতীয় পরিধির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব বিজয়ের মধ্যে পরিসমাপ্ত হতে পারে না এই মর্মে **শান্তির কর্মসূচীতে** বারবার দৃঢ়ভাবে কথিত বক্তব্য আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রায় পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার দ্বারা নস্যাৎ হয়ে গেছে বলে কিছু পাঠকের কাছে বোধহয় মনে হতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় সিদ্ধান্ত করা অবাঞ্ছিত হবে। সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে একক একটি রাষ্ট্রে এবং একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে শ্রমিক রাষ্ট্র রক্ষা করা গেছে এই ঘটনাটি শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট শক্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং অন্য একটি আরও অগ্রগামী, আরও সভ্যদেশে তা সত্যসত্যই অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যখন অস্তিত্ব রক্ষা করছি তখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির সাফল্যে পৌঁছাতে পারিনি এমনকি পৌঁছানোর কাজ শুরু করতেও পারিনি। এই পর্যায়ে বিপ্লবী রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম উৎপাদনশীল শক্তিগুলির চরম অবনমন ঘটিয়েছে ; এবং এই শক্তিগুলির বৃদ্ধি ও বিকাশের ভিত্তিতেই একমাত্র সমাজতন্ত্র সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। বুর্জোয়া দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক, বিভিন্ন সুযোগ দান, জেনোয়া সম্মেলন এবং এই জাতীয় অন্যান্য ঘটনা **জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সমাজবাদ গঠনের অসম্ভাব্যতার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত বহন করছে।…রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত অগ্রগতি প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের পরেই একমাত্র সম্ভব হবে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ট্রট্স্কি, **১৯১৭ সাল,** তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯২-৯৩)।

ট্রট্স্কি যখন এখানে 'জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সমাজতন্ত্র

গঠনের অসম্ভাব্যতার কথা' বলছেন তখন কে প্রতিবাদ করছেন? স্তালিন বা বুখারিন নন নিশ্চয়ই। ট্রট্স্কি এখানে কমরেড লেনিনের বিরুদ্ধতা করছেন এবং অন্য কোন প্রশ্নে নয়, 'জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে সমাজবাদ নির্মাণের সম্ভাব্যতার' মূল প্রশ্নে তাঁর বিরোধিতা করছেন।

(ঙ) ১৯২৩ সাল। লেনিনের পুস্তিকা **সমবায় প্রসঙ্গে**—এটা হল তাঁর রাজনৈতিক দলিল। এই পুস্তিকায় লেনিন যা লিখেছেন তা হল:

> 'বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকার, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, ছোট ও অতি ছোট কোটি কোটি কৃষকদের সঙ্গে এই শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিক-শ্রেণীর স্বীকৃত নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা, শুধুমাত্র সমবায় ব্যবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় নয় কি যা ইতিপূর্বে আমরা অবজ্ঞা করেছিলাম এবং যা এখন "নেপ্" কর্মসূচীর স্তরে কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে অবজ্ঞা করার অধিকারও আমাদের আছে? **একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ** গঠনের **জন্য** এইগুলি কি **প্রয়োজনীয় নয়?** সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন বলতে যা বোঝায় এখনো তা নয়, তবে এগুলি এই গঠনকার্যে প্রয়োজন এবং এইগুলিই **যথেষ্ট'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)।

ভেবে দেখুন এর থেকে আর স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

ট্রট্স্কি যা বলছেন তা থেকে দাঁড়ায় যে 'জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ' **সম্ভব নয়**। লেনিন কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে **'পরিপূর্ণ** সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য' 'যা কিছু প্রয়োজনীয় ও **যথেষ্ট'** সে সমস্ত কিছুই এখন আমাদের অর্থাৎ ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারে আছে।

এইগুলিই হল প্রকৃত ঘটনা।

অতএব, আপনারা দেখলেন যে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি আমাদের পার্টিতে সেই ১৯১৫ সালে উত্থাপিত হয়েছিল, আর স্বয়ং লেনিন কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল এবং অন্য কেউ নয় ট্রট্স্কিই তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, যিনি লেনিনের বিরুদ্ধে 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' অভিযোগ এনেছিলেন।

আপনারা দেখলেন যে, সেই থেকে এবং কমরেড লেনিনের মৃত্যুরও পর থেকে আমাদের পার্টির দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে এই প্রশ্নটি সরে যায়নি।

আপনারা আরও দেখলেন যে, এই প্রশ্নটি বেশ কয়েকবার কোন-না-কোনভাবে অবগুণ্ঠিত আকারে কিন্তু কমরেড লেনিনের সুনির্দিষ্ট বিরোধিতারূপে ট্রট্স্কি কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই ট্রট্স্কি লেনিন ও লেনিনবাদের আদর্শে প্রশ্নটির বিচার করেননি বরং লেনিন ও লেনিনবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন।

এটাও আপনারা দেখলেন যে, ১৯২৫ সালের পূর্বে কেউ একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি উত্থাপন করেননি বলে দৃঢ়তার সঙ্গে যখন তিনি দাবি করেন তখন ট্রট্স্কি **তাহা মিথ্যা** বলেন।

৫। বর্তমান মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটির বিশেষ গুরুত্ব

পঞ্চম প্রশ্ন। বর্তমান মুহূর্তে সমাজতন্ত্র গঠনের কার্যক্রমের জরুরী আবশ্যকতার সমস্যার সঙ্গে পঞ্চম প্রশ্নটি বিজড়িত। ঠিক এখন, ঠিক এই সাম্প্রতিককালে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি কেন বিশেষভাবে এত জরুরী চরিত্র গ্রহণ করল? এর কারণ কি এই যে ১৯১৫, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২২, ১৯২৩ সালে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি যখন মাঝেমধ্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলীতে আলোচিত হয়েছে তখন ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬ সালে প্রশ্নটি আমাদের পার্টির কার্যাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে? তার ব্যাখ্যাই-বা কি?

আমার মতে এর ব্যাখ্যা তিনটি প্রধান ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি হল, বিগত কয়েক বছরে অন্যান্য দেশে বিপ্লবের গতি শ্লথ হয়েছে এবং যাকে বলে 'পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতি' ঘটেছে। এখন প্রশ্ন: তাহলে কি পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনাকে হ্রাস বা এমনকি নস্যাৎ করবে না? তাইতো আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিক উৎসাহ।

দ্বিতীয় যে ঘটনা তা হল, নেপ্ কার্যক্রম শুরু করেছি, ব্যক্তিগত পুঁজিকে অনুমোদন দিয়েছি এবং আমাদের শক্তিগুলিকে পুনঃসংগঠিত ও পরবর্তীকালে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে খানিকটা পিছু হটে এসেছি। তাহলে

প্রশ্ন : নেপ্ কার্যক্রম শুরু আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে পারে না কি? আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উৎসাহের এটা হল আরেকটি উৎস।

তৃতীয় যে ঘটনা তা হল, আমরা গৃহযুদ্ধে জিতেছি, হস্তক্ষেপকারীদের বিতাড়িত করেছি ও যুদ্ধ থেকে 'বিশ্রাম' অর্জন করেছি এবং অর্থনৈতিক বিশৃংখলার পরিসমাপ্তি ঘটাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, দেশের উৎপাদিকা-শক্তির পুনরুদ্ধার ও আমাদের দেশে নতুন অর্থনীতি গঠনের আয়োজন করে আমরা শান্তি ও শান্তির কাল সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করেছি। এখন প্রশ্ন হল : আমাদের অর্থনীতির গঠনকে আমরা কোন্ দিকে পরিচালিত করব—সমাজতন্ত্রের দিকে অথবা অন্য কোন দিকে? তাই প্রশ্ন : যদি সমাজতন্ত্রের দিকেই গঠনকে আমাদের পরিচালিত করতে হয় তাহলে নেপ্ পরিকল্পনা ও পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতির পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র গঠনে সমর্থ হওয়ার সপক্ষে ভিত্তিগুলি কি কি আছে? তাই সমগ্র পার্টি ও সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য বিপুল উদ্যমশীল ভূমিকা পালন করেছে। তাই শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি-ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রীতির অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের সকল বিভাগই সমস্ত রকমের উপাদান-গুলির বাৎসরিক হিসেব-নিকেশ করেছে।

আপনারা তিনটি প্রধান ঘটনাই পেলেন যা নির্দেশ করছে যে আমাদের পার্টি ও আমাদের শ্রমিকশ্রেণী এবং সমভাবে কমিনটার্নের স্বার্থে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি খুবই জরুরী বিষয় হয়ে উঠেছে।

বিরোধীরা মনে করেন যে, ইউ. এস. এস. আর এ সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি শুধুমাত্র তত্ত্বগত উৎসুক্যের বিষয়। তা সত্য নয়। এ এক বিরাট ভ্রান্তি। প্রশ্নটি সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাব যে ঘটনার সপক্ষে যায় তা হল বিরোধীরা আমাদের বাস্তব পার্টি কার্যাবলী, অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজ এবং আমাদের সমবায় সম্পর্কিত বিষয়াদি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমরা বর্তমানে অর্থ-নৈতিক বিশৃংখলার অবসান ঘটিয়েছি, শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেছি এবং এক নতুন কারিগরি ভিত্তিতে আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের স্তরে প্রবেশ করেছি এবং সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নটি তাই প্রভূত বাস্তব গুরুত্ব অর্জন করেছে। আমাদের অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে আমাদের লক্ষ্য কি

হওয়া উচিত, কোন্ দিক অভিমুখে আমরা গঠনকার্য চালাব, কি আমরা গড়ব, আমাদের সৃষ্টিশীল কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিত কি হবে?—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন রয়েছে, এই প্রশ্নগুলির সমাধান ব্যতীত যদি নির্মাণকার্য সম্পর্কে প্রকৃত উন্নত ও বিজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে তাঁরা চান তাহলে সৎ ও চিন্তাশীল কর্ম-পরিচালকরা এক পা-ও এগুতে পারবেন না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভূমি উর্বর করার উদ্দেশ্যে অথবা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে আমরা গঠন-কার্য চালাচ্ছি—এটাই হল বর্তমানে আমাদের গঠনমূলক কাজের মূল প্রশ্ন। বর্তমানে নেপ্ পরিকল্পনা ও পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতির পরিস্থিতিতে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনে আমরা কি সক্ষম?—আমাদের পার্টি ও সোভিয়েতের কার্যাবলীর সামনে এটি এখন অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

লেনিন এই প্রশ্নের **ইতিবাচক** উত্তর দিয়েছেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)। পার্টিও এ প্রশ্নের **ইতিবাচক** উত্তর দিয়েছে (রু. ক. পা. (ব)র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। আর বিরোধীদের ব্যাপারটা কি? আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে বিরোধীরা এ প্রশ্নের **নেতি-বাচক** উত্তর দিয়েছেন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার রিপোর্টে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি এবং এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছি যে অতি সম্প্রতি ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিরোধী জোটের নেতা ট্রট্স্কি সমস্ত বিরোধীদের কাছে তাঁর আবেদনে ঘোষণা করেছেন যে 'একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে' তিনি 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার তত্ত্বগত সমর্থন' বলে বিবেচনা করেন (সি. পি. এস. ইউ (বি)-র পঞ্চদশ সম্মেলনে প্রদত্ত স্তালিনের রিপোর্ট[১৩] দ্রষ্টব্য)।

ট্রট্স্কির এই উধৃতির (১৯২৬) সঙ্গে তাঁর ১৯১৫ সালে লিখিত প্রবন্ধের তুলনা করুন যেখানে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা নিয়ে লেনিনের সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্কে বিজড়িত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম কমরেড লেনিন ও লেনিনবাদীদের 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' প্রশ্নটি উত্থাপন করে-ছিলেন এবং আপনারা দেখলেন যে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রসঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নেতিবাদের পুরানো অবস্থান তিনি এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন।

সংক্ষেপে এই কারণেই পার্টি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে ট্রট্স্কিবাদ আমাদের পার্টিতে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি।

৬। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত

ষষ্ঠ প্রশ্ন। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতের সমস্যার সঙ্গে ষষ্ঠ প্রশ্নটি বিজড়িত। পঞ্চদশ পার্টি সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে ট্রট্স্কি বলেছিলেন: 'লেনিনের চিন্তা ছিল, হয়তো ২০ বছরেও আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব না, আমাদের কৃষিভিত্তিক দেশের পশ্চাদ্‌পদতার কারণে এমনকি ৩০ বছরেও আমরা গড়ে তুলতে পারব না। কমপক্ষে ৩০-৫০ বছর লাগবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।'

কমরেডগণ, আমি এখানে অবশ্যই বলব যে, ট্রট্স্কি আবিষ্কৃত এই পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে ইউ.এস.এস. আর-এ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে কমরেড লেনিনের পরিপ্রেক্ষিতের কোন মিলই নেই। তাঁর এই ভাষণেই কয়েক মিনিট পরে ট্রট্স্কি এই পরিপ্রেক্ষিতের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। যা হোক, সেটা তাঁর ব্যাপার। কিন্তু আমি অবশ্যই ঘোষণা করব যে ট্রট্স্কি উদ্ভাবিত এই পরিপ্রেক্ষিত বা তা থেকে উৎসারিত সিদ্ধান্তসমূহের জন্য লেনিন বা পার্টি কাউকেই দায়ী করা চলে না। ঘটনা হল এই পরিপ্রেক্ষিতকে পল্লবিত করে ও পরবর্তীকালে তাঁর ভাষণে নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধতা শুরু করে ট্রট্স্কি এটাই শুধু দেখাতে চেয়েছেন যে ট্রট্স্কি সম্পূর্ণ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছেন এবং এক হাস্যকর অবস্থায় নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন।

লেনিন বলেননি যে ৩০ বা ৫০ বছরে 'আমরা সম্ভবতঃ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব না'। প্রকৃতপক্ষে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

> 'কৃষকসমাজের সঙ্গে ১০ বা ২০ বছরের সঠিক সম্পর্ক এবং বিশ্বব্যাপী বিজয় সুনিশ্চিত (এমনকি যদি ক্রমবর্ধমান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবগুলি বিলম্বিতও হয়); নতুবা ২০-৪০ বছরব্যাপী শ্বেতরক্ষী সন্ত্রাসের যন্ত্রণা' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩)।

লেনিনের এই বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্ত কি টানা যায় যে আমরা '২০-৩০ বা ৫০ বছরের মধ্যেও সম্ভবতঃ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব না'? না। এই বক্তব্য থেকে একমাত্র নীচের সিদ্ধান্তগুলি টানা যায়:

(ক) কৃষকসমাজের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা ১০-২০ বছরের মধ্যে বিজয় (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজয়) সম্পর্কে নিশ্চিত;

(খ) এই বিজয় শুধুমাত্র ইউ. এস. এস. আর-এর বিজয় হবে না; এ হবে 'বিশ্বব্যাপী' বিজয়;

(গ) এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা বিজয় অর্জন না করি তার ফল দাঁড়াবে এই যে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলের স্থান দখল করবে শ্বেতরক্ষী সন্ত্রাসের আমল যা ২০-৪০ বছর পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে।

অবশ্য লেনিনের এই বক্তব্য এবং তা থেকে উৎসারিত সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে কেউ একমত হতেও পারেন বা না-ও পারেন। কিন্তু ট্রট্স্কির মতো তাকে বিকৃত করা অনুমোদনযোগ্য নয়।

আর 'বিশ্বব্যাপী' বিজয়ের অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে এই ধরনের বিজয় একক একটি দেশে বিজয়ের সমতুল্য? না, তা নয়। তাঁর লেখায় লেনিন একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় ও 'বিশ্বব্যাপী' বিজয়ের মধ্যে যথাযথভাবে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। লেনিন যখন 'বিশ্বব্যাপী' বিজয়ের কথা বলছেন তখন তিনি এ কথাই বলতে চাইছেন যে আমাদের দেশে সমাজ-তন্ত্রের সাফল্য ও আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জয়ের এমন প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক তাৎপর্য থাকবে যে বিজয় শুধুমাত্র আমাদের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রমুখী এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে এবং যদি অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে একই সময়ে সংঘটিত না-ও হয় তথাপি বিশ্ব-বিপ্লবের বিজয়ের অভিমুখে অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর এক শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তুলতে যেভাবেই হোক এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত রূপে লেনিন যা দেখেছিলেন তা হল এই, একেই যদি আমরা বিপ্লবের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিত বলে গ্রহণ করি যা অবশ্যই আমাদের পার্টিতে আমরা মনে মনে গ্রহণ করেছিলাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতকে ৩০-৫০ বছরের ট্রট্স্কির পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার অর্থ লেনিনের কুৎসা করা।

৭। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে

সপ্তম প্রশ্ন। বিরোধীরা আমাদের যা বলছেন ধরে নেওয়া যাক তার সঙ্গে আমরা একমত, কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাহলে কার সঙ্গে আমাদের ঐক্য বজায় রাখা ভাল—বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অথবা ইউ. এস. এস আর-এর কৃষকসমাজের সঙ্গে; বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী অথবা ইউ. এস. এস. আর-এর কৃষক-

সমাজ—কাকে আমরা প্রথম স্থযোগ দেব ? এই বিশ্লেষণের সময় বিষয়গুলিকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয় যেন ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী এই দুই সহযোগীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে—যেন বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী এই মুহূর্তে তাদের বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে প্রস্তুত কিন্তু আমাদের পছন্দমতো সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে ; এবং আমাদের কৃষকসমাজ, যারা ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করবে কিনা এ বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। কমরেডগণ, এ হল প্রশ্নটির শিশুসুলভ উপস্থাপনা। এর সঙ্গে আমাদের দেশে বিপ্লবের গতি বা বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কোনটারই কোন সম্পর্ক নেই। এ কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু একমাত্র স্কুলের মেয়েরাই ঐরকমভাবে প্রশ্নটিকে রাখতে পারে। বিষয়গুলিকে কিছু কিছু বিরোধীরা যেভাবে চিত্রিত করছেন দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি তেমনটি নয়। তাছাড়াও উভয় দলের সহযোগিতাই যে আমরা সানন্দে গ্রহণ করব এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কোন যুক্তি নেই যদি তারা একমাত্র আমাদের ওপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু না, প্রশ্নটি বাস্তবে সেভাবে দাঁড়িয়ে নেই।

প্রশ্নটি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা হল এই: যদিও বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন শ্লথগতি হয়েছে ও পশ্চিমে সমাজতন্ত্র এখনো বিজয়ী হয়নি তথাপি ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসীন আছে, বছরের পর বছর শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে, কৃষকসমাজের প্রধান অংশকে নিজের চতুর্দিকে সংগঠিত করছে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করেছে এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন সফলভাবে শক্তিশালী করে চলেছে—পুঁজিবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা সত্ত্বেও ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী যে তাদের বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে পারে এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়সূচক নির্মাণকে অব্যাহত রাখতে পারে সে সত্যকে অস্বীকার করার আর কি কোন যুক্তি থাকতে পারে ?

প্রশ্নটি এখন এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে যদি অবশ্য বিরোধীদের মতো আমরা কল্পনাবিলাস থেকে শুরু না করে সমাজবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে শক্তিগুলির প্রকৃত পারস্পরিক সম্পর্কগুলি থেকে শুরু করি।

এই প্রশ্নে পার্টির উত্তর হল, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী এই পরিস্থিতিতে তাদের নিজস্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সফলভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম।

বিরোধীরা কিন্তু বলেন :

> 'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ **রাষ্ট্রীয়** সমর্থন ব্যতীত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং সাময়িক শাসনকে স্থায়ী সমাজবাদী একনায়কত্বে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ট্রট্স্কির **আমাদের বিপ্লব,** পৃঃ ২৭৮)।

ট্রট্স্কির এই উধৃতির তাৎপর্য কি এবং 'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে **রাষ্ট্রীয়** সমর্থন'-এর অর্থ কি? এর অর্থ হল, পশ্চিমে শ্রমিকশ্রেণীর **প্রাথমিক** বিজয় ব্যতীত ও পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ক্ষমতা দখল ছাড়া ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র নিজেদের বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে ও সমাজতন্ত্র গঠন করতে সক্ষম হবে না তা-ই নয়, এমনকি ক্ষমতায় আসীন থাকতেও সমর্থ হবে না।

প্রশ্নটি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাদের মতপার্থক্যের মূল এখানেই নিহিত।

মেনশেভিক অটো বওয়ার-এর সঙ্গে ট্রট্স্কির অবস্থানের পার্থক্য কোথায়? দুর্ভাগ্যবশতঃ, একেবারেই নেই।

৮। বিজয়ের সম্ভাবনাসমূহ

অষ্টম প্রশ্ন। ধরে নেওয়া যাক বিরোধীপক্ষ যে বলছেন আমরা তা অনুমোদন করছি, কিন্তু বিজয়ের সম্ভাবনা কার বেশি—ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর, অথবা বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর?

সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে ট্রট্স্কি বলেছেন, 'এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে আগামী ৩০-৫০ বছর ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবে না? আমি জিজ্ঞাসা করি: আমি এই অনুমানকে কেন স্বীকার করে নেব যাকে ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে যুক্তিহীন ও বিষণ্ণ

নিরাশাবাদী অনুমানমাত্র বলা যায় ?…ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের চেয়ে কৃষকসমাজের সঙ্গে একযোগে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সহজতর হবে এ কথা বিশ্বাস করার কোন তত্ত্বগত বা রাজনৈতিক যুক্তি আমি দেখি না—এ আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি' (দ্রষ্টব্য : সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে ট্রটস্কির ভাষণ)।

প্রথমতঃ ইউরোপে 'আগামী ৩০-৫০ বছর পর্যন্ত' নিশ্চলতার পরিপ্রেক্ষিত বিনা দ্বিধায় বাতিল করে দিতে হবে। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে শুরু করতে ট্রট্স্কিকে কেউ বাধ্য করেনি যার সঙ্গে আমাদের পার্টি কর্তৃক অনুসৃত পরিপ্রেক্ষিতের কোনই মিল নেই। অলীক পরিপ্রেক্ষিতের নিগড়ে ট্রট্স্কি নিজেকে আবদ্ধ করেছেন এবং এইজাতীয় কর্মের ফলাফল সম্পর্কে তিনি অবশ্য নিজেই উত্তর দেবেন। পশ্চিমে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত যদি ধারণা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় এই সময়কালকে অবশ্যই অন্ততঃ অর্ধেকে কমিয়ে আনা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ট্রট্স্কি বিনা দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিশ্ব বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে পরাজিত করায় পশ্চিমের শ্রমিকদের সম্ভাবনা নিজেদের 'জাতীয়' বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে ব্যাপৃত ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী অপেক্ষা বেশি, যে জাতীয় বুর্জোয়াদের ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতিগতভাবে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত করেছে, জাতীয় অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলি থেকে উৎখাত করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক গঠনের চাপে অর্থনীতিগতভাবে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছে।

আমার বিবেচনায় প্রশ্নটির এইজাতীয় উপস্থাপনা ভুল। বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থাপিত করে আমার মনে হয় ট্রট্স্কি সম্পূর্ণতঃ নিজের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে মেনশেভিকরা কি একই কথা বলেনি যখন তারা ঘরের চালা থেকে চিৎকার করেছিল যে, যেখানে কারিগরি বিকাশ দুর্বল অবস্থায় ও শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগতভাবে স্বল্প সেই রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী অপেক্ষা পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীর বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করা ও ক্ষমতা দখল করার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি? এবং এটা কি ঘটনা নয় যে মেনশেভিকদের বিলাপ সত্ত্বেও ব্রিটেন, ফ্রান্স বা জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী অপেক্ষা বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করা ও ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যে

অধিকতর সম্ভাবনাময় ছিল তা কি ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রমাণিত হয়নি? বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ ও প্রতীয়মান করছে না যে, ট্রট্স্কি যেভাবে রেখেছেন সেইভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা যায় না?

একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বা আমাদের দেশের কৃষকসমাজের সঙ্গে অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর তুলনা করে কোন্ দেশের দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা বেশি এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। এইজাতীয় তুলনা করা নিতান্তই ছেলেমানুষি। দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা কার বেশি এই প্রশ্নের সমাধান একমাত্র হতে পারে প্রকৃত আন্তর্জাতিক পরিবেশ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে শক্তিগুলির যথার্থ পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা। এমন হতে পারে যে আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সাফল্যের পূর্বেই পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীগুলি তাদের বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত ও ক্ষমতা দখল করতে পারবে। এই সম্ভাবনা কোনভাবেই বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীগুলি তাদের বুর্জোয়াশ্রেণীগুলিকে উৎখাত করার পূর্বেই ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী আমাদের অর্থ-নীতিতে সমাজতান্ত্রিক ভিত্ত স্থাপন করতে সফল হবে—এটাও ঘটতে পারে। এ সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নটির সমাধান নির্ভর করে পুঁজিবাদ ও সমাজ-বাদের সংঘর্ষের ক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর এবং একমাত্র এরই ওপর।

৯। রাজনৈতিক কর্মধারার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যগুলি

আমাদের মতপার্থক্যসমূহের ভিত্তিগুলি আলোচিত হল।

এই ভিত্তিগুলি থেকেই যুগপৎ বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে ও নিছক পার্টির কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মধারায় মতপার্থক্যগুলির উদ্ভব ঘটে। এই মতপার্থক্যগুলিই **নবম প্রশ্নের** বিষয়।

(ক) পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতির ঘটনাকে বিবেচনা করে পার্টি মনে করে যে আমরা দুটি বিপ্লবের মধ্যবর্তী যুগে রয়েছি, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আমরা বিপ্লবের অভিমুখে চলেছি এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মুখ্য কাজ হল জনগণের মধ্যে অনুপ্রবেশের পথ তৈরী করা ও জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করে তোলা, শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠনগুলিকে জয় করা ও আগামী বিপ্লবী সংঘর্ষের জন্য শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশকে প্রস্তুত করা।

আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর আস্থা না থাকায় ও পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতি আমাদের বিপ্লব ধ্বংস করতে পারে এই ভয় থেকে বিরোধীপক্ষ কিন্তু মনে করে (বা মনে করেছিল) যে পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতির ঘটনাকে অস্বীকার করা সম্ভব, আরও মনে করে (মনে করেছিল) যে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা যে শেষ হয়ে গেছে ব্রিটিশ ধর্মঘট[১৪] তার একটি নিদর্শন; তা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল এই স্থিতিশীলতা এখনো বাস্তব ঘটনা—তখন বিরোধীপক্ষ ঘোষণা করেন যে ঘটনাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব এবং এই প্রসঙ্গে সাড়ম্বরে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট কৌশলের পুনর্মূল্যায়ন, পশ্চিমের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ইত্যাদি গোলমেলে শ্লোগান নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

কিন্তু ঘটনাগুলিকে অস্বীকার করা, বিষয়গুলির বাস্তব গতিকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল হাতুড়েপনার স্বার্থে বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করা।

এই হল বিরোধী ব্লকের মতাদর্শের সুবিধাবাদী চরিত্র।

(খ) সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হল শিল্পায়ন এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রধান বাজার হল আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার—এই বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে পার্টি মনে করে যে শিল্পায়নের অগ্রগতি কৃষকসমাজের (শ্রমিকদের সম্পর্কে কোন কথা না বলে) প্রধান অংশের বাস্তব অবস্থার দৃঢ়ভিত্তিক উন্নয়নের ওপর অবশ্যই ভিত্তি করে ঘটবে, শিল্প ও কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মিলন গড়ে তুলতে হবে এবং এই মিলনের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী, লেনিন যাকে আমাদের গঠনমূলক কাজের সাফল্য ও 'সোভিয়েত শক্তির আল্ফা ও ওমেগা'[১৫] বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং তাই আমাদের সঠিক নীতি তথা আমাদের কর নির্ধারণ নীতি, বিশেষ করে মূল্য নির্ধারণ নীতি এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে যাতে এই মিলনের স্বার্থ রক্ষিত হয়।

সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে কৃষকসমাজকে অংশীদার করার সম্ভাবনায় কোন বিশ্বাস না থাকায় এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃষকসমাজের ব্যাপক অংশের ক্ষতিসাধন করেও শিল্পায়নের কাজ অব্যাহত রাখা অনুমোদনযোগ্য বলে বিশ্বাস করে বিরোধীপক্ষ কিন্তু শিল্পায়নের পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতি আগ্রহশীল, কৃষকসমাজকে 'উপনিবেশ' রূপে, শ্রমিকরাষ্ট্রের দ্বারা 'শোষণের' পাত্র বলে মনে করতে আগ্রহী এবং শিল্পায়নের এমন সব পদ্ধতি সুপারিশ করছে (কৃষক-

সমাজের ওপর বর্ধিত হারে কর, উৎপাদিত বস্তুর উচ্চ পাইকারী মূল্য ইত্যাদি) যা শিল্প ও কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে বন্ধনকে বিনষ্ট করে, দরিদ্র ও মাঝারি কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিধ্বস্ত করে এবং শিল্পায়নের ভিত্তিকেই বানচাল করে দেয়।

তাই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে জোট গঠনের চিন্তা ও এই জোটে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরোধীপক্ষের অস্বীকার করার মনোভাব— সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

(গ) পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান হাতিয়ার, এই একক পার্টির নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ভাগাভাগি হয় না বা ভাগাভাগি করা যায় না, এবং এই মৌলিক শর্ত ব্যতীত দৃঢ় ও উন্নত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করা সম্ভব হয় না—এই ঘটনাটি থেকে আমরা শুরু করি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পার্টির মধ্যে উপদলের অস্তিত্ব আমরা অননুমোদনযোগ্য বলে বিবেচনা করি কারণ এটা স্বতঃপ্রকাশিত যে পার্টির মধ্যে সংগঠিত উপদলের অস্তিত্ব ঐক্যবদ্ধ পার্টিকে বিভিন্ন পরস্পর সমান্তরাল সংগঠনে বিভক্ত করার পথে নিয়ে যায়, দেশে একটি অথবা অনেকগুলি নতুন পার্টির ভ্রূণ ও কেন্দ্রীয় অবয়ব গঠন করে আর কল-শ্রুতিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে ভাঙনের সৃষ্টি করে।

যদিও বিরোধীপক্ষ প্রকাশ্যে এই প্রস্তাবনাগুলির বিরোধিতা করে না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পার্টির ঐক্য দুর্বল করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, পার্টির মধ্যে উপদল সৃষ্টির স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং একটি নতুন পার্টির উপাদানগুলি গঠনের প্রয়োজনীয়তা থেকে তারা শুরু করে।

কাজেকাজেই, বিরোধী জোটের বাস্তব কার্যক্ষেত্রে ভাঙনের নীতি।

তাই পার্টিতে 'শাসনের' বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের চিৎকার, এমন চিৎকার যা প্রকৃতপক্ষে দেশের অ-শ্রমিক লোকদের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনের বিরোধিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং, দুটি পার্টির প্রশ্নই এসে যাচ্ছে।

কমরেডগণ, বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্যের এই হল সারাংশ।

৪। বিরোধীপক্ষ সক্রিয়

এই মতপার্থক্যগুলি কার্যক্ষেত্রে কেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই প্রশ্নের আলোচনায় এখন আসা যাক।

বেশ তাহলে, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে, পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের বিরোধীদের দেখতে কেমন ছিল?

আমরা জানি বিরোধীরা শুধু আমাদের পার্টিতেই নয় কমিনটার্নের অন্যান্য অংশে, যেমন জার্মান, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও পাশাপাশি সক্রিয় ছিল। অতএব, প্রশ্নটিকে অবশ্যই এইভাবে রাখা যায়: যুগপৎ সি. পি. এস. ইউ (বি) ও কমিনটার্নের অন্যান্য অংশে বিরোধীপক্ষ ও তার অনুগামীদের কাজকর্ম প্রকৃতপক্ষে কেমন দেখতে?

(ক) **সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধীপক্ষ ও তার অনুগামীদের কার্যকলাপ।** পার্টির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগসমূহ উত্থাপন করে বিরোধীপক্ষ তাদের 'কাজ' শুরু করেছিল। এরা ঘোষণা করেছে যে পার্টি 'সুবিধাবাদের মধ্যে নিপতিত হয়েছে'। বিরোধীপক্ষ জোরের সঙ্গে বলেছে যে পার্টির নীতি 'বিপ্লবের শ্রেণী-আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করছে।' বিরোধীদের দৃঢ় অভিযোগ পার্টি অধঃপতিত হয়েছে এবং থার্মিডোর-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বিরোধীরা আরও ঘোষণা করেছে যে আমাদের রাষ্ট্র 'শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র হয়ে ওঠা থেকে এখনো বহু দূরে।' এই সমস্তই বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য ঘোষণায় ও ভাষণাদিতে (কেন্দ্রীয় কমিটির ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ১৯২৬ সালের জুলাই প্লেনামে) বা সমর্থকদের দ্বারা বিতরিত বিরোধীপক্ষের গোপন দলিলসমূহে সমর্থিত হয়েছে।

কিন্তু এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগসমূহ উত্থাপন করে বিরোধীপক্ষ পার্টির মধ্যে নতুন ও সমান্তরাল উপদল সংগঠিত করার, নতুন ও সমান্তরাল পার্টিকেন্দ্র সংগঠিত করার, নতুন পার্টি গঠনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। বিরোধীপক্ষের অন্যতম একজন সমর্থক মিঃ অস্‌সোভস্কি তাঁর একটি প্রবন্ধে স্থূলভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমান পার্টি অর্থাৎ আমাদের পার্টি পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষা করছে, তাই এই কারণেই একটি নতুন পার্টি, একটি 'খাটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি' অবশ্যই গঠন করতে হবে যা বর্তমান পার্টির পাশাপাশি বজায় থাকবে ও কাজ চালাতে থাকবে।

বিরোধীপক্ষ বলতে পারেন অস্‌সোভস্কির দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁরা দায়ী নন।

কিন্তু তা সত্য নয়। মিঃ অস্‌সোভস্কির 'কার্যকলাপের' জন্য তাঁরা সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবেই দায়ী। আমরা জানি অস্‌সোভস্কি নিজেকে প্রকাশ্যেই বিরোধীপক্ষের সমর্থক বলে ঘোষণা করেছেন এবং বিরোধীপক্ষ একবারের জন্যও তার প্রতিবাদ করেননি। আমরা এও জানি কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই প্লেনামে কমরেড মলোটভের বিপক্ষে অস্‌সোভস্কির সমর্থনে ট্রট্‌স্কি দাঁড়িয়েছিলেন। সর্বশেষে, এও আমাদের জানা আছে যে অস্‌সোভস্কির বিরুদ্ধে পার্টির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিরোধীপক্ষ পার্টি থেকে অস্‌সোভস্কির বহিষ্কারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোট দিয়েছিলেন। এ সমস্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীপক্ষ অস্‌সোভস্কির 'কার্যকলাপের' প্রতি নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত : সি. পি. এস. ইউ. (বি)তে বিরোধীপক্ষের প্রকৃত কার্যকলাপ অস্‌সোভস্কির মনোভাবের মধ্যেই স্বপ্রকাশিত, তাঁর মতে আমাদের দেশে সি. পি. এস. ইউ (বি)র সমান্তরাল ও বিরোধী একটি নতুন পার্টি অবশ্যই গঠন করতে হবে।

বাস্তবিকপক্ষে এ ছাড়া অন্যরকম কিছু হতে পারে না। নিম্নোক্ত যে-কোন একটি হবেই :

হয় যখন বিরোধীপক্ষ পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি এনেছিলেন তখন তাঁরা সেগুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেননি, শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্য থেকেই করেছিলেন—তা যদি হয় তাহলে তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল এবং সেটি একটি অপরাধ ;

অথবা বিরোধীপক্ষ অভিযোগগুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এখনো দিয়ে আসছেন—তা যদি হয় তাহলে এর দ্বারা পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উৎখাত করা ও একটি নতুন পার্টি গঠনের পথে একটি স্তর পরিচালিত করা হয়ে থাকবে এবং বাস্তবিকপক্ষে তা করাও হয়েছিল।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ সি. পি. এস. ইউ (বি)র বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের যে ক্রিয়াকলাপ দেখা দিয়েছিল এই হল তার চেহারা।

(খ) **জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে বিরোধীপক্ষের অনুগামীদের কার্যকলাপ।** পার্টির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের বিরোধীপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগগুলির সূত্র ধরে জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থীরা' হের কর্শের নেতৃত্বে এ থেকে 'আরও কিছু' সিদ্ধান্ত টানেন এবং খুঁটিনাটি কিছু কিছু এর সঙ্গে

যুক্ত করেন। আমরা জানি জার্মান 'অতি-বামপন্থীদের' তাত্ত্বিক কর্শ জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প নাকি 'নির্ভেজাল পুঁজিবাদী শিল্প।' আমরা এও জানি যে কর্শ আমাদের পার্টিকে 'কুলাকদের' পার্টি এবং কমিনটার্নকে সুবিধাবাদী সংগঠন বলে আখ্যাত করেছেন। আমরা আরও জানি যে কর্শ ইউ. এস. এস. আর-এর বর্তমান শাসন-কাঠামোর বিরুদ্ধে এক 'নতুন বিপ্লবের' প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছেন।

বিরোধীরা বলতে পারেন কর্শের কার্যকলাপের জন্য তাঁরা উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নন। কিন্তু তা সত্য নয়। বিরোধীপক্ষ হের কর্শের 'কার্যকলাপের' জন্য সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ। পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে বিরোধীপক্ষের নেতারা তাঁদের সমর্থকদের কাছে যা প্রচার করেছেন তার ভিত্তিতেই যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভব তাই তো কর্শ বলেছেন। কারণ যদি পার্টি সুবিধাবাদের দিকে ঢলে পড়ে, যদি এর নীতি বিপ্লবের শ্রেণীতত্ত্ব থেকে দূরে সরে যায়, যদি পার্টি অধঃপতিত হয়ে থার্মিডোর-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং আমাদের রাষ্ট্র 'শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র হয়ে ওঠা থেকে বহু দূরে' থেকে যায় তাহলে এ থেকে একটি সিদ্ধান্তই টানা যায়, তা হল একটি নতুন বিপ্লব, 'কুলাকদের' রাজত্বের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবের প্রয়োজন। তাছাড়াও আমরা জানি যে ওয়েডিংপন্থীরা[১৬] সহ জার্মানের 'অতি-বামপন্থীরা' পার্টি থেকে কর্শের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা কর্শের প্রতিবিপ্লবী প্রচারের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেশ, তাহলে কে না জানে যে 'অতি-বামপন্থীরা' সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধীদের সমর্থন করে থাকে?

(গ) **ফ্রান্সে বিরোধীপক্ষের অনুগামীদের কার্যকলাপ।** ফ্রান্সে বিরোধীপক্ষের অনুগামীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই একই কথা বলতে হবে। আমি সৌভরিন ও তাঁর দলের কথা বলছি যাঁরা ফ্রান্সে একটি জঘন্য পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। পার্টির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধীপক্ষ যে অভিযোগগুলি হাজির করেছেন তার ওপর ভিত্তি করেই সৌভরিন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিপ্লবের প্রধান শত্রু হল পার্টি-আমলাতন্ত্র অর্থাৎ আমাদের পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। সৌভরিন দৃঢ়ভাবে বলেছেন 'মুক্তির' একটাই মাত্র পথ আছে, তা হল নতুন করে একটি বিপ্লবে, পার্টি ও সরকারে অধিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব, প্রাথমিকভাবে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিপ্লব। সেখানে জার্মানিতে ইউ. এস. এস. আর-এর বর্তমান

নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'নতুন করে এক বিপ্লবের' ধ্বনি উঠেছে। এখানে ফ্রান্সেও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এক 'নতুন বিপ্লবের' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বেশ, এখন এই নতুন বিপ্লব সংগঠিত হবে কেমন করে? নতুন বিপ্লবের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ একটি পৃথক পার্টি ছাড়া তা কি সংগঠিত হতে পারে? অবশ্যই নয়। তাই একটি নতুন পার্টি গঠনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বিরোধীপক্ষ বলতে পারেন সৌভরিনের লেখার জন্য তাঁরা দায়ী নন। কিন্তু তা সত্য নয়। প্রথমতঃ, আমরা জানি যে সৌভরিন ও তাঁর দল বিরোধী-পক্ষ বিশেষ করে ট্রট্স্কিপন্থী অংশের সমর্থক। দ্বিতীয়তঃ, এও আমরা জানি যে অতি সাম্প্রতিককালে বিরোধীপক্ষ এম. সৌভরিনকে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে বসাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। সত্য যে, সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। যা হোক সেটা তাঁদের দোষ নয়, আমাদের বিরোধীপক্ষের দুর্ভাগ্য।

বিরোধীপক্ষ নিজেরা নিজেদের যেভাবে চিত্রিত করছেন সেইভাবে নয় বরং যেভাবে কার্যক্ষেত্রে তাঁরা যুগপৎ আমাদের দেশে, অর্থাৎ ইউ. এস. এস. আর-এ এবং ফ্রান্স ও জার্মানিতে নিজেদের প্রদর্শন করেছেন তা থেকে, আমি বলব, এই দাঁড়াচ্ছে যে বিরোধীপক্ষ তাঁদের বাস্তব কাযকলাপে আমাদের পার্টির বর্তমান কর্মীদের বিশৃংখল করে দেওয়া ও নতুন একটি পার্টি গঠনের প্রশ্নের সরাসরি সম্মুখীন হয়েছেন।

৫। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুরা কেন বিরোধীপক্ষের প্রশংসা করে

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও ক্যাডেটপন্থীরা কেন বিরোধীদের প্রশংসা করে? অথবা, অন্য ভাষায় বলতে গেলে বিরোধীরা কাদের মনোভাবকে প্রতি-ফলিত করছেন?

সম্ভবতঃ আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তথাকথিত 'রুশ প্রশ্নটি' সম্প্রতি পশ্চিমের বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পত্রপত্রিকার জলন্ত প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটা কি হঠাৎ ঘটেছে? অবশ্যই নয়। ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও পশ্চিমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ বুর্জোয়াদের মধ্যে ও শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে আড়কাঠি অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট নেতাদের মধ্যে গভীর আতংক সৃষ্টি না করে পারে না। ইউ. এস. এস. আর-

এর শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কিছু লোকের তীব্র ঘৃণা ও অন্যান্যদের কমরেডসুলভ বন্ধুত্বের মধ্যে বর্তমানের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের বিভাজন রেখাটি নিহিত। 'রুশ প্রশ্নের' প্রধান আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বর্তমানে একটি ঘটনা যা সাম্যবাদের শত্রুরা গণ্য না করে পারে না।

'রুশ প্রশ্নকে' কেন্দ্র করে দুটি শিবির গড়ে উঠেছে: একদিকে রয়েছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শত্রুরা, আর অন্যদিকে রয়েছে তার অনুগত বন্ধুরা। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শত্রুরা কি চায়? শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে তাত্ত্বিক ও নৈতিক পূর্বশর্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বেরিয়েছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বন্ধুরা কি চান? সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করা ও সমর্থন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক স্তরের মধ্যে তাত্ত্বিক ও নৈতিক পূর্বশর্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়োজিত।

রুশ বুর্জোয়া দেশান্তরীদের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও ক্যাডেটপন্থীরা কেন আমাদের বিরোধীপক্ষকে প্রশংসা করে থাকে এখন সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মানির সুপরিচিত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নেতা পল লেভি যা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল:

'আমাদের মত ছিল যে শ্রমিকদের বিশেষ স্বার্থ—চূড়ান্ত বিচারে সমাজতন্ত্রের স্বার্থ—কৃষি মালিকানার অস্তিত্বের বিরোধী, শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের অভিন্নতা একটি ভ্রান্তি মাত্র এবং রুশ-বিপ্লব এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটিয়েছে যা ক্রমশঃ তীব্র ও প্রকট হবে। স্বার্থের মিলনের মনোভাবকে আমরা সমন্বয়ের মনোভাবের আরেকটি রূপ বলে মনে করি। মার্কসবাদের মধ্যে যদি আদৌ যুক্তির কোন ছায়াও থেকে থাকে, ইতিহাসের অগ্রগতি যদি দ্বন্দ্বমূলকভাবে ঘটে থাকে তবে এই দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবে সমন্বয়ের ধ্যানধারণাকে বিপর্যস্ত করে দেবে, জার্মানিতে যা ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।…ইউ. এস. এস. আর-এর পরিস্থিতি আমরা যারা বহু দূর থেকে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে পর্যবেক্ষণ করছি তাদের কাছে এবিষয় সুস্পষ্ট যে **আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।**…সেখানকার ঘটনা হল: শ্রেণী-সংগ্রামের পতাকাতলে একটি স্বতন্ত্র পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন রাশিয়ায় আবার শুরু হয়েছে' (**লাইপজাইগার ভোলক্সৎসাইটুঙ**, ৩০শে জুলাই, ১৯২৬)।

এই উধৃতির মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থের 'অভিন্নতা' বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। শ্রমিক ও কৃষকদের জোটের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যের ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিরোধীপক্ষকে যে পল লেভি প্রশংসা করেছেন তাও কিন্তু সমভাবে সন্দেহাতীত।

'রাশিয়ান' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের নেতা, 'রাশিয়ান' মেনশেভিকদের নেতা যিনি ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদ পুনরুজ্জীবনের জন্য ওকালতি করেছিলেন সেই কুখ্যাত দানকে আমাদের বিরোধীপক্ষ সম্পর্কে যা বলতে হয়েছিল তা হল:

'বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের সমালোচনার দ্বারা, যা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সমালোচনার প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি, বল-শেভিকদের বিরোধীপক্ষ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নির্দিষ্ট অবস্থান স্বীকৃতির জন্য মনকে প্রস্তুত করছে।'

এবং আরও:

'শুধুমাত্র শ্রমিক-জনগণের মধ্যে নয়, কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যেও বিরোধীপক্ষ বিভিন্ন ধ্যানধারণা ও ভাবাবেগের অংকুর লালনপালন করছেন যা দক্ষতার সঙ্গে যদি রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহলে সহজেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ফল উৎপন্ন করতে পারে' (**সৎসিয়া-লিস্তিচেস্কি ভেস্তনিক**, সংখ্যা ১৭-১৮)।

আমার মনে হয় এবার পরিষ্কার হয়েছে।

মিলিউকভের প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **পোসলেদ্‌নিয়ে নভোস্তি**[১৭] আমাদের বিরোধীপক্ষ সম্পর্কে যা বলেছে তা হল এই:

'আজকাল বিরোধীপক্ষ একনায়কত্বকে হেয় জ্ঞান করছে, বিরোধীপক্ষের প্রতিটি নতুন প্রকাশিত রচনায় বেশি বেশি করে "ভয়ংকর" শব্দাবলী উচ্চারিত হচ্ছে, বর্তমান ব্যবস্থার ওপর ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ড আক্রমণ হানার দিকে বিরোধীপক্ষ ক্রমশঃ নিজেদের অগ্রসর করছে; এবং রাজনীতিগত-ভাবে অসন্তুষ্ট লোকজনদের ব্যাপক অংশের মুখপাত্র হিসেবে একে কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করে নেওয়া সাময়িকভাবে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট' (**পোসলেদ্‌নিয়ে নভোস্তি**, সংখ্যা ১৯৯০)।

আরও বলা হয়েছে:

'সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির সাম্প্রতিককালের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শত্রু হল সেটাই যা আচম্বিতে তার ওপর চেপে বসবে, সমস্ত দিক থেকে বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরবে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে এই অনুভব আসার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই ভূমিকা সোভিয়েতের বিরোধীপক্ষ পালন করছে যা প্রস্তুতিপর্বে অনিবার্য ও প্রয়োজনীয়, যা থেকে এখনো আমরা নিজেদের বের করে আনতে পারিনি' (**পোস-লেদ্‌নিয়ে নভোস্তি**, সংখ্যা ১৯৮৩, এই বছরের ২৭শে আগস্ট)।

আমার মনে হয় কোন মন্তব্য বাহুল্য হবে।

সময়ের স্বল্পতাহেতু আমি এই উধৃতিগুলির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছি যদিও শত শত এইজাতীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

এই কারণেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও ক্যাডেটপন্থীরা আমাদের বিরোধী-দের প্রশংসা করে থাকে।

এটা কি আকস্মিক? না, তা নয়।

এ থেকে দেখা যাবে যে বিরোধীপক্ষ আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আবেগকে প্রতিফলিত করছে না বরং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে বিক্ষুব্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে উগ্র শ্রমিক-বিরোধী লোকজনদের মনোভাবকে ব্যক্ত করছে এবং তার ভাঙন ও শেষাবস্থার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে।

এইভাবে আমাদের বিরোধীদের উপদলীয় দ্বন্দ্বের যৌক্তিকতা কার্যতঃ আমাদের বিরোধীদের শিবিরে পরিচালিত করছে ও প্রকৃতপক্ষে ক্রমশঃ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরোধী ও শত্রুদের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে।

বিরোধীপক্ষ কি তা চেয়েছিলেন? অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁরা তা চাননি। বিরোধীরা কি চান এখানে সেটা প্রসঙ্গ নয় বরং তাঁদের উপদলীয় দ্বন্দ্ব কার্যতঃ কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটাই বিষয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছার চেয়ে উপদলীয় দ্বন্দ্বের যুক্তি অধিকতর শক্তিশালী। মোট কথা, এই কারণেই বলা যায় বিরোধীরা কার্যতঃ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরোধী ও শত্রুদের শিবিরের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে।

লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন যে কমিউনিস্টদের মূল কর্তব্য হল শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বকে রক্ষা ও সংগঠিত করা। কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে

তাতে বিরোধীপক্ষ তার উপদলীয় নীতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছে।

এই কারণেই আমরা বলি শুধু তত্ত্বে নয়, কার্যক্ষেত্রেও বিরোধীরা লেনিনবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে শক্তিগুলির বিন্যাস এমনই যে শ্রমিকশ্রেণীর স্তরগুলিতে দুটির মধ্যে একটি ঘটা সম্ভব : হয় সাম্যবাদের নীতি, অথবা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতি। সি. পি. এস. ইউ (বি)র বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বিরোধীপক্ষের তৃতীয় স্থান দখলের প্রয়াস তাদের উপদলীয় দ্বন্দ্বের গতির মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবে লেনিনবাদের শত্রুদের শিবিরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিণতি দিয়েছিল।

উপরোক্ত উধৃতিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঠিক তাই ঘটেছে।

এই কারণেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও ক্যাডেটপন্থীরা বিরোধীপক্ষের প্রশংসা করে থাকে।

৬। বিরোধী জোটের পরাজয়

আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরোধীপক্ষ পার্টির বিরুদ্ধে অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমি বলেছি যে তাদের বাস্তব কার্যকলাপে ভাঙন ও একটি নতুন পার্টি গঠনের চিন্তাভাবনার সীমানায় বিরোধীপক্ষ পৌছে গেছে। অতএব প্রশ্ন উঠতে পারে : এই ভাঙনের মনোভাব বিরোধীপক্ষ কতদিন বজায় রাখতে পেরেছিল? ঘটনায় দেখাচ্ছে যে মাত্র কয়েক মাস এই মনোভাব তারা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ঘটনাবলী থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে এই বছরের অক্টোবর মাসের শুরুর সময় নাগাদ বিরোধীপক্ষ তার পরাজয় স্বীকার ও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কোন্ ঘটনা থেকে বিরোধীদের পশ্চাদপসরণ ঘটল?

আমার মতে বিরোধীদের পশ্চাদপসরণ নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য ঘটেছে।

প্রথমতঃ, ইউ. এস. এস. আর-এ বিরোধীপক্ষ তাঁদের পাশে কোন রাজনৈতিক বাহিনীকে পায়নি। এটা হতে পারে যে নতুন একটি পার্টি গঠনের কাজ বেশ আমুদে ব্যাপার। কিন্তু আলাপ-আলোচনার পর যদি দেখা যায় যে,

নতুন পার্টি গঠনের জন্ত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে স্বভাবতঃই পশ্চাদ-পসরণই একমাত্র উপায়।

দ্বিতীয়তঃ, উপদলীয় দ্বন্দ্বের পর্যায়ে যুগপৎ আমাদের দেশ ইউ. এস. এস. আর-এ এবং বহির্বিশ্বে সমস্ত ধরনের জঘন্য লোকজন বিরোধীদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও ক্যাডেটপন্থীরা তাদের যা কিছু মূল্যবান তার জন্ম প্রশংসা করতে শুরু করেছিল এবং আদর-সোহাগের দ্বারা শ্রমিকদের চোখে তাদের হীন ও লজ্জাজনক করে তুলেছিল। বিরোধীদের সামনে পছন্দ হিসেবে ছিল: তাদের প্রাপ্য হিসেবে শত্রুদের এই প্রশংসা ও আদর-সোহাগ স্বীকার করে নেওয়া, অথবা আকস্মিকভাবে মুখ ঘুরিয়ে পশ্চাদ-পসরণ করা, যাতে করে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা জঘন্য উপাদানগুলি যান্ত্রিকভাবে খসে পড়ে। পশ্চাদপসরণ করে ও পশ্চাদপসরণকে মেনে নিয়ে বিরোধীপক্ষ স্বীকার করেছিল যে দ্বিতীয়টিই তাদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ ছিল।

তৃতীয়তঃ, বিরোধীরা যা ভেবেছিল তার থেকে ইউ. এস. এস. আর-এর পরিস্থিতি আরও ভাল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সংগ্রামের শুরুতে বিরোধী-পক্ষের কাছে যেমনটি মনে হয়েছিল তার থেকে পার্টি-সদস্যদের বিরাট অংশ অধিকতর রাজনৈতিক সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেও প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য দেশে যদি কোন সংকট থাকত, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকত এবং পার্টির মধ্যে যদি সংহতির অভাব দেখা দিত তাহলে বিরোধীপক্ষ অবশ্য ভিন্ন পথ গ্রহণ করত এবং পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। কিন্তু ঘটনাবলী দেখিয়েছে যে এক্ষেত্রেও বিরোধীপক্ষের হিসেবে ভুল হয়েছিল।

তাই তো বিরোধীপক্ষের পরাজয়।

তাই তো পশ্চাদপসরণ।

বিরোধীপক্ষের পরাজয় তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটেছে:

বিরোধীপক্ষের ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬-এর 'বিবৃতি' হল প্রথম পর্যায়। এই বিবৃতিতে বিরোধীপক্ষ উপদল গঠনের স্বাধীনতা ও সংগ্রামের উপদলীয় পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে এবং প্রকাশ্যে ও অকুণ্ঠভাবে এক্ষেত্রে তাদের ভুল স্বীকার করে নেয়। বিরোধীপক্ষের পরিবর্জনের এটাই সব নয়। এই 'বিবৃতির' মাধ্যমে 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ' এবং কর্শ ও সৌভরিন প্রভৃতি সমস্তরকমের প্রবণতা

থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে বিরোধীপক্ষ এইসব মতাদর্শকে বর্জন করেছে অথচ যেগুলি তারা গ্রহণ করেছিল এবং সাম্প্রতিককালে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হল সম্প্রতি পার্টির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল বিরোধীপক্ষ কর্তৃক তা প্রত্যাহার। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং স্বীকার করে নিয়ে জোর দিয়ে বলতেই হবে যে বিরোধীপক্ষ সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি করতে সাহস করেনি। কেন্দ্রীয় কমিটির ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের জুলাই প্লেনামের কার্যবিবরণীর সঙ্গে কেউ যদি সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনের কার্যবিবরণীর তুলনা করেন তাহলে লক্ষ্য না করে পারবেন না যে পঞ্চদশ সম্মেলনে সুবিধাবাদ, থার্মিডোরবাদ, বিপ্লবের শ্রেণী-পথ থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদি পুরানো অভিযোগসমূহের লেশমাত্র অস্তিত্ব নেই। তাছাড়াও যখন বিভিন্ন প্রতিনিধি বিরোধীদের পূর্বের অভিযোগগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে, এই ঘটনা স্মরণ রেখে স্বীকার করতেই হবে যে বিরোধীপক্ষ বাস্তবতঃ পার্টির বিরুদ্ধে তাদের পূর্বের অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করেছে।

বিরোধীপক্ষ কর্তৃক তাদের বিভিন্ন মতাদর্শগত অবস্থান পরিহার বলে এই ঘটনাকে কি অভিহিত করা যায়? তা যায় এবং তাই করা উচিত। অর্থাৎ বিরোধীপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরাজয়ের মুখে সংগ্রামের ময়দান থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া অবশ্য সম্ভব ছিল না। একটি নতুন পার্টি গঠনের আশা নিয়ে অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষা যখন মাঠে মারা গেল তখন সাময়িকভাবে হলেও অভিযোগগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ল।

তৃতীয় পর্যায় হল সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে বিরোধীপক্ষের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থা। এ মন্তব্য করা উচিত যে পঞ্চদশ সম্মেলনে বিরোধীদের দিকে **একটি ভোটও পড়েনি,** এর ফলে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পেল। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে বিরোধীপক্ষ যে হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছিল তা স্মরণ করুন, যখন তারা পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ হেনেছিল এবং এই হৈ-চৈ-এর সঙ্গে পঞ্চদশ সম্মেলনে বিরোধীপক্ষের যে অবস্থা, বলতে গেলে একঘরে অবস্থা, তার তুলনা করুন তাহলে অনুভব করবেন

পারবেন যে বিরোধীপক্ষ এরচেয়ে 'ভাল' পরাজয় আশা করতে পারত না।

এই ঘটনা কি অস্বীকার করা যায় যে প্রতিনিধিদের দাবি সত্ত্বেও পঞ্চদশ সম্মেলনে পুনরাবৃত্তি করার সাহস না দেখিয়ে বিরোধীপক্ষ কার্যতঃ পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করেছে ?

না, তা করা যায় না, কারণ এটা ঘটনা।

বিরোধীপক্ষ কেন এই পথ গ্রহণ করল, কেন তারা তাদের পতাকা গুটিয়ে নিল ?

কারণ বিরোধীপক্ষের মতাদর্শগত পতাকা গুটিয়ে না নেওয়ার স্বাভাবিক ও অনিবার্য তাৎপর্য হল দুই পার্টির তত্ত্বকে উৎসাহিত করা, কাৎজ, কর্শ, মাসলো, সৌভরিন ও অন্যান্য জঘন্য প্রকৃতির লোকজনদের পুনর্জীবিতকরণ, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী শক্তিগুলির বন্ধনমুক্তি এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও দেশান্তরী রুশীয় উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের প্রশংসা ও আদর-সোহাগ লাভ।

কমরেডগণ, মূল কথা হল—**বিরোধীপক্ষের মতাদর্শগত পতাকা বিরোধীপক্ষের কাছে বিপজ্জনক।**

অতএব সম্পূর্ণ ধ্বংস এড়াবার জন্য বিরোধীপক্ষ পশ্চাদপসরণ করতে ও তার পতাকাকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বিরোধী জোটের পরাজয়ের এটাই হল মূল কারণ।

৭। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনের বাস্তব তাৎপর্য ও গুরুত্ব

এবার আমি শেষ করার দিকে যাচ্ছি, কমরেডগণ! সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে উপসংহারে দুয়েকটি কথামাত্র আর আমার বলার আছে।

প্রথম উপসংহার হল, সম্মেলন চতুর্দশ কংগ্রেসের পরবর্তী অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বের সারসংক্ষেপ করেছে, বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে পার্টির বিজয়ের নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছে এবং বিরোধীপক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে উপদলীয় উন্মত্ততার অবসান ঘটিয়েছে যা পূর্ববর্তী পর্যায়ে বিরোধীপক্ষ আমাদের পার্টির ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় উপসংহার হল, আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতান্ত্রিক পরি প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে, আমাদের পার্টির মধ্যে সমস্ত বিরোধী প্রবণতা ও

বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের ধ্যানধারণার ভিত্তিতে সম্মেলন আমাদের পার্টিকে পূর্বের যে-কোন সময়ের তুলনায় আরও কংক্রীট-দৃঢ় করে তুলেছে।

আজ আমাদের পার্টিতে সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রশ্ন হল আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠন। লেনিন সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আজ আমাদের ওপর, আমাদের অর্থনৈতিক গঠনের ওপর, গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলির ওপর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান হাতিয়ার আমাদের পার্টিকে এই কাজের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে, এই কর্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করতে হবে এবং আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করতে সমর্থ হতেই হবে। পঞ্চদশ সম্মেলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব হল এই সম্মেলন পার্টিকে নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছে এবং আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যের বিশ্বাস দ্বারা আমাদের পার্টিকে সুসজ্জিত করেছে।

তৃতীয় উপসংহার হল, সম্মেলন আমাদের পার্টির অভ্যন্তরের সমস্ত মতাদর্শগত দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে এবং এর দ্বারা সি. পি. এস. ইউ (বি)তে লেনিনবাদের পূর্ণ বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছে।

যদি কমিনটার্নের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করে এবং বিরোধীপক্ষের প্রতি আমাদের পার্টির নীতির সঠিকতা স্বীকার করে নেয়—আর তা যে করবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই—তাহলে এর ফলে চতুর্থ একটি উপসংহার দেখা দেবে যথা, পঞ্চদশ সম্মেলন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করেছে যা সমগ্র কমিনটার্ন এবং সমস্ত দেশ ও জাতির বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর স্তরে লেনিনবাদের বিজয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। (**বিপুল করতালি। সমগ্র অধিবেশন থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন।**)

আলোচনার উত্তরে

১৩ই ডিসেম্বর

১। বিবিধ মন্তব্য

১। উদ্ভাবনা বা অতিকথা নয়, আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত তথ্য

কমরেডগণ, প্রশ্নটির সারাংশ আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বিরোধীদের বিবৃতিগুলির কিছু কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি শুদ্ধ করার অনুমতি দিন যেগুলি হয় ঘটনার বিকৃতি বা উদ্ভাবনা কিংবা অতিকথা।

(১) প্রথম প্রশ্নটি কমিনটার্নের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনামে বিরোধীপক্ষের ভাষণগুলি সম্পর্কিত। বিরোধীপক্ষ ঘোষণা করেছে যে তারা অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সিদ্ধান্ত করেছে এই কারণে যে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি সরাসরি জানায়নি যে এর দ্বারা বিরোধীপক্ষের ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬-এর 'বিবৃতির' বিরোধিতা করা হবে এবং যদি কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের বক্তব্য রাখায় আপত্তি জানাত তাহলে বিরোধী নেতারা বক্তব্য রাখার জন্য উদ্যোগী হতেন না।

বিরোধীপক্ষ আরও ঘোষণা করেছে যে বর্ধিত প্লেনামে বক্তব্য রাখার সময় যাতে সংগ্রাম তীব্রতা না পায় তার সর্বরকম সাবধানতা তারা অবলম্বন করবে; শুধুমাত্র 'ব্যাখ্যার' মধ্যে নিজেদের তারা সীমাবদ্ধ রাখবে; ঈশ্বর না করুন, পার্টিকে আক্রমণ করার কোন চিন্তা তাদের নেই; ঈশ্বর না করুন, পার্টির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা বা তার সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে কোন আবেদন করার ইচ্ছাও তাদের নেই।

এসবই অসত্য, কমরেডগণ। ঘটনার সঙ্গে এর কোনই সঙ্গতি নেই। বিরোধীপক্ষের এটা ভণ্ডামি। ঘটনা দেখিয়েছে যে, বিশেষ করে কামেনেভের ভাষণ দেখিয়েছে যে বর্ধিত প্লেনামে বিরোধী নেতাদের ভাষণগুলি 'ব্যাখ্যা' ছিল না, সেগুলি ছিল পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ, অবমাননা।

পার্টি সম্পর্কে প্রকাশ্যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগ আনার অর্থ কি? এটা পার্টির ওপর আক্রমণ, পার্টির বিরুদ্ধে অভিযান।

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি তার প্রস্তাবে কি ইঙ্গিত দেয়নি

যে যদি বিরোধীপক্ষ বক্তব্য রাখতে ওঠে তার দ্বারা সংগ্রামকে তীব্র করা হবে, উপদলীয় দ্বন্দ্বকে উৎসাহ যোগানো হবে? হাঁ, সে ইঙ্গিত দিয়েছিল। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সেটা ছিল সতর্কীকরণ। কেন্দ্রীয় কমিটি কি তার বেশি কিছু করতে পারত? না, তা পারত না। কেন? কারণ কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীদের বক্তব্য বলতে দিতে নিষেধ করতে পারে না। পার্টির প্রত্যেক সদস্যেরই পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চতর স্তরে আবেদন করার অধিকার আছে। পার্টি-সদস্যদের এই অধিকারকে নস্যাৎ করতে কেন্দ্রীয় কমিটি পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সংগ্রামকে নতুন করে তীব্র করে তোলা, উপদলীয় দ্বন্দ্বকে নতুন করে গভীরতর করাকে এড়াবার জন্য সাধ্যের মধ্যে যতটুকু ছিল সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি তা করেছে।

বিরোধী নেতারা, যাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, অবশ্যই জানতেন যে তাঁদের ভাষণাদি তাঁদের পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে আবেদনের আকার, পার্টির বিরুদ্ধে অভিযানের রূপ, পার্টির ওপর আক্রমণের চেহারা গ্রহণ করতে বাধ্য।

বিরোধীপক্ষের ভাষণাদি, বিশেষতঃ কামেনেভের ভাষণটি, যা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র বিরোধী জোটের বক্তব্য কারণ এই ভাষণ যা তিনি একটি পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করেছিলেন সেটি ট্রট্স্কি, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছিল—ঘটনাক্রমে দেখা গেল কামেনেভের এই ভাষণটি বিরোধীপক্ষের অবস্থানের দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যে বিবৃতিতে বিরোধীরা সংগ্রামের উপদলীয় পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন সেই ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬-এর 'বিবৃতি' থেকে দূরে সরে গেছে এবং বিরোধীপক্ষের কার্যকলাপের নতুন স্তরে পৌঁছেছে যার মধ্যে তাঁরা পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপদলীয় পদ্ধতিতে ফিরে গেছেন।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হল: সংগ্রামের উপদলীয় পদ্ধতিতে ফিরে গিয়ে বিরোধীপক্ষ তার ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬-এর নিজস্ব 'ঘোষণাকে' লংঘন করেছে।

তাহলে কমরেডগণ, আমরাও খোলাখুলিভাবে তাই বলি। প্রকৃত ঘটনা গোপন করায় কোন সার্থকতা নেই। একটি বিড়ালকে বিড়াল বলেই ডাকা উচিত এ কথা যখন কামেনেভ বলেছিলেন সঠিকই করেছিলেন। (**কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক কথা!' 'আর একটি শুয়োরকেও শুয়োর বলা উচিত!')

(২) ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে স্তালিন ভ্রান্ত কৌশল প্রচার করেছিলেন যাকে লেনিন কাউট্স্কিসুলভ বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেছিলেন।'

এটা সত্য নয়, কমরেডগণ। এটা অতিকথা মাত্র। স্তালিন কোন কাউট্স্কি-সুলভ বিচ্যুতি 'প্রচার' করেননি। নির্বাসন থেকে ফেরার পর আমার কিছু কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল যা আমি গোপন করিনি এবং আমি নিজেই আমার **অক্টোবরের পথে** পুস্তিকায় সে বিষয়ে লিখেছি। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দোদুল্যমানতার শিকার আমাদের মধ্যে কে না হয়েছে? লেনিনের ১৯১৭ সালের এপ্রিল তত্ত্ব[১৮] ও তাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে—যে বিষয়ে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে—পার্টি ভাল করেই জানে যে সেই সময় কামেনেভ ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি কমরেড লেনিনের সঙ্গে একই সারিতে সামিল ছিলাম, যাঁরা তখন লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। ১৯১৭ সালে আমাদের পার্টির এপ্রিল সম্মেলনের বিবরণীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অজানা নয় যে আমি লেনিনের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে একযোগে কামেনেভের বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলাম।

এখানে চাতুরী হল ট্রট্স্কি কামেনেভের জায়গায় আমাকে এনে গোলযোগ সৃষ্টি করেছেন। (**হাস্যরোল। হর্ষধ্বনি।**)

এ কথা সত্য যে সেইসময় কামেনেভ লেনিন, তাঁর তত্ত্ব ও পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধী ছিলেন এবং যে মতামত প্রকাশ করেন তা রক্ষণশীলতার নিকটবর্তী। এও সত্য যে সেসময়, যেমন মার্চ মাসে, কামেনেভ **প্রাভদায়** আধা-রক্ষণশীল চরিত্রের প্রবন্ধাবলী লিখছিলেন, আর সেইসব প্রবন্ধের জন্য অবশ্যই আমাকে কণামাত্র দায়বদ্ধ করা যায় না।

ট্রট্স্কির সমস্যা হল তিনি কামেনেভের সঙ্গে স্তালিনকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

১৯১৭ সালের এপ্রিল সম্মেলনের সময় যখন কামেনেভের উপদলের বিরুদ্ধে পার্টি সংগ্রাম চালাচ্ছিল তখন ট্রট্স্কি কোথায় ছিলেন; বাম-মেনশেভিক অথবা দক্ষিণ-মেনশেভিক—তখন কোন্ পার্টির মধ্যে তিনি ছিলেন এবং কেনই-বা তিনি তখন বামপন্থী জিমারওয়াল্ড-এর[১৯] এক সারিতে ছিলেন না—যদি ইচ্ছে করেন তাহলে সংবাদপত্র মারফৎ ট্রট্স্কি স্বয়ং আমাদের বলুন না। কিন্তু তিনি যে তখন আমাদের পার্টিতে ছিলেন না এটা ঘটনা, আর ট্রট্স্কি তা ভালভাবেই স্মরণ করতে পারবেন।

(৩) ট্রট্‌স্কি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, 'স্তালিন জাতিগত প্রশ্নে বরং এক গভীর ভুল করেছেন।' কি ভুল এবং কোন্ পরিস্থিতিতে, ট্রট্‌স্কি তা বলেননি।

এটা সত্য নয়, কমরেডগণ! এও আরেক অতিকথা। জাতিগত প্রশ্নে পার্টি বা লেনিনের সঙ্গে কখনই আমার দ্বিমত ছিল না। আমাদের পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের আগে ঘটে যাওয়া তুচ্ছ ঘটনাটিকে সম্ভবতঃ ট্রট্‌স্কি উল্লেখ করছেন যখন ম্‌দিভানির (যিনি সম্প্রতি ফ্রান্সে আমাদের বাণিজ্য প্রতিনিধি ছিলেন) মতো জর্জীয় আধা-জাতীয়তাবাদী, আধা-কমিউনিস্টদের প্রতি অতি কঠোর সাংগঠনিক নীতি অনুসরণের জন্য কমরেড লেনিন আমাকে তিরস্কার করেছিলেন, আমি নাকি তাঁদের 'উত্যক্ত' করেছিলাম। যা হোক পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা গেছে যে ম্‌দিভানির মতো তথাকথিত 'বিপথগামী' লোকজন প্রকৃতপক্ষে আমার দ্বারা অনুসৃত কঠোরতার চেয়ে আরও অধিকতর কঠোর ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত, আর ঠিক সেই ব্যবহারই তাঁরা পেয়েছিলেন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম একজন সম্পাদকের কাছ থেকে। পরবর্তী ঘটনাবলী আরও দেখিয়েছে যে 'বিপথগামীরা' ছিল অত্যন্ত কদর্য ধরনের সুবিধাবাদী অধঃপতিত উপদল। ট্রট্‌স্কি প্রমাণ করুন যে এটা সত্য নয়। লেনিন এসব ঘটনাবলী অবগত ছিলেন না এবং এসব সম্পর্কে তাঁকে অবহিত রাখাও যায়নি কারণ তিনি অসুস্থাবস্থায় শয্যাগত ছিলেন এবং ঘটনাবলী অনুসরণ করার সুযোগ ছিল না। স্তালিনের মতাদর্শভিত্তিক অবস্থানের সঙ্গে এই তুচ্ছ ঘটনাটির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ট্রট্‌স্কি এখানে নিশ্চয়ই, গালগল্পের ভঙ্গিতে পার্টি ও আমাদের মধ্যে কিছু 'মতপার্থক্যের' ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু এটা কি ঘটনা নয় যে ট্রট্‌স্কিসহ সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটি জাতিগত প্রশ্নে স্তালিনের দলিলের সপক্ষে সর্বসম্মত সমর্থক জ্ঞাপন করেছিলেন? আর এটাও কি ঘটনা নয় যে এই অভিমত গ্রহণ ম্‌দিভানি ঘটনার পরে এবং আমাদের পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের পূর্বে ঘটেছিল? এও কি ঘটনা নয় যে দ্বাদশ কংগ্রেসে জাতিগত প্রশ্নের ওপর রিপোর্টকারী স্তালিন ভিন্ন অন্য কেউ ছিল না? জাতিগত প্রশ্নের ওপর 'মতপার্থক্যগুলি' তখন কোথায় এবং বাস্তবিকপক্ষে ট্রট্‌স্কি কেন সেই তুচ্ছ ঘটনাটিকে পুনরুত্থাপন করতে চাইছেন?

(৪) কামেনেভ তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস 'বামপন্থীদের' অর্থাৎ বিরোধীদের 'বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী সমালোচনা করে'

ভুল করেছে। এ থেকে মনে হচ্ছে পার্টির বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে পার্টি লড়েছে এবং লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আরও মনে হচ্ছে আমাদের বিরোধীরা বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষ নয়।

কমরেডগণ, এ সমস্তই বাজে কথা। এ সমস্তই আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রচারিত গালগল্প। চতুর্দশ কংগ্রেস বিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠাংশের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার কথা চিন্তা করেনি এবং আক্রমণ হানেনি। বস্তুতঃপক্ষে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা হয়েছিল যারা একটি দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষ গঠন করেছিল যদিও তা 'বাম' আবরণে বস্ত্রাবৃত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীপক্ষ নিজেকে 'বিপ্লবী বামপন্থী' বলে অভিহিত করতে আগ্রহী। কিন্তু আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস বরং লক্ষ্য করেছে যে বিরোধীপক্ষ 'বাম' বুলির আড়ালে নিজেকে আড়াল করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হল এক সুবিধাবাদী বিরোধীদল। আমরা জানি যে, শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার জন্য দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষ প্রায়ই 'বাম' মুখোস পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকে। ঠিক এমনিভাবেই 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ' নিজেদের অন্য যে-কারও চেয়ে অধিকতর 'বামপন্থী' বলে মনে করলেও বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা সকলের চেয়ে বেশি দক্ষিণ-পন্থী। বর্তমান বিরোধীপক্ষও নিজেদের অন্য যে-কারও চেয়ে বেশি বাম ঘেঁষা বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু বর্তমান বিরোধীপক্ষের বাস্তব কার্যাবলী ও সমগ্র কাজ প্রমাণ করছে যে 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ' ও ট্রট্স্কিবাদ থেকে শুরু করে 'নয়া বিরোধীশক্তি' ও গোভরিন দল পর্যন্ত প্রতিটি ধরনের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রবণতার এ হল মধুচক্র এবং জমায়েতকেন্দ্র।

কামেনেভ 'বামপন্থী' ও 'দক্ষিণপন্থী' উভয়কে নিয়ে 'সামান্য' কিছুটা চাতুরী করেছেন।

(৫) কামেনেভ এই মর্মে লেনিনের রচনাবলী থেকে একটি স্তবক উধৃত করেছেন যে আমরা আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করতে পারিনি এবং ঘোষণা করেছেন যে আমাদের অর্থ-নীতির সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত হয়েছে বলে দাবি করে পার্টি এক ভ্রান্তি ঘটিয়েছে।

কমরেডরা, এসব হল বাজে কথা। কামেনেভের এ এক তুচ্ছ কাহিনী। পার্টি কখনো ঘোষণা করেনি যে ইতিমধ্যেই আমাদের অর্থনীতির সমাজ-

তান্ত্রিক বনিয়াদ পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে। আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ পরিপূর্ণভাবে আমরা স্থাপন করেছি কিংবা করিনি বর্তমান মুহূর্তে এটা কোন আলোচ্য বিষয় নয়। সেটা এখন বিবেচ্য বিষয়ই নয়। এখন একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ পরিপূর্ণভাবে রচনা করতে আমরা কি **পারি** অথবা **পারি না?** পার্টি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে আমাদের অর্থনীতির সমাজ-তান্ত্রিক বনিয়াদ পরিপূর্ণভাবে রচনা করতে আমরা সক্ষম। বিরোধীপক্ষ এটা অস্বীকার করে এবং এদ্বারা পরাজয়ের মনোভাব ও আত্মসমর্পণবাদের দিকে ঢলে পড়ে। বর্তমানে এটাই হল বিবেচ্য বিষয়। কামেনেভ অনুভব করছেন তাঁর অবস্থা কতখানি অসমর্থনযোগ্য, এবং তাই তিনি এ বিষয়টি এড়াতে চাইছেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সফল হবেন না।

কামেনেভের এ হল আরেকটি 'ছোট্ট' চাতুরী।

(৬) ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে প্রকাশ করেছেন যে তিনি 'লেনিনের ১৯১৭ সালের মার্চ এপ্রিল-এর নীতি অনুমান করেছিলেন।' এ থেকে দাঁড়ায় যে, ট্রট্স্কি কমরেড লেনিনের এপ্রিল দলিল 'পূর্বাহ্নে বুঝতে পেরেছিলেন।' এর দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আসে যে কমরেড লেনিন ১৯১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে তাঁর এপ্রিল দলিলে যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন ট্রট্স্কি ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই এককভাবে সেই নীতি নির্ধারণে সমর্থ হয়েছিলেন।

কমরেডগণ, আমাকে বলার অনুমতি দিন যে এ হল নির্বোধের মতো এবং কুৎসিত দাম্ভিকতা: ট্রট্স্কি 'অনুমান করছেন' লেনিনকে—এ এমন এক তামাসা যা কেবল হাসির উদ্রেক করে। এইসব ক্ষেত্রে কৃষকরা যা বলে থাকে তা খুবই সুপ্রযুক্ত: 'এ হল একটি মাছির সঙ্গে প্রহরীর গম্বুজের তুলনা।' (**হাস্যরোল**।) লেনিনকে 'অনুমান' করছেন ট্রট্স্কি।…তাহলে ট্রট্স্কি প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে ছাপার অক্ষরে প্রমাণ দেওয়ার সাহস দেখান দেখি। একবারের জন্যও তিনি সে প্রচেষ্টা করেননি কেন? ট্রট্স্কি 'অনুমান' করছিলেন লেনিনের চিন্তাকে।…কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহলে এ ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে যে কমরেড লেনিন ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে রুশীয় লড়াই ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই ট্রট্স্কির অবস্থান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন? এ ঘটনারই-বা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে যে 'অনুমিতব্যক্তি' 'অনুমানকারীকে' অস্বীকার করা প্রয়োজনীয়

মনে করলেন? এটা কি ঘটনা নয় যে ১৯১৭ সালের এপ্রিলে লেনিন বিভিন্ন সময় ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে ট্রট্স্কির 'জার নয়, শ্রমিকদের সরকার'—এই মূল সূত্র থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন? এটা কি সত্য নয় যে লেনিন সেসময় বারবার ঘোষণা করেন যে তিনি ট্রট্স্কির সঙ্গে পুরোপুরি ভিন্নমত, কেননা ট্রট্স্কি কৃষক-আন্দোলন, কৃষি-বিপ্লবকে এড়িয়ে লাফ দিয়ে এগুতে চেষ্টা করছেন?

তাহলে এখানে কোথায় সেই 'অনুমান'?

সিদ্ধান্ত: উদ্ভাবনা বা অতিকথা নয়, আমাদের প্রয়োজন সত্য ঘটনাবলী, অপরপক্ষে বিরোধীপক্ষ উদ্ভাবনা ও অতিকথার ভিত্তিতেই কাজ চালাতে পছন্দ করেন।

২। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুরা বিরোধীপক্ষের প্রশংসা করে কেন

আমি আমার রিপোর্টে বলেছি যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রু মেনশেভিক ও ক্যাডেটপন্থী রুশীয় দেশত্যাগীরা বিরোধীদের প্রশংসা করেন। আমি আরও বলেছি যে তাঁরা বিরোধীদের প্রশংসা করেন সেইসব কার্যাবলীর জন্য যেগুলি পার্টির ঐক্য দুর্বল করে দিতে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্যত। এই উদ্দেশ্যেই যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুরা বিরোধীদের প্রশংসা করে থাকে এটা দেখাবার জন্য আমি কতকগুলি অংশ উধৃত করেছি, ঘটনা হল বিরোধীপক্ষ তাদের কার্যাবলী দ্বারা দেশে শ্রমিক-শ্রেণী-বিরোধী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করছে ও আমাদের পার্টি ও শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে এবং এর দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুদের কাজকর্মকে বাধামুক্ত করছে।

এর উত্তরে কামেনেভ (এবং জিনোভিয়েভও) সর্বপ্রথম পশ্চিমের পুঁজিবাদী সংবাদপত্রগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, এইসব সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পার্টি এবং স্তালিনেরও প্রশংসা করা হয়েছে এবং পরে আমাদের দেশের বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধি স্মেনা-ভেখপন্থী[20] উস্ত্রিয়ালভের উল্লেখ করেন যিনি আমাদের পার্টির অবস্থানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন।

পুঁজিবাদীদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, আমাদের পার্টি সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতামতের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিছুদিন আগেও আমেরিকার

পত্রপত্রিকায় তারা স্তালিনের প্রশংসা করেছিল, কারণ তারা বলত যে তিনি বড় রকমের সুবিধালাভে তাদের সুযোগ করে দেবেন। কিন্তু এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি তাদের 'প্রতারিত করেছেন' এই দাবি করে তারা স্তালিনকে ভ্রূকুটি ও গালমন্দ করছে। একটি বুর্জোয়া পত্রিকায় একবার একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হল যাতে দেখানো হল যে, স্তালিন এক বালতি জল নিয়ে বিপ্লবের আগুন নেভাচ্ছেন। কিন্তু এরপর প্রথমটিকে খণ্ডন করে আরেকটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হল, তাতে এবার আর স্তালিনকে জলের বালতি নিয়ে নয় তেলের বালতি নিয়ে দেখা গেল; এবং স্তালিন আগুন নেভাচ্ছেন না বরং বিপ্লবের আগুনে জ্বালানি সংযোগ করছেন। (**হর্ষধ্বনি, হাস্যরোল।**)

আপনারা দেখছেন যে, ওখানে পুঁজিবাদীদের মধ্যে আমাদের পার্টি সম্পর্কে যেমন তেমনি স্তালিন সম্পর্কেও বেশ মতপার্থক্য রয়েছে।

এবার উস্ত্রিয়ালভের প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। উস্ত্রিয়ালভ কে? উস্ত্রিয়ালভ হলেন বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের এবং সাধারণভাবে নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি। শ্রমিকশ্রেণীর তিনি শ্রেণী-শত্রু। সেটা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শত্রু আছে। এমন শ্রেণী-শত্রু রয়েছে যারা সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে নারাজ এবং যে-কোনভাবে তাকে উৎখাত করতে সচেষ্ট। কিন্তু আর এক ধরনের শ্রেণী-শত্রু আছে যারা কোন না-কোনভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আরও শত্রু রয়েছে যারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে উৎখাত করার পথ প্রশস্ত করতে সচেষ্ট। এরা হল মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, ক্যাডেটপন্থী এবং এই জাতীয়রা। কিন্তু আরও কিছু শত্রু আছে যারা সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং উৎখাতের জন্য সচেষ্টদের বিরোধিতা করে এই আশা নিয়ে যে একনায়কত্ব ক্রমশঃ দুর্বল ও অধঃপতিত হবে এবং তখন নয়া বুর্জোয়া-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে। উস্ত্রিয়ালভ এই শেষ গোত্রের শত্রু শ্রেণীভুক্ত।

কামেনেভ কেন উস্ত্রিয়ালভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন? হতে পারে এটা দেখানোর জন্য যে আমাদের পার্টি অধঃপতিত হয়েছে এবং সেকারণেই কি উস্ত্রিয়ালভ স্তালিন বা সাধারণভাবে আমাদের পার্টির প্রশংসা করেছেন? আপাতঃ কারণ সেটা নয়, কারণ হল এই যে খোলাখুলিভাবে বলতে কামেনেভ সাহস করেননি! তাহলে কামেনেভ কেন উস্ত্রিয়ালভের উল্লেখ করলেন? স্পষ্টতঃই 'অধঃপতনের' দিকেই ইঙ্গিতটা করতে।

কিন্তু কামেনেভ উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে এই একই উস্ত্রিয়ালভ লেনিনের আরও বেশি প্রশংসা করেছেন। লেনিনের প্রশংসা করে লিখিত উস্ত্রিয়ালভের প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে আমাদের পার্টির প্রত্যেকেই পরিচিত আছেন। ব্যাখ্যাটা কি? এ কি হতে পারে যে কমরেড লেনিন যখন নেপ্ চালু করেছিলেন তখন তিনি 'অধঃপতন' ঘটিয়েছিলেন বা 'অধঃপতন' ঘটাতে শুরু করেছিলেন? এই 'অধঃপতনের' বিষয় কল্পনা করাও যে কত অসম্ভব তা অনুভব করার জন্যই প্রশ্নটিকে একবার সামনে আনা যেতে পারে।

বেশ তাহলে, উস্ত্রিয়ালভ কেন লেনিন ও আমাদের পার্টির প্রশংসা করলেন এবং কেনই-বা মেনশেভিক ও ক্যাডেটপন্থীরা বিরোধীদের প্রশংসা করেন? সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটিরই উত্তর দিতে হবে যা এড়াবার জন্য কামেনেভ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

মেনশেভিক ও ক্যাডেটপন্থীরা বিরোধীদের প্রশংসা করেন কারণ এর দ্বারা আমাদের পার্টির ঐক্যকে হেয় করা যায়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে দুর্বল করা যায় এবং এইভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাত করার মেনশেভিক ও ক্যাডেটদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করা যায়। উধৃতিগুলি সেটাই প্রমাণ করে। যাহোক, উস্ত্রিয়ালভ আমাদের পার্টিকে প্রশংসা করেছেন কারণ সোভিয়েত সরকার নেপ্ অনুমোদন করেছে, ব্যক্তিগত পুঁজির ছাড়পত্র দিয়েছে এবং বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন দিয়েছে কারণ তাদের সহায়তা ও অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন।

মেনশেভিক ও ক্যাডেটরা বিরোধীদের প্রশংসা করেছে এই কারণে যে এদের উপদলীয় কার্যাবলী শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে উৎখাত করার পথ প্রশস্ত করার কাজে তাদের সাহায্য করছে। এই একনায়কত্বকে উৎখাত করা সম্ভব নয় জেনেই উস্ত্রিয়ালভরা সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎখাতের চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যেই একটি স্বচ্ছন্দ আশ্রয়লাভ করতে এবং নিজেদের প্রতি এক অনুকম্পা পেতে সচেষ্ট হয়েছেন—তাই তাঁরা পার্টির প্রশংসা করেছেন কারণ নেপ্ চালু করা হয়েছে ও শর্তাধীনে নয়া বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—এই নয়া বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণী-লক্ষ্য এগিয়ে নিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চাইছে আর সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এদের সদ্ব্যবহার করছে।

আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন শ্রেণী-শত্রুদের মধ্যে এখানেই পার্থক্য।

উস্ত্রিয়ালভ প্রমুখ ভদ্রলোকরা যখন আমাদের পার্টির প্রশংসা করে তখন মেনশেভিক ও ক্যাডেটরা কেন বিরোধীদের প্রশংসা করে তার মূল কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে।

এ বিষয়ে লেনিনের অভিমতের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

লেনিন বলছেন, 'আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা দুটি শ্রেণীর যৌথ উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল: শ্রমিকসাধারণ ও কৃষক সম্প্রদায় যার মধ্যে "নেপ্‌ম্যানদের" অর্থাৎ বুর্জোয়াদের এখন কয়েকটি শর্তাধীনে যোগদান করতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে' (**লেনিন**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪০৫)।

যেহেতু নয়া বুর্জোয়াদের অবশ্যই কয়েকটি শর্তে সোভিয়েত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশেষ ধরনের সহযোগিতা করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে— নিছক সে কারণেই এই অনুমোদনের সুযোগ নিয়ে দাঁড়াবার মতো জায়গা করা ও বুর্জোয়াদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সদ্ব্যবহার করার আশা নিয়ে উস্ত্রিয়ালভ আমাদের পার্টির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমরা অর্থাৎ পার্টি অন্যভাবে হিসেব করেছি: নয়া বুর্জোয়া সদস্যদের, তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সদ্ব্যবহার করার বিষয় আমরা স্থির করেছি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে তাদের একাংশকে সোভিয়েতীকরণ ও আত্মস্থ করে নেওয়া এবং যারা সোভিয়েতের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে অসমর্থ বলে প্রমাণিত হবে সেই অংশকে দূরে হটিয়ে দেওয়া যায়।

এটা কি ঘটনা নয় যে লেনিন নয়া বুর্জোয়াগোষ্ঠী এবং মেনশেভিক ও ক্যাডেটদের মধ্যে পার্থক্য টেনেছিলেন, প্রথমোক্তদের স্বীকার ও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এবং শেষোক্তদের আটক করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ?

পণ্যের মাধ্যমে কর শীর্ষক রচনায় এ বিষয়ে কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

'কমিউনিস্টরা ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র পুঁজি-সমবায়ী ও পুঁজিপতি সহ সমস্ত বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে "শিক্ষা" গ্রহণ করবে এতে আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। তাদের থেকে আমাদের শেখা উচিত যেমনভাবে

সামরিক বিশেষজ্ঞদের থেকে আমরা শিখেছি, যদিও তা ভিন্ন পদ্ধতিতে। যা "শেখা" হল তার ফলাফল যাচাই হবে একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে: আপনার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের চেয়ে উন্নততরভাবে আপনার কাজ করুন, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিকাশের জন্য এই পদ্ধতিকে কাজে লাগান। "শিক্ষণের" দক্ষিণার জন্য ক্ষোভ করবেন না: যদি আমরা কিছু শিখতে পারি তাহলে শিক্ষণের জন্য দেওয়া কোন দক্ষিণাই অতিরিক্ত বলে মনে হবে না' (লেনিন, ২৬শ খণ্ড, পৃ: ৩৫২)।

নয়া বুর্জোয়াগোষ্ঠী ও বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে এই হল লেনিনের বক্তব্য, উস্ত্রিয়ালভ যার একজন প্রতিনিধি।

আর মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সম্পর্কে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল:

'অ. লা ক্রোনস্তাদ্-এর শৌখিন পার্টি-বহির্ভূত পোশাকে ছদ্মবেশ গ্রহণকারী মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সমগোত্রীয় ঐসব "পার্টি-বহির্ভূত" লোকজনদের সযত্নে কারাগারে নিক্ষেপ বা বার্লিনে মার্তভের কাছে বাণ্ডিল করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তারা খাঁটি গণতন্ত্রের সমস্ত আনন্দ অবাধে ভোগ করতে এবং চেরনভ, মিলিউকভ ও জর্জীয় মেনশেভিকদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময় করতে পারে' (ঐ, পৃ: ৩৫২)।

এই হল লেনিনের বক্তব্য।

বিরোধীপক্ষ লেনিনের সঙ্গে একমত নাও তো হতে পারেন? তাহলে তাঁরা তা খোলাখুলি বলুন।

এ থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কেন আমরা মেনশেভিক ও ক্যাডেটদের বন্দী করছি অথচ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর দ্বারা লড়াই চালিয়ে ধাপে ধাপে নয়া বুর্জোয়াদের অতিক্রম করার পাশাপাশি কেন আমরা তাদের কয়েকটি শর্তে ও কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিচ্ছি, অর্থনীতি গঠনে আমাদের কার্যাবলীতে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে আমরা সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্য নিয়েই করছি।

অতএব এ থেকে দাঁড়াচ্ছে যে উস্ত্রিয়ালভের মতো কিছু কিছু শ্রেণী-শত্রুর

দ্বারা আমাদের পার্টি প্রশংসিত হচ্ছে কারণ আমরা নেপ্‌ চালু করেছি এবং বর্তমান সোভিয়েত ব্যবস্থার সঙ্গে বুর্জোয়াদের খানিকটা যথাযোগ্য ও সীমাবদ্ধ সহযোগিতার অনুমোদন দিয়েছি, এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের গঠনমূলক কাজে এই বুর্জোয়াদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সদ্ব্যবহার করা এবং আপনারা জানেন সেই লক্ষ্য আমরা সফলভাবেই অর্জন করে চলেছি। অপরদিকে বিরোধীপক্ষ মেনশেভিক ও ক্যাডেটদের মতো অন্যান্য শ্রেণী-শত্রুদের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে কারণ তাদের কার্যাবলী আমাদের পার্টির ঐক্যকে দুর্বল করতে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে হেয় করতে এবং একনায়কত্বকে উৎখাত করার মেনশেভিক ও ক্যাডেটদের প্রচেষ্টাকে সুগম করতে সহায়তা করছে।

আমি আশা রাখি যে প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের প্রশংসার মধ্যে যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে তা বিরোধীরা অবশেষে বুঝতে সক্ষম হবেন।

৩। শুধু ভুল আর ভুল

কেন্দ্রীয় কমিটির কোন কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে যেসব ভুলভ্রান্তি করেছেন সে বিষয়ে এখানে বিরোধীপক্ষ বলেছেন। অবশ্য কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটেছে। আমাদের পার্টিতে কেউই সম্পূর্ণ 'অভ্রান্ত' নন। এমন মানুষ থাকতে পারে না। কিন্তু ভুলভ্রান্তি বিভিন্ন ধরনের। এমন কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি আছে যার সংঘটকরা ভুল আঁকড়ে ধরে থাকেন না বা যেগুলি স্বতন্ত্র কর্মসূচী বা প্রবণতা কিংবা উপদলে পরিণতিলাভ করে না। এইসব ভুলভ্রান্তি দ্রুত দূর হয়ে যায়। কিন্তু ভিন্ন ধরনের কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে যেগুলির সংঘটকরা ভুল আঁকড়ে ধরে থাকেন, যেগুলি থেকে উপদল, ভিন্ন গোষ্ঠী ও পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এইজাতীয় ভ্রান্তির দ্রুত বিস্মৃতি ঘটে না।

এই দুই ধরনের ভুলভ্রান্তির মধ্যে কঠোরভাবে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে।

যেমন ট্রট্‌স্কি বলেছেন যে, এক সময় আমি বিদেশী একচেটিয়া বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ভুল করেছিলাম। সেটা সত্য। এক সময়ে যখন আমাদের সংগ্রহ মাধ্যমগুলি নৈরাজ্যের অবস্থায় ছিল প্রকৃতপক্ষে তখন আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে খাদ্যশস্য রপ্তানীর জন্য আমাদের বন্দরগুলোর একটিকে সাময়িকভাবে উন্মুক্ত রাখা উচিত। কিন্তু আমি আমার ভুল আঁকড়ে ধরে থাকিনি, এবং লেনিনের সঙ্গে আলোচনার পরে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে

নিই। ট্রট্স্কি কর্তৃক সংঘটিত এইজাতীয় শত শত ভুলের হিসেব আমি দিতে পারি যেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়েছে এবং যেগুলি তিনি আঁকড়ে ধরে থাকেননি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ ও মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ভুলভ্রান্তিসমূহ যা কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করার সময় ট্রট্স্কি ঘটিয়েছেন, যেগুলি তিনি আঁকড়ে থাকেননি এবং যেগুলি ভুলে যাওয়া হয়েছে সে-সমস্তর বর্ণনা যদি আমাকে করতে হয় তাহলে এ বিষয়ে আমাকে অনেকগুলি বক্তৃতা করতে হবে। আমি মনে করি রাজনৈতিক সংগ্রামে, রাজনৈতিক বিতর্কে এইসব ভুলভ্রান্তিগুলি বলবার বিষয় নয়, কিন্তু যেগুলি পরবর্তীকালে ভিন্ন কর্মসূচী ও পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে সেগুলি বলতেই হবে।

কিন্তু ট্রট্স্কি ও কামেনেভ নিছক সেইসব ধরনের ভ্রান্তিরই প্রসঙ্গ টেনেছেন যেগুলি বিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি করেনি এবং যেগুলি দ্রুত ভুলে যাওয়া হয়েছে। আর যেহেতু বিরোধীপক্ষ এইজাতীয় কিছু প্রশ্নেরই মাত্র অবতারণা করেছেন সেহেতু আমার দিক থেকেও বিরোধী নেতাদের দ্বারা সংঘটিত এই ধরনের কিছু ভুলভ্রান্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপনা করতে অনুমতি দিন। সম্ভবতঃ তাঁদের কাছে এটা শিক্ষণীয় বিষয় হবে এবং অন্য সময় পূর্বেই বিস্মৃত ভুলভ্রান্তিগুলি ভুলে ধরার চেষ্টা থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন।

এক সময় ছিল যখন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ট্রট্স্কি দৃঢ়মত প্রকাশ করেছিলেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি সুতোর ওপর ঝুলছে, তার 'অন্তিম সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে' এবং এর অস্তিত্ব যদি কয়েক সপ্তাহ নাও হয়, কয়েকমাস মাত্র টিঁকে থাকবে। এ হল ১৯২১ সালের কথা। এটা একটা অত্যন্ত মারাত্মক ভ্রান্তি ছিল যা ট্রট্স্কির মনের মারাত্মক প্রবণতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি এ বিষয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করে এবং তিনি তাঁর ভ্রান্তি আঁকড়ে থাকেননি, তাই তা ভুলেও যাওয়া হয়েছে।

১৯২২ সালে একটা সময় ছিল যখন ট্রট্স্কি প্রস্তাব করেছিলেন যে বেসরকারী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহের জন্য জামিন হিসেবে স্থায়ী পুঁজিসহ আমাদের শিল্পপ্রকল্প ও অন্য সম্পত্তিসমূহকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে বন্ধক দিতে অনুমতি দেওয়া উচিত। (**কমরেড ইয়ারোস্লাভস্কি:** 'আত্মসমর্পণের এটাই পথ।') সম্ভবতঃ তাই। যেভাবেই হোক, এ হল আমাদের শিল্পপ্রকল্পগুলিকে বিজাতীয়করণের পূর্বাবস্থা। কিন্তু কেন্দ্রীয়

কমিটি এই ষড়যন্ত্রকে বাতিল করে দেয়। ট্রট্স্কি প্রথমে লড়ে গেলেও পরে কিন্তু নিজের ভ্রান্তি আঁকড়ে থাকা থেকে বিরত হন এবং তা এখন ভুলেও যাওয়া হয়েছে।

১৯২২ সালের কথা, যখন ট্রট্স্কি আমাদের শিল্পগুলির কঠোর কেন্দ্রীভবনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এমন পাগলের মতো কেন্দ্রীভবন যে এর দ্বারা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর এক-তৃতীয়াংশকে সংশয়াতীতভাবে কলকারখানাগুলির দরজার বাইরে নিক্ষেপ করতে হতো। ট্রট্স্কির এই প্রস্তাবকে ছাত্রসুলভ, উদ্ভট ও রাজনীতিগতভাবে বিপজ্জনক মনে করে কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করে দেয়। ট্রট্স্কি বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় কমিটিতে জানিয়েছেন যে অনুরূপ পথ আজ হোক কাল হোক গ্রহণ করতে হবেই। যাহোক, এই পথ আমরা গ্রহণ করিনি। (**শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি কণ্ঠস্বর:** 'এর উদ্দেশ্য ছিল পুটিলভ প্রকল্পগুলি বন্ধ করে দেওয়া।') হাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই এটা এসেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ট্রট্স্কি তাঁর এই ভ্রান্তিতে গোঁ ধরে থাকেননি, তাই তা ভুলে যাওয়া হয়েছিল।

এমন ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অথবা ট্রট্স্কির বন্ধু জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের কথাই ধরুন না, তাঁরা বুখারিনের এককালের ভাষণ 'নিজেদের সমৃদ্ধ করুন' কথাগুলিকে বারবার স্মরণ করতে পছন্দ করেন এবং তাঁরা 'নিজেদের সমৃদ্ধ করুন' এই শব্দগুচ্ছের চতুর্দিকে নৃত্য করে বেড়িয়েছিলেন।

১৯২২ সালের কথা যখন আমরা উর্কুহার্ত অনুদান ও এই অনুদানের দাসত্বমূলক শর্তগুলির প্রশ্নটি আলোচনা করছিলাম। এটা কি ঘটনা নয় যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ প্রস্তাব করেছিলেন যে উর্কুহার্ত অনুদানের দাসত্বমূলক শর্তগুলি আমাদের মেনে নেওয়া উচিত এবং তাঁদের প্রস্তাব তাঁরা আঁকড়ে ধরে ছিলেন? যাহোক, কেন্দ্রীয় কমিটি উর্কুহার্ত অনুদানের বিষয়টি অগ্রাহ্য করে, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ তাঁদের ভ্রান্তিতে গোঁ ধরে থাকেননি এবং এই ভ্রান্তিটিকেও ভুলে যাওয়া হয়েছে।

কিংবা দৃষ্টান্ত হিসেবে কামেনেভের আরেকটি ভুলের প্রসঙ্গে আসা যাক যেটি উল্লেখ করতে আমি অনিচ্ছুক, কিন্তু তিনি উল্লেখ করতে আমাকে বাধ্য করছেন, কারণ তিনি বুখারিনের একটি ভুলকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের ক্লান্ত করে তুলেছেন, যে ভুলটি বুখারিন বহু পূর্বেই সংশোধন করে

নিয়েছেন এবং যে বিষয়টির পরিসমাপ্তিও ঘটে গেছে। আমি যে ঘটনার কথা বলছি সেটি ঘটেছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে যখন কামেনেভ সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলেন, কামেনেভ তখন সুপরিচিত সাইবেরীয় ব্যবসায়ীদের (আচিনস্কে) সঙ্গে একযোগে সংবিধানপন্থী মিখাইল রোমানভকে টেলিগ্রাম মারফৎ অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন (**চিৎকার : 'কি লজ্জা!'**); সেই রোমানভ যার অনুকূলে জার সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিল এবং 'সিংহাসনের অধিকার' যাকে সে হস্তান্তরিত করেছিল। অবশ্যই এটা একটা চরম মূর্খামিপূর্ণ ভ্রান্তি যার জন্য ১৯১৭ সালে এপ্রিল সম্মেলনের সময় আমাদের পার্টির কাছ থেকে কামেনেভকে মারাত্মক আঘাত পেতে হয়েছিল। কিন্তু কামেনেভ তাঁর ভুল স্বীকার করেছিলেন, তাই তা ভুলে যাওয়া হয়েছিল।

এইজাতীয় ভুলভ্রান্তিগুলোর পুনরুল্লেখের কি কোন প্রয়োজন আছে? অবশ্যই নয়, কারণ সেগুলি এখন বিস্মৃতির গহ্বরে এবং বহুপূর্বেই মিটে গেছে। তাহলে ট্রট্স্কি ও কামেনেভ কেন তাঁদের পার্টি-বিরোধীদের নাকের সামনে এইজাতীয় ভুলভ্রান্তিগুলোকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছেন? এটাই কি প্রতীয়মান হচ্ছে না যে এর দ্বারা বিরোধীপক্ষের নেতাদের দ্বারা সংঘটিত অসংখ্য ভুলভ্রান্তি-গুলোকে স্মরণ করতে তাঁরা আমাদের বাধ্য করছেন? আর আমরা তা করতে বাধ্য হচ্ছি বিরোধীদের একমাত্র এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেন তাঁরা কাঁটার খোঁচা দিতে ও গালগল্প ছড়াতে উৎসাহ না দেন।

কিন্তু ভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তিও রয়েছে, যেসব ভুলভ্রান্তি তাদের সংঘটকরা আঁকড়ে ধরে থাকে এবং যেগুলি থেকে পরবর্তীকালে উপদলীয় কর্মসূচী গড়ে ওঠে। এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ভুল। পার্টির কর্তব্য হল এই-ধরনের ভুলগুলোকে প্রকাশ করে দেওয়া এবং সেগুলোকে অতিক্রম করা। এই ধরনের ভ্রান্তির অবসান ঘটানোই হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা পার্টিতে মার্কসবাদের নীতিগুলি প্রতিষ্ঠা করা, পার্টির ঐক্য রক্ষা করা, উপদলীয় কার্যাবলী দূর করা এবং এই ধরনের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি ঘটার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রেস্ট শান্তি পর্যায়ে ট্রট্স্কির একটি ভ্রান্তির কথা ধরা যাক, এই ভ্রান্তি পার্টির বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত কর্মসূচী গঠন করেছিল। এই জাতীয় ভ্রান্তিগুলোর প্রকাশ্যে ও দৃঢ়চিত্তে বিরুদ্ধতা করা কি প্রয়োজনীয়? হাঁ, এটা প্রয়োজন।

অথবা ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক আলোচনার সময় ট্রট্স্কির আরেকটি ভুলের কথা ধরা যাক, যে ভুল আমাদের পার্টিতে সমগ্র রুশব্যাপী আলোচনার উদ্রেক করেছিল।

বা, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের অক্টোবর মাসের ভুলের প্রসঙ্গ, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক, যা ১৯১৭ সালের অক্টোবর অভ্যুত্থানের পূর্বাহ্নে পার্টিতে সংকট সৃষ্টি করেছিল।

কিংবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিরোধী জোটের সাম্প্রতিক ভুলভ্রান্তিগুলো ধরা যাক যেগুলো একটি উপদলীয় কর্মসূচী গঠন করতে ও পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

এইজাতীয় ভুলগুলোর প্রকাশ্যে ও দৃঢ়চিত্তে বিরুদ্ধাচরণ করা কি প্রয়োজনীয়? হাঁ, প্রয়োজন।

যখন এটা হল পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্যের প্রশ্ন তখন এইজাতীয় ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা কি নিশ্চুপ থাকতে পারি? স্পষ্টতঃই পারি না।

৪। জিনোভিয়েভের চিন্তানুসারে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

জিনোভিয়েভ তাঁর ভাষণে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং দাবি করেছেন যে স্তালিন তাঁর 'লেনিনবাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কমরেডগণ, এটা বাজে কথা। জিনোভিয়েভ তাঁর নিজের পাপের জন্য অন্যদের দোষী করার চেষ্টা করছেন। প্রকৃত ঘটনা হল জিনোভিয়েভ শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের লেনিনবাদী ধারণাকে বিকৃত করেছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে জিনেভিয়েভের দুটি ব্যাখ্যা আছে, যার কোনটিকেই মার্কসবাদী বলা যায় না এবং একটির সঙ্গে অপরটির মৌলিক বৈপরীত্য রয়েছে।

প্রথম ব্যাখ্যা: শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় পার্টি হল প্রধান চালিকাশক্তি এই সঠিক প্রস্তাবনা থেকে যাত্রা শুরু করে জিনোভিয়েভ সম্পূর্ণ একটি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল পার্টির একনায়কত্ব।** অন্যভাষায় বলতে গেলে, জিনোভিয়েভ পার্টির একনায়কত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন।

পার্টির একনায়কত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে একাকার করে দেখার অর্থ কি দাঁড়ায় ?

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে, সমগ্র ও সমগ্রের একটি অংশের মধ্যে সমতার চিহ্ন বসানো যা অসম্ভব ও ভ্রান্ত। পার্টি ও শ্রেণীকে লেনিন কখনো এক করেননি এবং কখনো এক করতে পারতেন না। পার্টি ও শ্রেণীর মাঝখানে রয়েছে সর্বহারাদের পার্টি-বহির্ভূত গণ-সংগঠনগুলি এবং তাদেরও পেছনে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র জনগণ। পার্টি-বহির্ভূত এইসব গণ-সংগঠন-গুলি ও শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র জনগণের ভূমিকা ও গুরুত্বকে অবহেলা করা এবং পার্টি-বহির্ভূত সর্বহারাদের গণ-সংগঠনগুলির ও সমগ্র সর্বহারা জনগণের স্থান পার্টি গ্রহণ করতে পারে এটা ধারণা করার অর্থ হল পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, পার্টির আমলাতন্ত্রীকরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, পার্টিকে একটি অভ্রান্ত শক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং পার্টিতে 'নেচায়েভবাদ',[২১] 'আরাকচেয়েভবাদ'[২২] প্রবিষ্ট করানো।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এই 'তত্ত্বের' সঙ্গে লেনিনের কোন মিলই নেই।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল পার্টির একনায়কত্বকে আদর্শগত চিন্তা থেকে না বোঝা, শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পার্টির **নেতৃত্ব** থাকবে এই চিন্তাভাবনা থেকে না বোঝা অথচ কমরেড লেনিন এইভাবেই বুঝেছিলেন, কিন্তু 'একনায়কত্ব' শব্দটিকে নিছক আক্ষরিক অর্থে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে **বল-প্রয়োগ করে** পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের বদলে নিজেকে বসাবে এই চিন্তা থেকে বোঝা। নিছক আক্ষরিক অর্থে 'একনায়কত্ব'-এর স্বরূপ কি ? নিছক আক্ষরিক অর্থে একনায়কত্ব হল বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল ক্ষমতা ; কারণ বলপ্রয়োগ ছাড়া একনায়কত্ব সম্ভব নয়। নিজস্ব শ্রেণীর বিরুদ্ধে, শ্রমিক-শ্রেণীর ব্যাপক অংশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল একটি শক্তি হয়ে উঠতে পার্টি পারে কি ? স্পষ্টতঃই পারে না। অন্যথায়, বুর্জোয়াদের ওপর না হয়ে বরং শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পার্টি একনায়কত্বে রূপায়িত হতে পারে।

পার্টি হল তার শ্রেণীর শিক্ষক, পরিচালক, নেতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল কোন শক্তি সে হতে পারে না। অন্যথায়, শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ্যের মধ্যে কাজের

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রধান পদ্ধতি অর্থাৎ মতাদর্শের সপক্ষে বিশ্বাস জন্মানোর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার কোন অর্থই থাকবে না। অন্যথায়, পার্টি ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে নিজস্ব নীতির সঠিকতা সম্পর্কে বোঝাবে এবং যখন এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে তখনই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ প্রকৃত গণপার্টি হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করতে পারবে—অন্যথায় এইসব কথা বলার কোন অর্থই থাকবে না। অন্যথায়, বিশ্বাস জন্মানোর জন্য প্রচারের রীতির পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীকে আদেশ ও হুমকি দেওয়ার রীতি গ্রহণ করতে হবে যা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মার্কসবাদী ধ্যানধারণার পক্ষে অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ অসংগত।

এইজাতীয় বাজে দিকে জিনোভিয়েভের 'তত্ত্ব' নিয়ে যাচ্ছে, যে তত্ত্ব পার্টির একনায়কত্বকে (নেতৃত্ব) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে একাকার করে ফেলছে।

এই 'তত্ত্বের' সঙ্গে লেনিনের যে কোন সম্পর্ক নেই তা বলাই বাহুল্য।

আমার 'লেনিনবাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে আমি যখন জিনোভিয়েভের বিরোধিতা করেছিলাম তখন আমাকে এইসব বাজে কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়েছিল।

এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে, এই প্রবন্ধ আমাদের পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডদের পূর্ণ ঐক্যমতে ও অনুমোদন নিয়ে লিখিত এবং মুদ্রণের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে জিনোভিয়েভের প্রথম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই হল মোটামুটি কথা।

এরপর **দ্বিতীয় ব্যাখ্যা**। প্রথম ব্যাখ্যা লেনিনবাদকে একদিক দিয়ে যখন বিকৃত করছে তখন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্নদিক দিয়ে প্রথমটির সরাসরি বিপরীতভাবে বিকৃত করছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় জিনোভিয়েভ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে একটি শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বরূপে চিত্রিত না করে **দুটি** শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বরূপে চিত্রিত করেছেন।

এ বিষয়ে জিনোভিয়েভ যা বলেছেন তা হল :

> 'রাষ্ট্রব্যবস্থার **নেতৃত্ব**, অধিনায়কত্ব, পরিচালনা এখন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়—এই **দুটি শ্রেণীর** হাতে। (জি. জিনোভিয়েভ, শ্রমিক-

কৃষক মৈত্রী ও লালফৌজ, প্রিবয় পাবলিশিং হাউস, লেনিনগ্রাদ ১৯২৫, পৃঃ ৪।)

আমাদের দেশে এখন যা চালু রয়েছে তা হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব—এটা কি অস্বীকার করা যায়? না, যায় না। আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে কারা রয়েছে? জিনোভিয়েভের অভিমতানুসারে, আপাতঃ-ভাবে, আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা দুটি শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে এটা কি সংগতিপূর্ণ? স্পষ্টতঃই নয়।

লেনিন বলছেন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল **একটি** শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর শাসন। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রীর পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর **একতন্ত্র** প্রতিফলিত হয় যে ঘটনার দ্বারা তা হল এই মৈত্রীর পরিচালিকাশক্তি হিসেবে থাকে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি, যারা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্য শক্তি বা অন্য কোন পার্টির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেয় না বা নিতে পারে না। এই কথাগুলো এত প্রাথমিক স্তরের ও তর্কাতীত যে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। কিন্তু জিনোভিয়েভের বক্তব্য থেকে এটাই দাঁড়ায় যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল দুটি শ্রেণীর নেতৃত্ব। তাহলে কেন এই একনায়কত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলার পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব বলে অভিহিত করা হবে না? আর এটা কি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয় যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে জিনোভিয়েভের চিন্তাভাবনা অনুসারে 'রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষে' অধিষ্ঠিত দুটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব-মূলক দুটি পার্টির নেতৃত্ব আমাদের পাওয়া উচিত? তাহলে জিনোভিয়েভের 'তত্ত্ব' ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার মধ্যে মিল কোথায় থাকল?

বলাই বাহুল্য যে, এই 'তত্ত্বের' সঙ্গে লেনিনের কোন সম্পর্কই নেই।

সিদ্ধান্ত : স্বভাবতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে তাঁর 'তত্ত্বের' প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ব্যাখ্যাতেই জিনোভিয়েভ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষাকে বিকৃত করছেন।

৫। ট্রট্স্কির অস্পষ্ট বক্তব্যসমূহ

এরপর আমি ট্রট্স্কির কিছু কিছু অস্পষ্ট বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে

চাই যেগুলি মূলতঃ বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য প্রচারিত। আমি কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাই।

একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর মেনশেভিক অতীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কি—এই প্রশ্ন করা হলে, ট্রট্স্কি ধাক্কা খেয়ে যেন একটি ভঙ্গি করলেন এবং উত্তর দিলেন :

> 'আমি বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিয়েছি এই ঘটনার মধ্যেই উত্তর নিহিত রয়েছে···এই ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে এ পর্যন্ত যা কিছু আমাকে বলশেভিক মতবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সে-সমস্তই আমি পার্টিতে প্রবেশপথে জমা দিয়ে এসেছি।'

'বলশেভিক মতবাদ থেকে' ট্রট্স্কিকে 'বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এমন সব কিছু পার্টিতে প্রবেশপথে জমা দিয়ে আসা' বলতে কি বোঝায়? 'পার্টিতে প্রবেশপথে এইজাতীয় জিনিসপত্র কেমন করে জমা রেখে আসা যায়?'—মাঝপথে এই প্রশ্ন রেখে রেমেলে সঠিকই করেছিলেন। আর বাস্তবিকই পার্টিতে প্রবেশপথে এইজাতীয় আবর্জনা কি করে জমা রেখে আসা যায়? (**হাস্যরোল** ।) এই প্রশ্ন সম্পর্কে ট্রট্স্কি নিরুত্তর থাকেন।

তাছাড়া, পার্টিতে প্রবেশপথে তাঁর মেনশেভিক অবশেষগুলি তিনি জমা দিয়ে এসেছেন এ কথা বলার মধ্য দিয়ে ট্রট্স্কি কি বোঝাতে চেয়েছেন? পার্টির দরজায় তিনি কি সেগুলো ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে লড়বার মজুত হিসেবে জমা রেখে এসেছিলেন অথবা সেগুলোকে একেবারেই পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছিলেন? দেখা যাচ্ছে যেন ট্রট্স্কি সেগুলোকে মজুত হিসেবেই পার্টির দরজায় জমা রেখে এসেছেন। নতুবা পার্টিতে প্রবেশের সামান্য কিছুদিন পরেই পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কির স্থায়ী মতপার্থক্যের, যা আজও পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি, ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায়?

আপনারাই বিচার করুন। ১৯১৮ সাল—ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পর্কে পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কির মতবিরোধিতা ও পার্টির মধ্যে লড়াই। ১৯২০-২১ সাল—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কির মতবিরোধ ও সমগ্র রুশব্যাপী আলোচনা। ১৯২৩ সাল—পার্টি সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কির মতবিরোধ এবং পার্টির মধ্যে আলোচনা। ১৯২3 সাল—অক্টোবর বিপ্লবের মূল্যায়ন ও পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কির মতবিরোধ এবং পার্টিতে আলোচনা। ১৯২৫-২৬ সাল—

আমাদের বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নাবলী ও সমসাময়িক নীতি বিষয়ে পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কি ও তাঁর বিরোধী জোটের মতপার্থক্য।

'বলশেভিক মতবাদ থেকে যা কিছু তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সে-সমস্তই পার্টিতে প্রবেশপথে জমা রেখে এসেছেন' এমন একজন মানুষের পক্ষে এতগুলো মতবিরোধ কি অতিরিক্ত নয়?

এটা কি বলা যায় যে পার্টির সঙ্গে ট্রট্স্কির স্থায়ী মতপার্থক্যগুলো পরম্পরা-ঘনিষ্ঠ ঘটনাবলী নয়, 'আকস্মিক ঘটনা' মাত্র?

বলা কঠিন।

তাহলে ট্রট্স্কির এই রহস্যময় বিবৃতির উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে?

আমার মনে হয় এর একটাই উদ্দেশ্য: শ্রোতাদের চোখে ধুলো দেওয়া এবং তাদের বিভ্রান্ত করা।

আরেকটি ঘটনা। আমরা জানি যে আমাদের পার্টির মতাদর্শগত দৃষ্টি-কোণ ও আমাদের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে ট্রট্স্কির স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্বটি' কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমরা এও জানি যে আমাদের বিপ্লবের সঞ্চালক শক্তি সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ভান এই 'তত্ত্বের' ছিল এবং এখনো আছে। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক যে বর্তমানে, এই ১৯২৬ সালে, তাঁর স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্ব' বিষয়ে তাঁর মনোভাব সম্পর্কে ট্রট্স্কিকে বারবার প্রশ্ন করা হয়েছে। কমিনটার্নের প্লেনামে তাঁর ভাষণে ট্রট্স্কি এর কি উত্তর দিয়েছিলেন? উত্তরটি দ্ব্যর্থবাচক তো ছিলই, আরও বেশি কিছু ছিল। তিনি বলেছেন যে স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বে কিছু কিছু 'ভ্রান্তি' ছিল এবং এই 'তত্ত্বের' কোন কোন দিক আমাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রমাণসিদ্ধ হয়ে ওঠেনি। দেখা যাচ্ছে যে, এই 'তত্ত্বের' কিছু কিছু অংশে যখন 'ভ্রান্তি' নিহিত রয়েছে তখন এই 'তত্ত্বের' অন্য আরও কিছু অংশে 'ভ্রান্তি' নেই অর্থাৎ সেগুলির মূল্য বজায় রয়েছে। কিন্তু স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্বের' কোন কোন অংশকে বাকি অংশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় কিভাবে? স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্বটি' কি দৃষ্টিভঙ্গির পরস্পর সংঘবদ্ধতায় নিবদ্ধ নয়? স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্বটিকে' কি একটি পথ বলে ধরে নেওয়া যায়—যার দুটি কোণে যখন পচন ধরেছে তখন অপর দুটি কোণ অক্ষত ও অটুট রয়েছে? অধিকন্তু, 'ভ্রান্তি' বলতে তিনি ঠিক কি।ক বোঝাতে চেয়েছেন এবং স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্বের' কোন্ কোন্ দিককে তিনি ভ্রান্ত বলে অভিহিত করছেন

সে-সমস্ত না বলে কার্যতঃ যা কোন স্বীকারোক্তি নয়, সাধারণভাবে 'ভ্রান্তি' সম্পর্কে এমন একটা সাদামাঠা বিবৃতির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা ট্রট্স্কির পক্ষে কি এখানে সম্ভব? ট্রট্স্কি বলেছেন যে স্থায়ী বিপ্লবের 'তত্ত্বে' কিছু কিছু 'ভ্রান্তি' আছে, কিন্তু সঠিকভাবে কোন্ কোন্ 'ভ্রান্তি' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বা এই 'তত্ত্বের' কোন্ কোন্ দিককে তিনি সঠিক বিবেচনা করছেন না—সে বিষয়ে একটি শব্দও বলেননি। সুতরাং এ বিষয়ে ট্রট্স্কির এই বিবৃতিকে আলোচ্য প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া, 'ভ্রান্তি' সম্পর্কে দ্ব্যর্থবাচক কথাবার্তা বলে পাশ কাটানোর প্রচেষ্টা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রকৃতপক্ষে যা কোন স্বীকারোক্তিই নয়।

'নদী পার হওয়ার সময় একটি বড় সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হবে' এইজাতীয় রহস্যময় উত্তরের দ্বারা প্রশ্নকে যেভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচীনকালের কয়েকজন ধূর্ত জ্ঞানী লোক, ট্রট্স্কি এক্ষেত্রে ঠিক সেইরকম আচরণই করেছেন। **কোন্** নদী পার হবে এবং **কার** সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হবে তার বিশদ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব শ্রোতাদের ওপর ন্যস্ত হল। (**হাস্যরোল।**)

৬। স্কুলবালকের মতো জিনোভিয়েভের মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন থেকে উদ্ধৃতি

মার্কসবাদী চিরায়ত রচনাবলী থেকে জিনোভিয়েভের উদ্ধৃতি দেওয়ার অদ্ভুত পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই। জিনোভিয়েভের পদ্ধতির চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল তিনি সমস্ত যুগ ও ক্ষণকে মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলে একটি স্তূপে পরিণত করেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত প্রস্তাবনা ও সূত্রগুলিকে বাস্তবতার জীবন্ত যোগসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং সেগুলিকে জরাজীর্ণ উপদেশবাণীতে রূপান্তরিত করে তোলেন এবং 'মার্কসবাদ একটা নীতিকথা নয়, এ হল কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশিকা'—মার্কস-এঙ্গেলসের এই মৌলিক শিক্ষাকে এইভাবে লংঘন করে চলেছেন।

এখানে কিছু ঘটনাবলীর উল্লেখ করা যাক।

(১) প্রথম ঘটনা। জিনোভিয়েভ তাঁর ভাষণে মার্কসের **ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম** (১৮৪৮-১৮৫০) পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে 'শ্রমিকদের কর্তব্য (এখানে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে বোঝানো হয়েছে —জে. স্তালিন) কোথাও জাতীয় সীমানার মধ্যে সুসম্পন্ন হতে পারে না।'[২৩]

জিনোভিয়েভ এরপর এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি (১৮৫৮) থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি উধৃত করেছেন :

'আমাদের ক্ষেত্রে কঠিন প্রশ্নটি হল এই যে: এই মহাদেশে বিপ্লব আসন্ন এবং তা অবিলম্বে সমাজতান্ত্রিক চরিত্র গ্রহণ করবে। বৃহত্তর জগতে বুর্জোয়া সমাজের আন্দোলন **এখনো ওপরের স্তরে রয়েছে** বলেই এই ছোট্ট পরিসরে তা বিধ্বস্ত হতে বাধ্য নয় কি?' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, **পত্রাবলী,** পৃ: ৭৪-৭৫।[২৪])

বিগত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কথিত মার্কসের উক্তি থেকে এই অংশটি উধৃত করে জিনোভিয়েভ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই উক্তির বলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নটি **সর্বকালের জন্য এবং পুঁজিবাদের পর্যায়েও** নেতিবাচক হয়ে গেছে।

এটা কি বলা যায় যে জিনোভিয়েভ মার্কসকে বুঝেছেন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে তাঁর মূল নীতি, তাঁর মৌলিক দৃষ্টিকোণ অনুধাবন করতে পেরেছেন? না, তা বলা যায় না। বরং এইসব উধৃতি থেকে স্বতঃপ্রকাশিত হচ্ছে যে জিনোভিয়েভ মার্কসকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন এবং মার্কসের মূল নীতিকে বিকৃত করেছেন।

মার্কসের এইসব উধৃতি থেকে এটাই কি বেরিয়ে আসে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় পুঁজিবাদী বিকাশের **কোন** অবস্থাতেই সম্ভব নয়? না, তা বেরিয়ে আসে না। মার্কসের উক্তি থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় তখনই অসম্ভব **যদি** 'বুর্জোয়া সমাজের আন্দোলন তখনো **ওপরের স্তরে** থাকে।' কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি সাবিকভাবে বুর্জোয়া সমাজের আন্দোলন গতি পরিবর্তন করে ও **অধোমুখী** হতে শুরু করে—তাহলে কি হবে? মার্কসের কথা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে এই পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা অস্বীকার করার ভিত্তি থাকে না।

জিনোভিয়েভ ভুলে গেছেন যে, মার্কসের লেখা থেকে এই উধৃতিগুলো প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যখন সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ উর্ধ্বমুখী ছিল, যখন পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি ব্রিটেনের মতো পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধ দেশের অবক্ষয়ের ধারার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে

বিজড়িত ছিল না, যখন পুঁজিবাদের ভাঙনের ক্ষেত্রে অসম বিকাশের প্রক্রিয়া শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠেনি বা হয়ে উঠতে পারেনি যা পরবর্তীকালে একচেটিয়া পুঁজিবাদের পর্যায়ে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে হয়ে উঠেছে।

মার্কসের এই ঘোষণা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল যে প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মূল ইতিকর্তব্য সুসম্পন্ন করা যেতে পারে না। পুরানোকালের দিনগুলিতে, প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের নঞর্থক উত্তর সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার রিপোর্টে আমি ইতিপূর্বেই দিয়েছি এবং সঠিকভাবেই দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে, পুঁজিবাদের বর্তমান পর্যায়ে যখন প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের রূপ নিয়েছে তখন কি বলা যায় যে পুঁজিবাদের বিকাশ সামগ্রিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী ? না, তা বলা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা এ কথাই বলছে যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া সমাজের গতি সামগ্রিকভাবে অধোমুখী। লেনিন যথার্থভাবেই বলেছেন যে একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ হল **মুমূর্ষু** পুঁজিবাদ। এ প্রসঙ্গে কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই :

> 'কেন সাম্রাজ্যবাদ **মুমূর্ষু** পুঁজিবাদ তা সুস্পষ্ট, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পথে পুঁজিবাদের **রূপান্তর :** পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল পুঁজিবাদের **ইতিমধ্যে** সাধিত মুমূর্ষু অবস্থা, সমাজতন্ত্রের পথে রূপান্তরের সূত্রপাত। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শ্রমের প্রচণ্ড **সামাজিকীকরণ** (সমন্বতাবাদীরা—বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যাকে বলেন "পরস্পর সংগ্রথিতকরণ") একই অর্থ প্রকাশ করছে' (**লেনিন,** ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩০২)।

প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামগ্রিকভাবে যার বিকাশ ঊর্ধ্বমুখী, হল এক জিনিস। আর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ হল আরেক জিনিস যখন বিশ্ব ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে, যখন পুঁজিবাদী বিকাশের আক্ষেপাত্মক চরিত্র সামরিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বের নতুন নতুন বিভক্তি দাবি করছে, যখন এই ভূমি থেকে উদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পুঁজিবাদী বিশ্ব শিবিরকে দুর্বল করে দিচ্ছে, সহজেই ভঙ্গুর করে তুলছে এবং এই শিবিরকে ভেঙে

বিচ্ছিন্ন এক একটি দেশীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব। পরবর্তী ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে, মুমূর্ষু পুঁজিবাদের স্তরে এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব হয়ে উঠেছে।

এটাই হল মূল কথা, কমরেডগণ, এবং জিনোভিয়েভ এই কথাটাই বুঝতে চাইছেন না।

আপনারা দেখলেন মার্কসের **মূল নীতি** উপেক্ষা করে মার্কস থেকে বিচ্ছিন্ন উধৃতি খেয়ালখুশি মতো দখল করে জিনোভিয়েভ স্কুলবালকের মতো মার্কস উধৃত করছেন এবং তাও তিনি প্রয়োগ করছেন মার্কসবাদীরূপে নয়, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরূপে।

মার্কস উধৃত করার সংশোধনবাদী পদ্ধতির স্বরূপ কি? মার্কস উধৃত করার সংশোধনবাদী পদ্ধতি হল মার্কসের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে **উধৃতি গ্রহণ করে** মার্কসের **মূল নীতি** পরিবর্তিত করা, নির্দিষ্ট যুগের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করা।

মার্কস উধৃত করার জিনোভিয়েভের পদ্ধতির স্বরূপ কি? মার্কস থেকে উধৃত করার জিনোভিয়েভের পদ্ধতি হল, ১৮৫০-এর কালের বিকাশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে জীবন্ত যোগসূত্র বিচ্ছিন্নভাবে মার্কস থেকে **উধৃত করে** মার্কসের **মূল নীতির** স্থানে বিষয়বস্তুর আক্ষরিক অর্থকে স্থাপন করা এবং তাকে একটি নীতিকথায় পরিণত করা।

আমার মনে হয় মন্তব্য বাহুল্যমাত্র।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা। জিনোভিয়েভ 'কমিউনিজ্‌ম্-এর মূল নীতিসমূহ'[২৫] (১৮৪৭) থেকে এঙ্গেলসের বক্তব্য উধৃত করেছেন যেখানে আছে যে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব 'এককভাবে একটি দেশে সংঘটিত হতে পারে না' এবং এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের সঙ্গে সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে আমার বিবৃতির তুলনা করেছেন যেখানে বলা হয়েছিল এঙ্গেলস কর্তৃক সূত্রায়িত বারটি শর্তের মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগ আমরা পুরণ করেছি এবং তা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: প্রথমতঃ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব এবং দ্বিতীয়তঃ, আমার বিবৃতিতে আমি ইউ. এস. এস. আর-এর সমকালীন পরিস্থিতির এক অতি মনোরম চিত্র অংকন করেছি।

এঙ্গেলস থেকে উধৃত করার প্রসঙ্গে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে যে উধৃতির ভাষ্য নির্ধারণের বিষয়ে 'মার্কসের ক্ষেত্রে তিনি যা করেছিলেন এক্ষেত্রেও সেই একই ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের ঊর্ধ্বমুখিনতার যুগে স্বতন্ত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নটিতে এঙ্গেলসকে সুস্পষ্টভাবেই নেতিবাচক উত্তর দিতে হয়েছিল। পুঁজিবাদের পুরানো যুগের প্রসঙ্গে কথিত এঙ্গেলসের একটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে যান্ত্রিকভাবে পুঁজিবাদের নতুন স্তর, সাম্রাজ্যবাদী স্তরের ক্ষেত্রে জোর করে ব্যবহার করার অর্থ হল আক্ষরিক অর্থের প্রয়োজনে, প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিবাদের পর্যায়ের বিকাশের বাস্তব অবস্থা থেকে যোগসূত্রবিহীনভাবে উধৃত বিচ্ছিন্ন উধৃতির স্বার্থে মার্কস ও এঙ্গেলসের মূল নীতিকে বিকৃত করা। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার রিপোর্টে আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে তৎকালে এঙ্গেলসের এই সূত্র ছিল একমাত্র সঠিক সূত্র। কিন্তু মোটের ওপর এটা বুঝতে হবে যে যখন মুমূর্ষু পুঁজিবাদের প্রশ্ন থাকতে পারে না সেই বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের কালকে পুঁজিবাদ যখন সামগ্রিকভাবে মুমূর্ষু পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে পুঁজিবাদী বিকাশের সেই বর্তমান স্তরের সঙ্গে একই পর্যায়ে বিচার করা যায় না। তৎকালে যা অসম্ভব বলে বিবেচিত ছিল, পুঁজিবাদের নতুন পরিস্থিতিতে তা এখন সম্ভব ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে—এটা বোঝা কি খুব কঠিন?

আপনারা এখানেও দেখছেন, যেমন মার্কসের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি এঙ্গেলসের ক্ষেত্রেও জিনোভিয়েভ মার্কসবাদী চিরায়ত রচনাবলী থেকে উধৃত করার ব্যাপারে তাঁর সংশোধনবাদী পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন।

জিনোভিয়েভের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলা যায়, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সম্পর্কে এঙ্গেলস যে বারটি শর্ত বা ব্যবস্থার কথা বলেছেন তিনি সরাসরি তা বিকৃত করেছেন। জিনোভিয়েভ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে এঙ্গেলস তাঁর বারটি শর্তের মাধ্যমে শ্রেণীসমূহের অবসান থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ও তারপর রাষ্ট্রের অবলুপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অসত্য। এ হল এঙ্গেলসের পুরোপুরি বিকৃতিসাধন। এঙ্গেলসের বারটি শর্তের মধ্যে শ্রেণীসমূহের অবসান বা বাণিজ্যিক অর্থনীতির অবসান বা রাষ্ট্রের অবলুপ্তি

বা সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত সম্পদের অবসান সম্পর্কে কোথাও একটি শব্দও নেই। বরং এঙ্গেলসের বারটি শর্তের মধ্যে 'গণতন্ত্রের' অস্তিত্ব (সেই সময় 'গণতন্ত্র' বলতে এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বোঝাতে চেয়েছিলেন), শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব এবং বাণিজ্যিক অর্থনীতির অস্তিত্ব থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এঙ্গেলস সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁর বারটি শর্ত 'ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর সরাসরি আক্রমণ' (এবং এর সম্পূর্ণ অবসান নয়) এবং 'শ্রমিক-শ্রেণীর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা' (এবং শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর অবসান নয়) বিবেচনা করেছে। এঙ্গেলসের বক্তব্য হল এইরূপ :

> 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব, যা সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে আসন্ন হয়ে উঠছে, বর্তমান সমাজকে ক্রমশঃ পুনর্গঠন করবে মাত্র এবং **তারপরই** একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পদের অবলুপ্তি ঘটাতে পারবে যখন প্রয়োজনীয় পরিমাণের উৎপাদনের যন্ত্রগুলি সৃষ্টি হয়ে যাবে।...সর্বপ্রথম একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।...শ্রমিকশ্রেণীর কাছে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে যাবে যদি না তা **ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ সংগঠিত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব সুরক্ষা করার কাজে** পরবর্তী ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি নিম্নরূপ।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

এরপর উল্লিখিত বার দফা শর্ত বা ব্যবস্থাবলী সংখ্যানুক্রমে বিবৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : এঙ্গেলসের 'কমিউনিজ্‌ম্‌-এর মূল নীতিসমূহ')।

সুতরাং আপনারা দেখলেন এঙ্গেলসের মনে যা ছিল তা শ্রেণীসমূহ, রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক উৎপাদন ইত্যাদির অবলুপ্তি পরিকল্পনা করে সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী প্রণয়ন নয়, বরং যা ছিল তা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের **প্রথম ধাপগুলি,** ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের জন্য, শ্রমিক-শ্রেণীর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় **প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি।**

এ থেকে একমাত্র একটিই সিদ্ধান্ত হতে পারে : এঙ্গেলসের বার দফা শর্তকে সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীরূপে ব্যাখ্যা করে জিনোভিয়েভ এঙ্গেলসের বিকৃতি সাধন করেছেন।

সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনের আলোচনার উত্তরে আমি কি বলেছিলাম? আমি বলেছিলাম যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক ধাপগুলি সম্বলিত এঙ্গেলসের শর্তাবলী বা ব্যবস্থাবলীর দশ ভাগের নয় ভাগ আমাদের দেশে, ইউ. এস. এস. আর-এ ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়ে গেছে।

এর অর্থ কি এই যে আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র অর্জন করেছি?

স্পষ্টতঃই তা নয়।

অতএব তাঁর উধৃত করার নিজস্ব পদ্ধতিতেই জিনোভিয়েভ সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে আমার বিবৃতি নিয়ে 'সামান্য' একটুকরো প্রবঞ্চনা করেছেন।

মার্কস এবং এঙ্গেলস উধৃত করার জিনোভিয়েভের নির্দিষ্ট পদ্ধতি তাঁকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

জিনোভিয়েভের উধৃতি দেওয়ার পদ্ধতি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সম্পর্কে স্টকহোমে জনৈক সুইডিশ বিপ্লবী শ্রমিকতন্ত্রবাদী (সিণ্ডিক্যালিষ্ট) কথিত একটি মজার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেটা ছিল ১৯০৬ সাল, আমাদের পার্টির স্টকহোম কংগ্রেসের সময়। কিছু কিছু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সদস্য যেভাবে পণ্ডিতী কায়দায় মার্কস ও এঙ্গেলস থেকে উধৃতি দিচ্ছিলেন তাকে এই সুইডিশ কমরেড তাঁর গল্পে হাসিঠাট্টার মাধ্যমে আঘাত করেন এবং তাঁর গল্প শুনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি আমরা প্রচণ্ড হাস্যরোলে পরস্পরের গায়ের ওপর গড়াগড়ি যাই। গল্পটা এইরকম। ঘটনাটি ছিল ক্রিমিয়ায় নাবিক ও সৈনিক বিদ্রোহের সময়কার। নৌ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাছে এলেন এবং বললেন: 'গত কয়েকবছর যাবৎ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আপনারা আমাদের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। বেশ, আমরা এখন নিঃসন্দেহ যে আপনারাই সঠিক এবং আমরা সৈনিক ও নাবিকরা বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত করেছি, তাই আমরা আপনাদের কাছে উপদেশের জন্য এসেছি।' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়লেন এবং উত্তর দিলেন যে একটি বিশেষ সম্মেলনে মিলিত না হয়ে তাঁরা বিদ্রোহের প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। নাবিকরা জানালেন যে নষ্ট করার মতো একটুও সময় নেই, কেননা সবকিছু প্রস্তুত এবং তাঁরা যদি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাছ থেকে সরাসরি উত্তর না পান এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যদি বিদ্রোহের পরিচালনভার গ্রহণ না করেন

তাহলে গোটা ব্যাপারটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে। নাবিক ও সৈনিকরা নির্দেশের আশা রেখে চলে গেলেন এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা তখন বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। তাঁরা **পুঁজির** প্রথম খণ্ড নিলেন, **পুঁজির** দ্বিতীয় খণ্ড নিলেন এবং তারপর **পুঁজির** তৃতীয় খণ্ড নিয়ে ক্রিমিয়া সম্পর্কে, সেভাস্তোপোল সম্পর্কে, ক্রিমিয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে নির্দেশ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু সেভাস্তোপোল বা ক্রিমিয়া কিংবা নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ সম্পর্কে **পুঁজির** তিনটি খণ্ডে একটিও, আক্ষরিক অর্থে একটিও, নির্দেশের সন্ধান পেলেন না। (**হাস্যরোল।**) তখন নির্দেশের সন্ধানে মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্যান্য রচনাবলীর পাতা ওল্টাতে লাগলেন—কিন্তু একটিও নির্দেশের সন্ধান তাঁরা পেলেন না। (**হাস্যরোল।**) এখন কি করা যায়? ইতিমধ্যে সেই নাবিকরা উত্তরের আশায় ফিরে এলেন। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের স্বীকার করতে হল যে এই পরিস্থিতিতে সৈনিক ও নাবিকদের কোন নির্দেশ দিতে তাঁরা অসমর্থ। আমাদের সুইডিশ কমরেড শেষ করলেন, এবং এইভাবে নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ বানচাল হয়ে গেল।' (**হাস্যরোল।**)

নিঃসন্দেহে এই গল্পের মধ্যে বেশ কিছুটা অতিশয়োক্তি রয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস থেকে উধৃতি দেওয়ার জিনোভিয়েভের পদ্ধতির মূল সমস্যার প্রতি গল্পটি নিঃসন্দেহে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে।

(৩) তৃতীয় ঘটনা। এবারের বিষয় লেনিনের রচনাবলী থেকে উধৃতি প্রসঙ্গে। লেনিনের রচনাবলী থেকে উধৃতির স্তূপ জড়ো করতে এবং শ্রোতাদের 'সংশয়ান্বিত' করে তুলতে জিনোভিয়েভকে কি কষ্টই না করতে হয়েছে। স্বভাবতঃই উধৃতিগুলোর বক্তব্য কি এবং সেগুলো থেকে কি সিদ্ধান্তই-বা টানা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্ব না দিয়েই জিনোভিয়েভ মনে করেন যত বেশি উধৃতি দেওয়া যায় ততই ভাল। তথাপি আপনি যদি এই উধৃতিগুলো পরীক্ষা করে দেখেন তাহলে আপনি সহজেই দেখতে পাবেন যে লেনিনের রচনাবলী থেকে জিনোভিয়েভ এমন একটি অনুচ্ছেদও উধৃত করেননি যা এমনকি তাৎপর্যের দিক দিয়েও বিরোধীপক্ষের বর্তমান আত্মসমর্পণকামী মনোভাবের সপক্ষে দাঁড়াচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বিশেষ কিছু কারণে লেনিনের মূল অনুচ্ছেদগুলি থেকে জিনোভিয়েভ এমন একটিও উধৃতি করেননি যেটিতে একনায়কত্বের 'অর্থনৈতিক সমস্যার' সমাধান, এই

সমস্যার সমাধানে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় নিশ্চিতরূপে নিহিত রয়েছে।

লেনিনের পুস্তিকা **সমবায় প্রসঙ্গে** থেকে জিনোভিয়েভ একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সে সমস্তই প্রচুর পরিমাণে ইউ. এস. এস. আর-এ আছে। কিন্তু তিনি ইংগিত দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি, তাৎপর্যের দিক থেকেও, যে এই অনুচ্ছেদ থেকে কোন্ সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে এবং কার সপক্ষে এর বক্তব্য: বিরোধী ব্লকের পক্ষে, না সি. পি. এস. ইউ (বি)র পক্ষে।

জিনোভিয়েভ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে আমাদের দেশে সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণের জয় অসম্ভব, কিন্তু এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ তিনি লেনিনের রচনাবলী থেকে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ উধৃত করেছেন যেগুলি তাঁর দৃঢ় বক্তব্যের মূলে নাড়া দিয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুচ্ছেদগুলির একটি হল এই:

> 'একাধিকবার আমার বলার সুযোগ হয়েছে যে উন্নত দেশগুলির তুলনায় রুশীয়দের পক্ষে মহান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব **শুরু করা** সহজতর কাজ কিন্তু **একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলায়** চিন্তা থেকে এই কাজ **চালু রাখা** ও সুসম্পূর্ণ সমাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত রাখা তাদের পক্ষে **আরও কঠিন** হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: **লেনিন**, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৫০)।

এই অনুচ্ছেদটি বিরোধীপক্ষের সপক্ষে নয়, পার্টির পক্ষেই বলছে। সুতরাং জিনোভিয়েভের কাজে লাগল না, কারণ এখানে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজ-তন্ত্র গঠন অসম্ভব বলা হয়নি, গঠনের কষ্টসাধ্যতার কথা বলা হয়েছে, এই অনুচ্ছেদে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠন যে সম্ভব তা স্বতঃগ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। পার্টি সবসময়ই বলেছে যে পশ্চিম ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় ইউ. এস. এস. আর-এ বিপ্লব শুরু করা সহজতর হবে কিন্তু সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ কঠোরতর হয়ে উঠবে। এই ঘটনার স্বীকৃতি ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার অস্বীকৃতির সমতুল্য—এর দ্বারা কি এ অর্থ হয়? অবশ্যই না। বরং এই ঘটনা থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই

অনুস্থত হয় যে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠন সম্পূর্ণ সম্ভব এবং একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে: জিনোভিয়েভের এইজাতীয় উধৃতির প্রয়োজন হয় কেন?

স্বভাবতঃই উধৃতির বোঝা জমিয়ে তাঁর শ্রোতাদের 'দোদুল্যমান' করে তোলা এবং জল ঘোলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয়। (**হাস্যরোল।**)

আমার মনে হয় এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে জিনোভিয়েভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, মার্কসবাদী চিরায়ত রচনাবলী থেকে তাঁর উধৃত করার হাস্যকর পদ্ধতি তাকে সংশয়াতীতভাবে ভ্রমাত্মক পরিণতিতে নিয়ে গেছে।

৭। জিনোভিয়েভের ধ্যানধারণায় সংশোধনবাদ

পরিশেষে, 'সংশোধনবাদের' ধ্যানধারণা সম্পর্কে জিনোভিয়েভের ব্যাখ্যা নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যাক। পুরানো মতামতের কিংবা মার্কস বা এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত প্রতিপাদ্যের কোনরূপ উৎকর্ষসাধন, কোনরকম পরিমার্জন এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য মতামত দিয়ে এমনকি সেগুলির পরিবর্তন সাধন হল জিনোভিয়েভের চিন্তানুসারে সংশোধনবাদ। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কেন? মার্কসবাদ কি একটি বিজ্ঞান নয়, নতুন অভিজ্ঞতায় ও পুরানো সূত্রাবলীর উৎকর্ষসাধনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানের কি বিকাশ ঘটে না? দেখা যাচ্ছে যুক্তিটা এইরকম, 'সংশোধনের' অর্থ হল 'পুনর্বিবেচনা' এবং খানিকটা পুনর্বিবেচনা ছাড়া পুরানো সূত্রাবলীর উৎকর্ষসাধন করা বা যথাযথ করে তোলা যায় না এবং তদনুসারে পুরানো সূত্রাবলীর যে-কোন উৎকর্ষসাধন ও পরিমার্জন, নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন সূত্রাবলীর দ্বারা মার্কসবাদের সমৃদ্ধি ঘটানোই হল সংশোধনবাদ। অবশ্য এ সমস্ত বক্তব্যই হাস্যকর। যখন জিনোভিয়েভ নিজেকে হাস্যকর করে তুলবেনই এবং পাশাপাশি কল্পনা করবেন যে তিনি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন তাঁকে নিয়ে আপনারা আর কি করতে পারেন?

যেমন, লেনিনবাদের শিক্ষা ও মূল নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণভাবে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব সূত্রাবলীর (১৯২৪) পরিবর্তন ও আরও যথাযথকরণ করার অধিকার কি স্তালিনের আছে? জিনোভিয়েভের মতানুযায়ী তাঁর সে অধিকার নেই। কেন? কারণ একটি পুরানো সূত্রের পরিবর্তন ও সঠিক করে তোলার অর্থ হল সূত্রটির পুনর্বিবেচনা করা

এবং জার্মানিতে পুনর্বিবেচনার অর্থ হল সংশোধন। তাহলে এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে স্তালিন সংশোধনবাদের দায়ে অপরাধী?

এ থেকে দাঁড়াল এই যে সংশোধনবাদ সম্পর্কে আমরা একটি নতুন, জিনোভিয়েভ কথিত মানদণ্ড পেলাম, সংশোধনবাদের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে যে মানদণ্ড মার্কসবাদী তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বদ্ধজলায় নিমজ্জিত করছে।

যেমন, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি মার্কস যদি বলে থাকেন যে পুঁজিবাদী বিকাশ যখন **উধ্বর্মুখী**, একটি জাতীয় সীমানার মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিজয় তখন অসম্ভব এবং লেনিন যদি বিংশ শতাব্দীর পঞ্চদশ বৎসরে বলেন পুঁজিবাদী বিকাশ যখন **অধোমুখী**, যখন পুঁজিবাদ মুমূর্ষু অবস্থায় তখন এই বিজয় সম্ভব, তাহলে এ থেকে দাঁড়াচ্ছে যে মার্কসের সঙ্গে তুলনায় লেনিন সংশোধনবাদের অপরাধে অপরাধী।

যেমন গত শতাব্দীর মাঝামাঝি যদি মার্কস বলে থাকেন যে 'ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপীয় মহাদেশের যে-কোন দেশের বা সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশের অর্থনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে চায়ের কাঁপে তুফান তোলা।'[২৬] এবং শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এঙ্গেলস পরবর্তী-কালে এই বক্তব্যকে পরিবর্তন করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে যদি বলেন যে 'ফরাসীরা শুরু করবে এবং জার্মানরা সমাপ্ত করবে' তাহলে এ থেকে দাঁড়ায় যে মার্কসের সঙ্গে তুলনায় এঙ্গেলস সংশোধনবাদের অপরাধে অপরাধী।

যদি এঙ্গেলস বলে থাকেন যে ফরাসীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করবে ও জার্মানরা সমাপ্ত করবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের বিজয়ের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে যদি লেনিন এই সূত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে এর জায়গায় আর একটি সূত্র বসিয়ে বলেন যে রাশিয়ানরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছে আর জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজরা তা সমাপ্ত করবে, তাহলে এই দাঁড়াবে যে এঙ্গেলসের তুলনায় ও আরও বেশি করে মার্কসের তুলনায় লেনিন সংশোধন-বাদের অপরাধে অপরাধী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ বিষয়ে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

'কয়েক দশকব্যাপী শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করে সমাজতন্ত্রের মহান প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন যে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের

জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী জন্মযন্ত্রণা, দীর্ঘকালীন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, অতীতের যা কিছু তাকে ভেঙেচুরে ফেলা, সমস্ত রকমের ধনতন্ত্রের নির্মম ধ্বংসসাধন এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সহযোগিতা, পূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য যাদের প্রচেষ্টাকে একত্রীভূত করতে হবে। আর তাঁরা বলেছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে "ফরাসীরা এ কাজ শুরু করবে ও জার্মানরা তা শেষ করবে"—ফরাসীরা শুরু করবে কারণ যুগযুগব্যাপী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফরাসীরা বিপ্লবী কার্যাবলীতে দুঃসাহসিক উদ্যোগ অর্জন করেছে যা তাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃত করে তুলেছে।

"বর্তমানে আমরা আন্তর্জাতিক সমাজবাদের শক্তিগুলির এক ভিন্ন ধরনের সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি। আমরা বলে থাকি যে সেই সমস্ত দেশে আন্দোলন শুরু করা সহজতর যেগুলি শোষিত দেশের পর্যায়ে পড়ে না, যাদের লুটপাট করার অধিকতর সুযোগ আছে এবং যারা তাদের শ্রমিকদের উপরের স্তরকে উৎকোচ দিয়ে বশে রাখতে সমর্থ ·· **মার্কস এবং এঙ্গেলস যা আশা করেছিলেন ঘটনাবলীর গতি কিন্তু তা থেকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে।** ঘটনাবলী আমাদের ওপর অর্থাৎ রুশীয় শ্রমজীবী ও শোষিত শ্রেণীর ওপর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃতের গৌরব-জনক ভূমিকা গ্রহণের ভার অর্পণ করেছে, এবং এখন আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবের অগ্রগতি কতদূর যেতে পারে। রাশিয়ানরা এ কাজ শুরু করেছে—জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজরা তা সমাপ্ত করবে এবং সমাজতন্ত্র বিজয়ী হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: **লেনিন**, ২২শ খণ্ড, পৃ: ২১৮)।

আপনারা দেখলেন, লেনিন এখানে সরাসরি এঙ্গেলস ও মার্কসের বক্তব্যের 'পুনর্বিবেচনা' করেছেন এবং জিনোভিয়েভের মতানুসারে তিনি 'সংশোধনবাদের' অপরাধে অপরাধী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি এঙ্গেলস ও মার্কস প্যারি কমিউনকে শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব বলে সূত্রায়ণ করেন যা দুটি পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বলে আমরা জানি এবং যার একটি পার্টিও মার্কসবাদী পার্টি ছিল না; এবং লেনিন যদি সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে বলেন যে একমাত্র একটি পার্টি, মার্কসবাদী পার্টির নেতৃত্বেই উন্নত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করা সম্ভব, তাহলে দাঁড়াবে এই যে মার্কস-

এঙ্গেলসের সঙ্গে তুলনায় লেনিন সুস্পষ্টভাবে 'সংশোধনবাদের' অপরাধে অপরাধী।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্বপর্যায়ে লেনিন যদি বলে থাকেন যে যুক্তরাষ্ট্র হল অনুপযুক্ত ধরনের রাষ্ট্রকাঠামো এবং ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি তিনি এই মতের পরিবর্তন ও পুনর্বিবেচনা করেন এবং বলেন যে সমাজবাদের পথে উত্তরণের স্তরে যুক্তরাষ্ট্র হল যথোপযুক্ত রাষ্ট্রকাঠামো, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে লেনিনবাদ ও তাঁর নিজের সঙ্গে তুলনায় তিনি 'সংশোধবাদের' দায়ে অপরাধী।

এরকম ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

জিনোভিয়েভ যা বলছেন তা থেকে এইটা দাঁড়ায় যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কসবাদ নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলবে না এবং মার্কসবাদী চিরায়ত রচনাবলীর কোন সূত্র ও বিচ্ছিন্ন কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিকাশ ঘটানো হল সংশোধনবাদ।

মার্কসবাদ কি? মার্কসবাদ হল একটি বিজ্ঞান। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতায় যদি না সমৃদ্ধ হয়, **মার্কসবাদী মূল নীতির** ভিত্তিতে মার্কসবাদী পদ্ধতির **দৃষ্টিকোণ থেকে** যদি না এই অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করতে সমর্থ হয় তাহলে বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদ কি অবিচল থাকতে ও উন্নত হতে পারে? স্পষ্টতঃই পারে না।

এরপর এটা কি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে না যে মার্কসবাদ ও তার পদ্ধতির মূল নীতি **বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে** মার্কসবাদের প্রয়োজন হল নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে পুরানো সূত্রগুলির উন্নতি ও সমৃদ্ধিসাধন, কিন্তু জিনোভিয়েভ ঠিক বিপরীতটি করছেন, আক্ষরিক অর্থটিকে আঁকড়ে থাকছেন, মার্কসবাদী মূল নীতি ও পদ্ধতির স্থানে বিচ্ছিন্ন মার্কসবাদী প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে স্থাপন করছেন?

প্রকৃত মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদের বিচ্ছিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয়াবলী থেকে উধৃতি তুলে ও বিভিন্ন সূত্রের আক্ষরিক অর্থকে আঁকড়ে থেকে মার্কসবাদের মূল নীতির পরিবর্তন সাধনের রীতির মধ্যে কোন মিল থাকতে পারে কি?

এ মার্কসবাদ নয়, বরং মার্কসবাদের হাস্যকর অনুকরণ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি?

মার্কস ও এঙ্গেলস যখন বলেছিলেন, 'আমাদের তত্ত্ব কোন আপ্তবাক্য নয়,

এ হল কাজের পথনির্দেশিকা' তখন জিনোভিয়েভের মতো 'মার্কসবাদীদের' কথাই তাঁদের মনে ছিল।

জিনোভিয়েভের অসুবিধা হল এই যে, তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐ কথা-গুলোর অর্থ ও গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হননি।

২। স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন

বিরোধীদের বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি এবং বিরোধী নেতাদের ভাষণে পরি-লক্ষিত ঘটনাগত প্রমাদ সম্পর্কে আমি বলেছি। আলোচনার উত্তরে আমার ভাষণের প্রথমাংশে বিবিধ মন্তব্যাবলীর ধাঁচে এই বিষয়টিকে চূড়ান্তভাবে আলোচনা-করার চেষ্টা করেছি। এখন সরাসরি বিষয়টির মর্মকথায় যাওয়ার অনুমতি দিন।

১। সাম্রাজ্যবাদের যুগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পূর্বশর্তাবলী

প্রথম প্রশ্ন হল সাম্রাজ্যবাদের যুগে স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজ-তন্ত্রের বিজয় সম্ভব কিনা। আপনারা দেখলেন এটি কোন একটি বিশেষ দেশের প্রশ্ন নয়, বরং সমস্ত কমবেশি উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রশ্ন।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে বিরোধী-পক্ষের প্রধান ভুল কি ?

বিরোধীপক্ষের প্রধান ভ্রান্তি হল যে তাঁরা প্রাক্ সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান তাকে বোঝেন না বা বুঝবেন না, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী—ধনতন্ত্রের এই দুটি ভিন্ন স্তরের পরস্পরের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন।

এই ভ্রান্তি থেকে বিরোধীপক্ষের আরেকটি ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, তা হল সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের নিয়মের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তাঁরা বোঝেন না, পরিবর্তে সব স্তরকে সমান করে দেখার প্রবণতা দেখান এবং এইভাবে উগ্র সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউট্স্কি অনুসৃত পথে ঝুঁকে পড়েন।

বিরোধীপক্ষের এই দুটি ভ্রান্তি তৃতীয় একটি ভ্রান্তির পথে তাঁদের পরি-চালিত করেছে, তা হল তাঁরা প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র থেকে উদ্ভূত সূত্র ও

প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করছেন এবং এর ফলেই তাঁরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা অস্বীকারের পথ গ্রহণ করেন।

পুরানো প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও নতুন একচেটিয়া পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য কি, আর কয়েকটি কথায় যদি সেই পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে কি দাঁড়ায়?

পার্থক্য হল এই যে, অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকাশের স্থান দখল করে বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের মোর্চার মাধ্যমে বিকাশের পদ্ধতি; পুরানো, 'অভিজাত', 'প্রগতিশীল' পুঁজির স্থান গ্রহণ করে অর্থপুঁজি, 'ক্ষয়িষ্ণু' পুঁজি; পুঁজির 'শান্তিপূর্ণ' প্রসারণ ও 'ফাঁকা' এলাকায় তার বিস্তারের স্থান দখল করে আক্ষেপাত্মক বিকাশ, বিভিন্ন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বের পুনর্বিভক্তিকরণের দ্বারা বিকাশ; পুরানো পুঁজিবাদ, সামগ্রিকভাবে যার অগ্রগতি ছিল ঊর্ধ্বমুখী তা মুমূর্ষু পুঁজিবাদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায় সামগ্রিকভাবে যার গতি অধোমুখী।

এ বিষয়ে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল:

'পুঁজিবাদের পূর্বতন "শান্তিপূর্ণ" যুগের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে রূপান্তরের কারণগুলি স্মরণ করা যাক: অবাধ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া পুঁজিবাদী মোর্চাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে এবং সমগ্র জন-অধ্যুষিত ভূমণ্ডল বিভক্ত হয়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক যে এই উভয় ঘটনারই (এবং উপাদানেরই) প্রকৃতভাবে বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য রয়েছে: যতক্ষণ পর্যন্ত বিনা বাধায় পুঁজি তার উপনিবেশ বিস্তারে ও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে বেদখল ভূমি দখল করতে সমর্থ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত অবাধ বাণিজ্য ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্ভব ছিল; বিশেষ করে পুঁজির কেন্দ্রীভবন তখনো পর্যন্ত সামান্যই ছিল এবং কোন একচেটিয়া অধিগ্রহণের, অর্থাৎ এমন বিশাল অধিগ্রহণ যা শিল্পের **সমগ্র** শাখার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে, তার অস্তিত্ব ছিল না। এইজাতীয় একচেটিয়া অধিগ্রহণের উদ্ভব ও সমৃদ্ধি… পূর্বেকার অবাধ প্রতিযোগিতা **অসম্ভব** করে তোলে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি কেটে সরিয়ে নেয়, যদিও ভূমণ্ডলের ভাগাভাগি উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন এলাকাসমূহের **পুনর্বিভাজনের** উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদীদের

শান্তিপূর্ণ প্রসারণ থেকে সশস্ত্র সংঘর্ষে যেতে **বাধ্য করে**' (দ্রষ্টব্য : ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৪)।

এবং আরও :

'পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত, সংস্কৃত, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পুরানো কায়দায় বসবাস করা **অসম্ভব**, যে পুঁজিবাদ অগ্রসরমান একটি নতুন যুগের **জন্য সহজভাবে বিবর্তিত হচ্ছে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) এবং ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থ-পুঁজি একটি নির্দিষ্ট দেশকে মহাশক্তিসমূহের স্তর থেকে **উচ্ছেদ করে দিচ্ছে** ও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে দেবে এবং সেই দেশকে তার উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চল থেকে বঞ্চিত করবে' (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৬-৫৭)।

এ থেকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের চরিত্র সম্পর্কে লেনিনের প্রধান সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

'কেন সাম্রাজ্যবাদ হল **মুমূর্ষু** পুঁজিবাদ তা সুস্পষ্ট, সমাজতন্ত্রে **উত্তরণের** পথে পুঁজিবাদ হল : একচেটিয়া পুঁজি যা পুঁজিবাদ থেকেই উদ্ভূত এবং **ইতিমধ্যেই** পুঁজিবাদ মৃতপ্রায় এবং সমাজতন্ত্রে বিবর্তনের সূত্রপাত। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শ্রমের প্রচণ্ড **সামাজিকীকরণের** (সমঝওতাকামী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যাকে "পরস্পর সংবদ্ধ" বলে থাকেন) অর্থ একই' (দ্রষ্টব্য : ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩০২)।

আমাদের বিরোধীদের দুর্ভাগ্য যে প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের পার্থক্যের চূড়ান্ত গুরুত্ব তাঁরা বোঝেন না।

অতএব আজকের পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ—এই সত্যের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই আমাদের পার্টির মতামতের শুরু।

দুর্ভাগ্যক্রমে এর অর্থ এই নয় যে পুঁজিবাদের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়ে গেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর অর্থ হল পুনর্জন্ম নয়, পুঁজিবাদ সামগ্রিকভাবে মৃত্যুপথযাত্রী, সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের গতি ঊর্ধ্বমুখী নয়, অধোমুখী।

এই সাধারণ প্রসঙ্গ থেকেই সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের প্রশ্নটি এসে যায়।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের কথা যখন লেনিনবাদীরা বলেন তখন সাধারণভাবে তাঁরা কি অর্থে বলেন ?

তাঁরা কি এই অর্থ করেন যে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের বিকাশের স্তরের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে, বিকাশের ক্ষেত্রে একে অপরের চেয়ে পেছনে পড়ে আছে এবং এই ফারাক ক্রমশঃ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে ?

না, তাঁরা সে অর্থ করেন না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিকাশের অসমত্বের সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশের স্তরপার্থক্যকে গুলিয়ে ফেললে সংকীর্ণ-চিন্তার দোষে দুষ্ট হতে হবে। বিরোধীপক্ষ সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে যখন **বিকাশের** অসমত্বের সঙ্গে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক স্তরভেদকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন তখন এক কথায় এই সংকীর্ণ-চিন্তার দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন। যথার্থভাবে এই বিভ্রান্তি থেকে যাত্রা শুরু করে বিরোধীপক্ষ সেই সময় সম্পূর্ণ এক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তা হল এই যে বিকাশের অসমত্ব সাম্রাজ্যবাদের যুগে যে অবস্থায় আছে পূর্বে তা আরও ব্যাপক ছিল। এক কথায় এই কারণেই ট্রট্স্কি পঞ্চদশ সম্মেলনে বলেছিলেন যে 'বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীতে এই অসমত্ব **ব্যাপকতর** ছিল' (সি. পি. এস. ইউ-র পঞ্চদশ সম্মেলনে ট্রট্স্কির ভাষণ দ্রষ্টব্য)। 'সাম্রাজ্যবাদী যুগ শুরু হওয়ার আগে পুঁজিবাদী বিকাশের অসমত্ব কম ছিল এটা ভুল ধারণা'—এ কথা দৃঢ়ভাবে বলার মধ্য দিয়ে জিনোভিয়েভ সেই সময় একই মত প্রকাশ করেছিলেন। (সি. পি. এস. ইউ-র পঞ্চদশ সম্মেলনে জিনোভিয়েভের ভাষণ দ্রষ্টব্য।)

এ কথা সত্য যে পঞ্চদশ সম্মেলনে আলোচনার পর এখন বিরোধীরা মত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনামে ভাষণ প্রসঙ্গে তাঁরা এমন কিছু বলেছেন যা পুরোপুরি বিপরীত বা নীরবে ভ্রান্তিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বর্ধিত প্লেনামে ভাষণ প্রসঙ্গে ট্রট্স্কি বলেছিলেন: 'বিকাশের গতি সম্পর্কে বলতে গেলে, সাম্রাজ্যবাদ এই অসমত্বকে **সীমাহীনভাবে দুর্বার** করে তুলেছে।' জিনোভিয়েভের কথা বলতে গেলে, কমিনটার্নের কর্মপরিষদের প্লেনামে ভাষণ দেওয়ার সময় এই প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকাই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন, যদিও তিনি অবশ্যই জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসমত্বের নিয়মের কার্যকারিতা জোরদার বা দুর্বলতর হচ্ছে সেটাই ছিল বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এটাই দেখা যাচ্ছে, আলোচনা থেকে বিরোধীপক্ষ দুয়েকটি জিনিস অন্ততঃ শিখেছেন এবং আলোচনা বিফলে যায়নি।

এবং তাই: সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিকাশের অসমত্বের সঙ্গে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক মানের পার্থক্যকে অবশ্যই গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

এটা কি বলা যায় যে পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশের স্তরের পার্থক্য কমে গেলে এবং এই সমস্ত দেশের সমোচ্চতা সম্পাদিত হলে সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের নিয়মের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়ে যাবে? না, তা বলা যায় না। বিকাশের মানের পার্থক্য কি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়? নিঃসন্দেহে হ্রাস পায়। সমোচ্চতা বিধানের পরিমাণ কি কমে বা বাড়ে? অবশ্যই বাড়ে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমোচ্চতা বিধানের অগ্রগতি ও বিকাশের ক্রমবর্ধমান অসমত্বের মধ্যে কি পরস্পর বিরোধিতা নেই? না, নেই। পক্ষান্তরে, সমোচ্চতা বিধান হল পশ্চাৎপট ও ভিত্তি যা সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিকাশের ক্রমবর্ধমান অসমত্বকে সম্ভব করে তোলে। আমাদের বিরোধীদের মতো কিছু লোক যারা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম একমাত্র তারাই সাম্রাজ্য-বাদের আওতায় অসম বিকাশের নিয়মের প্রতিকূলতা করতে পারে সমোচ্চতা বিধানের যুক্তি দিয়ে। যেহেতু পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলি তাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে এবং অগ্রগণ্য দেশগুলির সঙ্গে সমস্তরে পৌঁছাতে উদ্যোগী হয় সেহেতু দেশগুলির মধ্যে একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম আরও তীব্রতালাভ করে; এর ফলেই কিছু দেশ কর্তৃক অপর কতকগুলি দেশকে অতিক্রম করে যাওয়ার **সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়** ও বাজার থেকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং এর দ্বারা সামরিক সংঘর্ষ, বিশ্ব পুঁজিবাদী শিবিরের শক্তি হ্রাস ও বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক এই শিবির ভেঙে দেওয়ার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়। এই সহজ বিষয়টা যারা বোঝে না তারা এক-চেটিয়া পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই বোঝে না।

অতএব সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিকাশের ক্রমবর্ধমান অসমত্বের অন্যতম শর্ত হল সমোচ্চতা।

এ কথা কি বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিকাশের অসমত্বের মধ্যে এই ঘটনা নিহিত আছে যে আক্ষেপাত্মক অগ্রগতি ছাড়া, বিধ্বংসী যুদ্ধ ব্যতীত ও ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বের পুনর্বিভাগ ব্যতীত কিছু দেশ অন্যদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং **সাদামাঠাভাবে** ও **বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়** অন্যান্যদের অর্থনীতিগতভাবে অতিক্রম করে যাবে? না, যায় না। এই

ধরনের অসমত্ব প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগেও ছিল; মার্কস এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং লেনিন তাঁর **রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ**[২৭] শীর্ষক রচনায় এ বিষয়ে লিখেছেন। সে সময় পুঁজিবাদের বিকাশ কমবেশি মসৃণভাবে, কমবেশি বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এগিয়েছিল এবং আক্ষেপাত্মক অগ্রগতি ও বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয় সামরিক সংঘর্ষের সহযোগিতা ছাড়াই কোন কোন দেশ দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টায় অপর কিছু দেশকে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়। এই ধরনের অসমতার কথা আমরা এখন বলছি না।

তাহলে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অসম বিকাশের নিয়মটি কি?

সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশ বলতে বোঝায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কিছু কিছু দেশের আক্ষেপাত্মক অগ্রগতি, বিশ্ব বাজার থেকে কোন কোন দেশের দ্বারা অপর কিছু দেশের দ্রুত হটে যাওয়া, সামরিক সংঘর্ষ ও বিধ্বংসী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে **ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বের** মাঝেমধ্যে পুনর্বিভাগ, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে সংঘর্ষের ক্রমবর্ধমান গভীরতা ও তীব্রতা, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী শিবিরের ক্রম দুর্বলতা, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক এই শিবিরে ভাঙন সৃষ্টি করার সম্ভাবনা এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা।

সাম্রাজ্যবাদের স্তরে অসম বিকাশের নিয়মের মূল উপাদানগুলি কি কি?

প্রথমতঃ, ঘটনা হল, বিশ্ব ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে, বিশ্বে এখন আর 'খালি' অদখলীকৃত অঞ্চল পড়ে নেই, তাই নতুন নতুন বাজার ও কাঁচামালের উৎস দখল করার জন্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বল-প্রয়োগে অন্যের আওতা থেকে এলাকা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ঘটনা হল, কারিগরি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশের ক্রমবর্ধমান সমোচ্চতাবিধান সম্ভব হয়ে উঠেছে এবং কিছু কিছু দেশের পক্ষে অন্যান্য কতকগুলি দেশকে আক্ষেপাত্মকভাবে অতিক্রম করা ও কম শক্তিশালী কিন্তু দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক অধিক শক্তিশালী দেশকে হটিয়ে দেওয়া সহজতর হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ঘটনা হল, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাবাধীন অঞ্চলের পুরানো বিন্যাস বিশ্ব-বাজারে নতুন শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের

ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে, এবং প্রভাবাধীন এলাকার পুরানো বিন্যাস ও নতুন শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে 'ভারসাম্য' প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের সাময়িক পুনর্বিভাগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে।

কাজেকাজেই সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিকাশের অসমত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতা ও তীব্রতা দেখা দিচ্ছে।

কাজেকাজেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বের সমাধান অসম্ভব হয়ে উঠছে।

সেইজন্যই কাউট্‌স্কির চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব, যা এইসব দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনার কথা প্রচার করছে তা অসমর্থনীয়।

কিন্তু এ থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে বিকাশের অসমত্ব আরও গভীর ও তীব্র হয়ে উঠছে এ কথা অস্বীকার করে বিরোধীপক্ষ চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের স্তরে বিকাশের অসমত্বের এই হল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব ভাগাভাগি কখন সম্পন্ন হয়েছে?

লেনিন বলেছেন যে, বিশ্ব ভাগাভাগি বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে।

পূর্বেই বিভক্ত বিশ্বের পুনর্বিভাগের প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে কখন প্রথম উঠেছিল?

প্রথম বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে।

এ থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের নিয়মটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাত্র আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হয়েছিল।

সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার রিপোর্টে আমি এ বিষয়ে বলেছিলাম এবং তখন আমি এ কথাই বলেছিলাম যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের নিয়মটি কমরেড লেনিন কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বকে পুনর্বিভক্ত করার প্রথম প্রয়াস ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই প্রয়াসের ফলে পুঁজিবাদকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল তা হল, রাশিয়ায় বিপ্লবের বিজয় এবং উপনিবেশ ও পরাধীন রাজ্যসমূহে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলের অবক্ষয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পুনর্বিভাগের প্রথম প্রয়াস দ্বিতীয়

প্রয়াসের দ্বারা অনুসৃত হতে বাধ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে পুনর্বিভাগের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদকে প্রথমবারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে অসম বিকাশের নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকাশের এই হল পরিপ্রেক্ষিত।

আপনারা দেখছেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিচ্ছিন্নভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের জয়ের সম্ভাবনার প্রতি এই পরিপ্রেক্ষিতসমূহ প্রত্যক্ষভাবে ও অবিলম্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

আমরা জানি যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অসম বিকাশের নিয়ম থেকেই সরাসরি ও অবিলম্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত লেনিন করেছিলেন। আর লেনিন সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্তই করেছিলেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে অসম বিকাশের নিয়মটি স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অসম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের 'তত্ত্বগত' মারপ্যাচের ভিত্তিকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

১৯১৫ সালে লিখিত তাঁর কর্মসূচী নির্ধারণমূলক প্রবন্ধে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই :

> 'অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হল পুঁজিবাদের একান্ত নিয়ম। **অতএব** সমাজতন্ত্রের বিজয় বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি বা এমনকি একটি পুঁজিবাদী দেশে সম্ভব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২)।

সিদ্ধান্তসমূহ :

(ক) বিরোধীদের প্রধান ভ্রান্তির মধ্যে যে ঘটনা নিহিত রয়েছে তা হল, তাঁরা পুঁজিবাদের দুটি পর্যায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেন না বা এই পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়াকে এড়িয়ে যেতে চান। এবং কেন এড়িয়ে যেতে চান ? কারণ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে এই পার্থক্য অসম বিকাশের নিয়মের দিকে পরিচালিত করে।

(খ) বিরোধীদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে, পুঁজিবাদের পর্যায়ে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়মের নির্ধারক তাৎপর্য তাঁরা বোঝেন না বা

তার প্রতি কম মূল্য দেন। এবং কেন মূল্য কম দেন? কারণ পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়মের সঠিক মূল্যায়ন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব।

(গ) তাই বিরোধীদের তৃতীয় ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে যেই অস্বীকার করুক তাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের নিয়মের তাৎপর্য সম্পর্কে বাধ্য হয়ে নীরব থাকতে হবে। এবং অসম বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে নীরব থাকতে যে বাধ্য হয় তার পক্ষে প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের পার্থক্যকে চাপা দেওয়া ছাড়া কোন পথ থাকে না।

পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলির প্রশ্নটি এই অবস্থায় রয়েছে।

বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রশ্নটির তাৎপর্য কি?

বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দুটি মতের মুখোমুখি হয়েছি।

একটি মত হল আমাদের পার্টির মত, যা আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য, সতর্কভাবে ঘটনাবলীর গতির দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য, পরিস্থিতি যখন অনুকূল হবে তখন এককভাবে পুঁজিবাদী শিবিরে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য এবং ক্ষমতা দখল করে বিশ্ব পুঁজিবাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

অপরটি হল বিরোধীদের মত, যেখানে এককভাবে পুঁজিবাদী শিবিরে ভাঙন সৃষ্টি করার যৌক্তিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি 'সাধারণ পরিণামের' জন্য অপেক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আমাদের পার্টির মতে যেখানে নিজের নিজের দেশের বুর্জোয়াদের ওপর বিপ্লবী আক্রমণ সংগঠিত করার কথা এবং এককভাবে দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যোগকে সমস্ত বাধা মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে আমাদের বিরোধীদের মতের মধ্যে নিজের নিজের দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করার ও উদ্যোগকে নিগড়াবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম মতটি হল দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে সক্রিয় করার মত।

দ্বিতীয় মতটি বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আগ্রহকে বিনষ্ট করার কাজে নিয়োজিত, নিষ্ক্রিয়তা ও অপেক্ষমান থাকার অভিমত।

লেনিন যখন নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী লেখেন তখন হাজারবার সঠিক কাজই করেন এবং আমাদের বর্তমান বিতর্কের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্কও রয়েছে :

'আমি জানি কিছু বিজ্ঞ লোক, অবশ্য, আছেন যাঁরা নিজেদের খুব চতুর বলে মনে করেন এবং নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলেও জাহির করেন, যাঁরা দৃঢ়কণ্ঠে বলে থাকেন যে সমস্ত দেশে বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এই কথা বলে যে তাঁরা বিপ্লবের পক্ষ পরিত্যাগ করে বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে যাচ্ছেন এবিষয়ে তাঁদের মনে কোন সংশয় নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক পরিধিতে বিপ্লব সংঘটিত করতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার অর্থ হল প্রত্যেকের প্রত্যাশায় নিশ্চল হয়ে থাকা। সেটা নির্বুদ্ধিতা' (দ্রষ্টব্য : ২৩শ খণ্ড, পৃ: ৯)।

লেনিনের এই উক্তি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

২। জিনোভিয়েভ কিভাবে লেনিনকে 'ব্যাখ্যা' করেছেন

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সর্বহারার বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলি সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। সর্বহারার বিপ্লবের পূর্বশর্তসমূহ ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কিত লেনিনের মৌলিক প্রবন্ধকে জিনোভিয়েভ কিভাবে বিকৃত বা 'ব্যাখ্যা' করেছেন তা দেখাবার জন্য এখন আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ১৯১৫ সালে লিখিত এবং আমাদের আলোচনায় বহুবার উল্লিখিত 'ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্লোগান' শীর্ষক লেনিনের সুপরিচিত প্রবন্ধের কথা আমি বলছি। এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ উধৃত না করার জন্য জিনোভিয়েভ আমার সমালোচনা করেছেন; কিন্তু তিনি নিজেই এই প্রবন্ধের এমন এক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন যাকে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কিত প্রশ্নে তাঁর মূল চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিকৃতিসাধন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি উধৃত করার অনুমতি আমাকে দিন। সময়াভাবে ইতিপূর্বে যেসব লাইন আমি বাদ দিয়েছিলাম সেগুলিকে মোটা হরফে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :

'অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হল পুঁজিবাদের একটি একান্ত নিয়ম। তাই সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রথমে কয়েকটি দেশে বা এমনকি বিচ্ছিন্নভাবে একটি পুঁজিবাদী দেশেও সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের উৎখাত করে ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করে অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে নিজের লক্ষ্যে টেনে এনে, পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সেইসব দেশে বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে অবশিষ্ট দুনিয়ার, পুঁজিবাদী দুনিয়ার **বিরুদ্ধে** মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং প্রয়োজন হলে এমনকি শোষক শ্রেণীগুলি ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে। **বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে যে সমাজে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী হয়েছে তার রাজনৈতিক কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যে সমস্ত রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের পক্ষে যায়নি সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই প্রজাতন্ত্র সেই দেশ ও দেশসমুহের শক্তিগুলিকে ক্রমশঃ বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত করবে। নিপীড়িত শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া শ্রেণীগুলির বিলোপ অসম্ভব। পশ্চাদ্‌পদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কমবেশি দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র লড়াই ব্যতীত সমাজতন্ত্রে জাতিগুলির স্বাধীনভাবে মিলনসাধন অসম্ভব'** (দ্রষ্টব্য : ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩)।

এই অনুচ্ছেদটি উধৃত করে জিনোভিয়েভ দুটি মন্তব্য করেছেন : প্রথমটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন বিষয়ক।

প্রথম মন্তব্যটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। যেহেতু লেনিন এখানে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা বলেছেন, জিনোভিয়েভ ভাবলেন তাঁর (লেনিনের —অনুবাদক, বাং সং) মনে বড়জোর শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের চিন্তা ছিল এবং ভাসাভাসাভাবে অথচ জিদের সঙ্গে ইঙ্গিত করতে জিনোভিয়েভ লজ্জিত হলেন না যে খুব সম্ভবতঃ লেনিনের চিন্তায় যা ছিল তা হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র। এটা কি সত্য ? নিশ্চয়ই না। জিনোভিয়েভের এই মোটামুটি অসৎ ইঙ্গিত নস্যাৎ করতে উপরোক্ত অনুচ্ছেদটির শেষ লাইনগুলি পাঠ করাই যথেষ্ট, যেখানে 'পশ্চাদ্‌পদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামের কথা' বলা আছে। এটা সুস্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা

যখন বলছেন তখন লেনিনের চিন্তায় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র নয়, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথাই ছিল।

১৯১৫ সালে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকাঠামো হিসেবে সোভিয়েত শক্তি লেনিনের অজ্ঞাত ছিল। ১৯০৫ সালে অবশ্য লেনিন জানতেন যে জারতন্ত্র উৎখাত করার পর্যায়ে বিভিন্ন সোভিয়েতগুলি হল বিপ্লবী শক্তির ভ্রূণ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণার একনায়কত্বের রাষ্ট্রকাঠামো হিসেবে সমগ্র দেশব্যাপী সম্মিলিত সোভিয়েত শক্তির পরিচয় তখনো তিনি পাননি। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকাঠামো হিসেবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আবিষ্কার লেনিন করেছিলেন মাত্র ১৯১৭ সালে এবং ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে প্রধানতঃ তাঁর **রাষ্ট্র ও বিপ্লব**[২৮] গ্রন্থে ক্রান্তিকালীন সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের এই নতুন কাঠামোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ তিনি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ থেকেই ব্যাখ্যাত হচ্ছে যে কেন লেনিন পূর্বোধৃত অনুচ্ছেদে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র না বলে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা বলেছেন এবং উধৃতি থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে এর দ্বারা তিনি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই বোঝাতে চেয়েছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের সময়ে যা করেছিলেন লেনিন এখানে তাইই করেছেন, তাঁরা প্যারি কমিউনের পূর্বে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালীন সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের কাঠামো হিসেবে সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্যারি কমিউনের পরে এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই প্রজাতন্ত্র প্যারি কমিউনের ধরনের হবে। এ ঘটনা ছাড়াও, যদি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে লেনিনের চিন্তায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে থাকে তাহলে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব', 'পুঁজিবাদীদের উৎখাত করা' ইত্যাদি প্রশ্নগুলি থাকত না।

আপনারা দেখলেন যে লেনিনকে 'বিকৃত' করার জিনোভিয়েভের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলা যায় না।

এবার জিনোভিয়েভের দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। জিনোভিয়েভ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সংগঠন' সম্পর্কিত কমরেড লেনিনের উক্তি সাদামাঠাভাবে সাধারণ মানুষ যে অর্থে বুঝতে বাধ্য হয় সেভাবে বুঝলে চলবে না, একে অন্য অর্থে বুঝতে হবে, যেমন লেনিনের চিন্তায় যা ছিল তা হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠনের পথে **অগ্রসর হওয়া** মাত্র। কেন, কিসের ভিত্তিতে জিনোভিয়েভ তা ব্যাখ্যা করেননি। জিনোভিয়েভ

এখানে আরেকবার লেনিনের 'বিকৃতিসাধন' করার প্রয়াস পেয়েছেন—এ কথা বলার অনুমতি আমাকে দিন। উধৃত অনুচ্ছেদে সরাসরি বলা হয়েছে যে 'সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের উৎখাত করে এবং সমাজ-তান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় **সংগঠিত হয়ে** অবশিষ্ট দুনিয়ার বিরুদ্ধে, পুঁজি-বাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে।' এখানে 'সংগঠিত করে' বলা হয়নি, '**সংগঠিত হয়ে**' বলা হয়েছে। এখানে এ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা কি আর দেখাবার অপেক্ষা রাখে? লেনিনের চিন্তায় যদি শুধু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করার পথে **অগ্রসর হওয়ার** কথা থাকত তাহলে তিনি 'সংগঠিত হয়ে' না বলে 'সংগঠিত করে' বলতেন—এও কি বিস্তৃতভাবে দেখাবার প্রয়োজন আছে? সুতরাং, লেনিনের চিন্তায় শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করার পথে অগ্রসর হওয়ার কথা নয়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করার সম্ভাবনা, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথাও ছিল।

আপনারা দেখলেন যে জিনোভিয়েভের দ্বারা লেনিনের 'বিকৃতিসাধনের' এই দ্বিতীয় প্রয়াসও আগের মতো, বলতে গেলে, চূড়ান্তভাবে অসফল বলে অবশ্যই বিবেচিত হবে।

'জাদুদণ্ড দুলিয়ে দু-সপ্তাহ বা দু-মাসের মধ্যে আপনারা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেন না' এই পরিহাসমূলক মন্তব্যের দ্বারা জিনোভিয়েভ লেনিনের 'বিকৃতিসাধন' প্রয়াসকে ছদ্মাবরিত করতে চেষ্টা করেছেন। আমার আশংকা 'একটা কুৎসিৎ কাজের সুন্দর মুখোস' দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনোভিয়েভের এই পরিহাসের প্রয়োজন হয়েছিল। এমন মানুষ জিনোভিয়েভ কোথায় পেলেন যাঁরা দু-সপ্তাহ বা দু-মাস কিংবা দু-বছরের মধ্যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন? এমন ধরনের মানুষ যদি একান্তভাবে থেকেই থাকে তাহলে তিনি তাঁদের নাম করলেন না কেন? তিনি তাঁদের নাম করেননি এইজন্যই যে এইজাতীয় মানুষ বাস্তবে নেই। লেনিন ও লেনিনবাদের 'বিকৃতিসাধনের' 'কাজকে' ছদ্মাবরণ দেওয়ার জন্যই জিনোভিয়েভের এই নকল পরিহাসের প্রয়োজন হয়েছিল।

আর তাই:

(ক) সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে অসম বিকাশের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে

লেনিন তাঁর 'ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্লোগান' শীর্ষক মৌলিক রচনায় এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব ;

(খ) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় বলতে লেনিন শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, পুঁজিবাদীদের উৎখাত ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করা বোঝাতে চেয়েছেন ; তাছাড়া, এই সমস্ত কাজগুলি তার করণীয় সীমার মধ্যে শেষ হয়ে যায় না, বরং অবশিষ্ট দুনিয়া অর্থাৎ পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এগুলি হল হাতিয়ার ;

(গ) এই লেনিনবাদী প্রতিপাদ্যকে জিনোভিয়েভ খর্ব করতে এবং বিরোধী-পক্ষের বর্তমান আধা-মেনশেভিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে লেনিনের 'বিকৃতিসাধন' করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আমার মনে হয় এর বেশি বলা এখানে বাহুল্য।

৩। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন

কমরেডগণ, এবার আমাদের দেশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে আলোচনায় যাওয়ার অনুমতি আমাকে দিন।

১। বিরোধীপক্ষের 'সুকৌশল মতলব' এবং লেনিনের পার্টির 'জাতীয় সংস্কারবাদ'

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে এককভাবে একটি দেশে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার তত্ত্বটি হল স্তালিনের বৃহত্তম ভ্রান্তি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে পরিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার লেনিনবাদী তত্ত্বটি প্রশ্নাধীন বিষয় নয়, বিষয় হল স্তালিনের কোন এক অজ্ঞাত 'তত্ত্ব'। এই পন্থা সম্পর্কে আমি যা বুঝেছি তা হল, ট্রট্স্কি লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু লেনিনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই চালানো ঝুঁকির কাজ সেইহেতু যেন স্তালিনের 'তত্ত্বের'ই বিরুদ্ধাচরণ করছেন এমন ছদ্মাবরণে এই লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত তিনি করেছেন। তাঁর সমালোচনার দ্বারা স্তালিনের 'তত্ত্বের' বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে এই ছদ্মাবরণে ট্রট্স্কি লেনিনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের লড়াইকে এইভাবে সহজতর করতে চাইছেন। যথার্থতঃ বলতে গেলে

এ বিষয়ে স্তালিনের কিছু করার নেই, স্তালিনের কোন 'তত্ত্বের' প্রশ্ন এখানে আসতে পারে না, এই তত্ত্বে কোন নতুন অবদান যুক্ত করার ভান স্তালিনের কখনো ছিল না, কিন্তু ট্রট্স্কির সংশোধনবাদী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের পার্টিতে লেনিনবাদের সম্পূর্ণ বিজয়ের পথ বাধামুক্ত করার প্রচেষ্টা মাত্র ছিল—এ বিষয়ে আমি পরবর্তীকালে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে এটা সুনির্দিষ্টভাবে ধরে নেওয়া যায় যে স্তালিনের 'তত্ত্ব' সম্পর্কিত ট্রট্স্কির বিবৃতি হল একটি কৌশল, একটি চাতুরী, একটি কাপুরুষোচিত ও অসফল চাতুরী যা পরিকল্পিত হয়েছে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে, যে লড়াই ১৯১৫ সালে শুরু হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত চলে আসছে। ট্রট্স্কির এই ফন্দি সৎ বিতর্কের নিদর্শন কিনা তা বিচারের ভার আমি কমরেডদের ওপর অর্পণ করলাম।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের ওপর আমাদের পার্টির সিদ্ধান্তের গোড়ার কথা খুঁজতে হবে কমরেড লেনিনের সুপরিচিত কর্মসূচীগত রচনাবলীর মধ্যে। ঐসব রচনাবলীর মধ্যে লেনিন বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব, এই একনায়কত্বের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয় সুনিশ্চিত, একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত তা সমস্তই আমাদের অর্থাৎ ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর আছে।

লেনিনের একটি বিখ্যাত লেখা থেকে এইমাত্র আমি একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছি যেখানে তিনি সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন এবং এখানে আমি আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এই প্রবন্ধটি ১৯১৫ সালে লেখা। এখানে বলা হয়েছে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়—শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল, পুঁজিবাদাদের উৎখাত ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন—সম্ভব। আমরা জানি যে ঠিক সেই সময়, ঐ ১৯১৫ সালেই, ট্রট্স্কি লেনিনের এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় কলম ধরেছিলেন এবং লেনিনের একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' তত্ত্ব বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন ওঠে, স্তালিনের 'তত্ত্বের' কথা এখানে কোথা থেকে আসে ?

তা ছাড়াও, আমার রিপোর্টে আমি লেনিনের 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি' শীর্ষক প্রখ্যাত রচনা থেকে একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছিলাম যেখানে সহজভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই রচনাটি ১৯১৯ সালে লিখিত। অনুচ্ছেদটি হল এইরকম :

'সমস্ত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের প্রকাশ্য ও মুখোসধারী অনুচরদের (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 'সোশ্যালিস্টরা') মিথ্যাচার ও কুৎসা সত্বেও একটি বিষয় তর্কাতীত থেকে যায়—তা হল, **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মূল অর্থনৈতিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদের বিজয় সুনিশ্চিত।** সমগ্র বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়ারা বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত হচ্ছে ও ফুঁসছে এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান, চক্রান্ত ইত্যাদি সংগঠিত করছে, আর একমাত্র এই কারণেই করছে যে তারা পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছে যে **যদি আমরা সামরিক শক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়ে না যাই তাহলে আমাদের সামাজিক অর্থনীতির পুনর্গঠনে সাফল্য অর্জন অবশ্যম্ভাবী। এবং এইভাবে আমাদের ধ্বংস করায় তাদের প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫১০)।

আপনারা দেখছেন যে সামাজিক অর্থনীতির পুনর্গঠন ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পর্যায়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের সম্ভাবনার কথা লেনিন এখানে সরাসরি বলেছেন।

আমরা জানি এই অনুচ্ছেদে নিহিত মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ট্রটস্কি ও সামগ্রিকভাবে বিরোধীপক্ষ একমত নন।

প্রশ্ন আসে, এখানে স্তালিনের 'তত্বের' কথা কোথা থেকে আসে ?

অবশেষে আমি ১৯২৩ সালে লিখিত লেনিনের সুবিদিত রচনা **সমবায় প্রসঙ্গে** থেকে একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছি। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

'প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের সমস্ত বৃহদায়তন উপায়ের ওপর রাষ্ট্রক্ষমতার

প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, এই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কোটি কোটি ছোট ও অতি ছোট চাষীদের মৈত্রী, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর নেতৃত্বের নিশ্চয়তা ইত্যাদি সমবায় থেকে, একমাত্র সমবায় থেকেই, এ সমস্ত কিছুই পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয় যা আমরা ইতিপূর্বে দর কষাকষি বলে অবজ্ঞা করেছিলাম, নেপ্-এর পরিস্থিতিতে এই অবজ্ঞা করার অধিকার কি আমাদের আছে? **পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ** গড়ে তোলার **জন্য এ সমস্ত কিছুই কি প্রয়োজনীয়** নয়? এটা এখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন নয়, এই গঠনের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় ও **যথেষ্ট** এগুলি হল তাই' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: ২৭শ খণ্ড, পৃ: ৩৯২)।

আপনারা দেখছেন এই অনুচ্ছেদটি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন সন্দেহই রাখেনি।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের প্রধান উপাদানগুলি এই অনুচ্ছেদে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলি হল: শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা, শ্রমিকশ্রেণীর শাসনক্ষমতার হাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের যৌথ মোর্চা এবং এই মোর্চায় শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব, সমবায়।

সম্প্রতিকালে সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে ট্রট্স্কি লেনিনের আরেকটি রচনাবলী থেকে উধৃতি দিয়ে এই উধৃতির বিরুদ্ধতা করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে 'সোভিয়েত ক্ষমতা ও সমগ্র দেশের বৈদ্যুতি-করণের যোগফল হল সাম্যবাদ' (দ্রষ্টব্য: ২৬শ খণ্ড, পৃ: ৪৬)। কিন্তু উধৃতিগুলির বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে লেনিনের **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকার মূল চিন্তার বিকৃতিসাধন করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিকরণ কি বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের দেশে বৈদ্যুতিকরণ কি আদৌ সম্ভব? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে লেনিন যখন তাঁর **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকায় বলছেন যে সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান হল বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা তখন তার মধ্যে বৈদ্যুতিকরণ অন্তর্ভুক্ত?

আমরা জানি যে লেনিনের **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকা থেকে গৃহীত এই

অনুচ্ছেদে নির্ধারিত প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষ কমবেশি প্রকাশ্য কিন্তু অনেকখানি গুপ্ত লড়াই চালাচ্ছেন।

প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে স্তালিনের 'তত্ত্বের' স্থান কোথায়?

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে এই হল লেনিনবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি।

পার্টি দৃঢ়ভাবে বলছে যে 'জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা **অসম্ভব**', 'একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব **জাতীয় সংকীর্ণ-চিত্ততার তত্ত্বগত নিদর্শন**', ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী **নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে সমর্থ হবে না**' (ট্রট্স্কি) ইত্যাদি বক্তব্য লেনিনবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি থেকে মূলগতভাবে পৃথক ট্রট্স্কি ও বিরোধীপক্ষের প্রমাণ ব্যতিরিক্ত কল্পনামাত্র।

পার্টি আরও দৃঢ়ভাবে বলছে যে বিরোধীপক্ষের এইসব বক্তব্য আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটসুলভ বিচ্যুতির নিদর্শন।

পার্টি সুস্পষ্টভাবে বলছে যে 'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন' সম্পর্কে ট্রট্স্কির সূত্র, এমন একটি সূত্র যা লেনিনবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন। 'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থনের' ওপর আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র নির্মাণকে নির্ভরশীল করার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? যদি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সমর্থ না হয় তাহলে কি হবে? পশ্চিমে বিপ্লবের বিজয়ের প্রত্যাশায় অনির্দিষ্টকাল ধরে আমাদের বিপ্লব কি এক পা-ও না এগিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ করবে? এটা কি আশা করা যায় যে আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা পশ্চিমে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে এবং আমাদের দেশের সমাজবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ড ও সংগ্রাম বন্ধ রাখতে রাজী হবে? আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির কাছে আমাদের অবস্থানের ক্রমাগত আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা এবং পশ্চিমে বিপ্লবের বিজয় যদি বিলম্বিত হয় সে অবস্থায় ক্ষমতা থেকে আমাদের পার্টির বিদায় গ্রহণের সম্ভাবনা কি ট্রট্স্কির এই সূত্র থেকে সূচিত হচ্ছে না?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে আমরা এখানে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক ধারা পাচ্ছি, একটি ধারা পার্টি ও লেনিনবাদের এবং অপরটি বিরোধীপক্ষ ও ট্রট্স্কিবাদের?

আমার রিপোর্টে আমি ট্রট্স্কিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং আবারও

প্রশ্ন করছি: স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বকে ১৯১৫ সালে ট্রট্স্কি 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' তত্ত্বরূপে অভিহিত করেছিলেন—তা কি সত্য নয়? কিন্তু আমি এর কোন উত্তর পাইনি। কেন? এই নীরবতা কি বিতর্কে সৎসাহসের নিদর্শন?

ট্রট্স্কিকে আরও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি: অতি সম্প্রতি ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিরোধীপক্ষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর দলিলে তিনি আবার সমাজতন্ত্র গঠনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার' অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন—এ ঘটনা কি সত্য নয়? কিন্তু এরও কোন উত্তর আমি পাইনি। কেন? এটাই কি কারণ নয় যে ট্রট্স্কির এই নীরবতাও এক ধরনের 'কৌশল'?

এইসব কি প্রমাণ করে?

প্রমাণ করে এই যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের মূল প্রশ্নে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ট্রট্স্কি তাঁর পুরানো অবস্থান এখনো বজায় রেখেছেন।

আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রকাশ্যে লেনিনবাদের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস না থাকায় স্তালিনের এক অস্তিত্বহীন 'তত্ত্বের' সমালোচনা করার মাধ্যমে তাঁর লড়াইকে ছদ্মবেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ট্রট্স্কি।

এবার আরেকজন 'ফন্দিবাজ' কামেনেভের আলোচনায় আসা যাক। আপাতঃদৃষ্টিতে তিনি ট্রট্স্কির দ্বারা সংক্রামিত হয়েছেন এবং নিজেও ফন্দি-ফিকির করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ফন্দিফিকির ট্রট্স্কির চেয়ে আরও স্থূলভাবে প্রকটিত হয়েছে। ট্রট্স্কি শুধুমাত্র স্তালিনকে অভিযুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কামেনেভ সমগ্র পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়েছেন এই বলে যে পার্টি 'এক জাতীয়-সংস্কারবাদী পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন সাধন করেছে।' এ বিষয়ে আপনারা কি ভাবছেন? দেখা যাচ্ছে, আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতের স্থানে জাতীয় সংস্কারবাদী পরিপ্রেক্ষিতকে বহাল করেছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের পার্টি লেনিনের পার্টি এবং যেহেতু সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত-সমূহ সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণভাবে লেনিনের সুপরিচিত প্রতিপাদ্যসমূহের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত, সেইহেতু এ থেকে অনুসৃত হয় যে লেনিনের সমাজতন্ত্র গঠনের তত্ত্বটি হল একটি জাতীয়-সংস্কারবাদী তত্ত্ব। লেনিন হলেন একজন

'জাতীয়-সংস্কারবাদী'—এই নোংরা বক্তব্য পরিবেশনের দ্বারা কামেনেভ আমাদের আপ্যায়িত করতে চান।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে আমাদের পার্টির কোন সিদ্ধান্ত আছে কি? হাঁ, এমনকি খুবই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ রয়েছে। ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত পার্টি কখন গ্রহণ করেছিল? ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনে এগুলি গৃহীত হয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের কার্যাবলী এবং আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ওপর চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবের প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করছি। এই প্রস্তাব কি লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত? হাঁ, তাই, কারণ এই প্রস্তাব জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের মতো যোগ্য ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, জিনোভিয়েভ চতুর্দশ সম্মেলনে এই প্রস্তাবের **সপক্ষে** রিপোর্ট রেখেছিলেন এবং কামেনেভ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ও এই প্রস্তাবের **পক্ষে** ভোট দিয়েছিলেন।

তাহলে কেন কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ স্ববিরোধিতার জন্য, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব থেকে, যে প্রস্তাব আমরা জানি **সর্বসম্মতিক্রমে** গৃহীত হয়েছিল, দূরে সরে যাওয়ার জন্য পার্টিকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেননি?

ভাবতে গেলে কোনটাই সহজ ছিল না: আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে একটি বিশেষ প্রস্তাব পার্টি গ্রহণ করেছিল এবং কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, আর এখন উভয়েই পার্টিকে জাতীয়-সংস্কারবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন—তাহলে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবের মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্টি দলিলের ওপর তাঁরা কেন যুক্তি উপস্থিত করেননি, যে প্রস্তাব আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের বিষয় নিয়ে রচিত এবং যা স্বভাবতঃই আগাগোড়া লেনিনবাদী?

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন বিড়াল যেমন গরম হালুয়ায় মুখ দেয় না ঠিক তেমনি সাধারণভাবে বিরোধীরা, বিশেষ করে কামেনেভ, চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব এড়িয়ে চলেছেন? (**হাস্যরোল।**) জিনোভিয়েভের উপস্থাপনায় গৃহীত এবং কামেনেভের সক্রিয় সহযোগিতায় পাশ হওয়া চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে এত ভয় কেন? এমনকি মাঝেমধ্যেও এই প্রস্তাবের উল্লেখ করা থেকে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিরত কেন? আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের বিষয়টি কি এই প্রস্তাবে আলোচিত হয়নি? সমাজতন্ত্র গঠনের

প্রশ্নটি কি আমাদের আলোচ্যসূচীর মধ্যে মূল প্রশ্ন নয়?

তাহলে সমস্যাটা কি?

সমস্যাটা হল, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ, যাঁরা ১৯২৫ সালে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে এই প্রস্তাব বর্জন করেছেন এবং এইভাবে লেনিনবাদ পরিহার করেছেন ও ট্রট্স্কিবাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, আর এখন মুখোস খুলে যাওয়ার ভয়ে এমনকি কদাচিৎও এই প্রস্তাবের উল্লেখ তাঁরা করেন না।

এই প্রস্তাব কি বলছে?

প্রস্তাব থেকে একটি উধৃতি হল এইরূপ:

'সাধারণভাবে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় (**চূড়ান্ত** বিজয়ের অর্থে **নয়**) **প্রশ্নাতীতভাবে সম্ভব**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

আরেকটি:

'...সরাসরি দুটি বিপরীত সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব পুঁজিবাদী অবরোধ, অন্যান্য ধরনের অর্থনৈতিক চাপ, সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার অবিরাম বিপদের উদ্ভব ঘটিয়ে চলেছে। অতএব **সমজাতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়ের** একমাত্র নিশ্চয়তা, অর্থাৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা হল বেশ কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়। এ থেকে **কোনভাবেই এটা দাঁড়ায় না যে কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও উন্নত দেশসমূহের "রাষ্ট্রীয় সাহায্য" ছাড়া রাশিয়ার মতো একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে পুরোপুরি একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব** (ট্রট্স্কি)। (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) "রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত অগ্রগতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর **বিজয়ের পরেই একমাত্র** সম্ভব হয়ে উঠবে" (ট্রট্স্কি, ১৯২২)—এই সরব বক্তব্য ট্রট্স্কির স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই সরব বক্তব্যের দ্বারা বর্তমান পর্যায়ে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে মারাত্মক রকমের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নামিয়ে এনেছে। এই ধরনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে কমরেড লেনিন লিখেছেন: "পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অগ্রগতির পর্যায়ে তোতা-

পাখির মতো মুখস্থ করে তারা এইসব সীমাহীন জঘন্য যুক্তি শিখেছেন, যথা, আমরা এখনো সমাজতন্ত্রের জন্য পরিপক্ক হইনি, তাঁদের মধ্যে কোন কোন 'পণ্ডিত' লোক আবার এইভাবে প্রকাশ করে থাকেন—আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বাস্তব অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলি অনুপস্থিত" (সুখানভ সম্পর্কিত মন্তব্য)।' ('কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম উপলক্ষে কমিনটার্ন এবং রু. ক. পা. (ব)র করণীয় কাজ' সম্পর্কিত রু. ক. পা (ব)র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব।[২৯])

আপনারা দেখলেন আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব হল মূল লেনিনবাদী প্রতিপাদ্যসমূহের নিখুঁত ঘোষণা।

আপনারা দেখলেন যে, প্রস্তাবে ট্রট্স্কিবাদকে লেনিনবাদের সর্বসময়ের বিরোধী মতবাদ বলে আখ্যাত করা হয়েছে এবং প্রস্তাবের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ট্রট্স্কির মূল নীতির অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

আপনারা দেখলেন যে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রশ্নে পুনরায় উদ্রিক্ত বিতর্কগুলি প্রস্তাবে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আপনারা জানেন যে আমার রিপোর্ট এই প্রস্তাবের পরিচালনামূলক প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের ওপর ভিত্তি করেই রচিত।

নিঃসন্দেহে আপনারা স্মরণ করতে পারবেন যে আমার রিপোর্টে আমি চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলাম এবং এই প্রস্তাব অস্বীকার করা ও এ থেকে দূরে সরে যাওয়ার অভিযোগে আমি কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে অভিযুক্ত করেছিলাম।

কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ কেন এই অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেননি?

রহস্যটা কি?

রহস্যটা হল এই যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বহু পূর্বেই এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করেছেন এবং পরিত্যাগ করে ট্রট্স্কিবাদের দিকে চলে পড়েছেন।

হয় এটা, না হয় ওটা:

হয় চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব লেনিনবাদী প্রস্তাব নয়—সেক্ষেত্রে যেহেতু কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন সেহেতু তাঁরা লেনিনবাদী নন;

নতুবা প্রস্তাবটি লেনিনবাদী প্রস্তাব—আর সেক্ষেত্রে কামেনেভ ও

জিনোভিয়েভ এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করে লেনিনবাদী থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন।

কিছু কিছু বক্তা এখানে বলেছেন (আমার মনে হয় রিজে তাঁদের একজন) যে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ ট্রট্স্কিবাদের দিকে যাননি, পক্ষান্তরে ট্রট্স্কি গেছেন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের দিকে। কমরেডগণ, এসব হল বাজে কথা। কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করেছেন —এ ঘটনা সরাসরি প্রমাণ করছে যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ ট্রট্স্কিবাদের দিকে চলে গেছেন।

অতএব :

রু. ক. পা (ব)র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে যে লেনিনবাদী চিন্তা সূত্রায়িত হয়েছে তাকে পরিত্যাগ করেছে কে?

দেখা যাচ্ছে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ করেছেন।

ট্রট্স্কিবাদের দ্বারা 'আন্তর্জাতিক বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন সাধন' করেছে কে?

দেখা যাচ্ছে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ করেছেন।

কামেনেভ যদি আমাদের পার্টির 'জাতীয়-সংস্কারবাদ' নিয়ে এখন চেঁচামেচি করেন ও সোরগোল তোলেন, তার কারণ হল, তাঁর অধঃপতন থেকে কমরেডদের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া ও তাঁর নিজের পাপের জন্য তিনি অন্যদের দোষী করার চেষ্টা করছেন।

এই কারণেই আমাদের পার্টিতে 'জাতীয়-সংস্কারবাদ' সম্পর্কে কামেনেভের 'কৌশল' হল একটি চাতুরী, একটি অশোভন ও স্থূল চাতুরী; আমাদের পার্টিতে 'জাতীয়-সংস্কারবাদের' ধূয়া তুলে এই চাতুরী পরিকল্পিত হয়েছে তাঁর চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব পরিহার করা, লেনিনবাদ বর্জন করা, ট্রট্স্কিবাদের দিকে ভিড়ে যাওয়া ইত্যাদি আড়াল করার জন্য।

২। আমরা সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলছি এবং সম্পূর্ণভাবে তুলতে সক্ষম

আমার রিপোর্টে আমি বলেছি যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে গেছে, তা হল শ্রমিকশ্রেণীর এক-

লেনিন
স্তালিন
মাও-সে-তুঙ
সোমেন চন্দ
রচনাবলীর
গ্রাহক করা হচ্ছে

নায়কত্ব। আমি বলেছি যে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠিত হওয়া থেকে এখনো বহু দূরে এবং গড়ে তোলা বাকি আছে। আমি আরও বলেছি যে এর ফলে প্রশ্নটা এরকম দাঁড়িয়ে গেছে: আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠনের সম্ভাবনা আছে কি? অবশেষে আমি বলেছিলাম যে প্রশ্নটিকে যদি শ্রেণীর ভাষায় উপস্থিত করা যায় তাহলে নিম্নোক্ত রূপ ধারণ করে: আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় আমাদের অর্থাৎ সোভিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করার সম্ভাবনা আমাদের আছে কি?

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে জোর দিয়ে বলেছেন যে ইউ. এস. এস. আর-এ বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করার কথা যখন আমি বলেছিলাম আমি তখন নাকি রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। অবশ্যই এটা সত্য নয়। এটা ট্রট্স্কির উপদলীয় কল্পনা। আমার রিপোর্ট থেকে দেখা যাবে যে ইউ. এস. এস. আর-এ বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করার কথা যখন আমি বলেছিলাম তখন অর্থনীতিগতভাবে পরাস্ত করাকেই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, কারণ রাজনীতিগতভাবে তা ইতিপূর্বেই পরাস্ত হয়ে গেছে।

ইউ এস. এস. আর-এর বুর্জোয়াশ্রেণীকে অর্থনৈতিকভাবে পরাজিত করার অর্থ কি? কিংবা অন্যভাষায় বলতে গেলে: ইউ.এস.এস.আর-এ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন বলতে কি বোঝায়?

> 'সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করার অর্থ হল কৃষিব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে একটি অবিচ্ছেদ্য অর্থনীতিতে সংবদ্ধ করা, কৃষিব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার কর্তৃত্বাধীন করা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের বিনিময়ের ভিত্তিতে শহর ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করা, শ্রেণীগুলির জন্ম ও সর্বোপরি পুঁজির উদ্ভবকে বাধামুক্ত করে এমন সমস্ত পথ বন্ধ ও বিলোপ করা, উৎপাদন ও বণ্টনের এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে অবিলম্বে ও প্রত্যক্ষতঃ শ্রেণীগুলির বিলুপ্তিসাধনের পথ প্রশস্ত হয়' (দ্রষ্টব্য: কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনামে প্রদত্ত স্তালিনের রিপোর্ট)।

ইউ. এস. এস. আর এ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির তাৎপর্য সম্পর্কে আমার রিপোর্টে এইভাবে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম।

লেনিন তাঁর **পণ্যের মাধ্যমে কর**[৩০] পুস্তিকার খসড়ায় সমাজতন্ত্রের

'অর্থনৈতিক তাৎপর্য', 'অর্থনৈতিক ভিত্তি'র সংজ্ঞা সম্পর্কে যে সূত্র দিয়েছেন এই ব্যাখ্যা তার হুবহু অনুরূপ।

এই সংজ্ঞা কি সঠিক এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিপূর্ণভাবে গঠনের সম্ভাবনার ওপর গুরুত্ব দিতে আমরা পারি কি?— আমাদের মতপার্থক্যের এখন এটাই হল প্রধান বিষয়।

ট্রট্স্কি এই প্রশ্নটিকে একেবারেই স্পর্শ করেননি। আপাতঃদৃষ্টিতে এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করে তিনি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু আমরা যে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করছি এবং পরিপূর্ণভাবে গঠন করতে পারি তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান:

(ক) আমাদের সমাজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা বৃহদায়তন ও ঐক্যবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা, অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বহির্ভূত উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে বৃহদায়তন ও তদুপরি ঐক্যবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যে তর্কাতীত ঘটনা তা সকলেরই জানা,

(খ) ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনগুলিকে শহুরে বা গ্রামীণ নির্বিশেষে আমাদের সমাজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে এবং তার নিয়ন্ত্রণে আনতে ইতিমধ্যেই শুরু করেছে,

(গ) আমাদের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ ও ধনতান্ত্রিক উপাদানসমূহের মধ্যে সংগ্রামে প্রথমোক্ত উপাদানগুলি শেষোক্ত উপাদানগুলির চেয়ে নিঃসন্দেহে উচ্চতর স্থান গ্রহণ করেছে এবং আমাদের অর্থনীতিতে উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে পরাস্ত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী দিকগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দিকগুলির বিজয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানগুলির উল্লেখের জন্য আমি থেমে থাকব না।

আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে পরাজিত করার প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে চালু থাকবে না এমন অনুমান করার ভিত্তি কি থাকতে পারে?

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে বলেছেন:

'স্তালিন বলেছেন যে আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে নিযুক্ত, অর্থাৎ শ্রেণীসমূহ ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তির জন্য আমরা কর্মরত, অর্থাৎ আমাদের বুর্জোয়াদের পরাজিত করছি। হাঁ, কমরেডগণ, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজন এক সশস্ত্র বাহিনীর' (আক্ষরিক রিপোর্ট থেকে আমি উধৃত করলাম।—জে. স্তালিন)।

এর অর্থ কি? এই অনুচ্ছেদের তাৎপর্য কি? এই অনুচ্ছেদ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই করা যায়: যেহেতু সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিপূর্ণ গঠনের মধ্যে শ্রেণীসমূহ ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রশ্নটি নিহিত রয়েছে এবং যেহেতু সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমি সুরক্ষার জন্য আমাদের তা সত্বেও সেনাবাহিনীর প্রয়োজন, আর রাষ্ট্র ছাড়া যখন সেনাবাহিনী অসম্ভব (ট্রট্স্কি তাই মনে করেন), তখন এ থেকে অনুসৃত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমির সশস্ত্র প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি আমরা পরিপূর্ণভাবে গঠন করতে পারি না।

কমরেডগণ, সমস্ত চিন্তাধারাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে এখানে যা অর্থ করা হয়েছে তা হল, হয় তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের সশস্ত্র প্রতিরক্ষার একটি যন্ত্র মাত্র—যা একটি উদ্ভট চিন্তা মাত্র, কারণ রাষ্ট্র হল প্রাথমিকভাবে অন্যান্য শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে একটি শ্রেণীর হাতিয়ার এবং এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে যদি শ্রেণী না থাকে তাহলে রাষ্ট্রও থাকবে না। নতুবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী অকল্পনীয় বলে এখানে ধরা হয়েছে—যেটা আবার অসম্ভব, কারণ যেখানে শ্রেণী নেই, রাষ্ট্র নেই অথচ বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন সমাজকে সুরক্ষার জন্য এক সেনাবাহিনী আছে এমন একটি সমাজের অস্তিত্ব তত্ত্বগতভাবে অনুমোদন করা সম্পূর্ণ সম্ভব। সমাজতত্ত্ব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানব ইতিহাসের ধারায় বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে যেখানে শ্রেণী ও রাষ্ট্র ছিল না কিন্তু বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে কোন-না-কোনভাবে নিজেদের তারা রক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে একটি ভবিষ্যৎ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার কল্পনা করা সম্ভব যেখানে রাষ্ট্র বা শ্রেণী থাকবে না কিন্তু বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য একটি সমাজবাদী দেশরক্ষাবাহিনী থাকবে। আমাদের দেশে এইজাতীয় ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম বলে আমি মনে করি, কারণ আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার

কোন যুক্তি নেই, তাছাড়াও সমাজতন্ত্রের বিজয় ও শ্রেণীসমূহের অবসান এমন ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠবে যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে শক্তিশালী উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবে না, অন্যান্য দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাতেও ব্যর্থ হবে না। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এমন একটি সমাজ বেশ কল্পনীয় যেখানে শ্রেণী ও রাষ্ট্র থাকবে না কিন্তু সমাজবাদী দেশরক্ষাবাহিনী থাকবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আমাদের পার্টির কর্মসূচীতে এই প্রশ্নটি মোটামুটি আলোচিত হয়েছে। কর্মসূচীতে যা বলা হয়েছে তা হল:

> 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার হিসেবে লালরক্ষী বাহিনী অবশ্যই খোলাখুলিভাবে শ্রেণীচরিত্র নির্ভর হবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও সহযোগী কৃষকসমাজের আধা-সর্বহারা স্তরের মানুষের মধ্য থেকে তাদের অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে। **শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তির মাধ্যমেই একমাত্র এই ধরনের শ্রেণীগত বাহিনী সমগ্র জনগণের সমাজবাদী দেশরক্ষাবাহিনীতে রূপান্তরিত হতে পারে**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: সি. পি. এস. ইউ (বি)র কর্মসূচী[৩১])।

দেখা যাচ্ছে আমাদের কর্মসূচীর এই বিষয়টি ট্রট্স্কি ভুলে গেছেন।

তাঁর ভাষণে ট্রট্স্কি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর আমাদের জাতীয় অর্থনীতির নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন এবং দাবি করেছেন যে 'বিচ্ছিন্ন যুদ্ধনির্ভর সাম্যবাদ থেকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে **সংযুক্তির** পথে ক্রমশঃ আমরা এগিয়ে চলেছি।'

এই বক্তব্য থেকে অনুসৃত হচ্ছে যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির মধ্যে লড়াই সহ ক্রমশঃ বিশ্ব **ধনতান্ত্রিক** অর্থনীতির সঙ্গে **সংযুক্ত** হচ্ছে। আমি **ধনতান্ত্রিক** বিশ্ব অর্থনীতি বলছি, কারণ বর্তমান সময়ে অন্য কোন বিশ্ব অর্থনীতির অস্তিত্ব নেই।

এটা সত্য নয়, কমরেডগণ, এ অসম্ভব। এটা ট্রট্স্কির উপদলীয় কল্পনা।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি যে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল এ কথা কেউ অস্বীকার করে না। আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর আমেরিকার জাতীয় অর্থনীতি সহ প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতীয় অর্থনীতি

যে নির্ভরশীল এটা যেমন কেউ অস্বীকার করে না ঠিক তেমনি পূর্বোক্তটাও কেউ অস্বীকার করে না বা অস্বীকার করেনি। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা পারস্পরিক। শুধু যে আমাদের অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল তাই নয়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও আমাদের অর্থনীতি, আমাদের তেল, আমাদের শস্য, আমাদের কাঠ এবং সর্বোপরি আমাদের সীমাহীন বাজারের ওপর নির্ভরশীল। ধরুন স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল থেকে আমরা ধার পেয়ে থাকি। জার্মান পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আমরা ধার পাই। আমাদের উজ্জ্বল চোখ দেখিয়ে আমরা ধার পাই না, পাই এই কারণেই যে আমাদের তেল, আমাদের শস্য এবং তাদের যন্ত্রপাতি বিকোবার জন্য আমাদের বাজার পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রয়োজন। এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে আমাদের দেশ, এক বিশাল বাজার আমাদের রয়েছে এবং আমাদের বাজারের সঙ্গে কোন-না-কোনরূপ সম্পর্ক ছাড়া পুঁজিবাদী দেশগুলির চলে না। এ সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে পুঁজিবাদী দেশগুলি আমাদের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা পারস্পরিক।

এর দ্বারা কি এই অর্থ হয় যে পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপর আমাদের জাতীয় অর্থনীতির নির্ভরশীলতা আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের সম্ভাবনাকে বাধা দিচ্ছে? অবশ্যই না। পারিপার্শ্বিক জাতীয় অর্থনীতিগুলো থেকে একেবারে নিরপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ স্বনির্ভর কিছু বলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে অভিহিত করার কথা বলা নির্বুদ্ধিতা। এ কথা কি জোর করে বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আমদানী বা রপ্তানী বলে একেবারেই কিছু থাকবে না, যে জিনিস তাদের নেই তা আমদানী করবে না এবং পরিবর্তে নিজস্ব উৎপাদিত বস্তু রপ্তানী করবে না? না, তা বলা যায় না। আর আমদানী ও রপ্তানী ব্যাপারটা কি? এ হল দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রকাশ। এ হল অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতার নিদর্শন।

আজকের পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে। এমন একটি দেশের কল্পনাও আপনি করতে পারেন না যারা আমদানী-রপ্তানী করে না। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী রাষ্ট্র আমেরিকার কথাই ধরুন। এ কথা কি বলা যায় যে বর্তমানকালের পুঁজিবাদী দেশগুলি, যেমন ব্রিটেন, আমেরিকা, সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল? না, বলা যায় না। কেন? কারণ তারা আমদানী-রপ্তানীর ওপর নির্ভর করে, তারা অন্যান্য দেশের কাঁচামালের ওপর

নির্ভরশীল (যেমন আমেরিকা রবার ও অন্যান্য কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে), তারা বাজারের ওপর নির্ভর করে যে বাজারে তারা তাদের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য তৈরী মাল বিক্রী করে থাকে।

এর দ্বারা কি এটা বোঝায় যে, যেহেতু সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর কোন দেশ নেই সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতির আত্মনির্ভরতা তদ্দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে? না তা বোঝায় না। আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভর করে, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে; কিন্তু তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে আমাদের দেশ এইভাবে স্বনির্ভরতা হারিয়েছে বা হারাবে; আমাদের দেশ স্বাধীনতাকে তুলে ধরতে পারবে না, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাকার দাঁত হিসেবেই পরিগণিত হতে বাধ্য হবে। কিছু কিছু দেশের অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এই দেশগুলির অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতেই হবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অর্থনীতির একান্ত আত্মনির্ভরতাকে অস্বীকার করার দ্বারা এটা বোঝায় না বা বোঝাতে পারে না যে এই দেশগুলির অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা অস্বীকার করা হচ্ছে।

কিন্তু ট্রট্স্কি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির নির্ভরশীলতার কথাই শুধু বলেননি। এই নির্ভরশীলতাকে তিনি পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের অর্থনীতির সংযুক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সংযুক্তি বলতে কি বোঝায়? এর দ্বারা তার বিশ্ব পুঁজিবাদের একটি উপাঙ্গে রূপান্তরণ বোঝায়! কিন্তু আমাদের দেশ কি বিশ্ব পুঁজিবাদের একটি উপাঙ্গ? অবশ্যই নয়! আর তা বলাও নির্বুদ্ধিতা, কমরেডগণ। এটা গুরুত্ব সহকারে কথা বলা নয়।

তা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প, আমাদের একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন ব্যবস্থা, আমাদের অর্থনীতির পরিকল্পিত পরিচালনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারব না।

তা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প সাধারণ পুঁজিবাদী শিল্পের পথে ইতিমধ্যেই অধঃপতিত হতে শুরু করেছে।

তা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন সাফল্য থাকা উচিত নয়।

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে বলেছেন: 'বাস্তবে আমরা সর্বদাই বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে থাকব।'

এ বক্তব্য থেকে অনুসৃত হয় যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের আওতায় বিকশিত হবে, কারণ বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি ছাড়া আর কোন বিশ্ব অর্থনীতি নেই।

এটা কি সত্য? না, সত্য নয়। এ হল পুঁজিবাদী হাঙ্গরদের স্বপ্ন যা কখনো বাস্তব হয়ে উঠবে না।

পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়? পুঁজিবাদীদের মুখে নিয়ন্ত্রণ শব্দটি কোন ফাঁকা বুলি নয়। পুঁজিবাদীদের মুখে নিয়ন্ত্রণটা বাস্তব।

পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল প্রথমতঃ অর্থনৈতিক কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্কগুলিকে কি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়নি, সেগুলো কি ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ব্যাঙ্কগুলোর নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে? অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আমাদের দেশে বৃহৎ পুঁজিপতি ব্যাঙ্কগুলোর শাখা স্থাপন এবং যাকে বলে 'অর্থসাহায্যকারী' ব্যাঙ্ক সেগুলোর গঠন। কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যাঙ্ক আছে কি? অবশ্যই না! এই ধরনের ব্যাঙ্ক নেই তো বটেই, আর যতদিন সোভিয়েত শক্তি ক্ষমতায় রয়েছে কখনো তা হবেও না।

পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আমাদের শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ, আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিজাতীয়করণ, আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার বিজাতীয়করণ। কিন্তু আমাদের শিল্প কি রাষ্ট্রায়ত্ত নয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হিসেবেই কি তার অগ্রগতি ঘটছে না? আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলোর একটিকেও কি বিজাতীয়করণ করতে কেউ ইচ্ছুক? ট্রট্স্কির চীফ্ কনসেশনস কমিটির লোকজনরা অবশ্য কি ভাবছেন আমার জানা নেই। (**হাস্যরোল।**) আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যতদিন সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে বিজাতীয়করণকামীদের স্থান আমাদের দেশে হবে না।

পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আমাদের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা অর্থাৎ একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের অবলুপ্তি। আমি জানি যে একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের লৌহবর্মকে ভেঙে চুরমার করার প্রচেষ্টায় পশ্চিমী পুঁজিপতিরা বারবার দেওয়ালে তাদের মাথা ঠুকেছে। আপনারা জানেন একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য হল আমাদের নবীন সমাজতান্ত্রিক শিল্পের

আত্মরক্ষামূলক বর্ম। কিন্তু একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যকে ধ্বসিয়ে দিতে পুঁজিপতিরা কি সফল হয়েছে? যতক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত শক্তি ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত কিছু সত্ত্বেও একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে এটা বোঝা কি খুব কঠিন?

পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ অর্থ হল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, আমাদের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধ্বংসসাধন, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থে ও ইচ্ছামতো নিয়মনীতি অনুসরণ করা। কিন্তু আমাদের দেশ কি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশ নয়? আমাদের নিয়মনীতিগুলি কি আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত নয়? আমাদের দেশ যে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাচ্ছে এই মর্মে দৃষ্টান্ত, অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্তও, কেন দেখানো হচ্ছে না? তাঁরা চেষ্টা করে দেখুন না।

যদি অবশ্য কোন কল্পনাশ্রয়ী নিয়ন্ত্রণের গালগল্প না করে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের কথা আমরা বলি তাহলে দেখা যাবে পুঁজিবাদীরা নিয়ন্ত্রণ বলতে এইভাবেই বোঝে।

আমরা যে ধরনের আলোচনা করছি যদি সেই ধরনের প্রকৃত পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ হয়, আর এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গই আমরা আলোচনা করতে পারি, কারণ একমাত্র হতভাগ্য ক্ষুদে লেখকরাই কল্পনাশ্রয়ী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অলস খোশগল্পের প্রশ্রয় দিতে পারে—আমি অবশ্যই বলব যে আমাদের দেশে এই-জাতীয় কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শ্রমিকশ্রেণী বেঁচে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের সোভিয়েত শক্তি থাকবে ততদিন নিয়ন্ত্রণও থাকবে না। (**হর্ষধ্বনি।**)

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে বলেছেন:

'পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির বৃত্তের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা হল পরিকল্পনা। যদি এই বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের উৎপাদিকাশক্তি পুঁজিবাদের উৎপাদিকাশক্তির চেয়ে শ্রেয়তর হয় তবেই একমাত্র এই সাফল্য অর্জিত হতে পারে; কারণ এক বছর বা এমনকি দশ বছর নয় বরং অর্ধশতক বা **এমনকি এক শতকের** পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই একমাত্র এই ধরনের রাষ্ট্র, এই ধরনের নতুন সমাজব্যবস্থা নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যার উৎপাদিকাশক্তি পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদিকাশক্তির

চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী বলে প্রমাণিত' (ই. সি. সি. আই-এর সপ্তম বর্ধিত প্লেনামে প্রদত্ত ট্রট্স্কির ভাষণের আক্ষরিক রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

• এ থেকে অনুসৃত হয় যে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের মূল নীতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনীতির চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনীতির কার্যকরী শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য পঞ্চাশ বছর বা এমনকি একশো বছর প্রয়োজন হতে পারে।

এ সত্য নয় কমরেডরা। এ হল সমস্ত চিন্তাভাবনা ও পরিপ্রেক্ষিতের অপমিশ্রণ।

আমার মনে হয় দাস ব্যবস্থার অর্থনীতির চেয়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনীতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হতে প্রায় দুশো বছর বা কিছু কম সময় লেগেছিল। এর অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কেননা সে-সময় অগ্রগতি হার নিদারুণভাবে মন্থর ছিল এবং উৎপাদনের কৌশল আদিম ব্যবস্থার চেয়েও খারাপ ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনীতির চেয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অর্থনীতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হতে একশো বছর বা তার কিছু কম সময় লেগেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গভীরে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অর্থনীতি যে সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত, অনেক বেশি উন্নত তা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই উভয় পর্যায়ের পার্থক্যকে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অর্থনীতির দ্রুতগতিসম্পন্ন বিকাশ ও আরও উন্নত শিল্পবিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে।

তখন থেকেই শিল্পবিজ্ঞান অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং উন্নয়নের গতি সত্যসত্যই প্রচণ্ডতা পেয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে প্রায় একশো বছর লেগে যাবে এমন কল্পনা করার ট্রট্স্কির কি যুক্তি আছে?

এটা কি ঘটনা নয় যে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার নেতৃত্বে পরগাছারা নয়, উৎপাদকরা নিজেরাই থাকবে—বিশাল পদক্ষেপে অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটানোর সমস্ত সুযোগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা সৃষ্টিতে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের ক্ষেত্রে এটা কি একটা অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান নয়?

এটা কি সত্য নয় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়—আর এই ঘটনা থেকে কি সূচিত হয় না যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন ও সংকটে জরাজীর্ণ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সমর্থ হবে এবং তার জন্য সমস্ত সুযোগ লাভ করবে ?

এ সমস্ত ঘটনা থেকে এটা কি স্পষ্ট হচ্ছে না যে এখানে পঞ্চাশ বা একশো বছরের পরিপ্রেক্ষিতকে ধরার অর্থ হল ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বময় শক্তির প্রতি আতংকগ্রস্ত পেটি-বুর্জোয়াদের যে সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থাকে সেই রোগে ভোগা ? (**কণ্ঠস্বর : 'ঠিক, ঠিক !'**)

এ থেকে কি কি সিদ্ধান্ত হতে পারে ? দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে।

প্রথমতঃ। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার বিরোধিতা করে ট্রট্স্কি তাঁর ইতিপূর্বের বিতর্কের অবস্থান থেকে পেছনে সরে গেছেন এবং আরেকটি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে বিরোধীপক্ষ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির ওপর, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন এই বিবেচনা করে যে এই দ্বন্দ্বগুলি অনতিক্রমণীয়। এখন ট্রট্স্কি বাহ্যিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ও বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে দ্বন্দ্বের ওপর জোর দিয়েছেন আর তা দিয়েছেন এই দ্বন্দ্বকে অনতিক্রমণীয় ধরে নিয়েই। যেখানে ট্রট্স্কি আগে বিশ্বাস করতেন যে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ধাক্কা খাওয়ার ক্ষেত্র হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এখন তিনি মত পরিবর্তন করেছেন, অন্য একটি মতে সরে গেছেন যেখান থেকে পার্টির বক্তব্যের সমালোচনা করছেন এবং সোচ্চারভাবে বলছেন যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বই হল সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রধান অন্তরায়। এ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তিনি বিরোধীপক্ষের পুরানো মতামতের অযথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ। কিন্তু ট্রট্স্কির এই পশ্চাদপসরণ হল পঙ্কিল ভূমিতে, জলা-জমিতে পশ্চাদপসরণ। প্রকৃতপক্ষে ট্রট্স্কি সরাসরি ও প্রকাশ্যে সুখানভের দলে ভিড়ে গেছেন। বাস্তবিকপক্ষে ট্রট্স্কির 'নতুন' যুক্তিগুলোর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে ? অর্থ এই দাঁড়ায় যে : আমাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতার

কারণে আমরা সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত নই, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার বাস্তব পূর্বশর্তগুলি আমাদের নেই, এবং তার ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির একটি শাখায়, বিশ্ব ধনতন্ত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি অর্থনৈতিক শাখাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং হয়ে যেতে বাধ্য।

এ হল প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশহীন 'সুখানভবাদ'।

বিরোধীপক্ষ মেনশেভিক সুখানভের মতাদর্শের মধ্যে ডুবে গেছে; আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র সফলভাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে স্থূলভাবে অস্বীকার করার তাঁর মনোভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

৩। দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা সমাজতন্ত্র গঠন করছি

কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধভাবে আমরা যে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি, আমার মনে হয়, এ সত্যটাকে আমাদের বিরোধীপক্ষ প্রকাশ্যে অস্বীকার করার সাহস করেননি। দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতা নিয়ে আমরা সমাজতন্ত্র গঠন করছি কিনা সে বিষয়ে বিরোধীপক্ষ সন্দেহ পোষণ করতে আগ্রহী। এমনকি কোন কোন বিরোধীপক্ষীয় ব্যক্তি জোর দিয়ে বলতে চান যে আমাদের পার্টি এই মোর্চার গুরুত্বকে ছোট করে দেখে। তাঁদের অন্যতম কামেনেভ এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন যে পার্টির বিরুদ্ধে জাতীয়-সংস্কারবাদ, জাতীয়-সংস্কারবাদী পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তনসাধনের অভিযোগ এনেছেন।

বাজে কথা কমরেডগণ। অতি জঘন্য বাজে কথা। সমাজতন্ত্র গঠনে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মোর্চার সর্বপ্রধান গুরুত্বকে একমাত্র উন্মাদরাই অস্বীকার করতে পারে। সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মোর্চার গুরুত্বকে হেয় জ্ঞান করার অভিযোগে আমাদের পার্টিকে অভিযুক্ত করা একমাত্র উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চাবদ্ধভাবেই একমাত্র আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব।

এই মোর্চাকে কিভাবে দেখতে হবে সেটাই হল সামগ্রিক বিষয়।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী যখন ক্ষমতা দখল করল তখন এ দ্বারা সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করা হয়েছিল; এ ছিল তাদের সঙ্গে একটা মোর্চা।

যখন ১৯১৮ সালে জার্মানের শ্রমিকশ্রেণী একটা বিপ্লব সংঘটিত করেছিল, তখন সেটা সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, বিশেষ করে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, সহায়ক ছিল; এটা হল ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একটা মোর্চা।

পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী যখন ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষদের জন্য সমরাস্ত্র বহন করতে অস্বীকার করেছিল, বহু কর্মপরিষদ গঠন করেছিল এবং তাঁদের পুঁজি-বাদীদের সাহায্যঘাঁটিকে গোপনে বানচাল করে দিয়েছিল, এটা হল ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে সহায়তা করা; এটা হল ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর মোর্চা। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর এই সহানুভূতি ও সমর্থন ছাড়া আমরা গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতাম না।

পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী যখন আমাদের দেশে ক্রমাগত প্রতি-নিধিদল পাঠায়, আমাদের গঠনমূলক কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং আমাদের গঠনমূলক কাজের সাফল্যের সংবাদগুলি ইউরোপের সমস্ত শ্রমিকদের কাছে ছড়িয়ে দেয় তখন ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে সহায়তা করা হয়, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে তখন উচ্চমূল্যের সমর্থন জানানো হয়, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চা গঠিত হয় এবং এইভাবে আমাদের দেশে সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ দমন করা হয়। এই সমর্থন ছাড়া, দমন ছাড়া আমরা এখন 'অবকাশ' পেতাম না এবং এই 'অবকাশ' ছাড়া আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হতে পারত না।

যখন ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী তাদের একনায়কত্ব সংহত করে, অর্থনৈতিক বিশৃংখলার অবসান ঘটায়, গঠনমূলক কাজের অগ্রগতি ঘটায় এবং সমাজতন্ত্র গঠনে সাফল্য অর্জন করে তখন তা সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁদের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে উচ্চমূল্যের সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়; কারণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব, তার দৃঢ়তা, সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে তার সাফল্য ইত্যাদি হল বিশ্ব-বিপ্লবের ক্ষেত্রে উচ্চতম মূল্যের সব উপাদান, যে উপাদানগুলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে উৎসাহ জোগায়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের

পরে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে অন্ধকারতম ও হিংস্রতম প্রতিক্রিয়ার দাপাদাপি শুরু হবে এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আমাদের বিপ্লবের শক্তি এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের শক্তি সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পারস্পরিক এই সহযোগিতা ও মোর্চার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মোর্চার এই হল বিভিন্ন ধরনের রূপ।

বিরোধীপক্ষের ভ্রান্তির মূল নিহিত রয়েছে যে ঘটনার মধ্যে তা হল তাঁরা মোর্চার এই রূপগুলিকে বোঝেন না বা আমল দেন না। বিরোধীপক্ষের সমস্যা হল তাঁরা মাত্র এক ধরনের সহযোগিতাকে স্বীকৃতি দেন, তা হল পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে 'প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন দান', অর্থাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে যে সহযোগিতার এখনো বাস্তব প্রয়োগ হয়নি; এবং বিরোধীপক্ষ ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ভাগ্যকে এমন এক ধরনের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল করছেন যা পাওয়ার সম্ভাবনা ভবিষ্যতেই রয়েছে।

বিরোধীপক্ষ মনে করছেন যে একমাত্র এই ধরনের সমর্থনকে স্বীকৃতি দিয়েই পার্টি তার 'আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিত' রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে যদি বিশ্ব-বিপ্লব বিলম্বিত হয় তাহলে এই মনোভাবের দরুণ আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অংশের কাছে আমাদের দিক থেকে সীমাহীন ছাড় দিতে হবে এবং পরিশেষে আত্মসমর্পণবাদ, পরাজয়বাদের মধ্যে নিমজ্জিত হতে হবে।

অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে, যদি বিশ্ব-বিপ্লব বিলম্বিত হয় তাহলে বিরোধীপক্ষ যাকে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চার একমাত্র রূপ বলে গ্রহণ করেছেন সেই 'প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন' আত্মসমর্পণবাদের পর্দা হিসেবে কাজ করবে।

কামেনেভের 'আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিত' ও আত্মসমর্পণবাদের পর্দা—দেখা যাচ্ছে কামেনেভ সেখানেই পৌঁছাতে চাইছেন।

আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে জাতীয়-সংস্কারবাদের অভিযোগ উত্থাপন করে কামেনেভের বক্তৃতা দেওয়ার স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

বিনীতভাবে বলা যায়, যাঁর বৈপ্লবিক চেতনা বা আন্তর্জাতিকতাবাদ আদৌ সুবিদিত নয় সেই কামেনেভের এই স্পর্ধা কোথা থেকে আসে?

যিনি আমাদের কাছে মেনশেভিকদের মধ্যে বলশেভিক এবং বলশেভিকদের মধ্যে মেনশেভিক বলে সর্বদা পরিচিত সেই কামেনেভের এই স্পর্ধা কোথা থেকে হয়? (**হাস্যরোল।**)

যাঁকে লেনিন একসময় সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই অক্টোবর বিপ্লবের 'প্রতারক' বলে অভিহিত করেছিলেন সেই কামেনেভের এই স্পর্ধা কিসের?

কামেনেভ জানতে চান ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিকতাবাদী কিনা। আমি ঘোষণা করতে চাই যে অক্টোবর বিপ্লবের একজন 'প্রতারকের' কাছ থেকে প্রশংসাপত্র লাভের কোন প্রয়োজন ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর নেই।

ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিধি সম্পর্কে আপনারা জানতে চান? বেশ, প্রশ্ন করুন ব্রিটিশ শ্রমিকদের, প্রশ্ন করুন জার্মান শ্রমিকদের (**বিপুল হর্ষধ্বনি**), প্রশ্ন করুন চীনের শ্রমিকদের— ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে তাঁরাই আপনাদের বলে দেবেন।

৪। অধঃপতনের প্রশ্ন

যা দেখা যাচ্ছে তা থেকে বলা যায় যে বিরোধীপক্ষের মনোভাব হল আমাদের দেশে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে সরাসরি অস্বীকার করার মনোভাব।

কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার ঘটনা পার্টির অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতের সূচনা করে এবং ক্ষমতা থেকে অবসর গ্রহণের দিকে ও ভিন্ন একটি পার্টি গঠনের প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়।

ট্রট্স্কি এমন ভান করেছেন যে তিনি এটাকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারেননি। কিন্তু এ হল তার ছলনা।

আমরা যদি সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে না পারি এবং অন্যান্য দেশে বিপ্লব বিলম্বিত হয়, আর পাশাপাশি আমাদের দেশে পুঁজির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ঠিক যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'মিলন', তাহলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না যে **বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে** একমাত্র নিম্নোক্ত দুটি বিকল্পই থাকা সম্ভব:

(ক) হয়, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতি অব্যাহত রাখা, একটি বুর্জোয়া সরকারে অংশগ্রহণ করা ও 'মিলারান্দপন্থী' নীতি অনুসরণ করা ;

(খ) নতুবা ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়া যাতে অধঃপতিত না হতে হয় এবং সরকারী পার্টির সমান্তরাল একটি নতুন পার্টি গঠন করা—প্রকৃতপক্ষে বিরোধীপক্ষ যা করতে চেয়েছিলেন, এখনো তাঁরা যে প্রচেষ্টা বাস্তবতঃ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার ও অধঃ-পতনের পরিপ্রেক্ষিতের প্রত্যক্ষ ফল হল দুটি পার্টির তত্ত্ব বা নতুন পার্টি গড়ে তোলার তত্ত্ব।

এই উভয় বিকল্প চিন্তাই আত্মসমর্পণবাদ, পরাজয়বাদের পথে পরিচালিত করছে।

গৃহযুদ্ধের যুগে প্রশ্নটি কিভাবে দাঁড়িয়েছিল? প্রশ্নটি ছিল এইরকম: একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করতে ও আমাদের শত্রুদের প্রতিহত করতে আমরা যদি সফল না হই, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পতন ঘটবে এবং আমরা ক্ষমতা হারাব। সেই সময় যুদ্ধ প্রথম স্থান দখল করেছিল।

এখন যখন গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং অর্থনীতি সংগঠনের কাজটি যখন প্রাথমিক স্থান পেয়েছে তখন প্রশ্নটি কি রকম দাঁড়াচ্ছে? প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে এইরকম: আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে না পারি তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে বেশি বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ও অধঃপতিত হতে হবে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের পথ অনুসরণ করতে হবে।

অধঃপতনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া নীতি অনুসরণ করে চলতে কমিউনিস্টরা কি রাজী হতে পারে?

না, তারা তা পারে না এবং অবশ্যই পারা উচিত নয়।

অতএব একমাত্র উপায়ান্তর হল: পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়া এবং নতুন পার্টি গঠন করা।

বিরোধীপক্ষের বর্তমান মনোভাবের স্বাভাবিক ফলাফল আত্মসমর্পণবাদ—এই হল সিদ্ধান্ত।

৪। বিরোধীপক্ষ এবং পার্টিগত ঐক্যের প্রশ্ন

এবার আমি শেষ প্রশ্নটির আলোচনায় যাই—সেটি হল বিরোধী জোট এবং আমাদের পার্টির ঐক্যের প্রশ্ন।

বিরোধী জোট কিভাবে গঠিত হয়েছিল?

পার্টি দৃঢ়ভাবে বলছে যে 'নয়া বিরোধীশক্তি' স্থান পরিবর্তন করার মাধ্যমে এবং কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের ট্রট্স্কিবাদের পক্ষভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বিরোধী জোট গড়ে উঠেছে।

জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এ কথা অস্বীকার করেন এবং ইঙ্গিতে বলতে চান তাঁরা ট্রট্স্কির দিকে যাননি, বরং ট্রট্স্কি তাঁদের দিকে চলে এসেছেন।

ঘটনাবলী কি বলছে দেখা যাক।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের বিষয়ে চতুর্দশ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ওপর আমি বলেছি। আমি বলেছি যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এই প্রস্তাবকে বর্জন করেছেন যে প্রস্তাব ট্রট্স্কি স্বীকার করেননি বা করতে পারেন না এবং তাঁরা এই প্রস্তাব বর্জন করেছিলেন ট্রট্স্কির ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য এবং ট্রট্স্কিবাদের শিবিরে ভিড়ে যাওয়ার জন্য। এটা সত্য কি সত্য নয়? সত্য। কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ কি এই বক্তব্যকে কোনভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন? না, তাঁরা তা করেননি। তাঁরা প্রশ্নটিকে নীরবে এড়িয়ে গেছেন।

তাছাড়া আমাদের পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব রয়েছে যেখানে ট্রট্স্কিবাদকে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি ও লেনিনবাদের সংশোধন বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে।[৩২] আপনাদের জানা আছে যে এই প্রস্তাব কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। আমার বিবরণীতে আমি বলেছি যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এই প্রস্তাবকে পরিহার করেছিলেন এবং তাঁদের বিশেষ বিবৃতিতে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯২৩ সালে পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ট্রট্স্কিবাদ সঠিকই ছিল। এটা সত্য কি সত্য নয়? হাঁ, সত্য। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ কি এই বক্তব্যের কোনরকম বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিলেন? না, তাঁরা তা করেননি। তাঁরা নীরবে তা এড়িয়ে গেছেন।

এখানে আরও কিছু তথ্য দেওয়া হল। ১৯২৫ সালে ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে কামেনেভ নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন:

'কমরেড ট্রট্স্কি একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছেন যার মধ্য দিয়ে আমাদের

পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া মূল শক্তিগুলি নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যগুলির সামগ্রিক চরিত্র এবং সমগ্র অতীত ইতিহাস প্রমাণ করছে যে এটা তাই। পার্টির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের মাধ্যমে আমাদের পার্টির যা কিছু বিরোধী ইতিমধ্যেই তিনি এই দেশে তার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।'...এই বলশেভিক মতবাদবিরোধী শিক্ষা যাতে আমাদের পার্টির সেইসব অংশ, বিশেষ করে যে অংশগুলিকে দখল করতে চায়, দূষিত করতে না পারে তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যেমন, আমাদের যুব সম্প্রদায়—যারা আগামীদিনে পার্টির ভবিষ্যতকে নিজেদের হাতে গ্রহণ করবে। অতএব, আমাদের পার্টির আশু কাজ হবে কমরেড ট্রট্‌স্কির বক্তব্যের অযথার্থতা ব্যাখ্যা করার জন্য সমস্ত রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং **ট্রট্‌স্কিবাদ ও লেনিনবাদের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া, কারণ এ দুটিকে একত্রে মিশিয়ে ফেলা যায় না**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: **লেনিনবাদের ওপর** আলোচনা সভায় কামেনেভের বক্তব্য 'পার্টি ও ট্রট্‌স্কিবাদ', পৃ: ৮৪-৮৬)।

এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করার সাহস কি এখন কামেনেভের আছে? এ কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করার জন্য তিনি যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে এখন কেন ট্রট্‌স্কির দলে নিজেকে যুক্ত করেছেন? আর পুনরাবৃত্তি করার সাহস যদি তাঁর না থাকে তাহলে এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে তিনি তাঁর পূর্বের বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে ট্রট্‌স্কিবাদের পক্ষভুক্ত হয়ে গেছেন?

১৯২৫ সালে ট্রট্‌স্কিবাদ সম্পর্কে জিনোভিয়েভ লিখেছিলেন:

'কমরেড ট্রট্‌স্কির সর্বশেষ বিবৃতি **(অক্টোবরের শিক্ষা) লেনিনবাদের প্রধান প্রধান দিকগুলি সংশোধনের মোটামুটি প্রকাশ্য প্রয়াস বা এমনকি সরাসরি পরিবর্জন ছাড়া আর কিছু নয়।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) আমাদের সমগ্র পার্টি ও সমগ্র আন্তর্জাতিকের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তা বেশিদিন আগের কথা নয়' (দ্রষ্টব্য: **লেনিনবাদের ওপর** আলোচনা সভায় জিনোভিয়েভের বক্তৃতা 'বলশেভিকবাদ অথবা ট্রট্‌স্কিবাদ', পৃ: ১২০)।

'আমরা ট্রট্‌স্কির সঙ্গে রয়েছি কারণ তিনি লেনিনের প্রধান প্রধান তত্ত্বের সংশোধন করেননি'—কামেনেভের ভাষণের এই উক্তির সঙ্গে জিনোভিয়েভের

উপরোক্ত উধৃতির তুলনা করুন তাহলে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের পতনের পরিপূর্ণ গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

ঐ একই বছরে, ১৯২৫ সালে, ট্রট্স্কি সম্পর্কে জিনোভিয়েভ এই কথাগুলো লিখেছিলেন :

'এখন যে প্রশ্নটির সমাধান হতে চলেছে তা হল ১৯২৫ সালে রু. ক. পা কি বলেছে? ১৯০৩ সালে নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে মনোভাব এবং ১৯২৫ সালে ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। বলশেভিক পার্টির মধ্যে ট্রট্স্কিবাদ একটি "আইনানুগ আশ্রয়" হতে পারে এ কথা যিনি বলবেন তিনি বলশেভিক পরিচয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন। **ট্রট্স্কির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বলশেভিক-বাদের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণরত ট্রট্স্কিবাদের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধভাবে যিনি পার্টিকে গড়ে তুলতে চান তিনি ক্রমশঃ লেনিনবাদের প্রধান প্রধান চিন্তাধারা থেকে পশ্চাদপসরণ করছেন।** এটা অবশ্যই অনুভব করতে হবে যে ট্রট্স্কিবাদ হল অতীতের একটি পর্যায় এবং ট্রট্স্কি-বাদের বিরুদ্ধতার দ্বারাই একমাত্র লেনিনবাদী পার্টি এখন গড়ে তোলা যেতে পারে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**প্রাভদা,** ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫)।

এখন এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করার সাহস কি জিনোভিয়েভের আছে? এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতে তিনি যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে তিনি এখন ট্রট্স্কির সঙ্গে একই মোর্চায় রয়েছেন কেন? আর তিনি যদি পুনরাবৃত্তি করতে না পারেন তাহলে এটা কি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয় যে জিনোভিয়েভ লেনিনবাদ বর্জন করেছেন এবং ট্রট্স্কিবাদের পক্ষে চলে গেছেন?

এইসব ঘটনাবলী কি প্রমাণ করছে?

এটাই প্রমাণ করছে যে ট্রট্স্কিবাদের পক্ষে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ চলে যাওয়ার ফলেই বিরোধীপক্ষের সৃষ্টি হয়েছে।

বিরোধী জোটের কর্মসূচীটা কি?

বিরোধী জোটের নীতি হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির নীতি, আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির নীতি, পার্টির বিরুদ্ধে, পার্টির ঐক্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত ধরনের সুবিধাবাদী প্রবণতাকে মোর্চাবদ্ধ করার নীতি। কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে কটাক্ষ করে

কামেনেভ আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কথা বলেছেন। কিন্তু এ হল পার্টির বিরুদ্ধে সোচ্চার অভিযোগের দ্বারা বিরোধী জোটের সুবিধাবাদকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত চাতুরী, এক স্থূল ও অসৎ চাতুরী। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী জোটই হল আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বহিঃপ্রকাশ। বিরোধীপক্ষকে আমরা বিচার করি তাদের বক্তৃতাবলী দিয়ে নয়, তাদের কার্যাবলী দিয়ে। তাদের কার্যাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে যে অস্‌সোভস্কি ও 'শ্রমিকদের বিরোধীদল' থেকে সৌভরিন ও মাসলো, কর্শ ও রুথ ফিশার পর্যন্ত সমস্ত ধরনের সুবিধাবাদী লোকজনদের সমাবেশের কেন্দ্র ও বিকাশস্থল হল বিরোধী জোট। উপদলীয় কার্যাবলীর পুনরুজ্জীবন, আমাদের পার্টিতে উপদলগুলির স্বাধীনতার তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন, আমাদের পার্টিতে সমস্ত সুবিধাবাদী লোকজনদের সমাবেশ ঘটানো, পার্টির ঐক্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো, নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা, একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম চালানো—কামেনেভের ভাষণ থেকে যদি আমাদের বিচার করতে হয় তাহলে বলতে হয় বিরোধীপক্ষ এখন এই কাজগুলো করতেই সচেষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে কামেনেভের ভাষণটি হল বিরোধী জোটের অক্টোবর ১৯২৬-এর 'বিবৃতি' থেকে বিরোধীদের বিচ্ছিন্নতার নীতি পুনঃগ্রহণের পথে বাঁক নেওয়ার দিকনির্দেশিকা স্বরূপ।

পার্টি ঐক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধী জোটের স্বরূপটা কি?

বিরোধী জোট হল আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে একটি নতুন পার্টির অংকুর স্বরূপ। এটা কি ঘটনা নয় যে বিরোধীপক্ষের নিজস্ব কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমান্তরালভাবে নিজস্ব স্থানীয় কমিটিগুলি রয়েছে? ১৯২৬ সালের ১৬ই অক্টোবরের 'বিবৃতি' মারফৎ বিরোধীপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁরা উপদলীয় কার্যকলাপ বর্জন করেছেন। কিন্তু কামেনেভের ভাষণ কি প্রমাণ করছে না যে তাঁরা আবার উপদলীয় লড়াইয়ের স্তরে ফিরে গেছেন? বিরোধীপক্ষ যে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে ও স্থানীয় পর্যায়ে সমান্তরাল সংগঠন গড়ে তোলেননি তার নিশ্চয়তা কোথায়? এটা কি ঘটনা নয় যে বিরোধীপক্ষ তাঁদের তহবিলের জন্য বিশেষ সভ্য চাঁদা আদায় করেছেন? তাঁরা যে ভাঙনের পথ গ্রহণ করেননি তার নিশ্চয়তা কোথায়?

আমাদের পার্টির ঐক্য বিনষ্টকারী **বিরোধী জোট হল একটি নতুন পার্টির অংকুর স্বরূপ।**

কর্তব্য হল এই জোটকে ধ্বংস করা এবং তার পাত্‌তাড়ি তুলে দেওয়া। (প্রবল হর্ষধ্বনি।)

কমরেডগণ, সাম্রাজ্যবাদ যখন অন্যান্য দেশে প্রভুত্ব করছে, যখন পুঁজিবাদের শিবিরে একটি দেশ, কেবলমাত্র একটি দেশ, ভাঙন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে সেই সময় এমন একটা পরিস্থিতিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলাসহ ঐক্যবদ্ধ একটি পার্টি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এক মুহূর্তও টিঁকতে পারে না। আমরা যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে সুরক্ষিত করতে চাই, যদি আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চাই তাহলে পার্টির ঐক্য বিনষ্টকারী ও নতুন একটি পার্টি গড়ে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টা সমূলে উচ্ছেদ করতেই হবে।

সুতরাং কর্তব্য হল বিরোধী জোটকে উৎখাত করা এবং আমাদের পার্টির ঐক্যকে সংঘবদ্ধ করা।

৫। উপসংহার

আমি উপসংহার টানছি, কমরেডগণ।

এই আলোচনাকে যদি আমরা গুটিয়ে আনি তাহলে নিঃসন্দেহে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আমরা পৌছাতে পারি, যেমন আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির প্রতি অবিশ্বাস ও আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবিশ্বাসের বীজাণু বিরোধী জোটের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এ কথা যখন আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস বলেছিল তখন ঠিকই করেছিল।

এই সমাপ্তিমূলক সাধারণ ধারণা ও সাধারণ সিদ্ধান্ত না করে কমরেডরা পারেন না।

তাহলে, আপনাদের সামনে এখন দুটি শক্তি রয়েছে। একদিকে আপনাদের সামনে রয়েছে আমাদের পার্টি, যে পার্টি ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রগতির দিকে সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামে আহ্বান জানাচ্ছে। অপরদিকে রয়েছে বিরোধীপক্ষ যারা বেতো পা, বেদনাক্লিষ্ট পিঠ ও যন্ত্রণাকাতর মাথা সহ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মতো আমাদের পার্টির পিছনে লেঙচিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না, ওখানে বুর্জোয়াদের জগতে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে, আর এখানে শ্রমিকদের জগতে সবকিছুই ভুলভাল

চলছে এইজাতীয় বাচালতা করে বিরোধীপক্ষ চতুর্দিকে হতাশা ছড়াচ্ছেন এবং পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছেন।

কমরেডগণ, এই হল দুটি শক্তি যার সম্মুখীন আপনাদের হতে হচ্ছে। এর মধ্যে একটিকে বাছাই করে নেওয়া আপনাদের কাজ। (**হাস্যরোল।**) আমি নিঃসন্দেহ যে আপনারা সঠিক বাছাইই করবেন। (**হর্ষধ্বনি।**)

উপদলীয় অন্ধতায় আচ্ছন্ন বিরোধীপক্ষ আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে মনে করে যে এটা হল সমস্ত স্বকীয় ক্ষমতা বর্জিত একটা কিছু, পশ্চিমের ভবিষৎ বিপ্লবের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুসঙ্গস্বরূপ, যে বিপ্লব এখনো জয়যুক্ত হয়নি।

আমাদের বিপ্লব, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে কমরেড লেনিন কিন্তু এইভাবে ভাবতেন না। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে কমরেড লেনিন একটি আলোক-বর্তিকাস্বরূপ মনে করতেন যা সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পথকে আলোকিত করছে।

এ প্রসঙ্গে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল :

> 'সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দৃষ্টান্ত তাদের (অর্থাৎ সমস্ত দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর—জে. স্তালিন) সামনে বহুকাল যাবৎ জাগরূক থাকবে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের সামনে আন্ত-র্জাতিক সমাজবাদের আলোকবর্তিকারূপে এবং দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত থাকবে। ওদিকে—সংঘর্ষ, যুদ্ধ, রক্তপাত, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মদান, ধনতান্ত্রিক শোষণ ; আর এদিকে—শান্তির জন্য যথার্থ নীতি আর সমাজ-তান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র' (দ্রষ্টব্য : ২২শ খণ্ড, পৃঃ ২১৮)।

এই আলোকবর্তিকাকে কেন্দ্র করে দুটি শিবির গড়ে উঠেছে : শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুদের শিবির, যারা এই আলোকবর্তিকাকে অপদস্থ করতে, বিনষ্ট ও নির্বাপিত করতে সচেষ্ট ; এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মিত্রদের শিবির, যারা এই আলোকবর্তিকাকে উচ্চে তুলে ধরতে ও এর শিখাকে উজ্জ্বলতর করতে সচেষ্ট।

কর্তব্য হল বিশ্ব-বিপ্লবের বিজয়ের স্বার্থে এই আলোকবর্তিকাকে উচ্চে তুলে ধরা এবং এর অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করা।

কমরেডগণ, আমার কোন সন্দেহ নেই যে যাতে এই আলোকবর্তিকা উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত থাকে এবং সমস্ত নিপীড়িত ও শৃংখলিত মানুষের পথ

আলোকিত করতে পারে তারজন্য আপনারা আপনাদের যথাসাধ্য করবেন।

শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করবার জন্য এই আলোকবর্তিকাকে পূর্ণ শিখায় প্রজ্বলিত রাখতে আপনাদের যথাসাধ্য আপনারা করবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আনন্দস্বরূপ যাতে বিশ্বের সমস্ত অংশে এই রকমের আরও আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য আপনারা করবেন এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। **(ক্রমাগত ও দীর্ঘস্থায়ী হাততালি। উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক প্রতিনিধি 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' গাইতে থাকেন এবং পরে প্রশংসাধ্বনি দিতে থাকেন।)**

সেজোকলুতস্কের কাছে চিঠি

আপনার চিঠি ও প্রবন্ধের খসড়াটি আমি পড়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল বলে আমি মার্জনা চাইছি।

আমার মন্তব্যগুলি হল এই :

(১) 'লেনিন ও স্তালিনের শিষ্য' বলে আপনার নিজেকে অভিহিত করাতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। আমার কোন শিষ্য নেই। নিজেকে লেনিনের শিষ্য বলে অভিহিত করুন, শাতস্কিনের সমালোচনা সত্ত্বেও সে অধিকার আপনার আছে। লেনিনের শিষ্যের শিষ্য বলে নিজেকে অভিহিত করার কোন যুক্তি নেই। এটা সত্য নয়। এটা অবান্তর।

(২) ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে আমার লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রকে কেন্দ্র করে ১৯২৬ সালের শেষদিকে শাতস্কিনের সঙ্গে বিতর্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার ব্যাপারে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। তাছাড়াও **লেনিনবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে** আলোচ্য প্রশ্নটি আমার **লেনিন ও লেনিনবাদ প্রসঙ্গে**[৩৩] পুস্তকটি প্রকাশের আগেই ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে সূত্রায়িত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত, এইভাবে আমার চিঠির একটি অংশের প্রসঙ্গ উল্লেখ শাতস্কিনের সঙ্গে বিতর্কে আপনাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য তো করছেই না বরং আলোচ্যমান বিষয়কে বিভ্রান্ত করছে, যুক্তিকে ভিন্ন একটি স্তরে নিয়ে যাচ্ছে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে আমাকে তা বাধ্য করতে পারে যা আপনার পক্ষে যাবে না (আর আমি তা করতেও চাই না)।

(৩) আমার মনে হয় মূলতঃ শাতস্কিনই সঠিক এবং আপনিই ভুল করছেন। রণনীতি সংক্রান্ত আপনার নতুন পুস্তিকাটি পড়ার অবকাশ পাইনি বলে আমি দুঃখিত। দ্রুত ও অযত্নসহকারে গ্রথিত, কতকগুলি মোটা ভ্রান্তি ও ভুল সূত্রায়ণ সম্বলিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ থেকে আমি আপনাকে নিশ্চিত-ভাবে নিবৃত্ত করতাম !

(৪) অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে শাতস্কিন সর্ববিষয়েই নির্ভুল। তাঁর প্রধান ভ্রান্তিগুলি আমি নির্ণয় করব।

যেমন, শাতস্কিন তাঁর নিবন্ধের সেই অনুচ্ছেদে ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন যেখানে

তিনি জাতীয় সীমানার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ইতিকর্তব্য সম্পন্ন করার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে মার্কসের সূত্রের সঙ্গে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে লেনিনের সূত্রকে প্রায় এক করে ফেলেছেন। এই সূত্র দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা এবং তার ঐতিহাসিক উৎস ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে শাতস্কিন বিষয়টিকে এমন একটি মন্তব্য করে এড়িয়ে গেছেন যার মধ্যে কোন কিছুই বলা হয়নি এবং এইভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু এড়িয়ে গেলেই কোন প্রশ্নের সমাধান হয় না।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের দুটি সূত্রের মধ্যে যখন তিনি নির্বোধের মতো **তুলনা** করেছেন তখন শাতস্কিন ভুল করে বলেছেন (**একটি** শ্রেণীর নীতি হিসেবে একনায়কত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনে অ-শ্রমিকশ্রেণীগুলির অন্যান্য শ্রমজীবী অংশের **বিশেষ ধরনের মোর্চার** একনায়কত্ব)। শাসন ক্ষমতায় কৃষক সম্প্রদায়ের অংশীদার হওয়ার চিন্তাভাবনা ও একনায়কত্বের অধীনে দুটি শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার চিন্তাধারাকে বাতিল করে শাতস্কিন ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু এই সূত্র দুটির মধ্যে যখন তিনি তুলনা করেন তখন ভুল করে বসেন এবং এই তুলনা করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বিষয়গুলোকে বুঝতে পারেননি।

শাতস্কিনের প্রবন্ধের মধ্যে স্থূলভাবে প্রকটিত আত্মসন্তুষ্টির সুরটিও আমার ভাল লাগেনি, তিনি নিজেই বিনয়ের শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত আত্মসন্তুষ্টির প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন।

(৫) পত্রপত্রিকা মারফৎ বিতর্ক শুরু না করার জন্য আপনাকে উপদেশ দেব কেননা আপনিই ভ্রান্ত, শাতস্কিন কিন্তু মূলগতভাবে সঠিক। অধ্যাবসায় ও মনোযোগ সহকারে লেনিনবাদ পড়াশুনায় নিজেকে নিয়োজিত করলে আপনি ভাল করবেন। এতদ্ভিন্ন, লেনিনবাদ সম্পর্কে তাড়াহুড়া করে পুস্তিকা রচনা করার অভ্যাস চিরতরে পরিত্যাগ করার জন্য আপনাকে আমি উপদেশ দেব। এটা ভাল নয়।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৬

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

পঞ্চদশ মস্কো গুবের্নিয়া পার্টি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ[৩৪]

১৪ই জানুয়ারি, ১৯২৭

কমরেডগণ, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার এ ইচ্ছা ছিল না কারণ সম্মেলনে যা যা বলার প্রয়োজন সে সমস্তই অন্যান্য কমরেডদের দ্বারা বলা হয়ে গেছে, এখানে আর নতুন করে বলার কিছু নেই—আর যা বলা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি করা নিরর্থক হবে। যা হোক, বিভিন্ন প্রতিনিধির অনুরোধে কয়েকটি কথা আমাকে বলতে হবে।

প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ ও আমাদের সমস্ত সৃজনশীল কার্যাবলীর গতিপ্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন আমাদের দেশের পরিস্থিতির প্রধান ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি?

প্রধান ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল পার্টি সঠিক নীতি অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে—পার্টির মূল নীতি নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তার নেতৃত্বদায়ী নির্দেশাবলী অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

লেনিন বলেছেন :

কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে দশ বা বিশ বছরের সঠিক নীতি এবং আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে।

এর অর্থ কি? এর অর্থ হল ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটিই হল আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন। আমাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপ, আমাদের কার্যাবলী, পার্টির কাজ প্রমাণ করেছে যে এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান করতে পার্টি সমর্থ হয়েছে।

এই মৌলিক প্রশ্নে সঠিক পার্টি নীতির জন্য কি প্রয়োজন?

প্রথমতঃ, যা প্রয়োজনীয় তা হল, পার্টির নীতিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও ঐক্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, যা প্রয়োজন তা হল, এই ঐক্য ও মিলনের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের নিশ্চয়তা বিধান পার্টি নীতির মাধ্যমে করতে হবে।

এই মিলনকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন হল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আমাদের অর্থনৈতিক নীতি, বিশেষ করে কর নির্ধারণ নীতি, প্রয়োজন সঠিক মূল্য নির্ধারণ নীতি যা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূল এবং প্রয়োজন ধীরে ধীরে সুশৃংখলভাবে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সমবায়ভিত্তিক একত্রীভূত জীবনযাত্রার প্রবর্তন।

আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথেই আছি। অন্যথায় আমাদের প্রচণ্ড জটিলতার মধ্যে নিপতিত হতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের কোন অসুবিধাই নেই এ কথা আমি বলব না। অনেক অসুবিধা আছে এবং সেগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা সেগুলিকে অতিক্রম করছি। আর আমরা অতিক্রম করতে পারছি কারণ মূলগতভাবে আমাদের নীতি সঠিক।

কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য কি প্রয়োজন? দেশের শিল্পায়ন এর জন্য একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। এর জন্য একান্ত প্রয়োজন হল, আমাদের বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক শিল্প কৃষিক্ষেত্রকে নেতৃত্ব দেবে।

গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি নতুন কল, প্রত্যেকটি নতুন কারখানা শ্রমিকশ্রেণীর সামর্থ্যকে এমন শক্তিশালী করে তুলবে যে কোন পেটি-বুর্জোয়া প্রাথমিক শক্তি সম্পর্কেই আমাদের ভীতির কোন কারণ থাকবে না। লেনিন এই কথা বলেছিলেন ১৯২১ সালে। তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের শিল্পায়ন আরও সমৃদ্ধ হয়েছে, নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠেছে। এবং আমরা দেখছি যে প্রতিটি নতুন কল, প্রতিটি নতুন কারখানা এখন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এক একটি নতুন দুর্গ হয়ে উঠেছে এবং বিশাল কৃষক-জনগণের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করছে।

আপনারা দেখছেন যে এ ক্ষেত্রেও পার্টি সঠিক নীতি অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের সামনে কোন বাধা নেই এমন কথা আমি বলব না। অবশ্যই অনেক বাধা আছে, তবে তার জন্য আমরা ভীত নই এবং আমরা সেগুলিকে অতিক্রম করতে পারছি কারণ আমাদের নীতি মূলগতভাবে সঠিক।

বলা হয়ে থাকে যে বিশ্বের বর্তমান সমস্ত সরকারগুলির মধ্যে সোভিয়েত সরকারই হল সর্বাপেক্ষা স্থায়ী সরকার। এ কথা ঠিক। এবং এর ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা হল সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিই হল একমাত্র সঠিক নীতি।

কিন্তু আমাদের পথে যত বাধাবিপত্তি দেখা দেবে তার প্রত্যেকটিকে অতিক্রম করতে হলে কি শুধুমাত্র সঠিক নীতি থাকাই যথেষ্ট?

না, তা নয়।

এর জন্য অন্ততঃ আরও দুটি শর্তের প্রয়োজন।

প্রথম শর্ত। সর্বোপরি প্রয়োজন পার্টি কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিকে যথার্থভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণভাবে নীতিকে নিখুঁতভাবে কার্যকরী করা।

সঠিক নীতি গ্রহণ করা অবশ্যই প্রাথমিক কাজ। কিন্তু সেই নীতি যদি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় বা যখন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন যদি বিকৃত করা হয় তাহলে সেই নীতি দিয়ে কি কাজ হবে? অনেক সময় দেখা গেছে নীতি সঠিক কিন্তু তাকে কার্যকরী করা হয়নি বা যেভাবে কার্যকরী করা দরকার সেইভাবে করা হয়নি। এখনই আমাদের সামনে এরকম অনেক ঘটনা আছে। একাদশ কংগ্রেসে লেনিন যখন তাঁর শেষ রিপোর্ট রেখেছিলেন তখন এইজাতীয় ঘটনাই তাঁর মনে ছিল।[৩৫] তিনি বলেছিলেন:

আমাদের নীতি সঠিক, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়; সুতরাং উপযুক্ত লোকজন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং সাফল্যের তদারকী কাজ সংগঠিত করার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

লোকজন নির্বাচন এবং সাফল্যের যাচাই—এই দুটি বিষয়ের প্রতি লেনিন তাঁর শেষ রিপোর্টে আলোকপাত করেছিলেন। আমার মনে হয় আমাদের গঠনমূলক কার্যাবলীর সমগ্র পর্যায়ে আমরা লেনিনের এই নির্দেশ স্মরণে রেখে চলব। গঠনমূলক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সঠিক নির্দেশলাভই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রয়োজন যে আমাদের সোভিয়েতে, অর্থনৈতিক, সমবায় ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জায়গায় উচ্চ পদসমূহে এমন সব লোকজন নিয়োগ করতে হবে যাঁরা এই নির্দেশগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন, যাঁরা সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে সেগুলিকে কার্যকরী করবেন এবং যাঁরা এই নির্দেশগুলি মান্য করাকে ফাঁকা অনুষ্ঠান বলে মনে করেন না, বরং পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর

প্রতি সম্মানের বিষয় ও উচ্চতম কর্তব্য বলে মনে করেন।

উপযুক্ত লোকজন নির্বাচন ও সাফল্য যাচাই করা—লেনিনের এই শ্লোগানকে আমাদের এইভাবেই বুঝতে হবে।

কিন্তু কোন কোন সময় আমরা ঠিক বিপরীত ঘটনা লক্ষ্য করি। কিছু লোকজন আছেন যাঁরা পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে আসা নির্দেশাবলী সর্ববিধ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সে সমস্ত দূরে সরিয়ে রেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এটা কি ঘটনা নয় যে কোন কোন সময় অর্থনীতি, সমবায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিচালকরা পার্টির সঠিক নির্দেশাবলী দূরে সরিয়ে রেখে পুরানো জরাজীর্ণ প্রদ্ধতির পদাংক অনুসরণ করে চলেন? যেমন, যদি পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থির করে যে আমাদের নীতির আশু কর্তব্য হবে খুচরো মূল্যকে হ্রাস করা কিন্তু সমবায় ও বাণিজ্য বিভাগের কোন কোন উচ্চ পদাধিকারীকে দেখা যাবে এই নির্দেশ অবহেলা করে সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়াই পছন্দ করেন—তাহলে একে আমরা কি বলতে পারি? যে সঠিক নীতির ন্যায়নিষ্ঠ প্রয়োগের ওপর ঐক্যের ভবিষ্যৎ, শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যের ভবিষ্যৎ, সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল সেই নীতিকে বানচাল করা ছাড়া একে আর কি বলা যায়?

লেনিন যখন নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন তখন তাঁর মনে ঠিক এই ঘটনাগুলোই ছিল:

আমাদের নীতি সঠিক কিন্তু প্রয়োগযন্ত্র যেদিকে চলা উচিত সেইদিকে চলছে না।

নীতি ও প্রয়োগযন্ত্রের মধ্যে এই অমিলের ব্যাখ্যা কি? কারণ ঘটনা হল বিভিন্ন উপকরণ ও প্রয়োগযন্ত্রের উপাদানগুলি সবসময় উন্নত মানের হয় না।

সে কারণেই উপযুক্ত লোকজন বাছাই ও সাফল্যকে যাচাই করা পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্যাবলীর অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

সে কারণেই পার্টিকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নীতির ন্যায়নিষ্ঠ প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের গঠনমূলক কার্যাবলীর ভারপ্রাপ্ত পদসমূহে নেতৃস্থানীয় লোকজন নির্বাচন করা হয়।

দ্বিতীয় শর্ত। কিন্তু বিষয়টির এখানেই শেষ নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন

জনগণের মধ্যে পার্টি নেতৃত্বের মানোন্নয়ন ঘটানো এবং এইভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক অংশকে আমাদের সমস্ত গঠনমূলক কাজে টেনে আনার পথ উন্মুক্ত করা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করা অবশ্যই প্রাথমিক কাজ। শ্রমিকশ্রেণী তার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায় পার্টি নেতৃত্বের মাধ্যমে। মাথার ওপর যদি একটি খারাপ পার্টি থাকে তাহলে আমাদের গঠনমূলক কার্যাবলী চালানো অসম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীকে যদি নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হতে হয় তাহলে তার পার্টিকেও জনগণের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে ওঠার জন্য একই লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য কি প্রয়োজন? এর জন্য প্রয়োজনীয় হল যে, পার্টির নেতৃত্বকে আনুষ্ঠানিক বা কাগুজে না হয়ে কার্যকরী হতে হবে। এর জন্য আরও প্রয়োজন হল পার্টি নেতৃত্বকে চূড়ান্তভাবে নমনীয় হতে হবে।

বলা হয়ে থাকে যে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে যদি কাজে নামানো না যায় তাহলে নির্মাণকাজে আমরা জয়যুক্ত হতে পারব না। সম্পূর্ণ সত্য কথা। কিন্তু এর অর্থ কি? এর অর্থ হল আমাদের গঠনমূলক কাজে যদি ব্যাপক জনগণকে টেনে আনতে হয় তাহলে অমনোযোগীভাবে নয়, সঠিকভাবে, নমনীয়ভাবে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। এবং জনগণের নেতৃত্ব কে দেবে? জনগণের নেতৃত্ব অবশ্যই পার্টি দেবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে গেছে তার হিসেব-নিকেশ যদি পার্টি না রাখে তাহলে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পার্টি পারবে না। পুরানো পদ্ধতিতে শুধুমাত্র আদেশ ও নির্দেশ জারী করে নেতৃত্ব অব্যাহত রাখা এখন আর সম্ভব নয়। এই ধরনের নেতৃত্বের কাল পার হয়ে গেছে। বর্তমানে নিছক যান্ত্রিক নেতৃত্ব বিরক্তিই উৎপাদন করে। কেন? কারণ শ্রমিকশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের চাহিদাও বেড়েছে; আমাদের কাজকর্মের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শ্রমিকরা আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে এবং তারা বেশি বেশি করে দাবি করতে শুরু করেছে।

এটা কি ভাল লক্ষণ? অবশ্যই ভাল লক্ষণ। এরই জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু দাঁড়াচ্ছে এই যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদান ক্রমশঃ জটিল বিষয় হয়ে উঠছে এবং নেতৃত্বের চরিত্রকে আরও নমনীয় হতে হবে। ইতিপূর্বে জনগণকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করলেই চলত এবং সেটা কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কমরেডগণ, এখন আর সেভাবে চলবে না! এমনকি অতি তুচ্ছ নগণ্য ব্যাপারের প্রতিও এখন অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া

প্রয়োজন, কারণ এই তুচ্ছ ঘটনাবলীর ওপরই শ্রমিকদের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে।

কৃষকদের সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে। দুই বা তিন বছর আগেও একজন কৃষক যেমনটি ছিল এখন আর তেমনটি নেই। সে আরও অনুভূতি-প্রবণ ও রাজনীতিগতভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে। নেতা বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের রচনাবলী সে পড়ছে এবং আলোচনা করছে; সে নেতাদের ভিন্ন ভিন্নভাবে বিচার করছে এবং তাদের সম্পর্কে নিজের মতামত নির্ধারণ করছে। কিছু কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানী কখনো কখনো যেমনভাবে ধারণা করে থাকেন সেইভাবে ভেবে বসে থাকবেন না যে সে নির্বোধ। না কমরেড, শহরের অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানীর চেয়ে কৃষকরা অধিক বুদ্ধিমান। তাহলে সুবিবেচনার সঙ্গে তার প্রতি ব্যবহার করতে হবে। শ্রমিকদের মতো এখানেও শুধুমাত্র সিদ্ধান্তের মধ্যেই নিজেদের আপনারা আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শ্রমিকদের মতো এক্ষেত্রেও পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নির্দেশাবলী আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে জনগণ বুঝতে পারে পার্টি কি চায় এবং দেশকে কোন্ পথে সে পরিচালিত করছে। আজ যদি তারা তা না বুঝতে পারে তাহলে পরের দিন আবার আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। পরের দিন যদি তারা না বুঝতে পারে তাহলে তারও পরের দিন ধৈর্য সহকারে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ছাড়া আজকের দিনে কোন নেতৃত্ব হবে না বা হতে পারে না।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে আমরা নেতৃত্ব পরিত্যাগ করব। না। পার্টির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা থাকবে না যদি পার্টি নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে, যদি নেতৃত্ব দিতে অপারগ হয়। জনগণ নেতৃত্ব পেতে চায় এবং তারা সুদৃঢ় নেতার সন্ধান করছে। কিন্তু জনগণ কাণ্ডজ্ঞে বা যান্ত্রিক নেতৃত্ব চায় না, তারা চায় তাদের পক্ষে কার্যকরী ও পরিপূর্ণ নেতৃত্ব। ঠিক এই কারণেই পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, উপদেশ ও নির্দেশাবলী ধৈর্য সহকারে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। নেতৃত্ব ত্যাগ বা শিথিল করা অবশ্যই যাবে না। বরং তাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কিন্তু যদি শক্তিশালী করে তুলতে হয় তাহলে আরও নমনীয় হতে হবে এবং জনগণের চাহিদা সম্পর্কে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের দ্বারা পার্টিকে সমৃদ্ধ হতে হবে।

আমি উপসংহার টানছি, কমরেডগণ। আমাদের নীতি সঠিক এবং

সেখানেই আমাদের শক্তি নিহিত। আমাদের নীতিকে যদি অকেজো করে রাখতে না হয় তাহলে অন্ততঃ দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। প্রথমতঃ, উপযুক্ত লোকজন নির্বাচন এবং পার্টির নির্দেশাবলীর সাফল্য যাচাই করা। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের নমনীয় নেতৃত্ব এবং জনগণের চাহিদা সম্পর্কে চূড়ান্ত সতর্কতা—সতর্কতা এবং আবার সতর্কতা। **(সোচ্চার ও দীর্ঘস্থায়ী হাততালি এবং সমগ্র সভাগৃহ থেকে অভিনন্দন। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে 'আন্তর্জাতিক' গাইতে থাকেন।)**

প্রাভদা, সংখ্যা ১৩
১৬ই জানুয়ারি, ১৯২৭

কমরেড জায়েভসেভকে লেখা চিঠি

কমরেড ঝিরভের প্রবন্ধ সম্পর্কে উত্তর দিতে বিলম্ব হল। একেবারে না দেওয়ার চেয়ে বিলম্ব হওয়া ভাল।

বলশেভিকে প্রকাশিত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অসম বিকাশ সম্পর্কিত কমরেড ঝিরভের প্রবন্ধের বিরোধিতা আমি করেছিলাম নিম্নলিখিত কারণে।

(১) আমার মতে প্রবন্ধটি স্কুলবালকসুলভ। এটা সুস্পষ্ট যে আলোচ্য বিষয়টি লেখকের আয়ত্তে নেই এবং বিষয়ের জটিলতা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই। এইজাতীয় প্রবন্ধ বিদ্যালয়ের পত্রিকাতে সচ্ছন্দে প্রকাশিত হতে পারে, কেননা ভবিষ্যতে পাকা লেখক হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সেখানে চর্চা করা যেতে পারে। কিন্তু **বলশেভিক** হল নেতৃত্ব স্তরের পত্রিকা ; এটা আকাঙ্ক্ষিত যে এই পত্রিকা তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নে নেতৃত্ব দেবে, তাই **বলশেভিকে** কমরেড ঝিরভের প্রবন্ধ ছাপার অর্থ হল, প্রথমতঃ, পাঠকের মনকে বিভ্রান্ত করা এবং দ্বিতীয়তঃ, নেতৃত্বের পত্রিকা হিসেবে **বলশেভিকের** সুনাম বিনষ্ট করা।

(২) কমরেড ঝিরভ পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের **রাজনৈতিক** দিককে যখন **অর্থনৈতিক** দিকের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলেন তখন সুস্পষ্ট-ভাবেই ভুল করে বসেন। অবশ্য এটা সত্য যে এই দুটি দিকই অসম বিকাশের নিয়মের ভিত্ত গঠন করে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আমাদের বর্তমান বিতর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক অসমতা এই মুহূর্তে কোন জরুরী প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত করছে না। সমসাময়িককালে বিশ্বব্যাপী বিকাশের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক অসমতার সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত প্রকাশরূপে কোন্ বিষয়টিকে গ্রহণ করতে হবে ? এটা ঘটনা যে কারিগরি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অতি উন্নত দেশগুলির যখন পশ্চাদ্‌পদ ধরনের সরকার অর্থাৎ বুর্জোয়া সরকার রয়েছে তখন আমাদের রয়েছে উন্নত ধরনের সরকার, শ্রমিকশ্রেণীর সরকার, সোভিয়েত সরকার। এই রাজনৈতিক অসমতার অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা কি বিরোধীপক্ষ অস্বীকার করেন ? না, তাঁরা তা করেন না। বরং তাঁরা মনে করেন যে একক

একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখল-সম্পূর্ণরূপে সম্ভব

অতএব, আমাদের মতপার্থক্য এখানে নিহিত নয়।

যে প্রশ্নটি থেকে আমাদের মতপার্থক্যের সূত্রপাত তা হল **অর্থনৈতিক দিক দিয়ে** বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করা কি সম্ভব, অর্থাৎ, সোভিয়েত রাষ্ট্র-ক্ষমতার অস্তিত্ব সাপেক্ষে পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বারা বৃত্তাবদ্ধ একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব? ফলতঃ মতপার্থক্য নিহিত রয়েছে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে। এই কারণেই পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়মের অর্থনৈতিক দিকের ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। কমরেড ঝিরভের ভুল হল যে তিনি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আমাদের বিতর্কের এই বিশেষ দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন এবং অসম বিকাশের নিয়মের অর্থনৈতিক দিকেরওপর গুরুত্ব দেওয়াকে তিনি এই নিয়মের রাজনৈতিক দিকের অস্বীকৃতি বলে মনে করেছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আমাদের বিতর্কের মূল বিষয়টি অনুধাবন করতে কমরেড ঝিরভ ব্যর্থ হয়েছেন।

তাছাড়াও এটা ঘটনা যে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে অসম বিকাশের নিয়মের এই অর্থনৈতিক দিকই রাজনৈতিক বিপর্যয় সহ সমস্ত রকম বিপর্যয়ের কারণ।

(৩) প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের পার্থক্যের অন্ত-নিহিত তাৎপর্য লক্ষ্য করতে কমরেড ঝিরভ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে অসম বিকাশের নিয়ম হল বিশ্ব পুঁজিবাদী বিকাশে নিছক 'অসামঞ্জস্য ও অনৈক্যের' ব্যাপার মাত্র। তাই যদি হয়, তাহলে বিকাশের ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন পুঁজিবাদ ও বিকাশের অধোগতিসম্পন্ন অর্থাৎ মুমূর্ষু পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মসৃণভাবে বিকাশমান পুঁজিবাদ এবং ক্ষীয়মান, আক্ষেপাত্মক গতিসম্পন্ন ও বিপর্যয়শীল পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব ছিল কিন্তু বর্তমানে সম্ভব হয়ে উঠেছে—এটা কেমন করে হল? বিভিন্ন বিপর্যয় ও ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বের পুনঃপুনঃ পুনর্বিভাজন এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা সহ অর্থপুঁজির প্রভুত্ব, কারিগরি ক্ষেত্রের প্রচণ্ড অগ্রগতি, সমোচ্চতা বিধানের প্রবণতা, বিভিন্ন শক্তির প্রভাবাধীন শিবিরে বিশ্বের বিভাজন, পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্রুতগতি ও আক্ষেপাত্মক অগ্রগতি প্রভৃতি ঘটনাগুলি কি আমরা অস্বীকার করতে পারি?

এ ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধীদের সঙ্গে কোন্ দিক দিয়ে কমরেড ঝিরভের

চিন্তাভাবনার পার্থক্য ঘটছে, এবং কিসের ভিত্তিতে ও প্রকৃতপক্ষে কেন তিনি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করছেন ?

পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মগুলি পরিবর্তিত হতে পারে এবং পরিবর্তিত হবেই ; আর এই নিয়মগুলি যে সমাজ বিকাশের সমস্ত পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য সমাজবিজ্ঞানের নিয়মগুলির মতো নয় তা বুঝতে কমরেড ঝিরভ স্পষ্টতঃই অক্ষম। প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের যুগে পরিপূরক ফলশ্রুতিসহ অসম বিকাশের নিয়মটি একধরনের ছিল ; আর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের যুগে এই নিয়মটি এক ভিন্ন রূপ পেয়েছে যার ফলশ্রুতিগুলিও অনুরূপভাবে ভিন্ন। এ কারণেই পুরানো পুঁজিবাদের স্তরে অসম বিকাশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের আলোচনা কেউ করতে পারেন এবং করা উচিত। পুঁজিবাদী বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পুঁজি-বাদের নিয়মগুলি কেমন করে পরিবর্তিত হয়, পরিবর্তিত অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে কেমন করে এই নিয়মগুলির ক্রিয়া ক্রমশঃ সীমিত বা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে—এ হল বিশেষ তত্ত্বগত প্রশ্ন, অসম বিকাশের নিয়মের ওপর বিশেষ প্রবন্ধ রচনায় প্রয়াসী লেখকের সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের প্রতি নজর দিতে হবে।

(৪) কমরেড ঝিরভের প্রবন্ধে উত্থাপিত অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করব না, কেননা আমার মতে সেগুলি সম্পর্কে তিনি নিজেই স্পষ্ট নন—যেমন, 'বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবাস্তবতা' ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে কমরেড ঝিরভ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও চমকপ্রদ কিছু বলার জন্য ছটফট করছেন।

(৫) কমরেড ঝিরভের প্রবন্ধের ওপর প্রদত্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে **বলশেভিকের** মতো দায়িত্বশীল পত্রিকায় এইজাতীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য অবান্তর। সম্পাদকমণ্ডলী 'লেখকের কোন কোন প্রতিপাদ্যের সঙ্গে একমত নয়' শুধু এই কথা ঘোষণা করা এবং এই প্রতিপাদ্যগুলি কি তা না বলার দ্বারা বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া ও পাঠকদের বিভ্রান্ত করা হয়। আমি মনে করি **বলশেভিকে** এই ধরনের মন্তব্য দেওয়া উচিত নয়।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

২৮শে জানুয়ারি, ১৯২৭ — জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

লেনার শ্রমিকদের প্রতি

পনের বছর আগে এপ্রিল মাসে লেনার শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ জার স্বৈরতন্ত্রের নিষ্ঠুর বর্বরতার অন্যতম ঘটনা। সুদূর তাইগাতে জারের বুলেটে নিহত আমাদের কমরেডদের দুঃসাহসী লড়াই বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী ভুলে যায়নি। যে পথ অতিক্রম করে এসেছে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা বলতে পারে: বোদাইবো শ্রমিকদের ঝরে পড়া এক বিন্দু রক্তও ব্যর্থ হয়নি, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরা উৎখাত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই বিজয়কে প্রতিষ্ঠা করেছে।

জারতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভ করে আপনারা এখন ভিতিমের তীরে যে স্বর্ণ আহরণ করছেন তা পরগাছাদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নয়, বিশ্বের সর্বপ্রথম আপনাদের নিজস্ব শ্রমিক রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্য।

শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের জন্য সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন সম্মান ও গৌরব আজ তাঁদের জন্য!

আমাদের শহীদ কমরেডদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এই স্মরণ দিবসে, প্রিয় কমরেডগণ, আপনাদের অভিনন্দন জানাই এবং আপনারা যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় অর্জনের সংগ্রাম দৃঢ়তা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অব্যাহত রাখবেন এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করার অনুমতি দিন।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ **জে. স্তালিন**

'লেন্‌স্কি শাখতিয়র' সংবাদপত্রে মুদ্রিত
(বোদাইবো শহর), সংখ্যা ২৭
১৭ই এপ্রিল, ১৯২৭

স্তালিনগ্রাদের সংবাদপত্র 'বর্বা'র প্রতি শুভেচ্ছাবাণী

প্রিয় কমরেডগণ,

বর্বা'র[৩৬] দশ বছরব্যাপী নিজস্ব বিপ্লবী অবস্থানে জঙ্গী ভূমিকা আরেকটি বার্ষিকীতে পদার্পণ ঘটিয়েছে যেজন্য স্তালিনগ্রাদের শ্রমিকরা গর্ব অনুভব করতে পারেন।

সেনাধ্যক্ষ ক্র্যাস্‌নভ ও ডেনিকিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রতিবিপ্লবী ও পশ্চিমী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা, অর্থনৈতিক বিশৃংখলা অতিক্রম, শান্তি-পূর্ণভাবে নতুন জীবনযাত্রা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাফল্য ইত্যাদি হল বিগত দশবছর ব্যাপী স্তালিনগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে প্রধান ঘটনাবলী। এই সময়কালব্যাপী **বর্বা** শ্রমজীবী মানুষের পথ আলোকিত করে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামীদের সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছে।

বর্বার প্রতি সাগ্রহ অভিনন্দন! তার নতুন সাফল্য কামনা করি!

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ **জে. স্তালিন**

সংবাদপত্র 'বর্বা'
(স্তালিনগ্রাদ), সংখ্যা ১২২
৩১শে মে, ১৯২৭

স্তালিন রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, অক্টোবর রেলওয়ের শ্রমিকদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ

১লা মার্চ, ১৯২৭

(সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট)

কমরেডগণ, একজন বক্তার কাছ থেকে সাধারণতঃ 'আশা' করা যায় যে যখন অন্যান্যরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর বক্তব্য শুনে যান তখন শেষ না করে তিনি নিজেকে সংযত করবেন। আমার মনে হয় এইবার আমরা এক ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি। বিভিন্ন কমরেড লিখিতভাবে আমার কাছে যেসব প্রশ্ন রাখবেন আমি সেগুলির উত্তর দেওয়ার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব। আমার মনে হয় এর ফলে আলোচনা প্রাণবন্ত হবে। আপনারা যদি একমত হন তাহলে আমি কাজ শুরু করব।

অধিকাংশ প্রশ্নই একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে: এই বছরে, এই বছরের বসন্ত বা শরৎকালে কি আমাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে ?

আমার উত্তর হল, এই বছরে বসন্ত বা শরৎ কোন সময়েই আমাদের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে না।

এই বছরে আমাদের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে না তার কারণ এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ নেই। না, যুদ্ধের বিপদ রয়েছে। এই বছরে যুদ্ধ হবে না তার কারণগুলি হল আমাদের শত্রুরা যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত নয়, যুদ্ধের ফলশ্রুতি সম্পর্কে অন্য যে-কারও চেয়ে তারা বেশি ভীত, পশ্চিমের শ্রমিকরা ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না এবং শ্রমিকসাধারণ ছাড়া যুদ্ধ চালানো অসম্ভব এবং সর্বশেষ কারণ হল আমরা এক দৃঢ় ও অবিচল শান্তির নীতি পরিচালনা করে আসছি তার ফলে আমাদের দেশের ওপর যুদ্ধ চালানো কঠিন ব্যাপার।

ছোট ও বড় পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ঘটনাবলীর দ্বারা এই অভিমতকে সুপ্রমাণিত করে কমরেড স্তালিন প্রাচ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর নীতি সম্পর্কে বলতে থাকেন।

আমাদের বলা হয়ে থাকে যে, প্রাচ্যের নির্ভরশীল ও ঔপনিবেশিক দেশের

জনগণের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের নীতি আমাদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু অনুগ্রহে পূর্ণ এবং ফলতঃ আমাদেব কিছু ব্যয়ও সেজন্য হয়ে থাকে। অবশ্যই সেটা সত্য। শুধুমাত্র মূল নীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, আমাদের বৈদেশিক নীতির দিক থেকেও অন্য কোন নীতি আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। যে সোভিয়েত শক্তি সাম্রাজ্যবাদের বেড়ি ভেঙেছে এবং নিজস্ব ভিত্তিতে সামর্থ্য গড়ে তুলেছে সেই সোভিয়েত শক্তির বিশেষ চরিত্র থেকে উদ্ভূত বন্ধুত্বের নীতি ছাড়া অন্য কোন নীতি আমরা মূলনীতিগতভাবে অনুসরণ করতে পারি না। অতএব এই বিষয়ে আমি আর বিস্তারিত বলব না।

আমাদের বৈদেশিক নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখা যাক। আপনারা জানেন চীন, আফগানিস্তান, পার্শিয়া ও তুর্কী প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রের সীমানা কয়েক হাজার ভার্স্ট (রুশীয় মাইল। ইংরেজী মাইলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ—অনুবাদক, বাং সং) দীর্ঘ। এই সীমানাগুলিতে আমরা বর্তমানে নগণ্য সংখ্যক সেনাবাহিনী রেখেছি যারা সীমান্ত রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং আমাদের সীমানা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এই বিপুল পরিমাণ সাশ্রয় আমরা করতে পারছি একমাত্র এই কারণে যে ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করে চলেছি।

কিন্তু অনুমান করা যাক যে ঐ দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয় বরং রুশ স্বৈরতন্ত্রের সময় যেমন ছিল তেমনি শত্রুতামূলক। তাহলে ঐ সমস্ত সীমানায় বাধ্য হয়ে আমাদের আপাদমস্তক সশস্ত্র বিভিন্ন সেনাবাহিনী এবং দূর প্রাচ্যে বেশ কিছু যুদ্ধজাহাজ বহাল রাখতে হতো, কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ এখন যা করছে। ঐ সমস্ত সীমানায় বিভিন্ন সেনাবাহিনী এবং পরিপূরক নৌবাহিনী সংরক্ষণের অর্থ কি? এর অর্থ হল ঐ সমস্ত সেনা ও নৌবাহিনীর জন্য জনসাধারণের অর্থ থেকে সহস্র সহস্র লক্ষ রুবল বাৎসরিক খরচ। এও এক ধরনের প্রাচ্য নীতি। সমস্ত কল্পনীয় নীতিগুলির মধ্যে এটা হবে সবচেয়ে অমিতব্যয়ী, অপচয়ী এবং সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক নীতি। তাই আমি মনে করি আমাদের প্রাচ্য নীতি নীতিগতভাবে সর্বাপেক্ষা সঠিক, রাজনৈতিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে সুনিশ্চিততম এবং প্রাচ্যে সম্ভাব্য সমস্ত নীতির মধ্যে সবচেয়ে মিতব্যয়ী।

এ ছাড়াও ঘটনা হল যে এই ধরনের নীতি প্রাচ্যে শুধু নির্ভরশীল ও

ঔপনিবেশিক দেশসমূহ নয়, জাপানের সঙ্গেও স্থায়ী শান্তি সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছে।

কার্যনির্বাহকদের প্রতি নির্দেশনামা সম্পর্কে আলোচনায় বেশ কয়েকজন বক্তার অংশগ্রহণের পর শ্রোতাদের মধ্য থেকে লিখিতভাবে উপস্থিত করা কয়েকটি নতুন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কমরেড স্তালিন আবার মঞ্চে আরোহণ করেন।

কমরেডগণ, কমরেডদের পেশ করা অতিরিক্ত মন্তব্যগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। এই মন্তব্যগুলি থেকে দুটি প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে: ইঙ্গ-সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে ভাঙনের সম্ভাবনা এবং আমাদের অর্থনৈতিক গঠনকার্যে প্রধান প্রধান সাফল্যের প্রশ্ন।

ব্রিটেন কি ১৯২১ সালের বাণিজ্যচুক্তি ভেঙে দেবে? সে কি ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে?

ব্রিটেনের পক্ষ থেকে সম্পর্কের ভাঙনের সম্ভাবনা অবশ্যই বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় তা প্রায় অসম্ভব। প্রায় অসম্ভব এই কারণে যে ভাঙন ব্রিটেনের পক্ষে অলাভজনক। তা ছাড়াও এটা সত্য যে ইউ.এস.এস.আর-এর শান্তিপূর্ণ নীতির ফলে বর্তমানে ব্রিটিশ সরকার নিজের কাঁধে সম্ভাব্য যত গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে ভাঙন হবে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব।…

অর্থনৈতিক গঠনকার্যে আমাদের প্রধান সাফল্য কি?

বলা হয়ে থাকে যে আমাদের গঠনমূলক কাজে ঘাটতি আছে। আরও বলা হয়ে থাকে যে এই ঘাটতিগুলি, এখনো দূর করা যায়নি। কমরেডগণ, এসমস্তই সত্য। আমাদের কলকারখানায় যেমন, তেমন আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও অনেক ঘাটতি আছে। যে বিরাট পরিমাণ কর্মযজ্ঞে আমরা হাত দিয়েছি সেকথা মনে রাখলে ঘাটতি থাকবে না সেটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের মূল কথা এই ঘাটতিগুলির মধ্যে নিহিত নেই। এখন মূল কথা হল আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে দেশের শিল্পায়ন শুরু করতে আমরা সফল হয়েছি।

আমাদের দেশের শিল্পায়ন বলতে কি বোঝায়? এর দ্বারা একটি কৃষি-নির্ভর দেশের শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরণ বোঝায়। এর অর্থ হল আমাদের শিল্পকে এক নতুন কারিগরি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো এবং তার ভিত্তিতে উন্নত করে তোলা।

উপনিবেশ বা বিদেশী রাষ্ট্র লুট না করে কিংবা বিদেশ থেকে বিরাট

পরিমাণ ঋণ বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ না নিয়ে বিশাল ও পশ্চাদ্‌পদ কৃষিনির্ভর দেশের শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপার ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কোথাও ঘটেনি। ব্রিটেন, জার্মান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাস স্মরণ করুন তাহলে আপনারা অনুভব করতে পারবেন যে এটা সত্য। এমনকি সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকাও গৃহযুদ্ধের পর বিদেশ থেকে ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সাহায্য নিয়ে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ও দ্বীপপুঞ্জ লুণ্ঠন করে শিল্প গঠন করার উদ্দেশ্যে ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে প্রয়াস চালাতে বাধ্য হয়েছে।

এই 'ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত' পন্থা কি আমরা গ্রহণ করতে পারি? না, আমরা পারি না, কেননা সোভিয়েত প্রশাসনের চরিত্রই এমন যে তা ঔপনিবেশিক ডাকাতি সহ্য করবে না এবং আরও কারণ হল মোটা অংকের ঋণ বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণকে গ্রাহ্য করার মতো কোন ভিত্তি আমাদের নেই।

আমাদের শিল্পের প্রধান শাখাগুলির জন্য দাসত্বমূলক ঋণ গ্রহণ দ্বারা এবং দাসত্বমূলক ছাড় দিয়ে পুরানো রাশিয়া, জারের রাশিয়া শিল্পায়নের পথে ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল। আপনারা জানেন, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ডনবাস, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের অর্ধেক শিল্প, বাকুর তৈলখনি ও বিভিন্ন রেলপথ, বিদ্যুৎ শিল্পের তো কথাই নেই, বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে ছিল। এ হল শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে শিল্পায়ন। স্বাভাবিকভাবেই এ পথ আমরা গ্রহণ করতে পারি না; পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের জোয়ালের নীচে স্বেচ্ছায় নিজেদের সমর্পণ করার জন্য আমরা পুঁজিবাদী জোয়ালের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি, পুঁজিবাদকে উৎখাত করিনি।

তাহলে আর একটিমাত্র পথ থাকে এবং তা হল আমাদের নিজস্ব তহবিল পুঞ্জীভূত করা, আমাদের দেশের শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ জড়ো করার উদ্দেশ্যে অর্থনীতির মিতব্যয়ী ও ক্রমোন্নত পরিচালনা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটা একটা কঠিন কাজ। কিন্তু কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইতিমধ্যে তা সম্পন্ন করছি। হাঁ কমরেডরা, গৃহযুদ্ধের চার বছর পরে এ কাজ আমরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করছি। কমরেডগণ, এটাই লক্ষ্য করার বিষয় এবং এটাই হল আমাদের প্রধান সাফল্য।

এ বছর আমরা শিল্পায়নের প্রয়োজনে ১,৩০০ মিলিয়ন রুবল নির্দিষ্ট করে রাখছি। এই অর্থ দিয়ে আমরা নতুন নতুন প্রকল্প গড়ে তুলছি এবং পুরানো-

গুলোর সংস্কার করছি, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসাচ্ছি এবং এইভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করে তুলছি। এইভাবে আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছি যেখানে আমাদের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ভিত্তিতে নতুন শিল্পের বুনিয়াদ রচনা করে চলেছি। এমন একটা স্তরে আমরা পৌঁছেছি যেখানে আমাদের নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে নতুন, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিরাট প্রাসাদ গড়ে তুলেছি। সেটাই আমাদের প্রধান সাফল্য, কমরেডগণ।

বলা হয়ে থাকে যে এই বিরাট প্রাসাদের কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে—দেওয়ালের প্লাস্টারিং যথাযথ নয়, এখানে-সেখানে দেওয়ালকাগজ খসে পড়ছে, বিভিন্ন কোনা-ঘুপচিতে নোংরা জমে আছে যা এখনো পরিষ্কার করা হয়নি, ইত্যাদি। এ সমস্তই সত্য।। কিন্তু এটাই কি বিষয়, এটাই কি মুখ্য জিনিস? নতুন শিল্পায়নের বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হচ্ছে কি হচ্ছে না? হাঁ, হচ্ছে। আর এই প্রাসাদ আমাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে কি হচ্ছে না? হাঁ, আমাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়েই গড়ে তোলা হচ্ছে। এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে অর্থনৈতিক গঠন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে মুখ্য ও প্রধান সাফল্য অর্জন করে চলেছি?

আমাদের সাফল্যের এটাই হল ভিত্তি।

কিছু কিছু কমরেড এই সাফল্যগুলোকে একান্তভাবে আমাদের পার্টির সাফল্য বলে বিবেচনা করতে আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে এ থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন কিছু কিছু কমরেড মাত্রাহীনভাবে আমাদের পার্টির প্রশংসা করেন। এ থেকে বাস্তবিকপক্ষে স্বীকার করতেই হবে যে কিছু কিছু কমিউনিস্ট নিজেদের গর্বিত, অহমিকাপূর্ণভাবে সাজিয়ে থাকেন—দুর্ভাগ্যক্রমে যে দুর্বলতা এখনো আমাদের কমরেডদের মধ্যে রয়েছে। এই সাফল্যগুলো অর্জনে অবশ্যই আমাদের পার্টির মূলগতভাবে সঠিক নীতি এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু আমাদের পার্টির নীতির এক পয়সা মূল্যও থাকত না যদি পার্টি-বহির্ভূত ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের প্রকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন পার্টির প্রতি না থাকত। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের পার্টি শক্তিশালী একমাত্র এই কারণেই যে পার্টি ব্যাপক পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকদের সমর্থন পেয়ে থাকে। কমরেডগণ, এটা কখনো ভোলা উচিত নয়। (**বিপুল হর্ষধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ৫১, ৩রা মার্চ ১৯২৭

কমরেড ৎস্বেতকভ ও এ্যালিপভকে লেখা চিঠি

আপনাদের ১লা মার্চ, ১৯২৭-এর অনুসন্ধান আমার মতে ভুল বোঝাবুঝির ওপর নির্ভরশীল। আর নিম্নলিখিত কারণে তা হয়েছে :

(১) আমার রিপোর্টে[৩৭] আমি রাশিয়ায় 'স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা' গঠনের কথা বলিনি বরং পূর্ব ইউরোপে (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি) কেন্দ্রীভূত বহু-জাতিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলাম। এটা বোঝা খুব কঠিন নয় যে এই দুটি হল পৃথক বিষয়, যদিও পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্রবিহীন বলা যায় না।

(২) আমার রিপোর্টে কিংবা আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধে[৩৮] আমি কোথাও এ কথা বলিনি যে রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র 'অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে নয় বরং মঙ্গোল ও অন্যান্য প্রাচ্য জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বার্থে গড়ে উঠেছে' (আপনার চিঠি দেখুন)। এই বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্য আপনিই উত্তর দেবেন, আমি নয়। আমি যা বলেছি তা হল, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনানুসারে, জাতিগুলির মধ্যে জনগণের সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার চেয়ে পূর্ব ইউরোপে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া **আরও দ্রুততর ছিল** এবং তারই ফলশ্রুতিতে এইসব অংশে সামন্ততন্ত্র অবসানের পূর্বেই বহুজাতিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। আপনি দেখছেন যে আমার নামে আপনি যা ভুলক্রমে আরোপ করতে চাইছেন তা আমি বলিনি।

আমার রিপোর্ট থেকে একটি উধৃতি দেওয়া হল :

'অপরপক্ষে, পূর্ব ইউরোপে জাতিসমূহ গঠনের প্রক্রিয়া ও সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের অবলুপ্তি ঠিকঠিক সময়ে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলে যায়নি। হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার কথা আমার মনে রয়েছে। ঐ সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ এখনো বিকশিত হয়নি; সম্ভবতঃ বিকাশের সূত্রপাত হয়েছে মাত্র; কিন্তু তুরস্ক, মঙ্গোলীয় ও অন্যান্য প্রাচ্য জনগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আক্রমণকারীদের আঘাত প্রতিহত করতে সমর্থ এমন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহ অবিলম্বে গঠন করে তুলেছিল। জাতিগুলির মধ্যে জনগণের সংগঠিত হওয়ার চেয়ে যেহেতু পূর্ব ইউরোপে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রক্রিয়া **দ্রুততর ছিল** সেহেতু মিশ্র রাষ্ট্রসমূহ

গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে বিভিন্ন জনসমষ্টি রয়েছে যারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করে উঠতে পারেনি, কিন্তু একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হয়েছে।'৩৯

দশম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত আমার তত্ত্ব থেকে এখানে একটি উধৃতি দিলাম:

'যেখানে জাতিগুলির গঠন সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঠিক ঠিক সময়ে মিলে যায় সেখানে জাতিগুলি স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় চরিত্র পায়, সেগুলি স্বাধীন বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ব্রিটেন (আয়ারল্যাণ্ড বাদে), ফ্রান্স ও ইতালিতে তাই ঘটেছে। অপরপক্ষে পূর্ব ইউরোপে আত্মরক্ষার (তুরস্ক, মঙ্গোল ইত্যাদির দ্বারা আক্রমণ) প্রয়োজনের দ্বারা **তাড়িত হয়ে** সামন্ততন্ত্রের অবসানের পূর্বেই অর্থাৎ জাতিগুলির গঠনের পূর্বেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলস্বরূপ এখানে জাতিগুলি জাতীয় রাষ্ট্ররূপে বিকশিত হয়নি বা হতে পারেনি; পরিবর্তে বিভিন্ন মিশ্র, বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, সাধারণভাবে যার মধ্যে ছিল একটি শক্তিশালী প্রভুত্বসম্পন্ন জাতি এবং বিভিন্ন দুর্বল, অধীনস্থ জাতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ: অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, রাশিয়া।'৪০

এই অনুচ্ছেদগুলিতে মোটা হরফের শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি।

(৩) দশম কংগ্রেসে আমার সমগ্র রিপোর্ট এবং জাতিগত প্রশ্নে আমার তত্ত্বসমূহ (প্রথমাংশ) যদি আপনারা পরীক্ষা করে দেখেন তাহলে আপনাদের নিজেদের বোঝাতে কোন সমস্যা হবে না যে একটি 'নিরংকুশ ব্যবস্থা' গঠন করা নয় বরং পূর্ব ইউরোপে বহুজাতিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহ গঠন এবং সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করেছে যে উপাদানগুলি তাই হল আমার রিপোর্টের বিষয়বস্তু।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

৭ই মার্চ, ১৯২৭ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

শ্রমিক-কৃষক সরকারের প্রশ্ন প্রসঙ্গে

(দমিত্রিয়েভের প্রতি উত্তর)

শ্রমিক-কৃষক সরকার বিষয়ে **বলশেভিক** পত্রিকায় প্রেরিত আপনার ১৪ই জানুয়ারি, ১৯২৭ তারিখের চিঠির উত্তরের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। কাজের চাপের জন্য উত্তর দিতে আমার কিছুটা বিলম্ব হল, তারজন্য আমাকে মার্জনা করবেন।

(১) 'শ্রমিক ও কৃষকের সরকার—এটা কি বাস্তব অথবা উত্তেজনামূলক শ্লোগান?'—এইভাবে কিছু কমরেড প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেন কিন্তু এটা অবশ্যই হওয়া উচিত নয়। এভাবে অবশ্যই বলা উচিত হবে না, যদিও আমরা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক-কৃষকের সরকার এখনো অর্জন করতে পারিনি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এ কথা বলতে পারি না যে শ্রমিক-কৃষকের সরকার কথাটি হল উত্তেজনা-মূলক শ্লোগান। এই ধরনের সূত্রায়ণ থেকে অনুসৃত হয় যে আমাদের পার্টি এমন শ্লোগান দিতে পারে যা আসলে মিথ্যা, যা প্রকৃতপক্ষে অসমর্থনীয়, পার্টি নিজে যে শ্লোগান বিশ্বাস করে না অথচ জনগণকে প্রবঞ্চনা করার জন্য প্রচার করে থাকে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক ও বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটরা এরকম কাজ করতে পারে, কারণ কাজে ও কথায় অমিল, জন-গণকে প্রবঞ্চনা করা এইসব মুমূর্ষু পার্টিগুলির প্রধান হাতিয়ারগুলির অন্যতম। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি এরকম হতে পারে না, কারণ এ হল একটা মার্কসবাদী পার্টি, একটা লেনিনবাদী পার্টি, একটা উন্নতমুখী পার্টি এবং এমন একটি পার্টি যা শক্তি সঞ্চয় করে এই ঘটনা থেকে যে এর কাজে ও কথায় কোন অমিল নেই, এ জনগণকে প্রতারিত করে না, সত্য ছাড়া অন্য কিছু তাদের সামনে বলে না এবং বাগাড়ম্বর নয় বরং শ্রেণী-শক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নীতি গড়ে তোলে।

প্রশ্নটিকে অবশ্যই এইভাবে রাখতে হবে : **হয়** আমরা শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার অর্জন করতে পারি না এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের শ্লোগানটি অবান্তর ও মিথ্যা বলে বাতিল করতে হবে ; **অথবা** আমরা একটি শ্রমিক ও কৃষকের সরকার অর্জন করতে এবং শ্রেণী-শক্তির বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি-

পূর্ণভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের শ্লোগানটি হল একটি সঠিক ও বিপ্লবী শ্লোগান। দুটির মধ্যে একটি। নির্বাচনের দায়িত্ব আপনার।

(২) শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের শ্লোগানটিকে আপনি 'কমরেড স্তালিনের সূত্র' বলে অভিহিত করে থাকেন। এ একেবারেই অসত্য। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোগান বা আপনার পছন্দসই বক্তব্য মতো এই 'সূত্র' আর কারও নয়, লেনিনেরই শ্লোগান। আমার **প্রশ্ন ও উত্তরে**[৪১] আমি এর পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র। লেনিনের **রচনাবলীর** ২২শ খণ্ডের ১৩, ১৫, ৯০, ১৩৩, ২১০ পৃষ্ঠা, ২৩শ খণ্ডের ৯৩, ৫০২ পৃষ্ঠা; ২৪শ খণ্ডের ৪৪৮ পৃষ্ঠা এবং ২৬শ খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন যেখানে লেনিন সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে **'শ্রমিক ও কৃষকের সরকার'** বলে অভিহিত করেছেন। ২৩শ খণ্ডের ৫৮, ৮৫, ৮৬, ৮৯ পৃষ্ঠা; ২৪শ খণ্ডের ১১৫, ১৮৫, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৬, ৫৩৯, ৫৪০ পৃষ্ঠা; ২৫শ খণ্ডের ৮২, ১৪৬, ৩৯০, ৪০৭ পৃষ্ঠা এবং ২৬শ খণ্ডের ২৪, ৩৯, ৪০, ১৮২, ২০৭, ৩৪০ পৃষ্ঠা দেখুন যেখানে লেনিন সোভিয়েত শক্তিকে **'শ্রমিক ও কৃষকের শক্তি'** বলে অভিহিত করেছেন। এই সমস্ত এবং লেনিনের অন্যান্য আরও কিছু রচনাবলী যদি লক্ষ্য করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের শ্লোগান বা 'সূত্রটি' লেনিনের শ্লোগান বা 'সূত্র', অন্য কারও নয়।

(৩) আপনার প্রধান ভ্রান্তি হল এই যে :

(ক) আমাদের সরকারের প্রশ্নটিকে আমাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন ;

(খ) আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের সরকারের শ্রেণী-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সরকারের দৈনন্দিন নীতিকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

আমাদের সরকারের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রকে গুলিয়ে ফেলা এবং তারপর এক করে দেখা অবশ্যই চলবে না। রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আমাদের রাষ্ট্র হল শ্রমিক**শ্রেণীর** সংগঠন, যার কাজ হল শোষকদের প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করা, শ্রেণীগুলির অবলুপ্তি ঘটানো ইত্যাদি। আর আমাদের সরকার হল এই রাষ্ট্র সংগঠনের **শীর্ষ স্তর**, শীর্ষ নেতৃত্ব। সরকার ভুল করতে পারে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাময়িক বিপর্যয়ের আশংকাপূর্ণ মারাত্মক ভ্রান্তি ঘটাতে পারে; কিন্তু তার অর্থ এই

নয় যে ক্রান্তি পর্যায়ে রাষ্ট্রকাঠামোর নীতি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ভুল বা ভ্রান্ত। এর দ্বারা এটাই বোঝাবে যে শীর্ষ নেতৃত্ব খারাপ, শীর্ষ নেতৃত্বের নীতি, সরকারের নীতি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দাবিগুলির সঙ্গে **সঙ্গতিপূর্ণভাবে** অবশ্যই পরিবর্তিত করতে হবে।

শ্রেণী-প্রকৃতির দিক থেকে রাষ্ট্র ও সরকার একই ধরনের, কিন্তু আয়তনের দিক থেকে সরকার হল ক্ষুদ্রতর এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে পরিব্যাপ্ত করে নেই। এই দুটি অবয়বগতভাবে সংযুক্ত এবং পরস্পরনির্ভর, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এদের একসঙ্গে তালগোল পাকানো যায়।

তাহলে আপনারা দেখলেন যে আমাদের রাষ্ট্রকে আমাদের সরকারের সঙ্গে অবশ্যই গুলিয়ে ফেলা যায় না যেমন শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণীর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের সরকারের শ্রেণী-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সরকারের দৈনন্দিন নীতিকে মিশিয়ে ফেলাও প্রায় অনুমোদনযোগ্য নয়। আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের সরকারের শ্রেণী-প্রকৃতি স্বতঃপ্রতীয়মান—তা হল শ্রমিকশ্রেণীর। আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের সরকারের লক্ষ্যগুলিও প্রত্যক্ষ—তা হল শোষকদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করা, শ্রেণীগুলির অবলুপ্তি ঘটানো ইত্যাদি। এসবগুলিই পরিষ্কার।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের সরকারের দৈনন্দিন নীতি বলতে কি বোঝায়? এর দ্বারা বোঝায় **পথ** ও **পদ্ধতি** যার দ্বারা আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শ্রেণীলক্ষ্য অর্জন করা যায়। শোষকদের প্রতিরোধকে বিপর্যস্ত করা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করা, শ্রেণীগুলির অবলুপ্তি ঘটানো ইত্যাদির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আর এইগুলি সহ **পথ** ও **পদ্ধতি** (দৈনন্দিন নীতি) নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন আমাদের সরকারের, যা ছাড়া আমাদের দেশে যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যালঘু এবং কৃষকসমাজ বিরাটভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে এইসমস্ত লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা অকল্পনীয়।

এই পথ ও পদ্ধতিগুলি কি কি? এগুলির দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? প্রধানতঃ সেই সমস্ত ব্যবস্থাবলীকে বোঝাচ্ছে যা শ্রমিকসাধারণ ও কৃষক সম্প্রদায়ের মূল অংশের মধ্যে **ঐক্যকে** রক্ষা ও শক্তিশালী করার জন্য, এই ঐক্যের মধ্যে

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা রক্ষা করা ও শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পিত। এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে এই ধরনের ঐক্য ব্যতীত এবং এই জাতীয় ঐক্য ছাড়া আমাদের সরকার শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং এইমাত্র আমি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যে সমস্ত কাজের কথা বলেছি সেইসব সম্পন্ন করার অবস্থা আমাদের থাকবে না। এই ঐক্য, এই মিলন কতদিন স্থায়ী হবে এবং এই ঐক্য ও মিলনকে শক্তিশালী করার নীতি সোভিয়েত সরকার কতদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে? স্বভাবতঃই যতদিন পর্যন্ত শ্রেণীসমূহ থাকবে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভিব্যক্তি হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রকাশ রূপে যতদিন পর্যন্ত সরকার থাকবে ততদিন পর্যন্ত।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে:

(ক) শ্রেণী হিসেবে কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য আমাদের প্রয়োজনীয় নয়, বরং এমনভাবে তাদের পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিজয়ের ক্ষেত্রে অবদান থাকে।

(খ) এই ঐক্যকে শক্তিশালী করার সোভিয়েত সরকারের নীতি টিঁকিয়ে রাখার জন্য নয়, বরং শ্রেণীগুলির অবসানের জন্য, তাদের অবলুপ্তির গতি দ্রুততর করার জন্য পরিকল্পিত।

অতএব, লেনিন সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন:

> 'একনায়কত্বের সর্বোচ্চ নীতি হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষা করা যাতে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃত্বের ভূমিকা ও রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখতে পারে' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)।

এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে অন্য কিছু নয়, লেনিনের এই প্রতিপাদ্যই দৈনন্দিন নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের পথপ্রদর্শকের কাজ করছে, অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে সোভিয়েত সরকারের নীতি হল শ্রমিকসাধারণ ও কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের মধ্যে এই জাতীয় ঐক্য রক্ষা ও শক্তিশালী করার অনিবার্য নীতি। শ্রেণী-প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে নয়—**এই দৃষ্টিকোণ থেকে,** একমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকেই, সোভিয়েত সরকার হল **শ্রমিক ও কৃষকের** সরকার।

একে স্বীকার না করার অর্থ হল, লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া

এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মেহনতী মানুষের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ধ্যানধারণাকে বাতিল করার পথ গ্রহণ করা।

একে অস্বীকার করার অর্থ হল, মিলনকে প্রকৃত বিপ্লবী বিষয় হিসেবে বিশ্বাস না করে শুধুমাত্র একটি কৌশলরূপে বিশ্বাস করা, আরও বিশ্বাস করা যে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের সঙ্গে যৌথভাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু 'প্রচারের' উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা নেপ্ চালু করেছি।

একে অস্বীকার করলে বিশ্বাস করতে হয় যে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের মানুষের **মৌল** স্বার্থ আমাদের বিপ্লবের দ্বারা চরিতার্থ হতে পারে না, তাদের স্বার্থগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে অমিলনযোগ্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত, কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের সঙ্গে যৌথভাবে সমাজতন্ত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি না, গড়ে তুলব না, লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা অকার্যকরী এবং মেনশেভিক ও তাদের প্রতিধ্বনিকারীরাই সঠিক ইত্যাদি।

এই প্রশ্নগুলিকে শুধু এইভাবে উপস্থাপিত করার অর্থ হল, মিলনের মুখ্য প্রশ্নে 'প্রচারমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি যে কতখানি পচাগলা ও অসার তা অনুভব করা। এই কারণেই আমার **প্রশ্ন ও উত্তরে** আমি বলেছিলাম যে শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের শ্লোগান 'বাগাড়ম্বর' ও 'প্রচারমূলক' কৌশল নয়, সম্পূর্ণ সঠিক ও বৈপ্লবিক শ্লোগান।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী-প্রকৃতি যা আমাদের বিপ্লবের অগ্রগতির প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করে তা হল একটি জিনিস, আর সরকারের দৈনন্দিন নীতি, ঐ লক্ষ্যগুলি সফল করার উদ্দেশ্যে এই নীতি কাযকরী করার **পথ** ও **পদ্ধতি** হল আরেকটি জিনিস। নিঃসন্দেহে এই দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই দুটি অভিন্ন এবং এ দুটিকে একত্রে তালগোল পাকানো যায়।

তাহলে আপনি দেখলেন, রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী-প্রকৃতির প্রশ্নটিকে সরকারের দৈনন্দিন নীতির সঙ্গে অবশ্যই গুলিয়ে ফেলা যায় না।

বলা হতে পারে যে এখানে একটি অসঙ্গতি থেকে গেল: শ্রেণী-প্রকৃতির দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একটি সরকারকে কেমন করে শ্রমিক ও কৃষকের সরকার বলে অভিহিত করা যায়? কিন্তু এই অসঙ্গতি অনুমান মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের দুটি সূত্রের মধ্যে কিছু কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি পার্থক্য সূচিত করে এই একই ধরনের 'অসঙ্গতি'

খুঁজে পান, যার একটিতে বলা হয়েছে যে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল **একটি** শ্রেণীর শাসন (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮) এবং আরেকটিতে বলা হয়েছে যে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনী ও শ্রমজীবী জনগণের অসংখ্য অশ্রমিক স্তরের ('পেটিবুর্জোয়া, ক্ষুদে মালিক, কৃষক সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি) মধ্যে **বিশেষ ধরনের শ্রেণী-মৈত্রী**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

এই দুটি সূত্রের মধ্যে কি কোন অসঙ্গতি আছে? অবশ্যই না। তাহলে যখন কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধান অংশের সঙ্গে শ্রেণী-মৈত্রী রয়েছে তখন কেমন করে **একটি** শ্রেণীর (শ্রমিকশ্রেণীর) শাসন অর্জিত হতে পারে? এই মৈত্রীর মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর ('শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনী') নেতৃত্বের ভূমিকা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে। একটি শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীর শাসন যা পরিচালিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর **রাষ্ট্রীয়** নেতৃত্বে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধান অংশের সঙ্গে মৈত্রীর সহায়তায়—এই সূত্র দুটির এটাই হল অন্তর্নিহিত অর্থ। তাহলে অসঙ্গতিটা কোথায়?

আর শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধান অংশের **রাষ্ট্রীয়** নেতৃত্ব বলতে কি বোঝায়? যেমন এটা কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বর্তমান নেতৃত্বের মতন, যখন আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম? না, সে ধরনের নেতৃত্ব নয়। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর **রাষ্ট্রীয়** নেতৃত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে নেতৃত্ব। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক **রাষ্ট্রীয়** নেতৃত্ব বলতে বোঝায়:

(ক) বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই উৎখাত হয়েছে,

(খ) শ্রমিকশ্রেণী শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত,

(গ) শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগ করে নেয় না,

(ঘ) শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধান অংশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব বলতে বোঝায় যে:

(ক) ধনতন্ত্র ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে,

(খ) বিপ্লবী-গণতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং সরকারে প্রধান শক্তি হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে,

(গ) গণতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগ করে নেয়,

(ঘ) শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া পার্টিগুলোর প্রভাব থেকে কৃষক সম্প্রদায়কে মুক্ত করে, আদর্শগত ও রাজনীতিগতভাবে তাকে নেতৃত্ব দেয় এবং ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি করে।

আপনি দেখলেন, পার্থক্যটা মৌলিক।

শ্রমিক ও কৃষকের সরকার সম্পর্কেও অবশ্যই একই কথা বলা যেতে পারে। আমাদের সরকারের শ্রমিকশ্রেণীগত চরিত্র এবং তা থেকে অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি, বাধা দেওয়া দূরে থাক, আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী-লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীকে প্রধান পন্থা হিসেবে রক্ষা ও শক্তিশালী করার নীতি অবলম্বন করার পথে উৎসাহিত করছে, অনিবার্যভাবে উৎসাহিত করছে এবং এই কারণেই এই সরকারকে শ্রমিক ও কৃষকের সরকার বলে অভিহিত করা হয়—এই উক্তি করার মধ্যে অসঙ্গতিটা কোথায়?

এটা কি স্পষ্ট প্রতীয়মান নয় যে শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের শ্লোগান দেওয়া এবং আমাদের সরকারকে এইজাতীয় সরকার রূপে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে লেনিন সঠিক ছিলেন?

সাধারণভাবে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে যে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থা'—যার সাহায্যে আমাদের দেশে একটি শ্রেণীর, শ্রমিকশ্রেণীর শাসন পরিচালিত হচ্ছে—একটি বেশ জটিল বিষয়। আমি জানি যে এই জটিলতা আমাদের কিছু কমরেডের কাছে অপ্রীতিকর এবং বিরক্তিজনক। আমি জানি তাদের মধ্যে অনেকে 'শক্তির ন্যূনতম ব্যয়ের নীতির' ক্ষেত্রে সরলতর ও সহজতর ব্যবস্থা পছন্দ করবেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আপনি কি করতে পারেন? প্রথমতঃ, লেনিনবাদকে তার যথার্থরূপেই গ্রহণ করতে হবে (একে সরলীকৃত ও বিকৃত করা চলবে না); দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস আমাদের বলছে যে সরলতম ও সহজতম 'তত্ত্বগুলি' সব সময় খুব সঠিক হয় না।

(৪) আপনার চিঠিতে আপনি অভিযোগ করেছেন:

'এই প্রশ্নটিকে যাঁরাই আলোচনা করেন সেই সমস্ত কমরেডই একটা অপরাধ করে থাকেন যে তাঁরা শুধু সরকার বা শুধু রাষ্ট্রের কথা বলেন আর তাই তাঁরা সম্পূর্ণ উত্তর দেন না, কারণ তাঁরা এই ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্ক কি হবে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনার বাইরে থাকেন।'

আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডরা বাস্তবিকই এই 'অপরাধে' অপরাধী, বিশেষতঃ যখন স্মরণ হয় যে কিছু কিছু শ্রমবিমুখ 'পাঠক' লেনিনের রচনাবলীর অর্থ যথার্থভাবে সন্ধান করার কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে চান না এবং আশা করেন যে প্রতিটি বাক্য তাদের জন্য চবিত-চর্বণ করে দেওয়া হবে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি কি করতে পারেন? প্রথমতঃ আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডরা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন এবং দৈনন্দিন কাজে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত থাকেন যার ফলে লেনিনবাদের বলতে গেলে খুঁটিনাটি বিষয়ে ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করার পথে বাধা সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয়তঃ, 'পাঠকদের' ওপর অবশ্যই কিছু ছেড়ে দিতে হবে—যাঁরা মোটের ওপর লেনিনের রচনাবলীর ভাসাভাসা **পাঠাভ্যাস** থেকে লেনিনবাদের গভীর **অনুশীলনে** নিজেদের এগিয়ে নেবেন। আর এটা বলতেই হবে যে 'পাঠক' যদি লেনিনবাদের গভীর অনুশীলন না করেন তাহলে আপনার অভিযোগের মতো অভিযোগ ও 'ভুল বোঝাবুঝি' সব সময়ই দেখা দেবে।

যেমন আমাদের রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্নটি ধরুন। এটা সুস্পষ্ট যে উভয়তঃ শ্রেণী-চরিত্রে এবং কর্মসূচীতে, প্রধান প্রধান কর্তব্যে, কার্যকলাপে, ক্রিয়া-কলাপে আমাদের রাষ্ট্র হল সর্বহারার রাষ্ট্র, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র—অবশ্যই কিছু 'আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতি' সহ। লেনিনের সংজ্ঞা স্মরণ করুন:

> 'শ্রমিকদের রাষ্ট্র হল একটি বিমূর্ত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শ্রমিক রাষ্ট্রের বিশেষত্ব হল আমাদের দেশের জনসমষ্টিতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্য নেই, কৃষকদের প্রাধান্য; এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতি রয়েছে' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৯১)।

মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও আমাদের অন্যান্য কিছু বিরোধীরা কেবলমাত্র এ বিষয়ে সন্দিহান। লেনিন বারবার ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদেররাষ্ট্র হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল একটি শ্রেণীর শাসন, শ্রমিকশ্রেণীর শাসন। দীর্ঘকাল ধরেই এ সমস্ত জানা। তা সত্ত্বেও বহু 'পাঠক' আছেন যাঁদের এখনো লেনিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে কারণ তিনি কখনো-সখনো আমাদের রাষ্ট্রকে শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র বলেছেন, যদিও এটা বোঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয় যে এর দ্বারা লেনিন আমাদের রাষ্ট্রের শ্রেণী-প্রকৃতির সূত্রায়ণ করেননি, কিন্তু এর সর্বহারা চরিত্র অস্বীকারও কম করেছেন, তাঁর চিন্তায় যা ছিল তা হল সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বহারা চরিত্র

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধান অংশের মধ্যে মিলনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে এবং তার ফলে সোভিয়েত সরকারের নীতি এই মিলন শক্তিশালী করার দিকে অবশ্যই পরিচালিত হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: ২২শ খণ্ড, পৃ: ১৭৪ ; ২৫শ খণ্ড, পৃ: ৫০ ও ৮০ ; ২৬শ খণ্ড, পৃ: ৪০, ৬৭, ২০৭, ২১৬, এবং ২৭শ খণ্ড, পৃ: ৪৭। এই সমস্ত রচনা এবং আরও অন্যত্র লেনিন আমাদের রাষ্ট্রকে **'শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র'** বলে বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে লেনিন আমাদের রাষ্ট্রের শ্রেণী-প্রকৃতি বর্ণনা করেননি বরং আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশের পরিস্থিতিতে আমাদের রাষ্ট্রের সর্বহারা চরিত্র ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য থেকে অনুসৃত এই মিলনকে শক্তিশালী করার নীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন—এ বিষয় না বোঝা বিস্ময়কর ব্যাপার। এই বিশেষ ও সীমাবদ্ধ অর্থে এবং **একমাত্র এই অর্থেই,** বলা যেতে পারে যে আমাদের রাষ্ট্র হল শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র', আর লেনিন তাঁর রচনার উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে তাই বলেছেন।

আমাদের রাষ্ট্রের শ্রেণী-প্রকৃতি সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে লেনিন আমাদের অত্যন্ত সঠিক সূত্র দিয়েছেন যার ভুল অর্থ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, যেমন: প্রধানতঃ কৃষক অধ্যুষিত দেশে আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতিসহ শ্রমিকদের রাষ্ট্র। এটা স্পষ্ট বলে ধরা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু 'পাঠক' আছেন যাঁরা শুধু শব্দগুলিকে 'পাঠ' করতে সমর্থ কিন্তু কি পড়ছেন তা বুঝতে অরাজী, তাঁরা অভিযোগ করেই আসছেন যে আমাদের রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে লেনিন তাঁদের 'বিভ্রান্ত' করেছেন এবং তাঁর 'শিষ্যরা' এই 'বিভ্রান্তি' থেকে 'মুক্ত' করতে অস্বীকার করছেন। এ বেশ মজার।...

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন 'ভুল বোঝাবুঝিগুলি' দূর করা যেতে পারে কিভাবে ?

আমার মতে একটিই মাত্র পথ আছে, তা হল লেনিনের রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন উধৃতিসমূহ নয়, তাঁর রচনাবলীর সারাংশ পাঠ করা এবং গুরুত্ব সহকারে, অভিনিবেশ সহকারে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পাঠ করা।

আর কোন পথ আমি দেখছি না।

'বলশেভিক', সংখ্যা ৬
১৫ই মার্চ, ১৯২৭

শিনকেভিচের কাছে চিঠি

উত্তর দিতে বিলম্ব হল বলে ক্ষমা চাইছি।

(১) ভদ্‌কার বিরুদ্ধে লেনিন যা বলেছেন আপনি সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য: ২৬শ ও ২৭শ খণ্ড[৪২])। অবশ্যই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিন যা বলেছেন সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এবং ভদ্‌কা চালু করতে যদি সম্মতও হয় তাহলেও তা হবে ১৯২২ সালে দেওয়া লেনিনের সম্মতি অনুসারে।

আমাদের পক্ষে কিছু আত্মত্যাগ করে ঋণের প্রশ্নে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আমরা পৌঁছাতে পারি এবং মোটারকমের ঋণ বা মোটা-রকমের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পেতে পারি—লেনিন এই চিন্তাকে বাতিল করে দেননি। জেনোয়া সম্মেলনের সময় তিনি এই চিন্তাই করেছিলেন।[৪৩] এই ধরনের ব্যবস্থা যদি হতো তাহলে অবশ্য ভদ্‌কা চালু করার প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু যেহেতু এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি এবং শিল্পের জন্য আমাদের অর্থ ছিল না, আর ন্যূনতম কিছু তহবিল ছাড়া আমাদের শিল্পের কোন সন্তোষজনক অগ্রগতির কথা ভাবতে পারছিলাম না, আর যেহেতু শিল্পের অগ্রগতির ওপর আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি নির্ভরশীল, সেহেতু লেনিন সহ আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে ভদ্‌কা চালু করতে হবে।

কোন্‌টা ভাল ছিল: বিদেশী পুঁজির কাছে দাসত্ব অথবা ভদ্‌কা চালু করা?—এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন আমরা হয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভদ্‌কার সপক্ষেই সিদ্ধান্ত করি কারণ আমরা বিবেচনা করেছিলাম, আর এখনো করি, যে যদি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিজয়ের স্বার্থে আমাদের হাত সামান্য কলংকিত করতেই হয় তাহলে আমাদের লক্ষ্যের স্বার্থে এই চূড়ান্ত সুবিধাজনক পথের আশ্রয় আমাদের নেওয়া উচিত।

প্রশ্নটি ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য আসে। কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু কিছু সদস্য আমাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল কোথা থেকে আসতে পারে সেই উৎস নির্দেশ না করেই ভদ্‌কা চালু করার বিরোধিতা করেন। এর উত্তরে আমাকে নিয়ে

সাতজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিবৃতি পেশ করেন :

'১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে এবং ঐ বছরেরই শরৎকালে (সেপ্টেম্বর) আমাদের প্রত্যেক্যের কাছে কমরেড লেনিন বারবার বলেছিলেন যে যেহেতু বাইরে থেকে (জেনোয়া সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য) ঋণ প্রাপ্তির কোন আশা নেই সেহেতু ভদ্‌কা একচেটিয়া ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন হবে এবং অর্থ সঞ্চালন বজায় রাখা ও শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ন্যূনতম তহবিল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এর প্রয়োজন। যেহেতু কিছু কমরেড এই বিষয়ে লেনিনের পূর্বেকার বিবৃতিসমূহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেহেতু এই বিবৃতি দেওয়া আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করলাম।'

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ রাজনৈতিক অধিবেশন ভদ্‌কা একচেটিয়া ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(২) 'চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার' আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে আমার মত হল, আপনার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমি প্রস্তুত এবং আপনার কাজে লাগে এমন বিষয়াবলীর ওপর লেখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আমার উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু উত্তর আমি অবশ্যই দেব।

কমিউনিস্টসুলভ অভিনন্দনসহ,

২০শে মার্চ, ১৯২৭

জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

সারা-রুশ লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চম সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ[৪৪]

২৯শে মার্চ, ১৯২৭

কমরেডগণ, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাবার অনুমতি দিন। (**হর্ষধ্বনি।**)

আমাদের দেশের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী যুবকদের সংগঠিত করা ও রাজনীতিগতভাবে শিক্ষিত করে তোলার কঠিন কাজে আপনাদের সাফল্য কামনা করার অনুমতি দিন।

যুব কমিউনিস্ট লীগ সর্বদাই আমাদের সংগ্রামীদের সামনের সারিতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। আশা করি সমাজতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে বহন করে ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যুব কমিউনিস্ট লীগ সামনের সারিতে তার অবস্থান বজায় রাখবে। (**হর্ষধ্বনি।**)

এবং এখন এই অভিবাদনের পর দুটি প্রশ্ন আলোচনায় প্রবেশ করার অনুমতি আমাকে দিন যা এইমাত্র আপনাদের যুব কমিউনিস্ট লীগের কয়েকজন কমরেড আমার কাছে উত্থাপন করেছেন।

প্রথম প্রশ্নটি আমাদের শিল্পনীতি সম্পর্কে। বলতে গেলে এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। দ্বিতীয় প্রশ্নটি নানকিঙের ঘটনাবলী সম্পর্কে।[৪৫] স্বভাবতঃই বিষয়টি বিদেশ সংক্রান্ত।

কমরেডগণ, আমাদের শিল্পকে যে মূল নীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, যে মূল নীতি তার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি অবশ্যই নির্ধারণ করবে তা হল শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা এবং উৎপাদিত জিনিসের পাইকারী মূল্য ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা। আমাদের শিল্পকে যদি উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয়, যদি কৃষিব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দিতে হয় এবং যদি আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদকে শক্তিশালী ও প্রশস্ত করতে হয় তাহলে এই মহাপথ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

এই নীতির উৎস কি?

কি সেই যুক্তিগুলি যা এই নীতিকে প্রয়োজনীয় ও যথার্থ করে তুলেছে?

কমপক্ষে চারটি মূল যুক্তি রয়েছে যা এই নীতিকে নির্ধারণ করেছে।

প্রথম যুক্তি হল, উচ্চ মূল্যের ওপর নির্ভরশীল কোন শিল্প প্রকৃত শিল্প নয় বা হতে পারে না, কারণ তা অনিবার্যভাবেই উঞ্চকক্ষ প্রকল্পে অবনমিত হয় যার কোন সম্ভাবনা নেই বা থাকে না। একমাত্র সেই শিল্প যা ধাপে ধাপে পণ্যের মূল্য কমিয়ে আনে, যা উৎপাদন ব্যয়ের ক্রমহ্রাসের ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ একমাত্র সেই শিল্প যা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন পদ্ধতি, কারিগরি যন্ত্রপাতি, এবং শ্রম সংগঠন ও তার ব্যবস্থাপনার গঠন ও কার্যপদ্ধতি উন্নত করে তোলে—আমাদের সেই শিল্পই প্রয়োজন, আর তা-ই একমাত্র বিকশিত হতে পারে ও শ্রমিকশ্রেণীর পরিপূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত করতে পারে।

দ্বিতীয় যুক্তি হল আমাদের শিল্প আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক বাজারে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আমরা পারি না, বাস্তবিকপক্ষে আমরা অসমর্থ। আভ্যন্তরীণ বাজারই হল আমাদের শিল্পের প্রধান বাজার। তাই এ থেকে অনুসৃত হয় যে আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজার, তার সামর্থ্য, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা যতখানি পর্যন্ত উন্নত ও প্রসারিত হবে ততখানি পর্যন্তই একমাত্র আমাদের শিল্প বিকশিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার, তার সামর্থ্যের বিস্তার কিসের ওপর নির্ভরশীল? অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যমানের ক্রম হ্রাসের ওপর তা নির্ভর করে অর্থাৎ আমাদের শিল্পের অগ্রগতির সেই মূল নীতির ওপর যার আলোচনা আমি ইতিমধ্যেই করেছি।

তৃতীয় যুক্তি হল, যদি উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যমান হ্রাস করা না যায়, যদি উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত শস্তা না করে তোলা যায় তাহলে শ্রমিকদের মজুরী আরও বৃদ্ধি করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ, শ্রমিকরাই উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ভোক্তা, সেদিক থেকে প্রকৃত মজুরী রক্ষা ও বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে জিনিসের মূল্য হ্রাস করা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হয়ে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাসের ওপর শহরগুলিতে প্রধানতঃ শ্রমিকদের দ্বারা ব্যবহৃত কৃষি উৎপাদনের মূল্যমানের স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল, যা প্রকৃত মজুরী রক্ষা ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধাপে ধাপে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা থেকে আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি বিরত থাকতে পারে? না, তা পারে না। অতএব, এ থেকে এই দাঁড়ায় যে শ্রমিক-

শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির একান্ত প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তের মধ্যে অন্যতম হল উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ধাপে ধাপে মূল্য হ্রাস।

চতুর্থ ও শেষ যুক্তি হল, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যদি হ্রাস করা না যায় তাহলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে, শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে মৈত্রী রক্ষা করতে আমরা পারব না যা হল আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তি। আপনারা জানেন যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য কৃষকদের বড় বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের এটা একটা কারণ এবং কৃষির অগ্রগতির পথে এটা যে একটা বাধা তাও আপনারা জানেন। আর এ থেকে কি দাঁড়াচ্ছে? একমাত্র এই সিদ্ধান্তই দাঁড়াচ্ছে যে যদি আমরা সত্যসত্যই এই মৈত্রী, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রী রক্ষা করতে চাই এবং কৃষির উন্নতি ঘটাতে চাই তাহলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার নীতি আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

শিল্প উৎপাদনের খরচ কমানো ও পণ্যের পাইকারী মূল্য হ্রাস করার নীতি কার্যকরী ও সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত করতে গেলে কি প্রয়োজন? এর জন্য একান্ত প্রয়োজন হল উৎপাদনের প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ঘটানো, কলকারখানায় শ্রম-সংগঠনের আমূল উন্নয়ন, সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সরলীকরণ ও আমূল পরিবর্তন এবং এই কাঠামোর মধ্যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম। একেই আমরা বলি উৎপাদন ও অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার সামাজিক বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন। আমাদের শিল্প অগ্রগতির এমন এক স্তরে প্রবেশ করেছে যখন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমান্বয় ব্যয় সংকোচ অসম্ভব হয়ে পড়বে, যদি না নতুন ও উন্নততর শ্রম-সংগঠন কায়েম করা যায়, যদি না আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সরলীকৃত ও আরও সস্তা করা যায়। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি ও উৎপাদিত বস্তুর মূল্যমান হ্রাসের উদ্দেশ্যেই যে এইসব আমাদের প্রয়োজন তাই নয়, এটা আরও প্রয়োজন এই কারণে যে এর ফলশ্রুত অর্থনীতি আমাদের শিল্পের আরও অগ্রগতি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। এই কারণেই উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সামাজিক বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন আমাদের প্রয়োজন।

অতএব আমরা এই সূত্রমালা পেলাম যে: যদি না আমরা ক্রমান্বয়ে শিল্প উৎপাদন ব্যয় ও পাইকারী মূল্য হ্রাস করতে পারি তাহলে শিল্পের আরও

অগ্রগতি ঘটাতে আমরা সক্ষম হব না ; কিন্তু উৎপাদিত বস্তুর মূল্য হ্রাস করা অসম্ভব যদি না নতুন নতুন কারিগরী যন্ত্রপাতি, নতুন ধরনের শ্রম-সংগঠন নতুন সরলীকৃত ব্যবস্থাপক-পদ্ধতি চালু করতে পারি। তাই উৎপাদন ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার সামাজিক বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের প্রশ্নটি আজকের দিনে চূড়ান্ত নির্ধারক প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এ কারণেই আমি মনে করি যে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার[৪৬] বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের ওপর আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি আমাদের পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা আমাদের আশু ভবিষ্যতের শিল্পনীতি নির্ধারণ করছে।

বলা হয়ে থাকে যে, বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের ফলে যুবকসহ শ্রমিকদের কোন কোন অংশের সাময়িক আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। কমরেডগণ, এটা সত্য।

আমাদের বিপ্লবের ইতিহাস বলছে যে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যার ফলে আমাদের দেশের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর কোন-না-কোন একক অংশকে কিছুটা আত্মত্যাগ করতে হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহযুদ্ধের কথা ধরা যাক, যদিও বর্তমানের এই সামান্য ত্যাগের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সময়ের সাংঘাতিক ত্যাগের কোন তুলনা চলে না। আপনারা দেখছেন যে ত্যাগ স্বীকারের জন্য সুদসহ ক্ষতিপূরণ আমরা ইতিমধ্যেই ঘটাতে পেরেছি।

আশু ভবিষ্যতে বর্তমানের সামান্য ত্যাগগুলির যে তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিপূরণ ঘটবে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই আমি মনে করি সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কিছু কিছু সাধারণ ত্যাগ স্বীকার করতে আমাদের দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

যুব কমিউনিস্ট লীগ সবসময়ই আমাদের সংগ্রামীদের সামনের সারিতে থেকেছে। আমাদের বৈপ্লবিক জীবনের অগ্রগতির কোন পর্যায়ে তারা পিছিয়ে ছিল এমন কোন ঘটনা আমার জানা নেই। এখনো আমার কোন সন্দেহ নেই যে সামাজিক বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন কার্যকরী করতে যুব কমিউনিস্ট লীগ তার যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। (**হাততালি।**)

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ নানকিঙ ঘটনাবলীর আলোচনায় যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি মনে করি নানকিঙের ঘটনাবলী আমাদের কাছে আকস্মিক বলে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। সাম্রাজ্যবাদ হিংসা ও দস্যুতা, রক্তপাত ও গুলি-বর্ষণ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এটাই হল সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র। অতএব

নানকিঙের ঘটনাবলী আমাদের কাছে আকস্মিক কিছু নয়।

নানকিঙ ঘটনাবলী কি নির্দেশ করছে ?

এর রাজনৈতিক তাৎপর্য কি ?

সেগুলি সাম্রাজ্যবাদের কৌশলের পরিবর্তন, চীনের জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শান্তির পরিবর্তে সশস্ত্র যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ সূচিত করছে।

নানকিঙ ঘটনাবলীর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ 'সভ্যতা' ও 'মানবিকতাবাদ', জাতি-সংঘ ইত্যাদি মুখোস পরে শান্তি ও অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মধুর কথাবার্তার আড়ালে নিজের উদ্দেশ্যকে গোপন করতে সচেষ্ট ছিল। নানকিঙ ঘটনাবলীর পর সাম্রাজ্যবাদ তার মধুর মধুর বুলি, অনাগ্রাসনের কথাবার্তা, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য মুখোস বাতিল করে দিয়েছে। নতুন সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত নগ্নতা নিয়ে লুঠেরা ও নিপীড়নকারীর ঘোষিত মূর্তি নিয়ে সমগ্র বিশ্বের সামনে নিজেকে প্রকাশ্যভাবে দাঁড় করিয়েছে।

বুর্জোয়া শান্তিবাদ আরেকটি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বনকুর, ব্রেৎশিদস্ প্রমুখের মতো সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদের গুণগানকারীরা যে নানকিঙের অধিবাসীদের ওপর গণহত্যার **ঘটনার** বিরুদ্ধতা করলেন তা ভুয়া শান্তিবাদী **কথাবার্তা** ছাড়া আর কিসের জন্য ?

জাতিসংঘের গালে আরেকটি চপেটাঘাত পড়েছে। জাতিসংঘের একটি সদস্যজাতির নাগরিকদের ওপর আরেকটি সদস্যজাতি গণহত্যা চালাল অথচ জাতিসংঘ নীরব থাকতে বাধ্য হল এবং বিষয়টি যেন তার বিবেচ্য নয় এমন ভাব দেখাল—এ ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়রা ছাড়া 'স্বাভাবিক' বলে গ্রহণ করতে কে পারে ?

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন সাংহাইতে সৈন্য পাঠিয়েছিল সেটা যে চীনের জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের পূর্বসূচনা ছিল আমাদের পার্টির সেই মূল্যায়ন আজ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'কথাকে' 'কাজে' পরিণত করার জন্যই যে সাংহাইতে সৈন্য প্রেরণ করার প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদের হয়েছিল এখন যাঁরা এই সত্য লক্ষ্য করবেন না তাঁরা অবশ্যই অন্ধ।

নানকিঙ ঘটনাবলীর এই হল তাৎপর্য।

নানকিঙ জুয়াখেলার ঝুঁকি নেওয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

এটা সম্ভব যে নিজেদের মুখোস খুলে ফেলে ও নানকিঙে গোলন্দাজবাহিনী

নামিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে, সমস্ত দেশে বিকাশমান বিপ্লবী সংগ্রাম নিঃশেষ করে দিতে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্বেকার বিশ্ব ধনতন্ত্রের আনুপাতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই চালাতে চেয়েছিল।

আমরা জানি ধনতন্ত্র দুরারোগ্য ক্ষত নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

আমরা জানি যে দশ বছর আগে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক ও কৃষকরা পুঁজির শিবির ভেঙে দিয়েছে এবং সেখানে এক দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

আমরা এও জানি যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ উপনিবেশগুলিতে এবং নির্ভরশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করছি যে অক্টোবর বিপ্লবের দশ বছর পরে চীনের শ্রমিক ও কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভাঙন সৃষ্টি করতে শুরু করেছে এবং এটা ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই যে তাঁরা চূড়ান্তভাবে তা ভাঙতে পারবে না।

তাহলে এটা হতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদীরা এ সমস্ত কিছুকে এক আঘাতে মুছে ফেলতে এবং ইতিহাসের এক 'নতুন পাতার' সূচনা করতে চেয়েছিল। প্রকৃতই যদি তারা তাই চেয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে তারা সীমা-রেখাটি হারিয়ে ফেলেছে। কারণ কেউ যদি ভাবেন যে গোলন্দাজবাহিনীর নিয়ম ইতিহাসের নিয়মের চেয়ে শক্তিশালী, নানকিঙে গুলি চালিয়ে ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব তাহলে তার ভীমরতি ঘটেছে।

এটা সম্ভব যে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন নানকিঙে গোলাবর্ষণ করেছিল তখন তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত অন্যান্য দেশের নিপীড়িত জনগণকে সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছিল, যেন বলতে চেয়েছিল : নানকিঙের ঘটনা তোমাদের ভালর জন্যই। কমরেডগণ, এই অনুমানকে বাদ দেওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে সন্ত্রস্ত করার নীতির 'দৃষ্টান্ত' আছে। কিন্তু এই নীতি এখন অনুপযুক্ত এবং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এই নীতি তার উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে না। রুশ জারতন্ত্র তার সময়ে এই নীতি 'সাফল্যের সঙ্গে' প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছিল? আপনারা জানেন জারতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মাধ্যমে তার শেষ পরিণতি হয়েছিল।

সবশেষে, এও সম্ভব যে নানকিঙে গোলাবর্ষণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা চীন বিপ্লবের মর্মমূলে আঘাত করতে এবং অসম্ভব করে তুলতে চেয়েছিল, প্রথমতঃ,

দক্ষিণ চীনা বাহিনীর আরও অগ্রগতি ও চীনের ঐক্য বিধান ; এবং দ্বিতীয়তঃ, হ্যাংকাউতে অনুষ্ঠিত সুযোগ-সুবিধার আলোচনার শর্তাবলী কার্যকরী করা। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বোধহয় সম্পূর্ণ সম্ভবপর। সাম্রাজ্যবাদীরা ঐক্যবদ্ধ চীন চায় না এবং 'আরও কার্যকরীভাবে চক্রান্ত করার' উদ্দেশ্যে দুটি চীন যে তাদের পছন্দ তা একাধিকবার পুঁজিবাদী সংবাদপত্রে অসতর্কভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে। সাংহাই ও অন্যান্য চুক্তি সম্পর্কে বলতে গেলে সন্দেহের খুব কমই অবকাশ থাকে যে বহু সাম্রাজ্যবাদী হ্যাংকাউতে গৃহীত ও সমর্থিত চুক্তিগুলি সম্পর্কে 'সহানুভূতিশীল নয়'। আর তাই নানকিঙের ওপর বোমাবর্ষণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা স্পষ্টতঃই জানাতে চেয়েছে যে ভবিষ্যতে জাতীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তারা চাপের কাছে এবং গোলন্দাজবাহিনীর গোলা-বর্ষণের সহযোগে করতে ইচ্ছুক। বাস্তবিকপক্ষে এই হল সাম্রাজ্যবাদীদের সুমধুর রুচি। রাক্ষসদের সঙ্গীতের এই অদ্ভুত মধুর আঘাত এমন ধরনের যে আপাতঃ দৃষ্টিতে তা সাম্রাজ্যবাদীদের বিচলিত করে না।...

তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবে কিনা আশু ভবিষ্যতেই তা দেখা যাবে। যাহোক, এটা লক্ষ্য করতে হবে যে এ পর্যন্ত তারা একটিমাত্র জিনিসে সমর্থ হয়েছে, তা হল চীনের জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ঘৃণা তীব্র হয়েছে, কুওমিনতাঙের শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে[৪৭], চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম আরও বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

এ পর্যন্ত ফলাফল যা আশা করা হয়েছিল তার বিপরীতই হয়েছে—এ বিষয়ে সন্দেহের খুব কমই অবকাশ আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নানকিঙে বোমাবর্ষণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল এক জিনিস, আর বাস্তবে হয়েছে অন্যটি, বরং তারা যার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল তার বিপরীতটাই ঘটেছে।

নানকিঙ ঘটনাবলীর এই হল ফলশ্রুতি ও পরিপ্রেক্ষিত।

রক্ষণশীল শিবিরের নির্বোধ লোকগুলির এই হল নীতি।

বিনা কারণে বলা হয় না যে : ঈশ্বর যাদের ধ্বংস করতে চায় তারা প্রথমে পাগল হয়ে যায়। (**বিপুল ও দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ৭২

৩১শে মার্চ, ১৯২৭

উত্তর দিতে খুবই বিলম্ব হল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

(১) ১৯১২ সালে লেনিন সান ইয়াৎ-সেন সম্পর্কে যে সমালোচনা[৪৮] রেখেছিলেন তা অবশ্যই এখনো পুরানো হয়ে যায়নি এবং তার ন্যায্যতা এখনো রয়েছে। কিন্তু এই সমালোচনা ছিল পুরানো দিনের সান ইয়াৎ-সেন সম্পর্কে। সান ইয়াৎ-সেন অবশ্য একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বিশ্বে যেমন প্রত্যেকটি জিনিসের অগ্রগতি ঘটছে তেমনি তাঁরও উন্নতি হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের পর, বিশেষতঃ ১৯২০-২১ সালে, সান ইয়াৎ-সেন সম্পর্কে লেনিনের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল, প্রধানতঃ এই কারণে যে সান ইয়াৎ-সেন চীনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিলেন এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করেছিলেন। লেনিন ও সান ইয়াৎ-সেনের মতবাদ সম্পর্কে কথা বলার সময় এই পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে। এর অর্থ কি এই যে সান ইয়াৎ-সেন একজন কমিউনিস্ট ছিলেন? না, তা নয়। সান ইয়াৎ-সেনের মতবাদ ও সাম্যবাদের (মার্কসবাদ) মধ্যে পার্থক্য রয়েই গেছে। তা সত্ত্বেও যদি চীনের কমিউনিস্টরা একটি পার্টি, কুওমিনতাঙ পার্টির মধ্যে কুওমিনতাঙবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে তা এই কারণে যে সান ইয়াৎ-সেনের তিনটি নীতি—গণতন্ত্র, জাতীয়তা, সমাজ-তন্ত্র—চীনের বিপ্লবের অগ্রগতির বর্তমান স্তরে কুওমিনতাঙ পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট ও সান ইয়াৎ-সেনপন্থীদের একযোগে কাজ করার সম্পূর্ণ গ্রহণ-যোগ্য এক ভিত্তি রচনা করেছে।

একসময় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়াও ছিল, তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা একটি পার্টির মধ্যে ছিল না—এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লক্ষ্য করার বিষয়টি হল এই যে সে-সময় রাশিয়া জাতিগতভাবে নিপীড়িত দেশ ছিল না (অন্যান্য জাতিকে নিপীড়ন করার ক্ষেত্রেও সে স্পৃহাহীন ছিল না), যার ফলে রাশিয়ায় তখন দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে এক শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করার মতো কোন শক্তিশালী জাতীয় উপাদান ছিল না; পক্ষান্তরে, বর্তমানের চীনে জাতীয় উপাদানের অস্তিত্বই যে রয়েছে শুধু তাই নয় সেটাই হল কুওমিনতাঙের অভ্যন্তরে চীনের বিপ্লবী

শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারণে প্রাধান্যবিস্তারী উপাদান (সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম)।

(২) চতুর্দশ কংগ্রেসে আমার রিপোর্টে,[৪৯] বিশেষ করে 'চীনের ক্ষতি করে' 'জাপানকে ছাড় দেওয়া' সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি। কমরেড চুগুনভ, সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়! আমি যা কিছু বলেছিলাম তা জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে। আর কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অর্থ কি? এর অর্থ হল জাপানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তির নীতিতে দাঁড়িয়ে আছি।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের অস্পষ্ট নীতি সম্পর্কে বলতে গেলে, এর অস্পষ্টতা এত স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত যে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

কমিউনিস্টসুলভ অভিনন্দনসহ,

৯ই এপ্রিল, ১৯২৭ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

কৃষকদের প্রশ্নে পার্টির তিনটি মুখ্য শ্লোগান

(ইয়ান—স্কির চিঠির উত্তরে)

যথাসময়েই অবশ্য আপনার চিঠি পেয়েছিলাম। কিছু বিলম্বে উত্তর দিচ্ছি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

(১) লেনিন বলছেন যে, **'প্রতিটি বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন'** (২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪২)। কোন্ শ্রেণী বা কোন্ শ্রেণীগুলির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত; কোন্ শ্রেণী বা কোন্ শ্রেণীগুলিকে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে; কোন্ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি ক্ষমতা দখল করবে—এটাই হল 'প্রতিটি বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন।'

বিপ্লবের একটি বিশেষ স্তরের সমগ্র পর্যায়ে কার্যকরী থাকে পার্টির এমন মুখ্য রণনীতিগত শ্লোগানগুলিকে মৌলিক শ্লোগানরূপে অভিহিত করা যায় না, যদি না সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে লেনিনের এই প্রধান তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

মুখ্য শ্লোগানগুলি একমাত্র তখনই সঠিক হতে পারে যদি সেগুলি শ্রেণী-শক্তিসমূহের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা-নির্ভর হয়, যদি সেগুলি শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সঠিক কৌশল প্রয়োগের নির্দেশ দেয়, যদি সেগুলি বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের ময়দানে, নতুন শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জনগণকে সামিল করতে সাহায্য করে; যদি সেগুলি এই কর্তব্য সমাধা করার উদ্দেশ্যে জনগণের ব্যাপকতম অংশ থেকে একান্ত আবশ্যকীয় বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক বাহিনী গড়ে তুলতে পার্টিকে সাহায্য করে।

বিপ্লবের কোন একটি বিশেষ স্তরে পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ, ব্যর্থতা ও কৌশলগত ভ্রান্তি ঘটতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মুখ্য রণনীতিগত শ্লোগান ভুল। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের বিপ্লবের **প্রথম** স্তরে—'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিরপেক্ষ রেখে জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের ঐক্যের'—মুখ্য শ্লোগানটি ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের ঘটনা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

অতএব, পার্টির মুখ্য শ্লোগানের প্রশ্নটিকে বিপ্লবের গতিধারার একটি বিশেষ

স্তরের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অবশ্যই ঠিক নয়।

এমন হতে পারে যে বিপ্লবের গতিপথে পার্টির মুখ্য শ্লোগান পুরানো শ্রেণীগুলি বা পুরানো শ্রেণীর ক্ষমতাকে উৎখাত করার নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু সেই শ্লোগান থেকে উদ্ভূত বিপ্লবের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দাবি অর্জিত হয়নি বা সেগুলির অর্জন সমগ্র স্তরের সময়কালের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে বা সেগুলি অর্জনের জন্য একটি নতুন বিপ্লব প্রয়োজন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মুখ্য শ্লোগানটি ভুল ছিল। যেমন, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব জারতন্ত্র ও জমিদারদের উৎখাত করেছিল কিন্তু জমিদারদের জমি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করার দিকে যেতে পারেনি; কিন্তু তার দ্বারা এটা বোঝায় না যে বিপ্লবের প্রথম স্তরে আমাদের মুখ্য শ্লোগান ভুল ছিল।

কিংবা আরেকটি দৃষ্টান্ত: অক্টোবর বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই (ক) সাধারণভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করা এবং (খ) বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করার পথে এগিয়ে যেতে পারেনি, বরং এক নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে পরিব্যাপ্ত ছিল; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে আমাদের মুখ্য শ্লোগান—'শ্রমিকশ্রেণীর শাসনক্ষমতার জন্য মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ রেখে গরিব চাষীকে সঙ্গে নিয়ে শহর ও গ্রামে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অভিযান'—ভুল ছিল।

সুতরাং, পার্টির মুখ্য শ্লোগানের প্রশ্নটিকে সেই শ্লোগান থেকে উদ্ভূত বিশেষ দাবি অর্জনের সময় ও পদ্ধতির প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

এই কারণেই আমাদের পার্টির রণনীতিগত শ্লোগানগুলিকে কোন একটি পর্যায়ের বিপ্লবী আন্দোলনের সাময়িক সাফল্য বা পরাজয়ের দৃষ্টিকোণ দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত নয়; ঐ শ্লোগানগুলি থেকে উদ্ভূত কোন বিশেষ দাবি অর্জনের সময় বা পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে মূল্যায়ন করা তো উচিত নয়ই। শ্রেণীশক্তিগুলি মার্কসবাদী বিশ্লেষণ এবং বিপ্লবের বিজয়ের জন্য, নতুন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শক্তিগুলির সঠিক ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র পার্টির রণনীতিগত শ্লোগানগুলির মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত প্রশ্নটি দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া বা বুঝতে না পারার মধ্যে আপনার ভ্রান্তি নিহিত রয়েছে।

(২) আপনার চিঠিতে আপনি লিখেছেন :

'কেবলমাত্র অক্টোবর পর্যন্ত সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা মৈত্রীবদ্ধ ছিলাম এ কথা জোর দিয়ে বলা কি সঠিক? না, তা সঠিক নয়। "সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী" এই শ্লোগানটি অক্টোবরের আগে, **অক্টোবরের সময়ে এবং অক্টোবরের পরে প্রথম পর্যায়ে** কার্যকরী ছিল, কেননা সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ই বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহী ছিল।'

অতএব, এই উধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিপ্লবের **প্রথম** স্তরে (১৯০৫ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭) যখন কর্তব্য ছিল জার ও জমিদারদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা তখনকার রণনীতিগত শ্লোগানের সঙ্গে বিপ্লবের **দ্বিতীয়** স্তরের (ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ থেকে অক্টোবর ১৯১৭) রণনীতিগত শ্লোগানের কোন **পার্থক্য ছিল না,** যখন কর্তব্য ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ফলশ্রুতি হল, আপনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কোন পার্থক্য অস্বীকার করছেন। আপনি এই ভুল করছেন কারণ, স্পষ্টতঃই, আপনি এই সহজ বিষয়টি বুঝতে অস্বীকার করছেন যে একটি রণনীতিগত শ্লোগানের মৌলিক বিষয়বস্তু হল বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন, **কোন্** শ্রেণীকে উৎখাত করা হচ্ছে এবং **কোন্** শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে সেই প্রশ্ন। এই প্রশ্নে আপনি যে সম্পূর্ণ ভুল তা প্রমাণের সামান্যই অপেক্ষা রাখে।

আপনি বলেছেন যে অক্টোবরে এবং অক্টোবরের পরে প্রথম স্তরে **'সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী' এই শ্লোগানের প্রয়োগ আমরা করেছিলাম, যেহেতু সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে উৎসাহী ছিল। কিন্তু আপনাকে কে বলেছে যে অক্টোবর অভ্যুত্থান এবং অক্টোবর বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বা এটাকেই প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল? এ আপনি কোথা থেকে পেলেন? বুর্জোয়া বিপ্লবের কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উৎখাত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার কাজ সফল করা কি সম্ভব? শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

অর্জন করার অর্থ কি বুর্জোয়া বিপ্লবের কাঠামোকে অতিক্রম করা নয় ?

এটা কি করে জোরের সঙ্গে বলা যায় যে কুলাকরা (যারা অবশ্যই কৃষকও বটে) বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎখাত ও শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সমর্থন করতে পারে ?

এই ঘটনা কেমন করে অস্বীকার করা যায় যে ভূমির রাষ্ট্রীয়করণ, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান, ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি আইন, যদিও একে সমাজতান্ত্রিক আইন বলা যায় না, কুলাকদের সঙ্গে মৈত্রী-বদ্ধভাবে নয়, বরং তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়েছিল ?

কেমন করে বলা যায় যে কলকারখানা, রেলপথ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মালিকানা দখলমূলক সোভিয়েত সরকারের আইনগুলি বা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর শ্লোগানকে কুলাকরা (যারা কৃষকও বটে) সমর্থন করতে পারে ?

এই সমস্ত ও এইজাতীয় কাজগুলি নয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎখাত ও শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, বরং বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করাই অক্টোবরের সময়ে **প্রধান** বিষয় ছিল—এ কথা কেমন করে বলা যেতে পারে ?

কেউই অস্বীকার করে না যে অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করা, অক্টোবর বিপ্লব ছাড়া তা সম্পন্ন হতে পারত না, যেমন বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হওয়া ব্যতীত অক্টোবর বিপ্লকেই সংহত করা সম্ভব ছিল না ; আর যেহেতু অক্টোবর বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল সেহেতু সমস্ত কৃষকদের সহানুভূতি অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি আকর্ষিত হতে বাধ্য। এ সমস্তই অনস্বীকার্য। কিন্তু এ সমস্তের ভিত্তিতে কেমন করে বলা যায় যে অক্টোবর বিপ্লবের গতিপথে বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিসমাপ্তি একটি **গৌণ ফল** নয় বরং তার **মূল** বা **মুখ্য** লক্ষ্য ? আপনার মতানুসারে তাহলে অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য কি এইগুলি—বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিবর্তিত করা, পুঁজিবাদীদের সম্পত্তি বেদখল করা ইত্যাদি ?

আর রণনীতিগত শ্লোগানের প্রধান বিষয় যদি প্রতিটি বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হয় অর্থাৎ একটি শ্রেণীর হাত থেকে অপর একটি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বোঝায় তাহলে এ থেকে এটা কি স্পষ্ট হয় না যে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-

ক্ষমতার দ্বারা বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তির প্রশ্নটিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎখাত ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা অর্জনের প্রশ্নের সঙ্গে অর্থাৎ বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের রণনীতিগত শ্লোগানের মুখ্য বিষয়ের প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অবশ্যই যায় না?

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বৃহত্তম সাফল্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল এই যে এর দ্বারা বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং মধ্যযুগের সমস্ত কলুষ দূরীভূত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ ও প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্ব রয়েছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে[৫০] মার্কস যে কৃষক যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সংমিশ্রণের কথা বলেছিলেন তা সংঘটিত করা এতদ্ব্যতীত সম্ভব ছিল না। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবই সংহত করা সম্ভবপর হতো না।

তাছাড়া, নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে। বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপন এক ধাক্কায় অর্জিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আপনার চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ১৯১৮ সালের বিভিন্ন সময় নয়, ১৯১৯ সালের বিভিন্ন সময় (ভোল্গা অঞ্চল ও উরাল এলাকা) এবং ১৯১৯-২০ সাল (ইউক্রেন) ব্যাপী এই কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত ছিল। আমি কলচাক ও ডেনিকিনের অভিযানের প্রসঙ্গ স্মরণ করতে বলছি যখন সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় দমিদারদের ক্ষমতা পুনরুজ্জীবনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল এবং যখন কৃষক সম্প্রদায় মোটামুটি **সমগ্রভাবেই** বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিসমাপ্তি সুনিশ্চিত করা ও সেই বিপ্লবের ফলাফল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত প্রশাসনের চতুর্দিকে সমবেত হতে বাধ্য হয়েছিল। জীবন্ত বাস্তবতার গতিপথের এই জটিলতা ও বিভিন্নতা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সরাসরি সমাজতান্ত্রিক করণীয় কাজ ও বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপনের কার্যাবলীর 'বিসদৃশ' অন্তর্বুনুনি, লেনিনের রচনাবলী থেকে আপনি যে সমস্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবং পার্টির শ্লোগানগুলি কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, অবশ্যই সবসময় মনে রাখতে হবে।

তা বলে কি বলা যায় যে এই অন্তর্বুনুনি নির্দেশ করছে যে বিপ্লবের **দ্বিতীয়** স্তরে পার্টির শ্লোগান ভুল ছিল এবং এই শ্লোগান বিপ্লবের **প্রথম** স্তরের শ্লোগানের থেকে ভিন্নতর নয়? না, তা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য গ্রামে ও শহরে পুঁজিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে ইত্যাদি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের পার্টির শ্লোগানের সঠিকতা এই অন্তর্বুনুনি প্রমাণ করছে মাত্র। কেন? কারণ

বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে অক্টোবরে **সর্বপ্রথম** প্রয়োজনীয় ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উৎখাত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, কারণ এই ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতাই একমাত্র বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করতে সমর্থ। কিন্তু অক্টোবরে শ্রমিকশ্রেণীর এই রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অক্টোবর বিপ্লব প্রস্তুত ও সংগঠিত করার জন্য **উপযুক্ত** রাজনৈতিক বাহিনীর একান্ত প্রয়োজন ছিল—যে বাহিনী বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করতে ও শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে; এবং প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে **এই ধরনের** রাজনৈতিক বাহিনী প্রস্তুত ও সংগঠিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একমাত্র এই শ্লোগানের দ্বারা : শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী।

এটা সুস্পষ্ট যে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত অনুসৃত **এই ধরনের** রাজনৈতিক শ্লোগান ব্যতীত **এইরকম** একটি রাজনৈতিক বাহিনী আমরা গড়ে তুলতে পারতাম না এবং অক্টোবরে আমরা জয়যুক্ত হতে পারতাম না, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনক্ষমতাকে উৎখাত করতে পারতাম না এবং ফলশ্রুতিতে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করতে আমরা সক্ষম হতাম না।

এই কারণেই বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপনকে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের রাজনৈতিক শ্লোগানের বিরোধী বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়, যে শ্লোগানের কর্মসূচী হল শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল সুনিশ্চিত করা।

এই সমস্ত 'পরস্পর বিরোধিতা' এড়াবার একটিমাত্র পথই আছে, তা হল বিপ্লবের প্রথম স্তরের (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) রণনৈতিক শ্লোগান ও বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের (শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব) রণনৈতিক শ্লোগানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে স্বীকার করা, এই বাস্তবতাকে স্বীকার করা যে বিপ্লবের প্রথম স্তরে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আমরা **সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে পথ চলেছি কিন্তু বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে পুঁজিবাদের রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের জন্য আমরা **শুধু দরিদ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অগ্রসর হয়েছি।

আর এই স্বীকৃতি দিতেই হবে কারণ বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শ্রেণীশক্তিগুলির বিন্যাসের বিশ্লেষণ আমাদের এ কাজে বাধ্য করছে। অন্যথায় এ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব হবে যে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত

আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের কাজ করেছি, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে এই শ্লোগানের স্থান দখল করে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকের সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্লোগান।

আপনি সহমত হবেন যে ১৯১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে একটি শ্লোগানের দ্বারা আরেকটি শ্লোগানের পরিবর্তনের ঘটনা আপনার পরিকল্পনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

পার্টির দুটি রাজনৈতিক শ্লোগানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লেনিন তাঁর **গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দুটি কৌশল** পুস্তিকায় ইতিমধ্যেই নির্দেশ করেছেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পার্টির শ্লোগান তিনি নিম্নলিখিতভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন :

> 'স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধ বলপ্রয়োগে চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থায়িত্বকে অকেজো করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশকে নিজের সহযোগী করে শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করবে' (দ্রষ্টব্য : ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬)।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে : গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিরপেক্ষ রেখে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির কালে পার্টির শ্লোগান সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত সূত্র রচনা করেন :

> 'বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ বলপ্রয়োগে চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং কৃষক সম্প্রদায় ও পেটি-বুর্জোয়াদের অস্থিরতাকে অকেজো করার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে আধা-সর্বহারা মানুষদের ব্যাপক অংশকে সহযোগী করে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে' (ঐ)।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে : শহর ও গ্রামে পেটি-বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ রেখে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক ও সামগ্রিকভাবে জনগণের আধা-সর্বহারা স্তরের সঙ্গে সহযোগিতা।

এ হল ১৯০৫ সালের কথা।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কৃষক সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া-

শ্রেণীর প্রকৃত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্তিনিরূপে চরিত্রায়ণ করে বলেছেন :

'রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে বিপ্লবের **প্রথম** (মোটা হরফ আমায় দেওয়া—জে. স্তালিন) স্তর থেকে **উৎক্রান্তি**—শ্রেণী-সচেতনতা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের ঘাটতির ফলে যা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করেছে—**দ্বিতীয়** স্তরে, যা অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের **দরিদ্র অংশের** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করবে' (দ্রষ্টব্য : লেনিনের এপ্রিল প্রবন্ধ, ২০শ খণ্ড, পৃ: ৮৮)।

১৯১৭ সালের আগস্ট মাসের শেষে যখন অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলছিল তখন 'কৃষক ও শ্রমিক' শিরোনামায় একটি বিশেষ প্রবন্ধে লেনিন লিখেছিলেন :

'কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও **কৃষক সম্প্রদায়** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) রাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে পারে—সেই সময় (এখানে ১৯০৫ সালের কথা বলা হয়েছে—জে. স্তালিন) আমাদের শ্রেণী নীতির এটাই ছিল প্রধান সংজ্ঞা। আর এই সংজ্ঞা সঠিক ছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ আবার তা সপ্রমাণ করেছে। **দরিদ্র কৃষকদের** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (আমাদের কর্মসূচীতে বলা হয়েছে আধা-সর্বহারা) নেতৃত্বে থেকে একমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীই পারে গণতান্ত্রিক শান্তির দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে, যুদ্ধের ক্ষতগুলি পূরণ করতে ও সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে, যা একান্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী হয়ে উঠেছে—এই হল বর্তমানে আমাদের শ্রেণী নীতির সংজ্ঞা' (দ্রষ্টব্য : ২১শ খণ্ড, পৃ: ১১১)।

এর দ্বারা এই অর্থ বোঝায় না যে **বর্তমানে** শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব আমাদের রয়েছে। অবশ্যই, তা নেই। শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের শ্লোগান সামনে রেখে আমরা অক্টোবরের দিকে এগিয়ে গেছি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অক্টোবরে এই শ্লোগানকে আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করি যেহেতু বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে আমাদের একটি মোর্চা ছিল এবং তাদের সঙ্গে আমরা নেতৃত্ব ভাগ করে নিয়েছি যদিও বাস্তবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বর্তমান ছিল, কারণ আমরা বলশেভিকরা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম। যাহোক, শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের এক-নায়কত্ব বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিদ্রোহের পরে[৫১], বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে মোর্চার ভাঙনের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল, যখন নেতৃত্ব **সামগ্রিকভাবে** ও **সম্পূর্ণভাবে একটি** পার্টির হাতে, আমাদের পার্টির হাতে চলে এসেছিল, আমাদের পার্টি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব অন্য কোন পার্টির সঙ্গে ভাগাভাগি করেনি এবং করতে পারে না। এই কারণেই আমরা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলে অভিহিত করে থাকি।

অবশেষে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লবের অতিক্রান্ত পথের দিকে একমুহূর্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে লেনিন লিখেছিলেন :

> হাঁ, আমাদের বিপ্লব ততদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া বিপ্লব **যতদিন** আমরা **সামগ্রিকভাবে** কৃষক সম্প্রদায়ের **সাথে** একত্রে চলেছি। এ আমাদের কাছে যতদূর সম্ভব ততদূর পরিষ্কার ; ১৯০৫ সাল থেকে শত-সহস্রবার আমরা এ কথা বলেছি এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এই প্রয়োজনীয় স্তরকে উল্লম্ফনে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি বা আইন জারী করে অবসান করতে চাইনি।…কিন্তু ১৯১৭ সালে **অক্টোবর বিপ্লবের বেশ আগে ক্ষমতা দখলের পূর্বে এপ্রিল** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) থেকে শুরু করে আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি এবং জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করেছি যে : এই পর্যায়ে বিপ্লব স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না, কারণ দেশ এগিয়ে গেছে, পুঁজিবাদের অগ্রগতি হয়েছে, বিপর্যয় অভূতপূর্ব ব্যাপ্তিতে পৌঁছেছে, যা (কেউ পছন্দ করুন আর না করুন) **সমাজতন্ত্রের দিকে** পদক্ষেপ **দাবি** করছে ; কারণ এগিয়ে যাওয়ার, যুদ্ধ দ্বারা বিধ্বস্ত দেশকে রক্ষা করা এবং মেহনতী ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা **দূর করার অন্য কোন উপায় নেই**। ঘটনাগুলি যেভাবে ঘটবে বলে আমরা বলেছিলাম সেইভাবেই ঘটেছে। বিপ্লব যে পথ গ্রহণ করেছে তাতে আমাদের যুক্তিগুলির সারবত্তা প্রমাণিত হয়েছে। **প্রথমে**, রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'সমগ্র' কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী (এবং এ পর্যন্ত বিপ্লবের স্তর হল বুর্জোয়া, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক)। **তারপর, গ্রামীণ, ধনী কুলাক, মুনাফাখোর সহ** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক,

আধা-সর্বহারা, সমস্ত ধরনের শোষিত মানুষের সঙ্গে মৈত্রী এবং এক্ষেত্রে বিপ্লবের স্তর হল **সমাজতান্ত্রিক**' (দ্রষ্টব্য : ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯০–৯১)।

আপনি দেখছেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির স্তরের প্রথম রণনৈতিক শ্লোগান এবং অক্টোবরের প্রস্তুতির স্তরের দ্বিতীয় রণনৈতিক শ্লোগানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সম্পর্কে লেনিন বারবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম শ্লোগান ছিল : স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে **সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের** সঙ্গে মৈত্রী; দ্বিতীয়টি ছিল : বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে **দরিদ্র কৃষকদের** সঙ্গে মৈত্রী।

ঘটনা হল যে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজ অক্টোবরের পরে গোটা পর্যায়ে ব্যাপ্ত ছিল এবং যেহেতু আমরা বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করছিলাম, 'সমগ্র' কৃষক সম্প্রদায় আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে পারেনি—আমি পূর্বেই বলেছি, এই ঘটনাটি আমাদের প্রধান তত্ত্বকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি ; আমাদের প্রধান তত্ত্ব ছিল : আমরা অক্টোবরের পথে এগিয়ে গেছি এবং **দরিদ্র কৃষক** সহ অক্টোবরে সাফল্য অর্জন করেছি, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন-ক্ষমতা উচ্ছেদ করেছি এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি (বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করার পথে যেটি একটি কর্তব্য) **দরিদ্র কৃষকদের** সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে, কুলাকদের (যারা কৃষকও বটে) প্রতিরোধের বিরুদ্ধে দোদুল্যমান মাঝারি চাষীদের সঙ্গে নিয়ে।

আমার মনে হয় বিষয়টি এখন পরিষ্কার।

(৩) আপনার চিঠিতে আপনি আরও লিখেছেন :

'এই বক্তব্য কি সঠিক যে "**মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ রেখে দরিদ্র গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে মৈত্রীর** শ্লোগান সামনে রেখে **আমরা অক্টোবরে পৌঁছেছি**'? না, তা সঠিক নয়। ওপরে উল্লিখিত যুক্তি এবং লেনিনের উধৃতি থেকে দেখা যাবে যে এই শ্লোগান তখনই উঠতে পারে যখন "কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীভেদ পরিপক্বতা লাভ করে" (লেনিন) অর্থাৎ "১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে।"'

এই উধৃতি থেকে দেখা যায় যে পার্টি মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখার নীতি গ্রহণ করে অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়ে ও অক্টোবরের সময় নয়, বরং অক্টোবরের পরে এবং বিশেষ করে ১৯১৮ সালের পরে, দরিদ্র কৃষকদের কমিটিগুলি গঠনের পরে। এটা **সম্পূর্ণ ভুল**।

পক্ষান্তরে, মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দেওয়ার নীতি দরিদ্র কৃষক-দের কমিটিগুলি গঠনের পরে, ১৯১৮ সালের পরে **শুরু হয়নি বরং শেষ হয়েছিল**। মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দেওয়ার নীতি **অবলুপ্ত হয়েছিল** (সূত্রপাত নয়) ১৯১৮ সালের পরে বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের কাজকর্মের মাধ্যমে। ১৯১৮ সালের পরে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আমাদের পার্টির অষ্টম কংগ্রেস উদ্বোধন করে লেনিন বলেছিলেন :

> 'সমাজতন্ত্রের পুরানো দিনের সর্বোত্তম প্রতিনিধিরা—যখন তাঁরা বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তত্ত্বগত ও মতাদর্শগতভাবে বিপ্লবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন—**কৃষক সম্প্রদায়কে নিরপেক্ষ রাখার কথা বলেছিলেন**, অর্থাৎ মাঝারি কৃষকদের একটি সামাজিক স্তরে পরিণত করা যাতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে সহায়তা যদি নাও করে অন্ততঃ বাধা দেবে না, নিরপেক্ষ থাকবে এবং আমাদের শত্রুদের পক্ষ নেবে না। সমস্যা-টির এই বিমূর্ত ও তত্ত্বগত উপস্থাপনা আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার। **কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের একটি পর্যায়ে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) প্রবেশ করেছি যখন আমাদের নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত মূল নিয়ম ও নির্দেশাবলী রচনা করতে হবে যা গ্রামাঞ্চলে আমাদের কার্যাবলীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষিত হবে এবং যার দ্বারা মাঝারি কৃষকেদের সঙ্গে **স্থায়ী মৈত্রী অর্জনের** পথে আমরা পরিচালিত হতে পারব' (দ্রষ্টব্য : ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১১৪)।

আপনি দেখছেন আপনার চিঠিতে যা বলেছেন এখানে তার বিপরীত-টাই বলা হয়েছে ; নিরপেক্ষ করার **শুরুকে** তার **শেষের** সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে আপনি আমাদের **প্রকৃত** পার্টি রীতিকে উল্টে দিয়েছেন।

যখন বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করার কাজ চলছিল এবং সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা যখন সংহত ছিল না তখন মাঝারি কৃষক বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মাঝামাঝি দোদুল্যমান ছিল এবং নাকি সুরে নানা অনুযোগ করছিল ; অতএব তাকে নিরপেক্ষ করে রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। মাঝারি কৃষক আমাদের দিকে তখনই ঝুঁকে পড়ল যখন বুঝতে শুরু করল যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে 'চিরতরে' উৎখাত করা হয়েছে, সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা সংহত করা হচ্ছে, কুলাকদের পরাজিত করা যাচ্ছে এবং গৃহযুদ্ধে লালরক্ষীবাহিনী বিজয় অর্জন করতে শুরু

করেছে। আর ঠিক এর পরেই পথের বাঁক নিল, অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে লেনিন নির্দেশিত পার্টির তৃতীয় রণনৈতিক শ্লোগান সম্ভব হল, যেমন: দরিদ্র কৃষকদের ওপর **আস্থা স্থাপন করে** এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে **স্থায়ী মৈত্রী** প্রতিষ্ঠা করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথে এগিয়ে চল!

এই সুপরিচিত ঘটনা আপনি ভুলে গেলেন কেমন করে?

আপনার চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পথে **উৎক্রান্তির কালে** এবং বিপ্লবের বিজয়ের পর **প্রথমদিকে** মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখার নীতি ভুল, অনুপযোগী আর তাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তা **সম্পূর্ণ ভুল**। ঘটনা ঠিক এর বিপরীত। বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উৎখাত করার সময় এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা সংহত করার পূর্বে মাঝারি কৃষকরা যখন দোদুল্যমান ছিল এবং সবার চেয়ে বেশি প্রতিরোধ করছিল ঠিক তখন। ঠিক এই সময়েই দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী এবং মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ রাখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

আপনার ভ্রান্তিতে অবিচল থেকে আপনি জোর দিয়ে বলতে চাইছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু আমাদের দেশের জন্যই নয়, 'অক্টোবর-পূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে কমবেশি মিল আছে' এমন অন্যান্য দেশের জন্যও। শেষ কথাটি অবশ্যই সত্য। কিন্তু যখন শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করছে সেই সময়ে মাঝারি কৃষকদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির নীতি সম্পর্কে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কৃষি বিষয়ক প্রশ্নে[৫২] তাঁর তত্ত্বসমূহে লেনিন কি বলেছিলেন দেখা যাক।

দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় বা আরও যথাযথভাবে বলতে গেলে 'গ্রামাঞ্চলের মেহনতী ও নিপীড়িত জনগণ'—যার মধ্যে রয়েছে ক্ষেতমজুর, আধা-সর্বহারা, বা বর্গাদার ও ক্ষুধে চাষী ইত্যাদিকে নিয়ে একটি দল হিসেবে সূত্রবদ্ধ করে এবং গ্রামাঞ্চলে আরেকটি দলের মধ্যে মাঝারি কৃষকদের প্রশ্নটিকে গণ্য করে লেনিন বলেছেন:

> 'অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে "মাঝারি কৃষক" বলতে বোঝায় ছোট চাষী যাদের মালিকানা বা রায়তী প্রজা হিসেবে সামান্য কিছু জমি থাকে, কিন্তু এই জমি প্রথমতঃ পুঁজিবাদের আওতায় সাধারণভাবে তাদের পরিবার ও পরিজনদের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে শুধু তাই নয়, কিছুটা উদ্বৃত্ত লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেয় যা সুদিনে খানিকটা অন্ততঃ পুঁজিতে রূপা-

ত্বরিত হতে পারে ; এবং দ্বিতীয়তঃ, মাঝেমধ্যেই বাইরের মজুর নিয়োগও হতে পারে (যেমন, দুটি বা তিনটি খামারের মধ্যে অন্ততঃ একটিতে হতে পারে)।…**অন্ততঃ আশু ভবিষ্যতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে** বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এই স্তরকে আওতা-ধীনে আনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে না, বরং **তাদের নিরপেক্ষ করে রাখার কাজে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারে** অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামে তাদের নিরপেক্ষ করে দেওয়া' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১-৭২)।

এর পরে কেমন করে জোর গলায় বলা যায় যে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দেওয়ার নীতি আমাদের দেশে **'মাত্র'** '১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে' অর্থাৎ সোভিয়েতগুলির শক্তি, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা সংহত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের পরে, 'দেখা দিয়েছিল' ?

অতএব আপনি দেখলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উৎক্রান্তির কালে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা সংহত করার পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির রণনৈতিক শ্লোগানের প্রশ্নটি এবং সমভাবে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দেওয়ার প্রশ্নটি আপনি যেভাবে কল্পনা করেছেন তেমনি সহজ-সরল নয়।

(৪) ইতিপূর্বে যেসব কথা বলা হল তা থেকে সুস্পষ্ট যে লেনিনের রচনাবলী থেকে আপনি যেসব উধৃতি দিয়েছেন সেগুলি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে পার্টির প্রধান শ্লোগানের বিরোধী বলে দাঁড় করানো যায় না, কারণ এই উধৃতি-গুলি : (ক) অক্টোবরের **পূর্বে** পার্টির প্রধান শ্লোগানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, অক্টোবরের **পরে** বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং (খ) সেই শ্লোগান বাতিল করছে না বরং সঠিকতা প্রমাণ করছে।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি এবং আবার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের **পূর্ব** পর্যায়ে যখন ক্ষমতার প্রশ্নটিই মূল বিষয় ছিল, পার্টি রণনৈতিক শ্লোগানটিকে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করার কর্মকাণ্ডের বিরোধী বলে দাঁড় করানো অবশ্যই ঠিক নয়, যে বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিসমাপ্তি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের **পরের** পর্যায়ে কার্যকরী হয়।

(৫) **প্রাভদায়** প্রকাশিত কমরেড মলোটভের 'আমাদের দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধটির (১২ই মার্চ, ১৯২৭) প্রসঙ্গ আপনি উত্থাপন করেছেন

এবং দেখা যাচ্ছে ব্যাখ্যা আশা করে আমার কাছে আবেদন করতে এই প্রবন্ধই আপনাকে 'উৎসাহিত' করেছে। প্রবন্ধগুলি আপনি কেমনভাবে পড়েন আমি জানি না। কমরেড মলোটভের প্রবন্ধটি আমিও পড়েছি এবং আমি মনে করি কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের পার্টির শ্লোগানের ব্যাপারে আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে আমার বিবৃতিতে আমি যা বলেছি তার সঙ্গে এই প্রবন্ধের কোথাও কোনভাবেই মতপার্থক্য নেই।[৫৩]

তাঁর প্রবন্ধে কমরেড মলোটভ অক্টোবরের পর্যায়ে পার্টির প্রধান শ্লোগান নিয়ে আলোচনা করেননি, বরং তিনি এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যেহেতু অক্টোবরের পরে পার্টি বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করেছে সেহেতু সমস্ত কৃষকের সহানুভূতি লাভ করেছে। আমি ইতিমধ্যেই পূর্বোক্ত আলোচনায় বলেছি যে এই বক্তব্য বিরোধিতা করছে না বরং এই প্রধান তত্ত্বের সঠিকতা সপ্রমাণিত করছে যে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ রেখে আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনক্ষমতা উৎখাত করেছি এবং দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি; আর এ ছাড়া বুর্জোয়া বিপ্লব আমরা সমাপ্ত করতে পারতাম না।

'বলশেভিক', সংখ্যা ৭-৮

১৫ই এপ্রিল, ১৯২৭

চীনা বিপ্লবের নানা প্রশ্ন

(সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রচারকদের জন্য রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ)

১। চীনের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ

চীনের বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারক মৌলিক উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) চীনের আধা-ঔপনিবেশিক স্তর এবং সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য ;

(খ) সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির নিপীড়ন যা সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক নিপীড়নের দ্বারা তীব্র হয়ে উঠেছে ;

(গ) সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকজনগণের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী সংগ্রাম ;

(ঘ) জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদের ওপর তাদের নির্ভরতা, বিপ্লবী আন্দোলনের বিজয়াভিযান সম্পর্কে ভীতি ;

(ঙ) শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী কার্যকলাপ, ব্যাপক শ্রমজীবী-জনগণের মধ্যে তাদের গগনস্পর্শী মর্যাদা ;

(চ) চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অস্তিত্ব।

অতএব চীনের ঘটনাবলীর বিকাশের দুটি পথ :

হয় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বংস করে দেবে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মহরম-মহরম করতে এবং পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক-শ্রেণীকে ধ্বংস করার জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলেমিশে প্রচার অভিযান চালাবে ;

নতুবা শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দেবে, নিজের আধিপত্য সংহত করবে এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি-রোধকে অতিক্রম করা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন এবং তারপর সমস্ত অনিবার্য ফলশ্রুতিসহ ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত

করার উদ্দেশ্যে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকতম শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

দুটির একটি ঘটবে।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট ও ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের উপস্থিতিজনিত অভিজ্ঞতা চীনের শ্রমিকশ্রেণী সাফল্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে উপরোক্ত দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে পারে।

অপরদিকে ঘটনা হল সাম্রাজ্যবাদ প্রধানতঃ যৌথভাবে চীনের বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানছে, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যে অনৈক্য ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা ছিল যা সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে দিয়েছিল সেই অবস্থা বর্তমানে নেই—তাই এই ঘটনা নির্দেশ করছে যে বিজয়ের পথে চীনের বিপ্লবকে রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর গৃহযুদ্ধের তুলনায় বিপ্লবের গতিপথে আরও অসংখ্য দলত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দেবে।

সুতরাং বিপ্লবের এই দুটি পথের মধ্যে লড়াই চীনের বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রচনা করেছে।

ঠিক এই কারণেই কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য হল চীনের বিপ্লবের অগ্র-গতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পথটির সাফল্যের জন্য লড়াই করা।

২। চীনের বিপ্লবের প্রথম পর্যায়

চীনের বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে, উত্তরে প্রথম অভিযানের সময়ে—যখন জাতীয় বাহিনী ইয়াংসি অভিমুখে অভিযান চালাচ্ছিল এবং বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করছিল, কিন্তু তখনো শ্রমিক-কৃষকের শক্তিশালী আন্দোলন বিকশিত হয়নি—জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা নয়[৫৪]) তখন বিপ্লবের সপক্ষে ছিল। সেটা ছিল সমগ্র জাতীয়তাবাদীদের যুক্তফ্রন্টের বিপ্লব।

তার অর্থ এই নয় যে বিপ্লব ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। এর দ্বারা যা বোঝাচ্ছে তা হল, বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, প্রধানতঃ দেশীয় বিজয়ের পথে একে পরিচালিত করে, এর পরিধি সীমাবদ্ধ করে বিপ্লবকে ব্যবহার করছে। তৎকালে কুওমিনতাঙের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে

সংগ্রাম এই দ্বন্দ্বগুলিরই প্রতিফলন। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করার পদক্ষেপ বিপ্লবের গতি অবরুদ্ধ করার ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। এটা সুবিদিত যে সেই সময় সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি বিবেচনা করেছিল যে 'কুওমিনতাঙের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে রাখার লাইন অবশ্যই থাকবে' এবং 'কুওমিনতাঙ থেকে দক্ষিণপন্থীদের পদত্যাগ বা বহিষ্কারের জন্য কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে' এর প্রয়োজন ছিল (এপ্রিল ১৯২৬)।

বিপ্লবের আরও অগ্রগতি, কুওমিনতাঙ ও জাতীয় সরকারের মধ্যে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, কুওমিনতাঙের ঐক্য শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে, সঙ্গে সঙ্গে কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থীদের মুখোস খুলে দেওয়া ও বিচ্ছিন্ন করা, কুওমিনতাঙের শৃংখলার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা, যদি তারা কুওমিনতাঙের শৃংখলার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে সংযোগ ও অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করা অথবা যদি তারা শৃংখলা ভঙ্গ করে এবং বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাদের বহিষ্কার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই লাইন পরিচালিত হয়েছিল।

পরবর্তী ঘটনাবলী এই লাইনের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেছে। কৃষক-আন্দোলন ও গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংঘ ও কৃষক কমিটিগুলির সংগঠনের বিরাট অগ্রগতি, শহরগুলিতে ক্রমাগত ধর্মঘটের প্রবল ঢেউ ও ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ-গুলির গঠন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জাহাজ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিবৃত সাংহাইয়ের ওপর জাতীয় বাহিনীর বিজয়ী অভিযান ইত্যাদি এবং অনুরূপ ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই লাইনের অনুসরণই একমাত্র সঠিক পথ ছিল।

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুওমিনতাঙকে দ্বিধাবিভক্ত করা ও নানচাঙে নতুন কেন্দ্র স্থাপন করার দক্ষিণপন্থীদের প্রয়াস উয়ানে বিপ্লবী কুওমিনতাঙের সর্বসম্মত প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল—এ ঘটনাকে একমাত্র পূর্বোক্ত পরিস্থিতির দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু দেশে শ্রেণীগুলির যে নতুন জোটবিন্যাস ঘটছে, দক্ষিণপন্থী ও জাতীয় বুর্জোয়ারা যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না, তারা যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের ক্রিয়াকাণ্ড তীব্র করে তুলবে এই প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত।

অতএব ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে যখন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছিল তখন ঠিকই করেছিল :

(ক) 'শ্রেণীশক্তিগুলির পুনর্জোট-বিন্যাস এবং সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীগুলির' সমাবেশের মুখোমুখি বর্তমানে চীনের বিপ্লবে এক সংকটকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে এবং একমাত্র গণ-আন্দোলনের অগ্রগতির পথ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে আরও সাফল্য অর্জন করতে চীনের বিপ্লব পারে';

(খ) 'শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র করা এবং স্থানীয়ভাবে কৃষক কমিটি-গুলিকে সশস্ত্রভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তুলে প্রকৃত সরকারী কর্তৃত্বের যন্ত্রে রূপান্তরিত করার পথ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়';

(গ) 'কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে আড়াল করা কমিউনিস্ট পার্টির উচিত নয় এবং দক্ষিণপন্থীদের মুখোস খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দিকে জনগণকে সমবেত করা উচিত' (৩রা মার্চ, ১৯২৭)।

সুতরাং সহজেই এটা বোঝা যাবে যে একদিকে বিপ্লবের পরবর্তী শক্তিশালী অভিযান এবং অপরদিকে সাংহাইতে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রতিবিপ্লবের শিবিরে নিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য, ঠিক যেমন জাতীয় সমর বাহিনীর দ্বারা সাংহাই অধিকার এবং সাংহাই শ্রমিকদের ধর্মঘট বিপ্লব দমন করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করতে বাধ্য।

আর তাই-ই ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে নানকিঙের গণহত্যা চীনের বিবদমান শক্তিগুলির নতুন বিভাগের ক্ষেত্রে সংকেতরূপে কাজ করেছে। নানকিঙের ওপর বোমাবর্ষণ করে এবং একটি চরমপত্র দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা জানাতে চেয়েছিল যে চীনের বিপ্লবের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইয়ের জন্য তারা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থন আশা করে।

অপরদিকে চিয়াং কাই-শেক শ্রমিক সভায় গুলি চালিয়ে এবং একটি ষড়যন্ত্র পরিচালনা করে সাম্রাজ্যবাদীদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল এবং বলছিল যে চীনের শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীসহ তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

৩। চীনের বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর

চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পলায়ন, জাতীয় প্রতিবিপ্লবের একটি ঘাঁটির উদ্ভব এবং চীনের বিপ্লবের

বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দহরম-মহরমের উপসংহার-রূপে চিহ্নিত।

চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দক্ষিণ চীনে এখন দুটি শিবির, দুটি সরকার, দুটি সেনাবাহিনী, দুটি কেন্দ্র থাকবে—একটি উহানে বিপ্লবের কেন্দ্র এবং আরেকটি নানকিঙে প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্র।

চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্র এই তাৎপর্য বহন করছে যে বিপ্লব তার বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে, **সমগ্র-জাতীয়** যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তিতে বিপ্লবের **জোয়ার** বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং **শ্রমিক-কৃষক** ব্যাপক জনগণের বিপ্লবে, **কৃষি** বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, অভিজাত ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে এবং সমরনায়ক ও চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী ও ব্যাপকতর করবে।

এর অর্থ হল বিপ্লবের দুটি পথের মধ্যে, যারা এর আরও অগ্রগতি পছন্দ করে এবং যারা এর অবসান চায় তাদের মধ্যে সংগ্রাম দিনে দিনে আরও তীব্র হবে এবং বিপ্লবের বর্তমান সমগ্র স্তরে তা ছড়িয়ে পড়বে।

এর তাৎপর্য হল এই যে সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে উহানে বিপ্লবী কুওমিনতাঙ প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মুখপাত্র হয়ে উঠবে, অপরদিকে নানকিঙে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী দল নিজেদের শ্রমিক-কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সাম্রাজ্যবাদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পরিণতিতে সমরবাদীদের ভাগ্যেরই অংশীদার হবে।

কিন্তু এ থেকে অনুসৃত হচ্ছে যে কুওমিনতাঙের ঐক্য রক্ষার নীতি, কুওমিনতাঙের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করার নীতি এবং বিপ্লবের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করা ইত্যাদি আর বিপ্লবের নতুন কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকছে না। এর স্থান অবশ্যই অধিকার করবে কুওমিনতাঙ থেকে দৃঢ়ভাবে দক্ষিণপন্থীদের বহিষ্কার করার নীতি, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে তাদের সম্পূর্ণ অপসারিত করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ়চিত্তে লড়াই চালানোর নীতি, দেশে এক **বিপ্লবী** কুওমিনতাঙের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার নীতি, যে কুওমিনতাঙের মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা থাকবে না, যেটা হবে বামপন্থী কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি জোট।

আরও অনুসৃত হচ্ছে যে কুওমিনতাঙের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট-

দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি বর্তমান পর্যায়ে বিশেষ মূল্য ও তাৎপর্য লাভ করেছে, এই সহযোগিতা শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে মৈত্রীকে প্রতিফলিত করছে যা কুওমিনতাঙের বাইরে গড়ে উঠেছে এবং এইজাতীয় সহযোগিতা ছাড়া বিপ্লবের বিজয় সম্ভব নয়।

এর দ্বারা আরও দেখা যাচ্ছে যে বিপ্লবী কুওমিনতাঙের শক্তির মূল উৎস নিহিত রয়েছে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের আরও অগ্রগতি এবং বিপ্লবী কৃষক কমিটিগুলি, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও অন্যান্য বিপ্লবী গণ-সংগঠনগুলির শক্তি বৃদ্ধির মধ্যে যে গণ-সংগঠনগুলি হবে ভবিষ্যৎ সোভিয়েতসমূহের প্রস্তুতির উপাদান এবং বিপ্লবের বিজয়ের প্রধান অঙ্গীকার হল ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রতিবিপ্লবের প্রধান প্রতিষেধক হল শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্রভাবে সজ্জিত করা।

সর্বশেষে, এর ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে বিপ্লবী কুওমিনতাঙদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করার একান্ত প্রয়োজনীয় শর্তরূপে কমিউনিস্ট পার্টিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি বেশি করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে হবে।

৪। বিরোধীপক্ষের ভ্রান্তি

বিরোধীপক্ষের (রাদেক এবং তাঁর অনুচরেরা) প্রধান ভ্রান্তি হল যে চীনের বিপ্লবের চরিত্র, যে স্তরের মধ্যে সে চলছে এবং তার বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থান তাঁরা বোঝেন না।

বিরোধীরা দাবি করেন যে অক্টোবর বিপ্লব যে গতিতে এগিয়েছিল চীনের বিপ্লবকেও মোটামুটিভাবে সেই একই পদক্ষেপে এগোতে হবে। বিরোধীরা অখুশি কারণ সাংহাই-এর শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই চালায়নি।

তাঁরা বোঝেন না যে চীনের বিপ্লব দ্রুত পদক্ষেপে এগোতে পারে না, তার একটি কারণ হল যে বর্তমানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ১৯১৭ সালের চেয়ে কম অনুকূল (সাম্রাজ্যবাদীরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত নয়)।

তাঁরা বোঝেন না যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত লড়াই চালানো অবশ্যই যায় না, বিশেষতঃ যখন মজুত বাহিনী গড়ে ওঠেনি, ঠিক যেমন বলশেভিকরা ১৯১৭ সালের এপ্রিল বা জুলাই মাসে চূড়ান্ত লড়াই সংঘটিত করেনি।

বিরোধীরা এটাও বোঝেন না যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত লড়াই এড়িয়ে না যাওয়ার অর্থ হল (যখন এড়ানো সম্ভব) বিপ্লবের শত্রুদের সুবিধা করে দেওয়া।

বিরোধীরা অবিলম্বে চীনে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত-গুলি গঠনের দাবি করছেন। কিন্তু **এখন** সোভিয়েত গঠনের অর্থ কি হবে?

প্রথমতঃ, ইচ্ছা করলেই সোভিয়েতগুলি গঠন করা যায় না—তখনই এগুলো গঠন করা সম্ভব হয় যখন বিপ্লবের জোয়ার বিশেষভাবে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েতগুলি শুধুমাত্র আলাপচারীর জন্য গঠিত হয় না—বর্তমান শাসন-কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে সেগুলি প্রাথমিকভাবে গঠিত হয়। ১৯০৫ সালে ঘটনা তাই ছিল। ১৯১৭ সালেও ছিল তাই।

কিন্তু সক্রিয় এলাকায় অর্থাৎ উহান সরকারী এলাকায় **বর্তমান** মুহূর্তে সোভিয়েত সংগঠনের অর্থ কি দাঁড়াবে? এর অর্থ দাঁড়াবে ঐ এলাকায় বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্লোগান ঘোষণা করা। এর অর্থ হল প্রশাসনের নতুন সংগঠন গঠনের জন্য শ্লোগান ঘোষণা করা, যে সংগ্রামের শ্লোগান বিপ্লবী কুওমিনতাঙের প্রশাসনের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে বামপন্থী কুওমিনতাঙদের সঙ্গে একজোটে কমিউনিস্টরা কাজ করছে এবং ঐ এলাকায় বিপ্লবী কুওমিনতাঙ-দের প্রশাসন ছাড়া আর কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই।

এর আরও অর্থ হল এই যে ধর্মঘট কমিটি, কৃষক সমিতি ও কমিটি, ট্রেড-ইউনিয়ন পরিষদ, কারখানা কমিটি ইত্যাদির আকারে বিপ্লবী কুওমিনতাঙের আস্থাভাজন শ্রমিক-কৃষকের গণ-সংগঠনগুলি গঠন ও শক্তিশালী করার কাজের সঙ্গে বিপ্লবী কুওমিনতাঙ প্রশাসনের পরিবর্তে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রশাসন সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কাজকে গুলিয়ে ফেলা।

এর সর্বশেষ অর্থ হল বর্তমানে চীনের বিপ্লব কোন্ স্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়া। এর অর্থ হবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের শত্রুদের হাতে একটি হাতিয়ার তুলে দেওয়া, তাদের নতুন গালগল্প ছড়াতে দেওয়া যে চীনে যা ঘটছে তা জাতীয় বিপ্লব নয়, কৃত্রিমভাবে আরোপিত 'মস্কো সোভিয়েতীকরণ।'

সুতরাং **বর্তমান মুহূর্তে** সোভিয়েত গঠনের শ্লোগান উত্থাপন করে বিরোধীপক্ষ চীনের বিপ্লবের শত্রুদের মুঠোর মধ্যেই খেলছেন।

কুওমিনতাঙে কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণকে বিরোধীরা অযৌক্তিক মনে করছেন। সুতরাং, কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বেরিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত বলে বিরোধীরা মনে করছেন। কিন্তু যখন সমস্ত অনুচর সহ সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী দল কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার দাবি করছে **সেইসময়** কুওমিনতাঙ থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ কি দাড়াবে? এর অর্থ দাঁড়াবে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে আসা এবং কুওমিনতাঙের মিত্র-দেরকে বিপ্লবের শত্রুদের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। এর অর্থ দাঁড়াবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করা, বিপ্লবী কুওমিনতাঙকে হেয় প্রতিপন্ন করা, সাংহাইয়ের ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রিয়াকলাপকে বাধামুক্ত করা এবং চীনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যে পতাকা সেই কুওমিনতাঙের পতাকাকে দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙদের হাতে সমর্পণ করা।

এক কথায়, এই দাবিই বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী, সমরবাদী ও দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙরা করছে।

অতএব, এ থেকে অনুসৃত হচ্ছে যে **বর্তমান মুহূর্তে** কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যাহার ঘোষণা করে বিরোধীপক্ষ চীনের বিপ্লবের শত্রুদের মুঠোর মধ্যে খেলছেন।

সুতরাং, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক প্লেনাম বিরোধী-পক্ষের কর্মসূচীকে সুনির্দিষ্টভাবে বাতিল করে সম্পূর্ণ ঠিক কাজই করেছে।[৫৫]

প্রাভদা, সংখ্যা ৯০
২১শে এপ্রিল, ১৯২৭

'প্রাভদার' উদ্দেশ্যে

(পঞ্চদশ বার্ষিকী উপলক্ষে)

লেনিনের শিক্ষার রক্ষক এবং সাম্যবাদের জন্ম শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পতাকাবাহী **প্রাভদার** প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন !

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৯
৫ই মে, ১৯২৭

চীনের বিপ্লবের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে

(কমরেড মারচুলিনের প্রতি উত্তর)

চীনে সোভিয়েতসমূহ গঠনের প্রশ্নে **দেরেভেনস্কি কমিউনিস্ট**[৩৬] পত্রিকায় প্রেরিত আপনার পত্র উত্তরের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক আমার কাছে প্রেরিত হয়েছে। আপনার কোন আপত্তি হবে না অনুমান করে আমি আপনার পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি।

কমরেড মারচুলিন, আমার মনে হয় আপনার পত্র একটি ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তিতে রচিত। এবং কারণগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) প্রচারকদের জন্য স্তালিনের তত্ত্বসমূহ **বর্তমানের** চীনে **শ্রমিক,** কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধি নিয়ে **অবিলম্বে** সোভিয়েত গঠনের বিরোধিতা করছে। আপনি স্তালিনের নামের সঙ্গে বিষয়টিকে যুক্ত করেছেন এবং কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে[৩৭] লেনিনের তত্ত্বসমূহ ও ভাষণের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন যেখানে তিনি শুধুমাত্র **কৃষকদের** সোভিয়েত, **মেহনতী মানুষের** সোভিয়েত, **শ্রমজীবী জনগণের** সোভিয়েতের কথা বলেছেন, কিন্তু **শ্রমিকদের** প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের প্রসঙ্গে একটি শব্দও বলেননি।

তাঁর তত্ত্বসমূহ বা ভাষণে **শ্রমিকদের** প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের প্রসঙ্গে কোনও কথা লেনিন বলেননি কেন? কারণ তাঁর তত্ত্বসমূহ বা ভাষণের সময় লেনিনের মনে ছিল সেই সমস্ত দেশ যেখানে 'খাঁটি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রশ্ন থাকতে পারে না', যেখানে 'প্রকৃতপক্ষে কোন শিল্পশ্রমিক নেই' (দ্রষ্টব্য : ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩)। লেনিন তাঁর ভাষণে সুনির্দিষ্টভাবে বলছেন যে মধ্য এশিয়া, পার্সিয়ার দেশগুলির কথা তাঁর মনে ছিল যেখানে 'প্রকৃতপক্ষে কোন শিল্পশ্রমিক নেই' (ঐ)।

এই দেশগুলির মধ্যে চীনকে কি কেউ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যখন সাংহাই, হ্যাংকাউ, নানকিঙ, চ্যাঙশা ইত্যাদি প্রদেশগুলিতে ইতিমধ্যেই তিরিশ লক্ষের মতো শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘবদ্ধ? স্পষ্টতঃই পারেন না।

এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমানকালের চীনের ক্ষেত্রে যেখানে ন্যূনতম সংখ্যক

শিল্পশ্রমিক রয়েছে সেখানে শুধুমাত্র কৃষক সোভিয়েত বা মেহনতী মানুষের সোভিয়েত গঠনের কথা ভাবলে চলবে না, শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের কথাও ভাবতে হবে।

আমরা যদি পার্সিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদির কথা ভাবতাম তাহলে বিষয়টি ভিন্নরূপ দাঁড়াত। কিন্তু আপনি জানেন স্তালিনের তত্ত্বসমূহে পার্সিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি নয়, চীন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

সুতরাং স্তালিনের তত্ত্ব সম্পর্কে আপনার আপত্তি এবং কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের ভাষণ ও তত্ত্বসমূহের প্রসঙ্গ টানা ভুল ও অপ্রাসঙ্গিক।

(২) জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহ' থেকে একটি অংশ আপনি আপনার চিঠিতে উধৃত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে প্রাচ্যে 'শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-গুলিকে অবশ্যই কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের কাজ গভীরভাবে চালাতে হবে এবং প্রথম সুযোগেই শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েতগুলি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' এই উধৃতির দ্বারা আপনি যেন দেখাতে চেয়েছেন যে এই 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহ' এবং সেগুলি থেকে আপনি যে উধৃতি দিয়েছেন তা যেন লেনিনেরই রচনা। কমরেড মারচুলিন, সেটা ঘটনা নয়। আপনি একটা সহজ-সরল ভুল করে ফেলেছেন। 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহ' রায়ের রচনা। বাস্তবিকপক্ষে রায়ের তত্ত্ব হিসেবেই এগুলি দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত এবং লেনিনের তত্ত্বের 'অনুপূরক' হিসেবে গৃহীত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য: কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট, পৃঃ ১২২-২৬)।

'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? পশ্চাদ্‌পদ ঔপনিবেশিক দেশগুলি যাদের কোন শিল্পশ্রমিক নেই সেই সমস্ত দেশগুলি থেকে চীন ও ভারতের মতো দেশকে পৃথক করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল, কেননা চীন ও ভারত সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না যে তাদের 'প্রকৃতপক্ষে কোন শিল্পশ্রমিক নেই।' 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহ' পড়ুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সেগুলি প্রধানতঃ চীন ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে লেখা (দ্রষ্টব্য: কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট, পৃঃ ১২২)।

লেনিনের তত্ত্বের অনুপূরক হিসেবে রায়ের তত্ত্বের প্রয়োজন হল এ কেমন করে হতে পারে? ঘটনা হল লেনিনের তত্ত্ব রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় কংগ্রেস উদ্বোধনের বহু পূর্বে, ঔপনিবেশিক দেশগুলি থেকে প্রতি-

নিধিদের উপস্থিতির বহু পূর্বে এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিশেষ কমিশনে আলোচনা হওয়ার পূর্বে। কংগ্রেসের কমিশনে আলোচনাকালে যখন দেখা গেল প্রাচ্যের পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলি থেকে চীন ও ভারতবর্ষের মতো দেশগুলিকে পৃথক করা দরকার তখন 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহের' প্রয়োজন হল।

সুতরাং, লেনিনের তত্ত্ব ও ভাষণের সঙ্গে রায়ের 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহকে' গুলিয়ে ফেললে চলবে না কিংবা ভুললে চলবে না যে চীন ও ভারতের মতো দেশে শুধু কৃষকের সোভিয়েতের কথা ভাবলে চলবে না, শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েত গঠনের কথাও ভাবতে হবে।

(৩) চীনে শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েত গঠনের প্রয়োজন হবে কি? হাঁ, নিশ্চয়ই হবে। প্রচারকদের জন্য স্তালিনের তত্ত্বসমূহে এই কথাই বলা হয়েছে :

> 'বিপ্লবী কুওমিনতাঙের শক্তির প্রধান উৎস নিহিত রয়েছে শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলনের আরও অগ্রগতি এবং **ভবিষ্যৎ সোভিয়েত-সমূহের প্রস্তুতিকালীন উপাদান হিসেবে** তাদের বিপ্লবী কৃষক কমিটি, শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য বিপ্লবী গণ-সংগঠনগুলির আরও শক্তি-বৃদ্ধির মধ্যে।'

কিন্তু প্রশ্ন হল, **কখন** সেগুলি গঠিত হবে, **কোন্** পরিস্থিতিতে এবং **কোন্** অবস্থায়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সর্বজনধন্য এবং সর্বোত্তম বিপ্লবী সংগঠন। কিন্তু আবশ্যিকভাবে তার অর্থ এই নয় যে সেগুলি যে-কোন সময়, যে-কোন পরিস্থিতিতে গঠন করা যায়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সোভিয়েতের প্রথম সভাপতি খ্রুস্তালিয়ভ বিপ্লবের জোয়ার স্তিমিত হওয়ার পর ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে যখন শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গঠনের প্রস্তাব রাখেন তখন লেনিন প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে সেই মুহূর্তে যখনো পর্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ অংশ (কৃষক সম্প্রদায়) অগ্রগামী অংশের (শ্রমিকশ্রেণী) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়নি সে অবস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠন যুক্তিযুক্ত হবে না। আর লেনিন সম্পূর্ণ সঠিকই ছিলেন। কেন? কারণ শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সাধারণ ধরনের শ্রমিক সংগঠন নয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি হল বর্তমান শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের সংগঠন, অভ্যুত্থানের জন্য, নতুন বিপ্লবী শাসন-

ক্ষমতার জন্য সংগঠন এবং একমাত্র এইভাবেই এই সংগঠন বিকশিত হতে ও শক্তি অর্জন করতে পারে। আর যদি বর্তমান শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের, গণ-অভ্যুত্থানের এবং নতুন বিপ্লবী শাসনক্ষমতা সংগঠনের পরিস্থিতি না থাকে তাহলে শ্রমিকদের সোভিয়েত গঠন অযৌক্তিক হবে, কারণ এই অবস্থাগুলির অবর্তমানে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং এগুলি শুধুমাত্র কথার ফুলঝুরি হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য হল :

> 'শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি হল **জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সংগঠন**।'…'কোন এক ধরনের তত্ত্ব নয়, কারও পক্ষ থেকে আবেদন নয়, কারও উদ্ভাবিত রণকৌশল নয় বা পার্টির উপদেশ নয়, বরং ঘটনা পরম্পরার যুক্তিসিদ্ধতা এই সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত গণ-সংগঠনগুলিকে এক অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি করে দিয়েছে এবং এগুলিকে অভ্যুত্থানের উপযোগী সংগঠনে পরিণত করেছে। আর বর্তমান সময়ে এই ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হবে একটি **অভ্যুত্থানের** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) জন্য সংগঠন গড়ে তোলা, এবং এগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানানোর অর্থ হল **অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান জানানো** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)। এটা ভুলে যাওয়া বা জনগণের ব্যাপকতম অংশের মানুষের চোখের সামনে থেকে আড়াল করা একেবারে ক্ষমার অযোগ্য দূরদৃষ্টিহীনতা এবং চূড়ান্ত নীতিহীনতা হবে' (দ্রষ্টব্য : ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৫)।

কিংবা অন্যত্র লেনিন বলছেন :

> '১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের উভয় বিপ্লবের সমগ্র অভিজ্ঞতা, বলশেভিক পার্টির সমস্ত সিদ্ধান্ত, বিগত বহু বছরের রাজনৈতিক বিবৃতিসমূহ থেকে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত একমাত্র **অভ্যুত্থানের সংগঠন হিসেবে বিপ্লবী** এবং **বিপ্লবী শাসনক্ষমতার সংগঠন** হিসেবে বাস্তবসম্মত। তা যদি উদ্দেশ্য না হয় সোভিয়েতগুলি ফাঁকা খেলনায় পরিণত হবে এবং জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য, ঔদাসীন্য, এবং মোহহীনতা সৃষ্টি হতে বাধ্য, যারা খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তাব ও প্রতিবাদের সীমাহীন পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে' (দ্রষ্টব্য : ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৮)।

তাই যদি ঘটনা হয় তাহলে সাম্প্রতিককালের দক্ষিণ চীনের সেই অঞ্চলে যেখানে বিপ্লবী কুওমিনতাঙ অর্থাৎ উহান সরকার এখন শাসনক্ষমতায় রয়েছে এবং 'সমস্ত ক্ষমতা বিপ্লবী কুওমিনতাঙের হাতে ন্যস্ত হোক' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে যখন সংগ্রামের অগ্রগতি ঘটছে তখন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত গঠনের আহ্বান জানানোর অর্থ কি দাঁড়াবে? এই অঞ্চলে এখন শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত গঠনের আহ্বান জানানোর অর্থ হবে বিপ্লবী কুওমিনতাঙের শাসন-ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানানো। সেটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? স্পষ্টতঃই না। অতএব, বর্তমানে এই অঞ্চলে অবিলম্বে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের আহ্বান যিনিই জানাবেন তিনি চীনের বিপ্লবের কুওমিনতাঙ স্তর লাফিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করবেন এবং চীনের বিপ্লবকে একটি অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি নেবেন।

কমরেড মারচুলিন, চীনে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের নিয়ে অবিলম্বে সোভিয়েত গঠনের প্রশ্নটি এখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'কখন এবং কি পরিস্থিতিতে শ্রমিক প্রতি-নিধিদের সোভিয়েত গঠন করা যেতে পারে'—এই শিরোনামায় একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় লেনিন তখন উপস্থিত ছিলেন। এই প্রস্তাবটি পাঠ করার জন্য আপনাকে উপদেশ দেব। এটা বিনা স্বার্থে নয় (দ্রষ্টব্য: কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট, পৃ: ৫৮০-৮৩)।

(৪) চীনে শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত গঠনের প্রয়োজনীয়তা কখন দেখা দেবে? চীনে শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত তখনই আবশ্যিকভাবে গঠন করতে হবে যখন বিজয়ী কৃষি-বিপ্লব পরিপূর্ণতা লাভ করবে, যখন চীনের বিপ্লবী নারোদনিক (বামপন্থী কুওমিনতাঙ) ও কমিউনিস্ট পার্টির মোর্চা হিসেবে কুওমিনতাঙ প্রয়োজনীয়তা শেষ হওয়ার পরেও টিঁকে থাকবে, যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা এখনো বিজয়ী হয়নি এবং অনতিবিলম্বে বিজয়ী হবে না, তার নেতিবাচকতা প্রদর্শন করতে থাকবে, যখন ধাপে ধাপে বর্তমানের কুওমিনতাঙ ধরনের রাষ্ট্র-কাঠামো থেকে নতুন সর্বহারা ধরনের রাষ্ট্রকাঠামোর দিকে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রায়ের 'অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহে' শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েত সম্পর্কে অনুচ্ছেদটি এইভাবেই বুঝতে হবে।

সেই মুহূর্ত কি ইতিমধ্যে এসে গেছে?

সে মুহূর্ত যে আসেনি তা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

তাহলে এই মুহূর্তে কি করতে হবে? চীনে কৃষি-বিপ্লব ব্যাপকতর ও গভীরতর করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ ও ধর্মঘট কমিটি থেকে কৃষক সমিতি ও কৃষক বিপ্লবী কমিটি প্রভৃতি প্রত্যেকটি শ্রমিক-কৃষকের গণ-সংগঠনকে এমনভাবে সৃষ্টি ও শক্তিশালী করতে হবে যে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যৎ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

এই হল বর্তমানের করণীয় কাজ।

৯ই মে, ১৯১৭

'দেরেভেনস্কি কমিউনিস্ট' পত্রিকা, সংখ্যা ১০
১৫ই মে, ১৯২৭
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

১৩ই মে, ১৯২৭

কমরেডগণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকের আলোচনায় আমি মাত্র দু-তিন ঘণ্টা সময় দিতে পারব। পরবর্তী সময়ে সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘ আলোচনার ব্যবস্থা করা যাবে। আমার মনে হয়, আপনারা লিখিতভাবে যেসব প্রশ্ন রেখেছেন আজ আমরা সেগুলি পরীক্ষানিরীক্ষায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি। মোট দশটি প্রশ্ন আমি পেয়েছি। আজকের আলোচনায় আমি সেগুলির উত্তর দেব। যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকে—আর আছে বলে আমাকে বলা হয়েছে—তাহলে পরবর্তী আলোচনার সময় আমি সেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। বেশ, তাহলে আলোচনার কাজ শুরু করা যাক।

প্রথম প্রশ্ন

'চীনের গ্রামাঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রাম সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বিরুদ্ধে যেমন করে নয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে তার-চেয়ে বেশি করে পরিচালিত হচ্ছে এই কথা বলার জন্য রাদেকের ভ্রান্তি কোথায়?

'এ কথা কি নিশ্চয় করে বলা যায় যে চীনে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ আধিপত্য করছে, অথবা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ?

'চীনের সমরবাদীরা কেন একদিকে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের মালিক, আবার একই সময়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি?'

প্রশ্নে যেভাবে বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে রাদেক সজোরে সেইরকমই বলতে চান। আমার যতদূর মনে পড়ছে মস্কো সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের প্রতি তাঁর ভাষণে হয় তিনি চীনের গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছেন নতুবা তার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

অবশ্যই রাদেকের পক্ষে এ এক গভীর ভ্রান্তি।

চীনে যদি সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলি না থাকত অথবা চীনের গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে যদি সেগুলির বিশেষ কোন গুরুত্ব না থাকত তাহলে কৃষি-বিপ্লবের কোন ভিত্তি থাকে না এবং চীনের বিপ্লবের বর্তমান স্তরে কৃষি-বিপ্লব কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান কাজ, এ কথা বলার কোন যুক্তি থাকে না।

চীনের গ্রামাঞ্চলে কি বাণিজ্যিক পুঁজির অস্তিত্ব রয়েছে? হাঁ, রয়েছে। শুধু অস্তিত্ব রয়েছে তাই নয়, কৃষক সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সামন্ত প্রভুর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু এই আদিম পুঞ্জিভবনের কায়দায় বাণিজ্যিক পুঁজি চীনের গ্রামাঞ্চলে অদ্ভুতভাবে সামন্ত প্রভু, জমিদার প্রভৃতির আধিপত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়ন করার ক্ষেত্রে শেষোক্তদের মধ্যযুগীয় পন্থা অবলম্বন করেছে। কমরেডগণ, এটাই হল বিবেচ্য বিষয়।

রাদেকের ভ্রান্তি হল এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, চীনের গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক পুঁজির অস্তিত্বের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির হাত মেলানো, আর তার সঙ্গে কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার চালানোর মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি রক্ষা ইত্যাদি বিষয় তিনি ধরতে পারেননি।

সমরবাদ, তুশুন, সমস্ত রকমের প্রশাসক এবং সামরিক ও অসামরিক বর্তমানের সমস্ত কঠোরহৃদয় ও পরস্বাপহারী আমলাতন্ত্রকে নিয়ে চীনে এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এক উপরিসৌধ গড়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদ এই সমগ্র সামন্ত-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে চলেছে।

কিছু সমরবাদী ভূসম্পত্তির মালিক আবার সমভাবে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগেরও মালিক—এ ঘটনার দ্বারা কোন মূলগত পরিবর্তন ঘটছে না। রুশ ভূস্বামীদের অনেকেই তাদের সময় কলকারখানা ও অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের মালিক ছিল, কিন্তু তার ফলে তাদের পক্ষে সামন্ত অবশেষগুলির প্রতিনিধি হওয়ার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি।

যদি বেশ কিছু অঞ্চলে কৃষকদের আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ভদ্র সম্প্রদায় ও ভূস্বামীদের হাতে চলে যায়, যদি উভয়তঃ অর্থনীতি ক্ষেত্র এবং প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রে ভূস্বামীরা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, যদি বেশ কিছু প্রদেশে নারী ও শিশু কেনাবেচা চলতেই থাকে তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে এই মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে প্রধান আধিপত্যকারী শক্তি হল বাণিজ্যিক

পুঁজির শক্তির সঙ্গে বিচিত্র সহযোগিতায় আবদ্ধ সমস্ত অবশেষগুলির শক্তি,- ভূস্বামীদের শক্তি এবং সামরিক ও অসামরিক ভূস্বামী আমলাতন্ত্রের শক্তি

এই বিশেষ পরিস্থিতিগুলিই চীনে কৃষকদের কৃষি আন্দোলনের ভিত্তি তৈরী করেছে এবং সেই আন্দোলন বাড়ছে এবং বাড়তেই থাকবে।

এই পরিস্থিতিগুলির অবর্তমানে, সামন্ত অবশেষ ও সামন্ত নিপীড়নের অবর্তমানে চীনে কৃষি-বিপ্লব, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি প্রশ্ন দেখা দিত না।

এই শর্তগুলির অবর্তমানে চীনে কৃষি-বিপ্লবের বক্তব্য দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন:

'যেহেতু মার্কসবাদীরা বিভিন্ন শ্রেণীর একটি পার্টিকে স্বীকার করে না সেইহেতু কুওমিনতাঙ হল একটি পেটি-বুর্জোয়া পার্টি—র‍্যাদেকের এই বক্তব্য ভুল কেন?'

প্রশ্নটি কিছু বিচার-বিবেচনা দাবি করছে।

প্রথমতঃ। প্রশ্নটি সঠিকভাবে রাখা হয়নি। আমরা বলি না এবং কখনো বলিনি যে কুওমিনতাঙ হল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি পার্টি। এটা সঠিক নয়। আমরা সবসময়ই বলেছি যে কুওমিনতাঙ হল বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীর **জোটের** একটি পার্টি। কমরেডগণ, এটা এক ও অভিন্ন জিনিস নয়। কুওমিনতাঙ যদি বিভিন্ন শ্রেণীর একটি পার্টি হয় তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে কুওমিনতাঙের সঙ্গে যুক্ত শ্রেণীগুলির কোন একটির কুওমিনতাঙের বাইরে নিজস্ব কোন পার্টি থাকতে পারে না এবং কুওমিনতাঙ এই সমস্ত শ্রেণীগুলির একটি একক ও সাধারণ পার্টি হিসেবে গড়ে তুলবে। কিন্তু বাস্তবে সেটাই কি ঘটনা? কুওমিনতাঙের সঙ্গে যুক্ত চীনের শ্রমিকশ্রেণীর কি নিজস্ব আলাদা পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি নেই যা কুওমিনতাঙের থেকে ভিন্ন অস্তিত্বসম্পন্ন এবং যার নিজস্ব বিশেষ কর্মসূচী ও নিজস্ব বিশেষ সংগঠন রয়েছে? অতএব এটা স্পষ্ট যে কুওমিনতাঙ বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীর পার্টি নয়, এটা হল বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীগুলির **জোটের** একটি পার্টি, যে শ্রেণীগুলির নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। সুতরাং প্রশ্নটি সঠিকভাবে রাখা হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে বর্তমানের চীনে কুওমিনতাঙকে একমাত্র নিপীড়িত শ্রেণীগুলির একটি **জোটের** পার্টি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। এটা সত্য নয় যে মার্কসবাদ নীতিগতভাবে নিপীড়িত, বিপ্লবী শ্রেণীগুলির একটি জোটের পার্টির সম্ভাবনা অস্বীকার করে এবং এইজাতীয় পার্টিতে যুক্ত হওয়া মার্কসবাদীদের কাছে নীতিগতভাবে অনুমোদনযোগ্য নয়। কমরেডগণ, এটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে এইজাতীয় পার্টিতে মার্কসবাদীদের যুক্ত হওয়া নীতিগতভাবে মার্কসবাদ অনুমোদন করছে (এবং অনুমোদন করেই যাচ্ছে) শুধু তাই নয়, বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগও করেছে। জার্মান বিপ্লবের সময় ১৮৪৮ সালে স্বয়ং মার্কসের দৃষ্টান্ত আমি প্রসঙ্গ হিসেবে উত্থাপন করতে পারি যখন তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা জার্মানিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগে[৫৮] অংশগ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই সংগঠনে একযোগে কাজ করেন। এটা সুবিদিত যে মার্কসবাদী ছাড়াও বিপ্লবী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদেরও এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগ, এই বুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগের মুখপত্র **নিউ রেনিশে জেতুং**[৫৯]-এর তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন মার্কস। ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে যখন জার্মানিতে বিপ্লবের জোয়ারে ভাটা পড়তে শুরু করল তখন মার্কস ও তাঁর সমর্থকরা এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং স্বাধীন শ্রেণীনীতি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আপনারা দেখলেন, আজকের দিনের চীনের কমিউনিস্টদের থেকে মার্কস আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন, চীনের কমিউনিস্টরা নিজস্ব বিশেষ সংগঠন সহ একটি স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে কুওমিনতাঙের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

যখন বিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্তভাবে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লড়াই চালানোটাই লক্ষ্য ছিল সেই ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা মার্কস ও তাঁর সমর্থকদের পক্ষে **যুক্তিযুক্ত** হয়েছিল কিনা এ নিয়ে কেউ বিতর্ক তুলতেও পারেন নাও পারেন। এটা হল **রণকৌশলের** প্রশ্ন। কিন্তু এইজাতীয় যুক্ত হওয়াকে **নীতিগতভাবে** অনুমোদনযোগ্য বলে মার্কস যে বিবেচনা করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তৃতীয়তঃ। উহানে কুওমিনতাঙকে পেটি-বুর্জোয়া পার্টি বলে অভিহিত করলে এবং সেইভাবে পরিত্যাগ করলে মৌলিক ভ্রান্তি ঘটবে। কুওমিনতাঙকে এইভাবে চরিত্রায়ণ করতে একমাত্র সেইসব ব্যক্তিরাই পারে

যাদের চীনে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা বা চীনের বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কুওমিনতাঙ একটি 'সাধারণ' পেটি-বুর্জোয়া পার্টি নয়। বিভিন্ন ধরনের পেটি-বুর্জোয়া পার্টি আছে। রাশিয়ায় মেনশেভিক্‌ ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাও পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা **সাম্রাজ্য-বাদী** পার্টিও ছিল, কারণ তারা ফ্রান্স ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জঙ্গী মোর্চায় আবদ্ধ ছিল এবং তাদের সঙ্গেই তুরস্ক, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, গ্যালি-সিয়া প্রভৃতি দেশে **বিপ্লবী অভিযান ও নিপীড়ন** চালানোয় নিযুক্ত ছিল।

এ কথা কি বলা যায় যে কুওমিনতাঙ একটি **সাম্রাজ্যবাদী** পার্টি? অবশ্যই না। কুওমিনতাঙ পার্টি **সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী,** ঠিক যেমন চীনের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। পার্থক্য মৌলিক। এই পার্থক্য লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হওয়া এবং **সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী** কুওমিনতাঙের সঙ্গে **সাম্রাজ্যবাদী** সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টিগুলিকে গুলিয়ে ফেলার অর্থ হল চীনে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনকে বুঝতে না পারা।

অবশ্য কুওমিনতাঙ যদি **সাম্রাজ্যবাদী** পেটি বুর্জোয়া পার্টি হতো তাহলে চীনের কমিউনিস্টরা এর সঙ্গে জোট বাঁধতেন না, বরং একে সর্বোত্তম দেবদূতদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। যাহোক, ঘটনা হল, কুওমিনতাঙ একটি **সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী** পার্টি যে পার্টি চীনে সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করেছে। এই দিক থেকে কেরেনস্কি ও সেরেতেলি প্রভৃতি ধরনের **সাম্রাজ্যবাদী** 'সোশ্যালিষ্টদের' চেয়ে কুওমিনতাঙ অনেক বেশি উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনকি দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙ চিয়াং কাই-শেক যিনি **ইতিপূর্বে** ষড়যন্ত্র পরিচালনা করেছিলেন এবং বামপন্থী কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমস্তরকম ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত ছিলেন—তিনিও কেরেনস্কি, সেরেতেলি প্রমুখদের চেয়ে উন্নততর ছিলেন; কারণ কেরেনস্কি, সেরেতেলি প্রমুখরা যখন তুরস্ক, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, গ্যালিসিয়াকে অধীনস্থ করার জন্য যুদ্ধ করছিলেন এবং এভাবে সাম্রাজ্যবাদকে **শক্তিশালী** করছিলেন তখন চিয়াং কাই-শেক ভাল বা মন্দ যেভাবেই হোক চীনের পরাধীনতার **বিরুদ্ধে** যুদ্ধ করছিলেন এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করতে সহায়তা করেছিলেন।

সাধারণভাবে বিরোধীপক্ষ ও রাদেকের ভ্রান্তি হল তিনি চীনের আধা-ঔপনিবেশিক স্তরকে উপেক্ষা করছেন, চীনের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

চরিত্র লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উহানে কুওমিনতাঙ, দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙবাদীদের বাদ দিয়ে কুওমিনতাঙ যে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের কেন্দ্র তা তিনি লক্ষ্য করেননি।

তৃতীয় প্রশ্ন

'কুওমিনতাঙ হল কমিউনিস্ট পার্টি ও পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী এই দুটি শক্তির মোর্চা—আপনার এই মূল্যায়ন (প্রাচ্যের শ্রমিকদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৮ই মে, ১৯২৫) **এবং বৃহৎ বুর্জোয়া সহ চারটি শ্রেণীর মোর্চা হল কুওমিনতাঙ, কমিনটার্নের প্রস্তাবে বর্ণিত এই মূল্যায়নের মধ্যে কি বিরোধিতা নেই?**

'চীনে যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব থাকত তাহলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কুওমিনতাঙের অন্তর্ভুক্ত থাকা কি সম্ভব হতো?'

প্রথমতঃ, জানা উচিত যে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিনটার্ন কর্তৃক (সপ্তম বর্ধিত অধিবেশন) কুওমিনতাঙের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তা আপনার 'প্রশ্নে' নির্ভুলভাবে, সম্পূর্ণ যথাযথভাবে পুনরুল্লিখিত হয়নি। প্রশ্নে বলা হয়েছে: '**বৃহৎ** বুর্জোয়াশ্রেণী সহ।' কিন্তু মুৎসুদ্দিরাও বৃহৎ বুর্জোয়া। এর অর্থ কি এই যে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিনটার্ন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কুওমিনতাঙের মধ্যে মোর্চার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন? স্বভাবতঃই নয়, কারণ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা কুওমিনতাঙের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রু ছিল এবং এখনো রয়েছে। কমিনটার্নের প্রস্তাবে সাধারণভাবে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা বলা হয়নি, 'পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের একটি **অংশের** কথা' বলা হয়েছে। অতএব, এখানে সমস্ত ধরনের বৃহৎ বুর্জোয়াদের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়াদের কথা যারা মুৎসুদ্দি চরিত্রের **নয়**।

দ্বিতীয়তঃ, আমি অবশ্যই বলব যে কুওমিনতাঙের এই দুটি সংজ্ঞার মধ্যে আমি কোন বিরোধ দেখছি না। আমি দেখছি না এই কারণে যে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কুওমিনতাঙের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এর কোনটিকেই বেঠিক বলা যায় না, কারণ দুটিই সঠিক।

১৯২৫ সালে কুওমিনতাঙকে শ্রমিক ও কৃষকদের মোর্চার পার্টিরূপে আমি যখন অভিহিত করেছিলাম তখন আমি কোনভাবেই কুওমিনতাঙের মধ্যে

প্রকৃত বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করতে, ১৯২৫ সালে বাস্তবিকপক্ষে কুওমিনতাঙের সঙ্গে কোন্ কোন্ শ্রেণী যুক্ত আছে তা বর্ণনা করতে চাইনি। আমি যখন কুওমিনতাঙের কথা বলেছিলাম তখন আমি প্রাচ্যের নিপীড়িত দেশগুলিতে, বিশেষতঃ চীন ও ভারতের মতো দেশগুলিতে, কুওমিনতাঙকে স্পষ্টতঃ জনগণের বিপ্লবী পার্টির **ধরনের** কাঠামো মাত্র মনে করেছিলাম; জনগণের বিপ্লবী পার্টির এমন **ধরনের** কাঠামো মনে করেছিলাম যা গ্রাম ও শহরের শ্রমিক ও পেটি-বুর্জোয়ার বিপ্লবী মোর্চার ওপর অবশ্যই নির্ভরশীল হবে। সে-সময় আমি স্পষ্ট করেই বলেছিলাম যে, 'এই সমস্ত দেশে কমিউনিস্টরা **জাতীয় যুক্তফ্রন্টের** নীতি থেকে শ্রমিক ও পেটি-বুর্জোয়ার **বিপ্লবী মোর্চার** নীতিতে **অবশ্যই অতিক্রম** করে যাবেন' (দ্রষ্টব্য : স্তালিনের 'প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্য', **লেনিনবাদের সমস্যাসমূহ**, পৃ: ২৬৪[৬০])।

অতএব, আমার মনে যা ছিল তা হল সাধারণভাবে জনগণের বিপ্লবী পার্টিগুলির, বিশেষ করে কুওমিনতাঙের, **ভবিষ্যৎ** প্রসঙ্গ, বর্তমান নয়। আর আমি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক ছিলাম। কারণ কুওমিনতাঙের মতো সংগঠনের ভবিষ্যৎ একমাত্র তখনই আশাব্যঞ্জক হতে পারে যদি তারা শ্রমিক ও পেটি-বুর্জোয়ার মোর্চার ওপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর পেটি-বুর্জোয়ার প্রসঙ্গে প্রধানতঃ **কৃষক সম্প্রদায়ের** কথাই মাথায় থাকা উচিত যারা ধনতান্ত্রিক দিক দিয়ে পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে পেটি-বুর্জোয়াদের **মূল** শক্তিরূপে প্রতিভাত।

কমিনটার্ন কিন্তু বিষয়টির ভিন্ন আরেকটি দিক সম্পর্কে আগ্রহান্বিত। কমিনটার্নের সপ্তম বর্ধিত অধিবেশনে ভবিষ্যতের, আগামীদিনের দৃষ্টিকোণ নিয়ে কুওমিনতাঙের বিচার-বিবেচনা হয়নি, হয়েছিল **বর্তমানের** দৃষ্টিকোণ নিয়ে, কুওমিনতাঙের আভ্যন্তরীণ **প্রকৃত** অবস্থা এবং ১৯২৬ সালে প্রকৃতই কোন্ কোন্ শ্রেণী এর সঙ্গে যুক্ত সেই দৃষ্টিকোণ নিয়ে। **যখনো পর্যন্ত কুওমিনতাঙে ভাঙন ধরেনি**, যখন **প্রকৃতপক্ষে** কুওমিনতাঙ ছিল শ্রমিক, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী (শহর ও গ্রামের) এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের মোর্চার সংগঠন সেই সময়ে কমিনটার্ন সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই এ কথা বলেছিল। এখানে কেউ হয়তো যোগ করতে পারেন যে শুধুমাত্র ১৯২৬ সালেই নয় ১৯২৫ সালেও কুওমিনতাঙ এই শ্রেণীগুলির মোর্চার ওপর নির্ভরশীল সংগঠন ছিল। কমিনটার্নের প্রস্তাবে, যে প্রস্তাবের খসড়া রচনায় আমি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম, সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে 'শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে, যে

কৃষক সম্প্রদায় নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছে, শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে এবং পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের একাংশের সঙ্গে মোর্চা গঠন করেছে' এবং 'শক্তিসমূহের এই সমন্বয় কুওমিনতাঙ ও ক্যান্টন সরকারের অভ্যন্তরে অনুরূপ গোষ্ঠীর মধ্যে তার রাজনৈতিক প্রকাশ দেখতে পেয়েছে' (প্রস্তাব[৬১] দেখুন)।

কিন্তু যেহেতু ১৯২৬ সালের **প্রকৃত** অবস্থার মধ্যে কমিনটার্ন নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, উপরন্তু কুওমিনতাঙের **ভবিষ্যৎ** দিকের প্রতিও ইঙ্গিত করেছে সেইহেতু না বলে পারেনি যে এই মোর্চা অস্থায়ী এবং অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়ার মোর্চার দ্বারা তা বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। ঠিক এই কারণেই কমিনটার্নের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে 'বর্তমানে সংগ্রাম তৃতীয় স্তরের দরজায়, শ্রেণীসমূহের নতুন পুনর্বিন্যাসের প্রাক্কালে উপস্থিত', এবং 'অগ্রগতির এই স্তরে সংগ্রামের মূল শক্তি হবে অধিকতর বিপ্লবী চরিত্রের একটি মোর্চা—শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায় ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মোর্চা যে মোর্চা থেকে বৃহৎ পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ **বহিষ্কৃত হবে**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

এটাই হল শ্রমিক ও পেটি-বুর্জোয়াদের (কৃষক সম্প্রদায়) মোর্চা যার সমর্থনের জন্য কুওমিনতাঙের আস্থা থাকা উচিত, কুওমিনতাঙে ভাগাভাগি ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সরে পড়ার পরে উহানে যে মোর্চা অবয়ব পেতে শুরু করেছে এবং যে মোর্চা সম্পর্কে ১৯২৫ সালে প্রাচ্যের শ্রমিকদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভাষণে আমি বলেছিলাম (ওপরে দেখুন)।

অতএব দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কুওমিনতাঙের বিবরণ আমরা পাচ্ছি :

(ক) **বর্তমানের** ভিত্তি অর্থাৎ ১৯২৬ সালে কুওমিনতাঙের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা থেকে, এবং

(খ) **ভবিষ্যতের** ভিত্তি অর্থাৎ প্রাচ্যের দেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী পার্টির কাঠামোর **রূপ** হিসেবে কুওমিনতাঙ যা দাঁড়াবে সেই ভিত্তি থেকে।

উভয় বিবরণই ন্যায্য ও সঠিক, কারণ দুটি ভিন্ন ভিত্তি থেকে কুওমিনতাঙকে গ্রহণ করে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উভয় বিবরণই সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করছে।

কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাহলে বিরোধিতা কোথায় ?

আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য ব্রিটেনের 'শ্রমিক পার্টির' ('লেবার পার্টি') কথা ধরা যাক। আমরা জানি কলকারখানা ও অফিস কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন-

সমূহের ওপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের একটি বিশেষ পার্টি আছে। একে শ্রমিক-দের পার্টি বলতে কেউই দ্বিধা করবে না। শুধু ব্রিটিশ সাহিত্যেই নয়, সমস্ত মার্কসবাদী সাহিত্যেও এই নামেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু এ কথা কি বলা যায় যে এই পার্টি হল প্রকৃত শ্রমিকদের পার্টি, বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড়ানো শ্রমিকদের শ্রেণীভিত্তিক পার্টি? এ কথা কি বলা যায় যে **সত্যিই** এ হল একটি শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এবং দুটি শ্রেণীর পার্টি নয়? না, তা বলা যায় না। **প্রকৃতপক্ষে** ব্রিটেনের লেবার পার্টি হল শ্রমিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের এক মোর্চার পার্টি। **প্রকৃতপক্ষে** এ হল দুটি শ্রেণীর মোর্চার পার্টি। আর যদি প্রশ্ন করা যায় যে এই পার্টিতে কার প্রভাব শক্তিশালী, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান শ্রমিক-দের প্রভাব, না পেটি-বুর্জোয়াদের প্রভাব, তাহলে বলতেই হবে যে এই পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়াদের প্রভাবই প্রধান।

কেন ব্রিটিশ লেবার পার্টি **প্রকৃতপক্ষে** বুর্জোয়া উদারনৈতিক পার্টির একটি লেজুড়মাত্র তার বাস্তব ব্যাখ্যা এ থেকেই পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও মার্কসবাদী সাহিত্যে একে **শ্রমিকদের** পার্টি বলা হয়ে থাকে। এই 'বিরোধিতার' ব্যাখ্যা কেমন করে করা যাবে? ব্যাখ্যা হল এই যে, যখন এই পার্টিকে **শ্রমিকদের** পার্টি বলে অভিহিত করা হয় তখন পার্টির অভ্যন্তরে **বর্তমান** বাস্তব অবস্থাকে সাধারণভাবে বোঝানো হয় না, শ্রমিকদের পার্টির কাঠামোর এমন এক **ধরনকে** বোঝানো হয় যার দ্বারা **ভবিষ্যতে** বিশেষ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া জগতের মুখো-মুখি দণ্ডায়মান শ্রমিকদের প্রকৃত শ্রেণী-পার্টিতে রূপান্তরণ বোঝায়। এই পার্টি **প্রকৃতপক্ষে** সাময়িকভাবে শ্রমিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মোর্চার পার্টি এই ঘটনাকে এর দ্বারা পরিহার করা হয় না বরং অনুমান করে নেওয়া হয়।

কুওমিনতাঙ সম্পর্কে আমি এইমাত্র যা বলেছি তার মধ্যে যেমন ঠিক তেমনি এর মধ্যেও কোন বিরোধিতা নেই।

চীনে যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব থাকত তাহলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কুওমিনতাঙে যুক্ত থাকা সম্ভব হতো কি?

আমার মনে হয় এটা অযৌক্তিক হবে, আর তাই অসম্ভবও। শুধু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব থাকা নয়, যদি শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠিত হতো তাহলেও এটা অযৌক্তিক হবে। কারণ চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের

প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের অর্থ কি? এর অর্থ হল দ্বৈত শাসন সৃষ্টি করা। এর অর্থ হল কুওমিনতাঙ ও সোভিয়েতসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য লড়াই শুরু হওয়া। শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েতসমূহের গঠন হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের প্রস্তুতিপর্ব। এই প্রস্তুতি কি একটি সাধারণ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত **দুটি** পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে? না, তা পারে না। বিপ্লবের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য প্রস্তুতি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ একমাত্র **একটি** পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সম্ভব হতে পারে, অবশ্য যদি সেটা সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব হয়, আর সেটাই হল প্রশ্ন। বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের বলছে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জিত এবং বিকশিত হতে পারে একমাত্র **একটি** পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে খাঁটি ও পুরোপুরি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্ভব হতে পারে না।

সুতরাং, যখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব রয়েছে শুধু তখনই নয়, এমনকি এইজাতীয় একনায়কত্বেরও পূর্বে যখন শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠিত হয় তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব নেতৃত্বে একটি চীনা অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কুওমিনতাঙ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমি মনে করি যে চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত-সমূহ গঠন এবং একটি চীনা অক্টোবর প্রস্তুত করে তোলার পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙের **মধ্যেকার** বর্তমান মোর্চার পরিবর্তে কুওমিনতাঙের **বাইরে** মোর্চা গঠন করতে হবে, আর সেই মোর্চা হবে ঠিক যেমন অক্টোবরের পথে উত্তরণের পর্যায়ে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে আমাদের মোর্চা ছিল সেইরকম।

চতুর্থ প্রশ্ন

'উহান সরকার কি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, আর যদি তা না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য আর অন্য কি পথ আছে?

' "দ্বিতীয়" বিপ্লব ছাড়াই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উত্তরণ সম্ভব

মার্তিনভের এই বক্তব্য কি সঠিক, আর যদি তাই হয় তাহলে চীনে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে সীমারেখা কোথায় ?'

উহান সরকার এখনো শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব নয়। হয়তো হয়ে উঠতে পারে। যদি কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে তাহলে অবশ্যই গণতান্ত্রিক একনায়কত্বে পরিণত হবে, কিন্তু এখনো এই সরকার এইজাতীয় একনায়কত্বের সংগঠন হয়ে উঠতে পারেনি।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সংগঠনে উহান সরকারকে রূপান্তরিত করতে কি কি প্রয়োজন ? এজন্য অন্ততঃ দুটি জিনিসের প্রয়োজন :

প্রথমতঃ, উহান সরকারকে অবশ্যই চীনে কৃষি-বিপ্লবের সরকার হতে হবে, যে সরকার এই বিপ্লবকে চূড়ান্ত সমর্থন জানাবে।

দ্বিতীয়তঃ, কুওমিনতাঙকে কৃষক ও শ্রমিকদের স্তর থেকে কৃষি-আন্দোলনের নতুন নেতাদের নিয়ে উচ্চ নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং কৃষক সমিতি, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর ও গ্রামের অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে তার নীচু স্তরের সংগঠনগুলিকে বিস্তৃত করতে হবে।

বর্তমানে কুওমিনতাঙের ৫০০,০০০ জনের মতো সদস্য আছে। চীনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা সামান্য, খুবই সামান্য। কুওমিনতাঙকে আরও কোটি কোটি বিপ্লবী কৃষক ও শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এইভাবে বহু লক্ষগুণ শক্তিশালী এক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগঠন হয়ে উঠতে হবে।

একমাত্র এই পরিস্থিতিতে কুওমিনতাঙ একটি বিপ্লবী সরকার স্থাপন করার অবস্থায় আসতে পারবে, যে সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সংগঠন হয়ে উঠবে।

আমি জানি না যে কমরেড মার্তিনভ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণের কথা সত্যিই বলেছেন কিনা। আমি কমরেড মার্তিনভের প্রবন্ধ পড়িনি ; আমি তা পড়িনি কারণ আমাদের সমস্ত দৈনন্দিন সাহিত্যের ওপর চোখ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তিনি সত্যিই বলে থাকেন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব, তাহলে সেটা ভুল।

চুগুনভ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'কমরেড স্তালিন,

আপনি কি মনে করেন, ঘুর পথে না গিয়ে কুওমিনতাঙের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এক্ষুণি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থা করা কি সম্ভব নয়?' আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম: 'কমরেড চুগুনভ, চীনে এটা কি করে সম্ভব? আপনি কি দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙবাদী, ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদীদের সেখানে দেখছেন?' তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। আমি বললাম, 'তাহলে লড়াই অনিবার্য।'

এ হল চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রের আগের ঘটনা। তত্ত্বগতভাবে অবশ্য চীনে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ কল্পনা করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনিন একসময় চিন্তা করেছিলেন যে সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে রাশিয়ায় বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। সেটা ছিল ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যায়ের ঘটনা। জুলাই মাসের পরাজয়ের পর লেনিন স্থির করেছিলেন যে সর্বহারা বিপ্লবে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণ প্রশ্নাতীত বলে বিবেচনা করতে হবে। আমার মনে হয় চীনের ক্ষেত্রেও সর্বহারা বিপ্লবে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণ আরও প্রশ্নাতীত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

কেন?

প্রথম কারণ, চীনের বিপ্লবের শত্রুরা—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে (চ্যাঙ সো-লিন, চিয়াং কাই-শেক, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদার প্রভৃতি) এবং বহির্জগতে (সাম্রাজ্যবাদীরা) উভয়তঃ—সংখ্যায় এত বেশি ও শক্তিশালী যে বিরাট বিরাট শ্রেণী-যুদ্ধ ছাড়া ও সাংঘাতিক ভাঙন ও দলত্যাগ ছাড়া বিপ্লবের আরও অগ্রগতি যে সম্ভব সেটা চিন্তা করতে দিতেই তারা রাজী নয়।

দ্বিতীয় কারণ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের পথে কুওমিনতাঙ ধরনের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে উপযুক্ত সংগঠন বলে ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

সর্বশেষ কারণ, যেমন রাশিয়ায় যদি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ধ্রুপদী ধরনের সংগঠন সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণ সফল না হয়ে থাকে তাহলে কুওমিনতাঙের মাধ্যমে এই উত্তরণ সফল হবে এমন কল্পনা করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

অতএব, আমি মনে করি যে চীনে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণ প্রশ্নাতীত বলে বিবেচনা করতে হবে।

'উহান সরকার কেন চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা না করে চ্যাং সো লিনকে আক্রমণ করছে ?

'উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে উহান সরকার এবং চিয়াং কাই-শেকের একযোগে আক্রমণাত্মক অভিযান কি চীনা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মোর্চাকে ভোঁতা করে দিচ্ছে না ?'

কমরেডগণ, আপনারা উহান সরকার সম্পর্কে বড় বেশি প্রশ্ন করছেন। চ্যাং সো-লিন, চিয়াং কাই-শেক, লি তি-সিন ও ইয়াং সেন প্রমুখের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ চালাতে পারলে অবশ্য খুব ভাল হতো। কিন্তু উহান সরকারের অবস্থা এমন নয় যে এই মুহূর্তে একযোগে চারটি ফ্রন্টের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো যেতে পারে। অন্ততঃ দুটি কারণে উহান সরকার মুকদেনপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রথমতঃ, মুকদেনপন্থীরা উহানের দিকে এগিয়ে আসছে এবং একে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে, সেইহেতু মুকদেনপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রতিরক্ষার একান্ত জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, উহানরা কেং উ-সিয়াঙের বাহিনীর সঙ্গে শক্তি যুক্ত করতে চায় এবং বিপ্লবের ভিত্তি ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে আরও অগ্রসর হতে চায় যা বর্তমান মুহূর্তে উহানের পক্ষে এক বিরাট সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের বিষয়।

চিয়াং কাই-শেক ও চ্যাং সো লিনের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযান চালানো বর্তমান সময়ে উহান সরকারের ক্ষমতার বাইরে। কাজেই, পশ্চিমে ইয়াং সেন এবং দক্ষিণে লি তি-সিনের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রশ্ন তো অনেক দূরে।

গৃহযুদ্ধের সময় আমরা বলশেভিকরা অধিকতর শক্তিশালী ছিলাম, তথাপি সমস্ত ফ্রন্টে সফল অভিযান গড়ে তুলতে আমরা ছিলাম অসমর্থ। বর্তমান মুহূর্তে উহান সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি আশা করার কি যুক্তি থাকতে পারে ?

তাছাড়া এই মুহূর্তে সাংহাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের অর্থ কি দাঁড়াবে, বিশেষ করে যখন উত্তরদিক থেকে মুকদেনপন্থী এবং উ পেই-ফুর সমর্থকরা উহানের দিকে এগিয়ে আসছে ? এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে পূর্বাঞ্চলে কোন

লাভ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেং-এর বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট করে মুকদেনপন্থীদের কাজের সুবিধা করে দেওয়া। সাময়িকভাবে চিয়াং কাই-শেক সাংহাই অঞ্চলে হাঁকডাক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করুন।

সাংহাইতে যুদ্ধ হতে বাকি আছে এবং সে যুদ্ধ চ্যাং চৌ ইত্যাদি অঞ্চলে যে যুদ্ধ হচ্ছে সে ধরনের হবে না। না, সেখানে যুদ্ধ আরও কঠোরতর হবে। সাম্রাজ্যবাদ খুব সহজেই সাংহাই ছেড়ে চলে যাবে না কারণ সাংহাই হল একটি বিশ্ব কেন্দ্র যেখানে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির মূল স্বার্থ পরস্পরকে ছেদ করছে।

এটাই কি যুক্তিযুক্ত হবে না যে প্রথমে ফেং-এর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দাও, যথেষ্ট সামরিক শক্তি অর্জন কর, কৃষি-বিপ্লবকে পূর্ণতর দিকে বিকশিত কর এবং চিয়াং কাই-শেকের সামনের ও পেছনের সারিতে তীব্রভাবে কাজ চালিয়ে হতাশা সৃষ্টি কর এবং তারপরে সাংহাইয়ের সমস্যাকে সমস্ত দিক দিয়ে আয়ত্তে নিয়ে এস? আমার মনে হয় এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে।

অতএব, চীনের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফ্রন্টকে ভোঁতা করার কোন ব্যাপার এখানে নেই, কারণ কৃষি-বিপ্লবের যদি অগ্রগতি ঘটে তাহলে কোনভাবেই ভোঁতা করা যাবে না, আর কৃষি-বিপ্লবের যে অগ্রগতি ঘটছে এবং ঘটতেই থাকবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আমি পুনরাবৃত্তি করে বলছি, এটা 'ভোঁতা করার' কোন ব্যাপার নয় বরং উপযুক্ত সংগ্রামের কৌশল উন্নীত করার ব্যাপার।

কিছু কিছু কমরেড মনে করেন যে, বিপ্লবী উদ্যোগ প্রকাশের প্রধান নিদর্শন হল সমস্ত ফ্রন্টে অভিযান চালানো। না কমরেড, সেটা ঠিক নয়। এই মুহূর্তে সমস্ত ফ্রন্টে অভিযান চালানো নির্বুদ্ধিতা হবে, বিপ্লবী উদ্যোগ প্রকাশ করা হবে না। নির্বুদ্ধিতাকে বিপ্লবী উদ্যোগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন

'চীনে কি কামালবাদী বিপ্লব সম্ভব?'

আমার মনে হয় চীনে এর সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ অসম্ভব।

একমাত্র তুরস্ক, পারস্য বা আফগানিস্তানের মতো দেশগুলিতে কামালবাদী বিপ্লব সম্ভব, যেখানে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী নেই বা একেবারেই নেই এবং যেখানে শক্তিশালী কোন কৃষি-বিপ্লবের অস্তিত্বও নেই। কামালবাদী বিপ্লব

হল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত উচ্চশ্রেণীর মানুষদের বিপ্লব, জাতীয় বণিক বুর্জোয়াদের বিপ্লব, এবং যার পরবর্তী বিকাশ ঘটেছে অনিবার্যভাবে কৃষক ও শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে কৃষি বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে।

চীনে কামালবাদী বিপ্লব সম্ভব নয় কারণ :

(ক) চীনে ন্যূনতম সংখ্যায় হলেও জঙ্গী ও সক্রিয় শিল্পশ্রমিক রয়েছে যারা কৃষকদের মধ্যে প্রভূত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত,

(খ) এই দেশে সমুন্নত কৃষি-বিপ্লব রয়েছে যা তার অগ্রগতির ধারায় সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলিকে প্রতিনিয়ত পরাজিত করছে।

কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক জনগণ বেশ কয়েকটি প্রদেশে ইতিমধ্যেই জমি দখল করে নিতে শুরু করেছে এবং যা সংগ্রামের ক্ষেত্রে চীনের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে—আর এই হল তথাকথিত কামালবাদী বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক।

কামালবাদী পার্টিকে উহানের বামপন্থী কুওমিনতাং পার্টির সঙ্গে এক সারিতে ফেলা যায় না, ঠিক যেমন তুরস্ককে চীনের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করানো যায় না। সাংহাই, উহান, নানকিং, তিয়েনসিন প্রভৃতির মতো কেন্দ্র তুরস্কে নেই। আংকারা উহান থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে, ঠিক যেমন কামালবাদী পার্টি বাম কুওমিনতাং থেকে অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেও চীন এবং তুরস্কের পার্থক্য মনে রাখা উচিত। তুরস্কের ক্ষেত্রে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলপূর্বক বেদখল করে সাম্রাজ্যবাদ তার প্রধান কয়েকটি দাবি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। তুরস্ক এখন এক কোটি থেকে সোয়া এক কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি ছোট্ট দেশে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের কাছে এই দেশ কোন গুরুত্বপূর্ণ বাজার নয় বা পুঁজি বিনিয়োগ করার মতো চূড়ান্ত ক্ষেত্র নয়। এই ঘটনা কেন ঘটল তার অন্যতম কারণ হল পুরানো তুরস্ক ছিল বিভিন্ন জাতিসত্তার বিষম সমন্বয়, একমাত্র আনাতোলিয়াতে ঘনবিবদ্ধ তুর্কী জনসংখ্যা ছিল।

চীনের ক্ষেত্রটা কিন্তু অন্যরকম। চীন কয়েক শো মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত জাতীয়ভাবে ঘনবিবদ্ধ দেশ, অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ বাজার এবং বিশ্বে পুঁজি রপ্তানীর ক্ষেত্র। পুরানো তুরস্কের অভ্যন্তরে তুর্কী ও আরবদের

মধ্যে জাতিগত বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তুরস্কে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের যখন সন্তুষ্ট করেছে, তখন চীনে সাম্রাজ্যবাদকে জাতীয় চীনের জীবন্ত অবয়বের ওপর আক্রমণ হানতে হয়েছে, তার পুরানো অবস্থানগুলি রক্ষা করার জন্য অথবা তার বেশ কয়েকটিকে বজায় রাখার জন্য চীনকে টুকরো টুকরো করে কাটতে হয়েছে এবং সমস্ত প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছে।

ফলে তুরস্কে যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কামালবাদীদের পক্ষ থেকে আংশিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে সমাপ্ত হল তখন চীনে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী সংগ্রাম ব্যাপক জনপ্রিয় ও সুস্পষ্ট জাতীয় চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য এবং ধাপে ধাপে তীব্র হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দুঃসাহসী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে এবং সমগ্র দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদকেই কাঁপিয়ে দিতে বাধ্য।

বিরোধীদের (জিনোভিয়েভ, রাদেক, ট্রটস্কি) মারাত্মক ভ্রান্তিগুলির অন্যতম হল তুরস্ক ও চীনের মধ্যে এই দুস্তর পার্থক্যকে অনুভব করতে ব্যর্থ হওয়া, কৃষি-বিপ্লবকে কামালবাদী বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা এবং নির্বিচারে সমস্ত কিছুকে একটি স্তূপে জড়ো করা।

আমি জানি চীনের নাগরিকদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যারা কামালবাদী চিন্তাধারাকে পোষণ করছেন। আজকের চীনে কামালের ভূমিকার দাবিদার যথেষ্ট পরিমাণে আছেন। তাঁদের পাণ্ডা হলেন চিয়াং কাই-শেক। আমি জানি কিছু জাপানী সাংবাদিক চিয়াং কাই-শেককে চীনের কামাল বলে অভিহিত করতে আগ্রহী। কিন্তু এ হল স্বপ্ন, ভীতসন্ত্রস্ত বুর্জোয়াদের ভ্রান্তি। চীনে বিজয় হয় চ্যাং সো-লিন ও চ্যাং সুং-চ্যাঙের মতো চীনা মুসোলিনিদের দিকে যাবে পরবর্তীকালে যারা কৃষি-বিপ্লবের অভিযানের দ্বারা নির্মূল হবে, অথবা উহানের দিকে যাবে।

এই দুটি শিবিরের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বনে সচেষ্ট চিয়াং কাই শেক এবং তাঁর সমর্থকরা অনিবার্যভাবে পরাজিত হতে এবং চ্যাং সো-লিন ও চ্যাং সুং-চ্যাঙের পরিণতির অংশীদার হতে বাধ্য।

সপ্তম প্রশ্ন

‘চীনে এই মুহূর্তে কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক অবিলম্বে জমি দখল

করার আহ্বান জানানো কি উচিত, এবং হুনানে জমি দখলের ঘটনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে ?'

আমার মনে হয় এই আহ্বান জানানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন অঞ্চলে জমি বাজেয়াপ্ত করার আহ্বান ইতিমধ্যেই কার্যকরী হতে শুরু করেছে। হুনান, হুপে ইত্যাদি কয়েকটি অঞ্চলে কৃষকরা নীচের মহল থেকে ইতিমধ্যেই জমি দখল করছে এবং নিজস্ব আদালত, নিজস্ব শাস্তিবিধায়ক সংগঠন ও নিজস্ব আত্মরক্ষামূলক কমিটি গঠন করছে। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে চীনের সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় জমি বাজেয়াপ্ত করার আহ্বানে সাড়া দেবে। আর এর মধ্যেই চীনের বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে।

উহান যদি জিততে চায়, যদি যুগপৎ চ্যাং সো-লিন ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে এবং সমভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করতে চায় তাহলে জমিদারদের জমি দখল করার ক্ষেত্রে কৃষি-বিপ্লবকে যথাসাধ্য সমর্থন অবশ্যই করতে হবে।

শুধুমাত্র সশস্ত্র শক্তির দ্বারা চীনে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা যাবে এই ধারণা করা নির্বুদ্ধিতা হবে। কৃষি-বিপ্লব ছাড়া এবং উহান বাহিনীর প্রতি কৃষক ও শ্রমিকদের ব্যাপকতম অংশের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত এই শক্তিগুলিকে উৎখাত করা যাবে না।

চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রকে প্রায়শঃই বিরোধীরা চীনের বিপ্লবের অধোগতি বলে মূল্যায়ন করে থাকেন। এটা ভুল। যে সমস্ত লোক চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রকে চীনের বিপ্লবের অধোগতি বলে মূল্যায়ন করে থাকেন তাঁরা কার্যতঃ চিয়াং-কাই-শেকের পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন, উহান কুওমিনতাঙে কার্যতঃ চিয়াং কাই-শেককে ফিরে পেতে আগ্রহী। আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁরা মনে করেন যদি চিয়াং কাই-শেক বিচ্ছিন্ন হয়ে না যেত তাহলে বিপ্লবের কাজ আরও ভালভাবে অগ্রসর হতো। এটা নির্বোধের মতো এবং অবিপ্লবী চিন্তা। চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কুওমিনতাঙকে আবর্জনামুক্ত করতে ও কুওমিনতাঙের মূল শক্তিকে বামমুখী করতে সহায়ক হয়েছে। অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রমূলক অভিযানের ফলে শ্রমিকদের আংশিক পরাজয় হতে বাধ্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রের ফলে **সামগ্রিকভাবে** বিপ্লব তার বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে, কৃষি-আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

চীনের বিপ্লবের শক্তি ও সামর্থ্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

বিপ্লবের অগ্রগতি বাঁকহীন ঊর্ধ্বরেখায় শুধু ঘটবে এটা মনে করা অবশ্যই ঠিক নয়। এটা পুঁথিগত ভাবনা, বিপ্লবের বাস্তবসম্মত ধারণা নয়। বিপ্লব সব সময় আঁকাবাঁকা পথে এগোয়, কোন কোন এলাকায় পুরাতন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং এগোয়, আবার কোথাও কোথাও আংশিক পরাজয় বরণ করে এবং পিছু হটে। চীনের বিপ্লবের গতিধারায় চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ সেই বাঁকগুলির অন্যতম, আর বিপ্লবকে আবর্জনামুক্ত করতে এবং শক্তিশালী কৃষি-আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এর প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এই কৃষক-আন্দোলনকে যথার্থ রূপ দিতে হলে এর একটি সাধারণ শ্লোগান অবশ্যই থাকতে হবে। আর সেই শ্লোগানই হল জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার শ্লোগান।

অষ্টম প্রশ্ন

'বর্তমান মুহূর্তে সোভিয়েতসমূহ গঠনের শ্লোগান দেওয়া সঠিক নয় কেন?

'হুনানে শ্রমিকদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের দিক থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কি সংগ্রামের পথে পিছিয়ে থাকার বিপদ বহন করছে না?'

প্রশ্নে কোন্ ধরনের সোভিয়েতের কথা বলা হচ্ছে—**শ্রমিকশ্রেণীর** সোভিয়েত অথবা **অ-শ্রমিকশ্রেণীর** সোভিয়েত, 'কৃষকদের' সোভিয়েত, 'মেহনতী' মানুষের সোভিয়েত কিংবা 'জনগণের' সোভিয়েত? কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে লেনিন প্রাচ্যের পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে 'কৃষকদের সোভিয়েত', 'মেহনতী মানুষের সোভিয়েত' গঠনের কথা বলেছেন। তাঁর মনে তখন ছিল মধ্য এশিয়ার দেশগুলি যেখানে 'শিল্পশ্রমিক নেই বা একেবারেই নেই।' তাঁর মনে পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ ছিল। এর দ্বারা বিশ্লেষিত হয় এই সমস্ত দেশে **শ্রমিকদের** সোভিয়েত গঠন সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বে একটি শব্দও নেই কেন।

কিন্তু এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে লেনিনের তত্ত্ব চীন সম্পর্কিত নয়, কারণ চীনের ক্ষেত্রে বলা যায় না যে 'শিল্পশ্রমিক নেই বা একেবারেই নেই'

বরং এই তত্ত্ব প্রাচ্যের অন্যান্য আরও পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলি সম্পর্কিত।

অতএব, চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের আশু গঠন হল প্রশ্নাধীন বিষয়। আর এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে লেনিনের তত্ত্বকে মনে রাখলেই চলবে না রায়ের তত্ত্বকেও মনে রাখতে হবে যা কমিনটার্নের ঐ একই দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল, যেখানে চীন ও ভারতের মতো দেশগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েত গঠনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত দেশে শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের সময় গঠন করা উচিত।

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি কি? শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি হল প্রধানতঃ বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সংগঠন, নতুন বিপ্লবী রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সংগঠন, নতুন বিপ্লবী শাসনক্ষমতার জন্য সংগঠন। অনুরূপভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি হল বিপ্লবের সংগঠনের কেন্দ্রস্থল।

কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি যদি বর্তমান শাসনক্ষমতাকে উৎখাত করা ও নতুন বিপ্লবী শাসনক্ষমতা কায়েম করার সংগঠন হয়ে উঠতে পারে একমাত্র তখনই সেগুলি বিপ্লবের সংগঠনের কেন্দ্রস্থল হতে পারে। যদি সেগুলি নতুন বিপ্লবী শাসনক্ষমতা কায়েমের সংগঠন না হয় তাহলে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের কেন্দ্রস্থল হতে পারে না। বিরোধীরা এটাই বুঝতে চান না তাই শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সম্পর্কে লেনিনবাদী ধ্যানধারণার বিরোধিতা করেন।

সক্রিয় অঞ্চলে অর্থাৎ উহান সরকারের এলাকার মধ্যে বর্তমান মুহূর্তে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের অর্থ কি দাঁড়াবে? এর অর্থ হবে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা, উহান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সংগঠন গড়ে তোলা। বর্তমান সময়ে উহান সরকারকে উৎখাত করা কি চীনের কমিউনিস্টদের উচিত? স্পষ্টতঃই তাদের পক্ষে তা উচিত নয়। পক্ষান্তরে তাঁদের উচিত এই সরকারকে সমর্থন জানানো এবং চ্যাং সো-লিন, চিয়াং কাই-শেক, জমিদার ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংগঠনে একে রূপান্তরিত করা।

কিন্তু যদি উহান সরকারকে উৎখাত করা বর্তমান সময়ে চীনের কমিউনিস্ট-

পার্টির পক্ষে উচিত না হয় তাহলে **এখন** শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের তাৎপর্য কি দাঁড়াবে?

নিম্নোক্ত দুটির একটি দাঁড়াবে:

হয় উহান সরকারকে উৎখাত করার জন্য অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন করতে হবে, যা এই মুহূর্তে অযথার্থ এবং অননুমোদনযোগ্য কাজ হবে;

নতুবা অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন করে কমিউনিস্টরা উহান সরকারকে উৎখাত করার জন্য কাজ করবে না, সোভিয়েতগুলি নতুন এক বিপ্লবী শাসনক্ষমতার সংগঠন হয়ে উঠবে না এবং সেক্ষেত্রে সোভিয়েতগুলি উবে যাবে ও সোভিয়েতগুলির হাস্যকর অনুকরণ হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গঠনের বিষয়ে লেনিন যখন বক্তব্য বলেছেন তখনই এর বিরুদ্ধে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন।

আপনার 'প্রশ্নে' বলেছেন যে হোনানে শ্রমিকদের সোভিয়েত গঠন শুরু হয়ে গেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি নেবে যদি সোভিয়েত গঠনের আহ্বান নিয়ে তারা জনগণের কাছে না যায়। কমরেডগণ, এটা বাজে কথা। এই মুহূর্তে হোনানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কোন সোভিয়েতের অস্তিত্ব নেই। ব্রিটিশ সংবাদপত্র এরকম একটি গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে যা আছে তা হল 'লাল বর্শা'[৬২] নামক সংগঠন, কৃষক সমিতি প্রভৃতি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের ইঙ্গিত মাত্রও নেই।

অবশ্য শ্রমিকদের সোভিয়েত গঠন করা যেতে পারে। সেটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলি গঠন করাটা তো বিষয় নয়; বিষয় হল সেগুলিকে একটি বিপ্লবী শাসনের সংগঠনে পরিণত করা। আর সে কাজে ব্যর্থ হলে সোভিয়েতগুলি অন্তঃসারশূন্য খোলসে, সোভিয়েতসমূহের হাস্যকর অনুকরণে পরিণত হবে। একমাত্র ধ্বংস হওয়ার জন্য অপরিণত অবস্থায় শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলি গঠন করা এবং সেগুলিকে অন্তঃসারশূন্য খোলসে পরিণত করার প্রকৃত অর্থ হবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বপদ থেকে সোভিয়েতকেন্দ্রিক সমস্ত রকমের 'অতি-বাম' পরীক্ষানিরীক্ষার লেজুড়ে পরিণত করা।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ১৯০৫ সালের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের প্রথম সভাপতি খ্রুস্তালিয়ভ অনুরূপভাবে ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবন এবং গঠনের জন্যও জিদ ধরেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল পরিস্থিতি-নিরপেক্ষভাবেই সোভিয়েতগুলি নিজেরাই শ্রেণী-শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক উল্টো করে দিতে সমর্থ। লেনিন সে সময় খ্রুস্তালিয়ভের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তখন ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন করা উচিত হবে না, কারণ পশ্চাদ্‌বাহিনী (কৃষক সম্প্রদায়) এখনো অগ্রবাহিনীর (শ্রমিকশ্রেণী) সঙ্গে হাত মেলায়নি এবং এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত গঠন এবং তারপর অভ্যুত্থানের আহ্বান জানানো বিপজ্জনক ও অযৌক্তিক হবে।

কিন্তু এ থেকে অনুসৃত হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ, সোভিয়েতগুলির নিজের মধ্যে ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয় এবং দ্বিতীয়তঃ, যখন শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন করা হচ্ছে তখন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে অবশ্যই উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গঠন করা কি আদৌ প্রয়োজনীয় ?

হাঁ, প্রয়োজনীয়। যখন উহান সরকারের শক্তি সংহত হবে এবং কৃষি-বিপ্লব বিকশিত হবে, কৃষি-বিপ্লব থেকে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের সময়ে এই সোভিয়েতগুলি গঠন করতে হবে।

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গঠনের অর্থ হবে চীনে সোভিয়েত শাসনের ভিত্তি স্থাপন করা। কিন্তু সোভিয়েত শাসনের ভিত্তি স্থাপন করার অর্থ হল দ্বৈত ক্ষমতার ভিত্তি রচনা করা এবং বর্তমান উহান-কুওমিনতাঙ প্রশাসনের পরিবর্তে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার পথে গতিধারা পরিচালনা করা।

আমার মনে হয় সে সময় এখনো আসেনি।

আপনার 'প্রশ্নে' চীনে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও আধিপত্যের ভূমিকা বাধামুক্ত করার জন্য কি প্রয়োজন ?

এর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল নিজস্ব কর্মসূচী, নিজস্ব মঞ্চ, নিজস্ব

সংগঠন, নিজস্ব কর্মনীতি সহ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সুসংহত ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠা।

দ্বিতীয়তঃ, এর জন্য প্রয়োজন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা, কৃষকদের বিশেষতঃ দরিদ্র কৃষকদের বিপ্লবী সমিতি ও কমিটিসমূহে সংগঠিত হতে এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার কাজে শিক্ষা দেওয়া।

তৃতীয়তঃ, এর জন্য প্রয়োজন, সেনাবাহিনীতে চীনের কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি করা, সেনাবাহিনীকে বিপ্লবায়িত করা এবং একে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুঃসাহস প্রকাশের হাতিয়ার থেকে বিপ্লবের হাতিয়ারে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত করা।

সবশেষে এর জন্য উহান সরকারের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় স্তরে, উহান কুওমিনতাঙের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় স্তরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ এবং সেখানে যুগপৎ জমিদারতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে আরও সুবিস্তৃত করার দৃঢ়নীতি অনুসরণ করা।

বিরোধীরা মনে করেন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুওমিনতাঙ ও উহান সরকার থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টির উচিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা। কিন্তু সেটা হবে এক ধরনের সংশয়পূর্ণ 'স্বাতন্ত্র্য', যে স্বাতন্ত্র্যের কথা ১৯০৫ সালে মেনশেভিকরা আমাদের দেশে বলেছিল। আমরা জানি সে সময় মেনশেভিকরা লেনিনের বিরোধিতা করে বলেছিল : 'আমাদের যা প্রয়োজন তা হল নেতৃত্ব নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির স্বাতন্ত্র্য।' লেনিন উপযুক্ত জবাব দিয়ে বলেছিলেন যে এ হল স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি কারণ নেতৃত্বের বদলে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলার অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীকে উদারবাদী বুর্জোয়া-শ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করা।

আমি মনে করি যে আজ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে কুওমিনতাঙ ও উহান সরকার থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বেরিয়ে আসা উচিত এই জিদ প্রকাশ করে বা ইঙ্গিত দিয়ে বিরোধীপক্ষ ১৯০৫ সালের যুগের মেনশেভিকদের 'স্বাতন্ত্র্যের' দাবি প্রচারের লাইনে স্খলিত হয়ে পড়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য এবং প্রকৃত নেতৃত্ব রক্ষা করতে পারে একমাত্র যদি কুওমিনতাঙের ভেতরে এবং বাইরে উভয়তঃ শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে অগ্রগামী শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

কুওমিনতাঙ থেকে বেরিয়ে আসা নয় বরং কুওমিনতাঙের ভেতরে ও বাইরে

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করা—যদি সত্যিই স্বতন্ত্র হতে চায় তাহলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এখন এটাই প্রয়োজন।

নবম প্রশ্ন

'বর্তমান মুহূর্তে চীনে নিয়মিত লালফৌজ গঠনের প্রশ্নটি উত্থাপন করা কি সম্ভব ?'

আমার মনে হয় লক্ষ্য হিসেবে এই প্রশ্নটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তব দিক দিয়ে বিচার করলে এখন, এই মুহূর্তে, নতুন একটি বাহিনী, লালফৌজ দ্বারা বর্তমান বাহিনীর পরিবর্তন সাধন করা অসম্ভব, কারণ এখনো পর্যন্ত পরিবর্তন সাধন করার মতো কোন কিছু হয়নি।

এখন প্রধান বিষয় হল, সমস্ত প্রাপ্য পন্থায় বর্তমান বাহিনীকে উন্নত ও বৈপ্লবিক করে তোলা, নতুন, বিপ্লবী সেনাদল ও সেনাবাহিনীর জন্য অবিলম্বে ভিত্তি তৈরী করা যার মধ্যে থাকবে কৃষি-বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এবং বিপ্লবী শ্রমিকরা, বিশ্বস্ত অধিনায়কসহ বেশ কয়েকটি নতুন ও প্রকৃত বিশ্বস্ত সেনাদল গঠন করা এবং এগুলিকে উহানের বিপ্লবী সরকারের রক্ষাকবচ হিসেবে তৈরী করা।

এই সেনাদলগুলি নতুন সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থল হবে যা পরবর্তীকালে লালফৌজে পরিণত হবে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াইয়ের জন্য এবং বিশেষ করে পশ্চাদ্ভাগে সমস্ত প্রকারের প্রতিবিপ্লবী ভুঁইফোড়দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর প্রয়োজন।

এ ছাড়া পশ্চাদ্ভাগে ও যুদ্ধ ফ্রণ্টে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, দলত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকতে পারে না।

আমার মনে হয় সাময়িকভাবে এই পথই হল একমাত্র বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত পথ।

দশম প্রশ্ন

'বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমকালে চীনের শিল্পগুলি দখল করে নেওয়ার শ্লোগান দেওয়া কি এখন সম্ভব ?

'কোন্ পরিস্থিতিতে চীনে বিদেশী কলকারখানাগুলি দখল করে নেওয়া সম্ভব এবং এর ফলে চীনের শিল্পগুলি পাশাপাশি দখলের প্রশ্নটি কি জড়িত হয়ে যাবে ?'

আমার মনে হয়, সাধারণভাবে বলতে গেলে, চীনের শিল্পগুলি দখলের সময় এখনো উপস্থিত হয়নি। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না কারণ চীনের নিয়োগকর্তাদের কঠোর অন্তর্ঘাতমূলকতা, বিভিন্ন শিল্প বন্ধ করে দেওয়া এবং কৃত্রিম বেকারী সৃষ্টি করা উহান সরকারকে বাধ্য করতে পারে এমনকি বর্তমানেও এইসব শিল্পের কিছু কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করার কাজ শুরু করতে এবং সেগুলিকে নিজস্ব উদ্যোগে চালু করতে।

এটা সম্ভব যে বিশেষ করে চীনের অনিষ্টকারী ও প্রতিবিপ্লবী নিয়োগ-কর্তাদের হুঁশিয়ারী দেওয়ার জন্য কোন কোন বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি বর্তমান সময়েও এইজাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উহান সরকার বাধ্য হতে পরে।

বিদেশী শিল্পের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, এদের রাষ্ট্রায়ত্ত করার বিষয়টি ভবিষ্যতের ব্যাপার। এগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু এইজাতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য প্রয়োজন বর্তমানের চেয়ে ভিন্ন ধরনের এক অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতি।

আমি মনে করি বিপ্লবের বর্তমান স্তরে, যখন যথেষ্ট শক্তি বিপ্লবের পক্ষে অর্জিত হয়নি, তখন এইজাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিণত এবং অযৌক্তিক হবে।

আশু করণীয় কাজ এটা নয়, আশু কাজের মধ্যে রয়েছে কৃষি-বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে যথাসাধ্য উস্কে দেওয়া, এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করা, উহানকে শক্তিশালী করা এবং চীনের বিপ্লবের সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে একে সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা।

সমস্ত কাজকে এই মুহূর্তে কাঁধে নিয়ে চাপের ফলে নষ্ট করার ঝুঁকি নেওয়া অবশ্যই ঠিক নয়। বিশেষতঃ যখন কুওমিনতাঙ এবং তার সরকার চীনের ও বৈদেশিক বুর্জোয়াদের সম্পত্তি বেদখল করার প্রধান দায়িত্ব সম্পন্ন করতে এখন অসমর্থ।

এই দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য এক ভিন্ন পরিস্থিতি, বিপ্লবের এক ভিন্ন স্তর এবং বিপ্লবী শক্তির বিভিন্ন সংগঠন প্রয়োজন।

জে. স্তালিন, 'চীনের বিপ্লব এবং
বিরোধীদের ভ্রান্তিসমূহ'
মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯২৭

অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের শ্লোগান

(এস. পোক্রভস্কির চিঠির উত্তরে)

আমার মনে হয় এই বছরের ২রা মে তারিখে লিখিত আপনার চিঠিতে বলতে গেলে এমন কোন বিষয় বা ভিত্তি নেই যাতে বিস্তারিতভাবে একের পর এক বিষয় ধরে উত্তর দেওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে ইয়ান—স্কির চিঠির সঙ্গে তুলনা করলে আপনার চিঠিতে নতুন কিছুই নেই।

তা সত্ত্বেও আপনার চিঠির উত্তর আমি দিচ্ছি এই কারণে যে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মে মাসে কামেনেভের যে ভাবধারা ছিল এই চিঠিতে তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। কামেনেভের ভাবধারা পুনরুজ্জীবনমূলক উপাদানগুলি উদ্ঘাটিত করার উদ্দেশ্যে আপনার চিঠির সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করছি।

(১) আপনার চিঠিতে আপনি বলেছেন যে 'বাস্তবতঃ ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে **সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের **সঙ্গে** মৈত্রীর শ্লোগান আমাদের ছিল', যে ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর সময়কালে পার্টি কৃষক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে তার **পুরানো** শ্লোগান **সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের **সঙ্গে** মৈত্রীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল এবং সমর্থন করেছিল।'

এই বক্তব্য থেকে প্রথমতঃ অনুসৃত হচ্ছে যে অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়ে (এপ্রিল অক্টোবর ১৯১৭) দরিদ্র কৃষক ও সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে সীমারেখা টানার কাজে বলশেভিকরা নিজেদের নিয়োজিত করেনি বরং কৃষক সম্প্রদায়কে সংহত সমগ্র বলে ধরে নিয়েছে।

এই বক্তব্য থেকে দ্বিতীয়তঃ অনুসৃত হচ্ছে যে অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়ে বলশেভিকরা 'শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের' নতুন শ্লোগানের দ্বারা 'শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব' এই পুরানো শ্লোগানকে পরিবর্তিত করেনি এবং ১৯০৫ সালে লিখিত লেনিনের পুস্তিকা **দুটি কৌশল**-এ নির্ধারিত পুরানো শ্লোগানই অনুসরণ করে গেছে।

তৃতীয়তঃ, এই বক্তব্য থেকে অনুসৃত হচ্ছে যে, অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়ে (মার্চ-অক্টোবর ১৯১৭) দোদুল্যমানতা ও সোভিয়েতগুলির আপোষ-নীতি প্রতিরোধকল্পে বলশেভিক নীতি, সোভিয়েতগুলি ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকদের দোদুল্যমানতা, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমানতা, জুলাই মাসের দিনগুলিতে যে দোদুল্যমানতা ও আপোষকামী নীতি তীব্র আকার ধারণ করেছিল যখন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক আপোষকামী নেতৃত্বে সোভিয়েতগুলি বলশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে হাত মেলায়—দেখা যাচ্ছে যে কৃষক সম্প্রদায়ের কোন কোন বিশেষ স্তরের এই দোদুল্যমানতা ও আপোষকামী নীতির বিরুদ্ধে বলশেভিকদের লড়াই উদ্দেশ্যহীন এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ছিল।

পরিশেষে, এ থেকে অনুসৃত হচ্ছে যে ১৯১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে কামেনেভ যখন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের পুরানো শ্লোগানকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তখন তিনি সঠিক ছিলেন, পক্ষান্তরে এই শ্লোগানকে সেকেলে বলে ইতিমধ্যে বিবেচনা করে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের নতুন শ্লোগান ঘোষণা করে লেনিন ভুল করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে আপনার চিঠির চূড়ান্ত উদ্ভটত্ব অনুভব করার জন্যই একমাত্র এই বিষয়গুলি তুলে ধরার প্রয়োজন হল।

কিন্তু যেহেতু লেনিনের রচনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন উধৃতি দেওয়া আপনার খুব পছন্দ, আসুন আমরা কিছু উধৃতির দিকেই মুখ ফেরাই।

এটা প্রমাণ করার জন্য খুব একটা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না যে বিপ্লবের আরও অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় কৃষি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে লেনিন যাকে **নতুন** বলে বিবেচনা করেছিলেন সেটা শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের মিলন নয় বরং দরিদ্র কৃষক ও সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে **বিভাজন,** যাদের মধ্যে প্রথমোক্তরা অর্থাৎ দরিদ্র কৃষকরা শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্তরা অর্থাৎ সচ্ছল কৃষকরা অস্থায়ী সরকারকে অনুসরণ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কামেনেভ ও কামেনেভের চিন্তা-ধারার বিরুদ্ধে তাঁর বিতর্কমূলক রচনায় লেনিন যা বলেছিলেন তা উধৃত করছি :

'**বর্তমানে** কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের মিলনের আশা পোষণ করা

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পক্ষে অনমুমোদনযোগ্য হবে' (১৯১৭ সালের এপ্রিল সম্মেলনে লেনিনের ভাষণ দ্রষ্টব্য, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৫)।

আরও :

'সংবিধান পরিষদ আহ্বান পর্যন্ত কৃষি প্রশ্নের সমাধান স্থগিত রাখার চিন্তাভাবনা নিয়ে বিভিন্ন কৃষক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পার্থক্য ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি ; এর দ্বারা ক্যাডেটদের সমর্থনকারী **সচ্ছল কৃষকদের** বিজয় হয়েছে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (১৯১৭ সালের এপ্রিলে পেত্রোগ্রাদ শহর সম্মেলনে প্রদত্ত লেনিনের ভাষণ দ্রষ্টব্য, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬)।

পুনশ্চ :

'এটা সম্ভব যে কৃষক সম্প্রদায় সমস্ত জমি এবং সমগ্র ক্ষমতা দখল করতে পারে। এই সম্ভাবনাকে না ভুলে গিয়ে এবং আমার দৃষ্টিকোণকে শুধুমাত্র বর্তমানকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, **নতুন** ঘটনাবলী অর্থাৎ একদিকে ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষক এবং অপরদিকে সম্পন্ন কৃষক—এই দুয়ের মধ্যে গভীর **বিভাজনকে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) হিসেব-নিকেশ করেই আমি সুনির্দিষ্টভাবে ও সুস্পষ্টভাবে কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচী নির্ধারিত করি' (এপ্রিলে লিখিত লেনিনের 'রণকৌশল সম্পর্কিত পত্রাবলী' দ্রষ্টব্য, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১০৩)।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে গ্রামাঞ্চলে নতুন পরিস্থিতির মধ্যে লেনিন **নতুন** এবং **গুরুত্বপূর্ণ** বলতে এই বুঝেছিলেন।

ফেব্রুয়ারি ১৯১৭র পরের পর্যায়ে পার্টির নীতি নির্ধারণে লেনিন এখান থেকেই যাত্রা শুরু করেন।

১৯১৭ সালের এপ্রিলে পেত্রোগ্রাদ শহর সম্মেলনে যখন তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছিলেন সেই প্রবন্ধই ছিল লেনিনের সূত্রপাত :

'মাত্র এখানে এসে সরেজমিনে আমরা জানতে পারলাম যে শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত অস্থায়ী সরকারের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করেছে। শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত প্রতিনিধিত্ব করছে শ্রমিকশ্রেণী ও সৈনিকদের একনায়কত্বের সাফল্যকে ; শেষোক্তদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল কৃষকরা। এ হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক

সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব। কিন্তু এই "একনায়কত্ব" বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। আর তাই এক্ষেত্রে **"পুরাতন" বলশেভিক-দের সংশোধন** প্রয়োজন হয়েছে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১১৬)।

১৯১৭র এপ্রিলে যখন তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য লিখেছিলেন তখনও এই প্রবন্ধ লেনিনের প্রারম্ভবিন্দু ছিল :

'**এখন** শুধুমাত্র "শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের" কথা যিনিই বলবেন তিনিই কালোপযোগিতা থেকে পিছিয়ে আছেন এবং ফলশ্রুতিতে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে পেটি-বুর্জোয়াদের শিবিরে **ভিড়ে গেছেন**।' 'বলশেভিক' প্রাক্-বিপ্লবী স্মৃতিচিহ্নগুলির মহাফেজখানায় তিনি স্থান দাবি করতে পারেন (যাকে "প্রাচীন বলশেভিকদের" সংগ্রহশালা বলা যেতে পারে)' (দ্রষ্টব্য : ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১০১)।

এই ভিত্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের পুরানো শ্লোগানের **পরিবর্তে** শ্রমিকশ্রেণী ও **দরিদ্র** কৃষকদের একনায়কত্বের শ্লোগানের উদ্ভব হয়েছিল।

আপনি বলতে পারেন যে, আপনার চিঠিতে বাস্তবতঃ আপনি তাই করেছেন, এ হল এতাবৎ অসম্পূর্ণ কৃষক-বিপ্লবের ট্রট্স্কিবাদী উল্লম্ফন; কিন্তু সেটা হবে ১৯১৭র এপ্রিলে লেনিনের বিরুদ্ধে আনীত কামেনেভের একই ধরনের প্রতিবাদের মতোই যুক্তিগ্রাহ্য।

যখন নীচের বক্তব্য রাখেন তখন লেনিন এই প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ বিবেচনাধীন রেখেছিলেন :

'ট্রট্স্কিবাদ বলছে : "জার নয়, একটি শ্রমিকদের সরকার।" এটা ঠিক নয়। পেটি-বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই শক্তিকে হিসেবের বাইরে রাখা যাবে না। কিন্তু এর দুটি ভাগ আছে। **দরিদ্রতর** অংশ শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১৮২)।

পেটি-বুর্জোয়ার, এক্ষেত্রে কৃষক সম্প্রদায়ের, দুটি অংশের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ও তার ওপর গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হওয়া; সমগ্র কৃষকজনগণের মধ্য থেকে

কৃষকদের দরিদ্র অংশকে **পৃথক** করতে এবং তার ভিত্তিতে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণের পরিস্থিতিতে পার্টির নীতি **নির্ধারণ করতে** অসমর্থ হওয়া ; এই নতুন শ্লোগান থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব সম্পর্কিত পার্টির দ্বিতীয় রণনীতিগত শ্লোগান নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদির মধ্যে কামেনেভের ভ্রান্তি এবং এখন আপনার ভ্রান্তিও নিহিত রয়েছে।

১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত 'শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের' শ্লোগান সম্পর্কে লেনিনের রচনাবলীতে যে বাস্তব ইতিহাস পাওয়া যায় তার পরপর সন্ধান করে দেখা যাক।

এপ্রিল ১৯১৭ :

'রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল বিপ্লবের প্রথম **স্তর** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) থেকে **দ্বিতীয়** স্তরে **উত্তরণ**—প্রথম স্তরে শ্রেণী-সচেতনতা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের অপ্রতুলতার ফলে ক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ন্যস্ত হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিকশ্রেণী ও **"কৃষক সম্প্রদায়ের দরিদ্র অংশের"** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) হাতে ন্যস্ত অবশ্যই হবে' (দ্রষ্টব্য : লেনিনের এপ্রিল তত্ত্ব, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৮৮)।

জুলাই ১৯১৭ :

'যদি **দরিদ্র কৃষকদের** সমর্থন পায় তাহলে একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিকরা পুঁজিবাদীদের প্রতিরোধ ধ্বংস করতে সমর্থ হবে এবং বিনা ক্ষতিপূরণে জমি লাভ, পূর্ণ স্বাধীনতা, দুর্ভিক্ষের অবসান, যুদ্ধ জয় করা এবং ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি ইত্যাদি অর্জনের পথে জনগণকে পরিচালিত করতে পারে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৭৭)।

আগস্ট ১৯১৭ :

'**দরিদ্র কৃষকদের** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (আমাদের কর্মসূচীতে যাদের আধা-সর্বহারা বলা হয়েছে) নেতৃত্ব দিয়ে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই গণতান্ত্রিক শান্তির মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে, যুদ্ধজনিত ক্ষতগুলিকে পূরণ করতে পারে এবং সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ শুরু করতে পারে—যা একান্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী হয়ে উঠেছে

—এই হল এখন আমাদের শ্রেণী-নীতির সংজ্ঞা' (দ্রষ্টব্য: ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১১১)।

সেপ্টেম্বর ১৯১৭:

'একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও **দরিদ্র কৃষকদের** একনায়কত্ব পুঁজিবাদীদের প্রতিরোধ বিচূর্ণ করতে, ক্ষমতার প্রয়োগে সত্যিকারের চূড়ান্ত সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে এবং উভয়তঃ সেনা বিভাগ ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনগণের উৎসাহব্যঞ্জক, নিঃস্বার্থ ও সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ সমর্থক অর্জন করতে সমর্থ' (দ্রষ্টব্য: ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৭ সালে **নোভায়া ঝিজ্ন**[৬৩]-এর সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর **বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল রাখতে পারে?** নামক পুস্তিকায় বলেছেন:

'**হয়*** সমস্ত ক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে—যার সপক্ষে ওকালতি করা থেকে বহু পূর্বেই আপনারা বিরত হয়েছেন এবং বুর্জোয়াশ্রেণীও যার সপক্ষে ইঙ্গিত করতে সাহসী হচ্ছে না, কারণ তারা জানে ইতিমধ্যে ২০-২১শে এপ্রিল জনগণ কাঁধের এক ধাক্কায় তাদের শাসনকে উৎখাত করেছে এবং এখন তিনগুণ দৃঢ়তা ও প্রচণ্ডতা নিয়ে উৎখাত করবে। **অথবা*** পেটি-বুর্জোয়াদের অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের মোর্চার (মৈত্রী, চুক্তি) হাতে ক্ষমতা, কারণ সমস্ত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে পেটি বুর্জোয়ারা এককভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় না বা গ্রহণ করতে **পারে না** এবং অর্থবিজ্ঞান দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে যেখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে একটি পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদের সপক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব এবং শ্রমিকের সপক্ষেও দাঁড়ানো সম্ভব, কিন্তু মাঝামাঝি কোথাও স্থান নেওয়া অসম্ভব। রাশিয়াতে এই মোর্চা ছয় মাস ধরে অসংখ্য পন্থায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। **কিংবা*** পরিশেষে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ ভাঙবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিক ও **দরিদ্র কৃষকদের*** হাতে। এ পথটি এখনো পরীক্ষিত হয়নি এবং আপনারা, **নোভায়া ঝিজ্ন**-এর ভদ্রলোকরা জনগণকে এই পথ থেকে **প্রতিনিবৃত্ত করছেন**, বুর্জোয়াদের সম্পর্কে আপনাদের নিজেদের ভীতি দিয়ে তাদের

---

* মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।

ভীতসন্ত্রস্ত করতে চেষ্টা করছেন। কোন চতুর্থ পন্থা উদ্ভাবিত হতে পারে না' (দ্রষ্টব্য : ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৭৫)।

ঘটনাবলী এইরকম।

অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির ইতিহাসের এই সত্যগুলি এবং ঘটনাবলী আপনি 'সাফল্যের সঙ্গে' **এড়িয়ে গেছেন**; বলশেভিকবাদের ইতিহাস থেকে আপনি সেই **সংগ্রামকে** 'সাফল্যের সঙ্গে' **মুছে** ফেলেছেন যে সংগ্রাম তৎকালে সোভিয়েতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 'সম্পন্ন কৃষকদের' **দোদুল্যমানতা ও আপোষ-কামী** নীতির বিরুদ্ধে অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিকালে বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল; শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের শ্লোগানকে আপনি 'সফলভাবে' **সমাধিস্থ** করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করেছেন যে এর দ্বারা ইতিহাস ও লেনিনবাদের বিরোধিতা করা হয়নি।

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে, যা আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা যায়, আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-এর পর বলশেভিকরা সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে যাত্রা শুরু করেনি বরং কৃষক সম্প্রদায়ের দরিদ্র অংশকে গ্রহণ করেছে; শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বে **পুরানো** শ্লোগান নিয়ে নয় বরং শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের **নতুন** শ্লোগান নিয়ে অক্টোবরের পথে তারা যাত্রা করেছিল।

এসব থেকে প্রতীয়মান হল যে সোভিয়েতগুলির দোদুল্যমানতা ও আপোষ নীতির বিরুদ্ধে, সোভিয়েতের মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের একাংশের দোদুল্যমানতা ও আপোষ নীতির বিরুদ্ধে, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক বলে সুপরিচিত কয়েকটি পার্টির দোদুল্যমানতা ও আপোষ নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিকরা এই শ্লোগানকে কাজে লাগিয়েছিল।

এসব থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের এই নতুন শ্লোগান ব্যতীত একটি যথেষ্ট শক্তিশালী রাজনৈতিক বাহিনী সংঘবদ্ধ করতে আমরা অসমর্থ হতাম, যে বাহিনী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের আপোষ নীতি অতিক্রম করতে, কৃষক সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশের দোদুল্যমানতাকে অকেজো করে দিতে, বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে উৎখাত করতে এবং এইভাবে বুর্জোয়া বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করাকে সম্ভব করে তুলতে সমর্থ।

এসব থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে 'আমরা অক্টোবরের পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং অক্টোবরে বিজয় অর্জন করেছিলাম কুলাকদের (কৃষকও বটে) প্রতি-রোধের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক ও দোদুল্যমান মাঝারি কৃষকদের সহযোগিতায়' (ইয়ান—স্কিকে লেখা আমার উত্তর দ্রষ্টব্য)।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯১৭র এপ্রিল এবং অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির সমগ্র পর্যায়ে কামেনেভ নয় লেনিনই সঠিক ছিলেন; আর আপনি কামেনেভের চিন্তাভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করে মনে হচ্ছে খুব একটা ভাল সঙ্গী পাননি।

(২) ওপরে যা কিছু বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আপনি লেনিনের যে বক্তব্য উধৃত করেছেন সেখানে বলা হয়েছে অক্টোবর ১৯১৭য় আমরা **সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনে ক্ষমতা দখল করেছিলাম। সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে **খানিকটা** সমর্থন নিয়ে আমরা ক্ষমতা দখল করেছিলাম এটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আপনি একটি 'দফা' যোগ করতে ভুলে গেছেন যেমন **সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায় অক্টোবরে এবং অক্টোবরের পরে আমাদের সমর্থন জানিয়েছিল **শুধুমাত্র** আমরা বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করেছিলাম বলে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ 'দফা', বর্তমান ক্ষেত্রে যা বিষয়টির সমাধান করছে। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ 'দফা' ভুলে যাওয়া এবং তার ফলে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দুষ্ট করা একজন বলশেভিকের পক্ষে অনুমোদনযোগ্য নয়।

আপনার চিঠি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে 'শ্রমিকশ্রেণী ও **দরিদ্র** কৃষকদের একনায়কত্ব' সম্পর্কে পার্টির শ্লোগানের প্রতি **সমগ্র** কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন বিষয়ে লেনিনের বক্তব্যের যে **বিরোধিতা** আপনি রেখেছেন তাও লেনিনের বক্তব্যকে সামনে রেখে। কিন্তু লেনিনের রচনাবলী থেকে পূর্বে উল্লিখিত উধৃতিগুলির বিরুদ্ধতার জন্য লেনিনের এই কথাগুলি আপনি উপস্থাপিত করেছেন, শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের পূর্ববর্তী উধৃতিগুলিকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে যুক্তিলাভের জন্য আপনি সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যকে উধৃত করেছেন—এই দুটি বিষয়কে অন্ততঃ প্রমাণ করতে হবে।

প্রথমতঃ। এটা প্রমাণ করতে হবে যে অক্টোবর বিপ্লবে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তিকরণ **প্রধান বিষয়** ছিল। লেনিন মনে করেছিলেন যে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তিকরণ অক্টোবর বিপ্লবের একটি **'উপজাত', 'অগ্রগতির ধারায়'** যে কর্তব্য সাধিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম আপনাকে লেনিনের এই তত্ত্বকে

খণ্ডন করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে অক্টোবর বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা নয়, বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তিকরণই **প্রধান বিষয়** ছিল। প্রমাণ করতে চেষ্টা করুন এবং আপনি যদি পারেন তাহলে আমি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত যে ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্ব নয় বরং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বই পার্টির শ্লোগান ছিল।

আপনার চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই অতি ঝুঁকির কাজটি গ্রহণ করা অসম্ভব বলে আপনি মনে করেন; তাছাড়া 'প্রসঙ্গক্রমে' আপনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে অক্টোবর বিপ্লবের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ শান্তির প্রশ্নে সামগ্রিকভাবে আমরা **সমস্ত** কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিলাম! অবশ্যই এটা অসত্য। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। শান্তির প্রশ্নে আপনি সংকীর্ণচেতাদের দিকে পিছলে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সেইসময় শান্তির প্রশ্নটি আমাদের কাছে ক্ষমতার প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছিল কারণ একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার কথা আমরা ভাবতে পারি।

আপনি নিশ্চয়ই লেনিনের এই কথাগুলি ভুলে গেছেন যে 'অন্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই যুদ্ধ বন্ধ করার একমাত্র উপায়', এবং ' "যুদ্ধ নিপাত যাক" অর্থ বেয়নেট ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া নয়। এর অর্থ হল অন্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর' (১৯১৭র এপ্রিলে পেত্রোগ্রাদ শহর সম্মেলনে প্রদত্ত লেনিনের ভাষণ দ্রষ্টব্য, ২০শ খণ্ড, পৃ: ১৮১ ও ১৭৮)।

অতএব, হয় এটা নয় ওটা: হয় আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে অক্টোবর বিপ্লবের **প্রধান বিষয়** হল বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্তিকরণ, অথবা আপনি সেটা প্রমাণ করতে পারবেন না; শেষোক্ত ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে **সামগ্রিকভাবে** কৃষক সম্প্রদায় অক্টোবরে আমাদের সমর্থন জানাতে পারত **একমাত্র** এই কারণে যে রাজতন্ত্র এবং জমিদারদের সম্পদ ও শাসনক্ষমতা অপসারিত করে আমরা বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করেছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ। আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে বলশেভিকরা অক্টোবরে এবং অক্টোবরের পরে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করতে পারত, যেহেতু অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির সমগ্র পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র

কৃষকদের একনায়কত্বের শ্লোগানটি পর্যায়ক্রমে কাজে প্রয়োগ করা ছাড়া; এই শ্লোগান থেকে উদ্ভূত পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির আপোষকামী নীতির বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমিক সংগ্রাম ছাড়া; একই শ্লোগান থেকে উদ্ভূত কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ স্তরের এবং সোভিয়েতগুলিতে তাদের প্রতিনিধিদের দোদুল্যমানতার পর্যায়ক্রমিক মুখোস খুলে দেওয়া ছাড়াই তারা বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করেছিল।

সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করুন। প্রকৃতপক্ষে অক্টোবরে ও অক্টোবরের পরে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জনে আমরা কেন সফল হয়েছিলাম? কারণ বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের ছিল।

সে সম্ভাবনা আমাদের কেন ছিল? কারণ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার দ্বারা সে স্থান পূরণ করতে আমরা সফল হয়েছিলাম, যা একমাত্র বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাপ্ত করার পথে নিয়ে যেতে সমর্থ।

বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উৎখাত করতে এবং সে স্থানে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা কেন সফল হয়েছিলাম? কারণ শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের শ্লোগানকে সামনে রেখে আমরা অক্টোবরের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম; কারণ এই শ্লোগান নিয়ে অগ্রসর হয়েই পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির আপোষকামী নীতির বিরুদ্ধে আমরা পর্যায়ক্রমিক সংগ্রাম চালিয়েছিলাম, কারণ এই শ্লোগান থেকে যাত্রা শুরু করে সোভিয়েতগুলির মধ্যে মাঝারি কৃষকদের দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমিক সংগ্রাম আমরা চালিয়েছিলাম; কারণ **একমাত্র এই ধরনের শ্লোগানের দ্বারাই** আমরা মাঝারি কৃষকদের দোদুল্যমানতা দূর করতে, পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির আপোষকামী নীতি পরাজিত করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সংগ্রাম পরিচালনা করতে সমর্থ এক রাজনৈতিক বাহিনীর সমাবেশ করতে পেরেছিলাম।

এটা প্রমাণের সামান্যই অপেক্ষা রাখে যে অক্টোবর বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এই প্রাথমিক শর্তগুলি ছাড়া অক্টোবরে বা অক্টোবরের পরে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপন করার কাজে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করতে আমরা পারতাম না।

কৃষকদের যুদ্ধের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মিলনকে এইভাবেই বুঝতে হবে।

এই কারণেই বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করা প্রসঙ্গে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনের ঘটনাকে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের শ্লোগানের আওতায় অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতির ঘটনার **বিরুদ্ধে** দাঁড় করানোর অর্থ হল **লেনিনবাদ সম্পর্কে কিছুই না বোঝা।**

আপনার প্রধান ভ্রান্তি হল যে অক্টোবর বিপ্লবের পর্যায়ে **সমাজবাদী** কর্তব্যের সঙ্গে **বুর্জোয়া** বিপ্লব সমাপ্তির কাজের বিমিশ্রকরণের ঘটনা কিংবা পার্টির দ্বিতীয় রণনৈতিক শ্লোগান অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের শ্লোগান থেকে উদ্ভূত অক্টোবর বিপ্লবের বিভিন্ন দাবি পূরণের কলাকৌশল কোনটিই আপনি বুঝতে পারেননি।

আপনার চিঠি পড়ে মনে হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের কাজে কৃষক সম্প্রদায়কে যেন আমরা ব্যবহার করিনি, বরং পক্ষান্তরে, কুলাকরা সহ 'সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ই' যেন বলশেভিকদের তাদের কাজে লাগিয়েছে। অ-শ্রমিকশ্রেণীর কাজে যদি এত সহজে বলশেভিকরা 'প্রবেশ করে' তাহলে তাদের পক্ষে বড়ই দুর্দিন।

১৯১৭ সালের এপ্রিলের যুগে কামেনেভের চিন্তাধারা—তাই আপনার পায়ে বেড়ি পরিয়েছে।

(৩) আপনি সজোরে বলেছেন যে ১৯০৫ সালের পরিস্থিতি ও ফেব্রুয়ারি ১৯১৭র পরিস্থিতির মধ্যে স্তালিন কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেননি। এটাকে অবশ্য গুরুত্ব দিয়ে ধরার কিছু নেই। আমি এখনো তা বলিনি, এবং বলতে পারি না। আমার চিঠিতে আমি শুধু বলেছিলাম যে ১৯০৫ সালে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব প্রসঙ্গে পার্টির শ্লোগান ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এটা অবশ্যই সত্য। ১৯১৭ সালের আগস্টে 'কৃষক ও শ্রমিক' প্রবন্ধে লেনিন পরিস্থিতিকে ঠিক এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন :

> 'একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায় রাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে পারে—সেই সময় (এখানে ১৯০৫ সালের কথা বলা হয়েছে—জে. স্তালিন) আমাদের শ্রেণী-নীতির এটাই ছিল মূল সংজ্ঞা। আর এই সংজ্ঞা সঠিক ছিল। **ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ১৯১৭র ঘটনাবলী আর একবার তা প্রমাণ করেছে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১১১)।

আপনি শুধু খুঁত ধরতে আগ্রহী।

(৪) **অক্টোবরের পূর্বে** মাঝারি কৃষকদের আপোষকামী নীতি প্রসঙ্গে স্তালিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে স্তালিনের **লেনিনবাদের সমস্যা** পুস্তিকা থেকে একটি উধৃতি দাঁড় করিয়ে যেখানে **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সুসংহত হওয়ার পরে** মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে যৌথভাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে তদ্দ্বারা আপনি স্তালিনকে স্ববিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

দুটি ভিন্ন ঘটনাকে এভাবে এক করে ফেলা যে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ করার জন্য খুব একটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। অক্টোবরের পূর্বে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতাসীন তখনকার মাঝারি কৃষক এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েমের পরে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত ও দখলচ্যুত হয়েছে, যখন সমবায় আন্দোলন বিকশিত হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর হাতে উৎপাদনের প্রধান উপাংশগুল কেন্দ্রীভূত হয়েছে তখনকার মাঝারি কৃষক—এই দুটি হল ভিন্ন জিনিস। দুই ধরনের মাঝারি কৃষককে এক করে দেখা এবং তাদের এক সারিতে দাঁড় করানোর অর্থ হল ইতিহাসের ধারা থেকে ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা এবং সমস্ত পারিপ্রেক্ষিতবোধ হারানো। এ হল জিনোভিয়েভের কায়দায় সমস্ত তারিখ ও সময়কালকে উধৃতি দেওয়ার সময় মিলিয়েমিশিয়ে ফেলা।

একে যদি 'বৈপ্লবিক দ্বন্দ্ববাদ' বলে অভিহিত করা হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে পোক্রভস্কি 'দ্বান্দ্বিক' মিথ্যাচারের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

(৫) বাকি অন্যান্য প্রশ্নাবলীর আলোচনায় আমি যাব না কেননা আমি মনে করি এগুলি ইয়ান—স্কির পত্রোত্তরে যথেষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

২০শে মে, ১৯২৭

জে. স্তালিনের 'লেনিনবাদের সমস্যাসমূহ',
৭র্থ সংস্করণ, ১৯২৮ পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত

চীনের বিপ্লব এবং কমিনটার্নের কর্তব্য

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের অষ্টম প্লেনামের দশম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ৬৪ ২৪শে মে ১৯২৭)

১। কয়েকটি ছোটখাট প্রশ্ন

কমরেডগণ, কর্মপরিষদের আজকের অধিবেশনে বিলম্বে পৌঁছানোর জন্য আমি মার্জনা চাইছি এবং এ কারণেই কর্মপরিষদে এখানে ট্রটস্কি যে ভাষণ পাঠ করেছেন তার সবটা শুনতে পাইনি।

যাহোক, আমার মনে হয় গত কয়েকদিনে চীনের প্রশ্নে ট্রটস্কি কর্মপরিষদে এত প্রচুর পরিমাণে রচনা, তত্ত্ব ও চিঠিপত্র উপস্থিত করেছেন যে বিরোধীপক্ষের সমালোচনার মালমশলার অভাব আমাদের হবে না।

অতএব, এই সমস্ত দলিলে ট্রটস্কির যে সমস্ত ভ্রান্তি রয়েছে তার ওপর আমার সমালোচনা দাঁড় করানোর এবং আমার সন্দেহ নেই যে আজকে ট্রটস্কি যে ভাষণ দিয়েছেন এর দ্বারা তার প্রধান প্রধানগুলির সমালোচনাও হয়ে যাবে।

যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলিকে আমি বিতর্কের বাইরে রাখার চেষ্টা করব। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের ওপর ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েভের ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে সময় নষ্ট করা অর্থহীন।

স্পষ্টতঃই ট্রটস্কি কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সভাগুলিতে বীরের মতো ভান করতে পছন্দ করবেন, যাতে যুদ্ধের বিপদ, চীনের বিপ্লব ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সভাগৃহের বিচার-বিবেচনা ট্রটস্কির প্রশ্নের বিচার বিবেচনায় পরিণত হয়। আমার মনে হয় ট্রটস্কি এতখানি গুরুত্ব দাবি করেন না। (**শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি কণ্ঠস্বর : 'ঠিক ঠিক!'**) তাছাড়া বীরের চেয়ে অভিনেতার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যাচ্ছে বেশি, এবং কোন অবস্থাতেই একজন অভিনেতাকে একজন বীরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনামে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির জন্য

দোষী সাব্যস্ত ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের মতো লোকেরা যখন বলশেভিকদের তাদের কার্যাবলীর জন্য গালিগালাজ করেন তখন আমি কোন কথাই বলি না, বুখারিন বা স্তালিনের এতে আহত হওয়ার কিছু নেই। বরং আমার গভীর-ভাবে আহত হওয়া উচিত যদি ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের মতো আধা-মেনশেভিক লোকেরা গালিগালাজ না করে আমার প্রশংসা করেন।

বিরোধীপক্ষ তাঁদের বর্তমান উপদলীয় বক্তৃতাবলীর দ্বারা ১৯২৬ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রদত্ত মুচলেকার শর্ত ভঙ্গ করেছেন কিনা এ প্রশ্নেও আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না। ট্রট্স্কি জোর দিয়ে বলেছেন যে ১৬ই অক্টোবর ১৯২৬-এর বিরোধীপক্ষের ঘোষণাই তাঁকে তাঁর মতামত তুলে ধরতে অধিকার দিয়েছে। সেটা অবশ্য সত্য। ঘোষণায় যা বলা আছে সেগুলিই যদি ট্রট্স্কি বোঝাতে চেয়ে থাকেন তাহলে এগুলিকে কেবলমাত্র যুক্তিহীন কূটতর্ক বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বিরোধীপক্ষের ১৬ই অক্টোবরের ঘোষণায় শুধুমাত্র তাঁদের মতামত প্রকাশের অধিকারের কথা বলা নেই, তার মধ্যে আরও বিষয় আছে, যেমন পার্টির দ্বারা অনুমোদিত সীমারেখার মধ্যেই এই মতামত প্রকাশ করা যাবে, উপদলীয় কার্য-কলাপ বাতিল ও চিরতরে বন্ধ করতে হবে, পার্টির অভিমত ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি বিরোধীপক্ষ 'অসংকোচে আত্মসমর্পণ' করতে বাধ্য এবং বিরোধীপক্ষ শুধু এই সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করে নেবে তাই নয়, সচেতন-ভাবে 'সেগুলিকে বাস্তবায়িত করবে।'

এইসব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য আর কোন প্রমাণের কি প্রয়োজন আছে যে বিরোধীপক্ষ ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬-এর ঘোষণাকে চূড়ান্ত লজ্জা-জনকভাবে লংঘন করেছে এবং ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে?

বিরোধীপক্ষের অসংখ্য তত্ত্ব, প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্যে চীনের প্রশ্নে সি.পি.এস.ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিনটার্নের বক্তব্য সম্পর্কে যে অসঙ্গত ও লজ্জা-জনক কুৎসামূলক বিকৃতি করা হয়েছে আমি সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করব না। সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিনটার্ন চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি 'সমর্থনের' নীতিকে উৎসাহ দিয়েছে এবং উৎসাহ দিয়েই চলেছে—এই অভিযোগ করা থেকে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ কখনো বিরত থাকেননি।

এটা প্রমাণের সামান্যই অপেক্ষা রাখে যে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের এই

অভিযোগ **হল প্রকৃত ঘটনার মিথ্যাচার,** কুৎসা ও উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতিসাধন। **প্রকৃতপক্ষে সি. পি. এস. ইউ (বি)র** কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিনটার্ন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থন করার নীতিকে উৎসাহ দেয়নি বরং **যতদিন পর্যন্ত** চীনের বিপ্লব **নিখিল জাতীয়** যুক্তফ্রন্টের বিপ্লব ছিল ততদিন পর্যন্ত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে **সদ্ব্যবহার করার** নীতির প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে **যখন** চীনে বিপ্লব **কৃষি** বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের পক্ষ থেকে সরে পড়তে থাকে তখন এই নীতির **পরিবর্তে** তারা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে **সশস্ত্র সংগ্রামের** নীতি গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে কেউ যদি নিজের সন্দেহ নিরসন করতে চান তাহলে সপ্তম বর্ধিত প্লেনামের গৃহীত প্রস্তাব, কমিনটার্নের কর্মপরিষদের আবেদন[৬৫], প্রচারকদের জন্য স্তালিনের তত্ত্ব এবং সবশেষে কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীতে এই সেদিন উপস্থাপিত বুখারিনের তত্ত্ব ইত্যাদি দলিল তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সত্যই বিরোধীপক্ষের এটা দুর্ভাগ্য যে অতিকথা ও বিকৃতিসাধন ছাড়া তাঁরা কোনক্রমেই এঁটে উঠতে পারেন না।

এবার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় যাওয়া যাক।

২। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তিস্বরূপ কৃষি-বিপ্লব

ট্রট্স্কির প্রধান ভ্রান্তি হল তিনি চীনের বিপ্লবের চরিত্র ও তাৎপর্য বোঝেন না। কমিনটার্ন মনে করে বর্তমান মুহূর্তে চীনে নিপীড়নের ক্ষেত্রে **সামন্ত-তন্ত্রের অস্তিত্ব** একটি প্রধান উপাদান, যে উপাদান কৃষি-বিপ্লবকে উদ্দীপনা জোগাচ্ছে। কমিনটার্ন মনে করে চীনের গ্রামাঞ্চলে **সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব** এবং এর ওপর নির্ভরশীল টুচুন, প্রাদেশিক প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ, চাং সো-লিন প্রমুখরা **সহ সমগ্র** সামরিক আমলাতান্ত্রিক উপরিতল যে ভিত্তি রচনা করেছে তার ওপরেই বর্তমান কৃষি-বিপ্লব উদ্ভূত হয়েছে এবং বিকশিত হচ্ছে।

যদি বেশ কয়েকটি প্রদেশে কৃষি আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ জমিদার ও অভিজাতদের গর্ভে চলে যায়, সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জমিদাররা যদি শুধুমাত্র অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে নয় প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রেও শক্তিশালী হয়ে থাকে, যদি বেশ কয়েকটি প্রদেশে নারী ও শিশু কেনাবেচার মধ্যযুগীয় প্রথা

বজায় থাকে—তাহলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে চীনের প্রদেশ-গুলিতে শোষণ-নিপীড়নের প্রধান হাতিয়ার হল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা।

আর যেহেতু সমগ্র সামরিক-আমলাতান্ত্রিক উপরিতল সহ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চীনে শোষণের প্রধান হাতিয়ার সেহেতু বিপুল শক্তি ও সুযোগ নিয়ে চীন এখন কৃষি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে।

আর কৃষি-বিপ্লবটা কি? প্রকৃতপক্ষে এটাই হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি ও সারবস্তু।

ঠিক এই কারণেই কমিনটার্ন বলে যে চীন এখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

কিন্তু চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরি-চালিত নয়, তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত।

কেন?

কারণ সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা সহ চীনে এমন একটি শক্তি, যে শক্তি সমগ্র আমলাতান্ত্রিক-সামরিক উপরিতল সহ সামন্ত ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে, উৎসাহ দিচ্ছে, লালনপালন এবং রক্ষা করছে।

কারণ একই সঙ্গে চীনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করা ছাড়া চীনে সামন্ত ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটানো অসম্ভব।

কারণ চীনে সামন্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে যিনিই চাইবেন তাঁকে অবশ্যই একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও চীনে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে হাত তুলতে হবে।

কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করা ছাড়া চীনে সামন্ত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা ও নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে না।

ঠিক এই কারণেই কমিনটার্ন বলে যে চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব।

অতএব চীনে বর্তমান বিপ্লব হল দুটি বিপ্লবী সংগ্রামের ধারার মিলন—একটি সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অপরটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মিলিত রূপ।

চীনের বিপ্লবের প্রশ্নে কমিনটার্নের (এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির) সামগ্রিক নীতির এটাই হল সূচনাবিন্দু।

চীনের প্রশ্নে ট্রট্স্কির দৃষ্টিভঙ্গির সূচনাবিন্দুটা কি? এইমাত্র বিশ্লেষিত কমিনটার্নের দৃষ্টিভঙ্গির এটা **সরাসরি বিপরীত**। ট্রট্স্কি চীনে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয় অস্বীকার করেছেন অথবা তার প্রতি চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেননি। ট্রট্স্কি (তথা বিরোধীপক্ষ) চীনে সামন্ত আমলা-তান্ত্রিক শোষণের শক্তি ও তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব কম দিয়ে অনুমান করেছেন যে চীনের জাতীয় বিপ্লবের প্রধান কারণ হল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি চীনের রাষ্ট্রীয়-পণ্যশুল্কগত নির্ভরশীলতা।

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিনটার্নের কর্মপরিষদে কয়েকদিন আগে ট্রট্স্কি যে তত্ত্বসমূহ পেশ করেছেন তা স্মরণ করা যাক। ট্রট্স্কির এই তত্ত্বসমূহের শিরোনাম হল 'চীনের বিপ্লব ও স্তালিনের তত্ত্বসমূহ'।

এই তত্ত্বসমূহে ট্রট্স্কি যা বলেছেন তা হল:

'চীনের অর্থনীতিতে "সামন্ত ব্যবস্থার" তথকথিত আধিপত্যমূলক ভূমিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর সুবিধাবাদী আপোষমুখী লাইন যুক্তি-যুক্ত প্রমাণ করার বুখারিনের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ অসমর্থনীয়। এমনকি চীনের অর্থনীতি সম্পর্কে বুখারিনের মূল্যায়ন যদি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ওপরও নির্ভরশীল হয় তাহলেও "সামন্ত ব্যবস্থার" বক্তব্য সেই নীতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে না, যে নীতি এপ্রিল ষড়যন্ত্রকে প্রকটিতভাবে বাধামুক্ত করেছিল। চীনের বিপ্লবের জাতীয় বুর্জোয়া চরিত্র ধারণের **মূলগত কারণ হল** এই যে চীনের পুঁজিবাদের উৎপাদিকাশক্তিগুলির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ওপর চীনের **রাষ্ট্রীয়-পণ্যশুল্কগত** নির্ভরশীলতার জন্য' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: ট্রট্স্কির 'চীনের বিপ্লব ও স্তালিনের তত্ত্বসমূহ')।

এই অনুচ্ছেদটি ভাসাভাসাভাবে পড়লেও মনে হবে যে চীনের বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্নে কমিনটার্নের লাইনের বিরুদ্ধতা ট্রট্স্কি করছেন না, তিনি বুখারিনের 'আপোষমুখী নীতির' বিরুদ্ধতা করছেন। অবশ্যই এটা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা যা পাচ্ছি তা হল চীনে সামন্ত ব্যবস্থার 'আধিপত্যমূলক ভূমিকার' **অস্বীকৃতি**। প্রকৃতপক্ষে এখানে যা বলা হয়েছে তা হল বর্তমানে চীনে বিকাশমান কৃষি-বিপ্লব হল বলতে গেলে ওপরের স্তরের মানুষদের বিপ্লব, পণ্যশুল্ক-বিরোধী বিপ্লব।

কমিনটার্নের লাইন থেকে তাঁর প্রস্থানকে আড়াল করার জন্ম বুখারিনের 'আপোষমূখী নীতির' কথাবার্তা বলা ট্রট্স্কির এখানে প্রয়োজন ছিল। আমি স্থূলভাবেই বলব যে, এ হল ট্রট্স্কির চিরাচরিত প্রবঞ্চনাময় কৌশল।

অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্রট্স্কির অভিমত অনুসারে বর্তমান মুহূর্তে চীনের বিপ্লবের প্রধান হেতু সমগ্র সামরিক-আমলাতান্ত্রিক উপরিতল সহ চীনের সামন্ত ব্যবস্থা নয়, বরং একটি গুরুত্বহীন তুচ্ছ বিষয় যাকে বড়জোর একটি উধৃতি চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা যায় মাত্র।

অতএব এই দাঁড়াচ্ছে যে ট্রট্স্কির অভিমতানুযায়ী চীনের জাতীয় বিপ্লবের 'মুল কারণ' হল সাম্রাজ্যবাদের ওপর চীনের পণ্যশুল্কগত নির্ভরতা এবং এর ফলে বলতে গেলে চীনের বিপ্লব হল প্রাথমিকভাবে পণ্যশুল্ক-বিরোধী বিপ্লব।

ট্রট্স্কির ধ্যানধারণার এই হল সূচনাবিন্দু।

চীনের বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে এই হল ট্রট্স্কির অভিমত।

আপনাদের অনুমোদন নিয়ে বলতে পারি যে এ হল 'মহামান্ত' চ্যাং সো-লিনের রাষ্ট্রীয় কৌঁসুলীর অভিমত।

যদি ট্রট্স্কির অভিমত সঠিক হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে কৃষি-বিপ্লব বা শ্রমিক-বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা না করে এবং কেবলমাত্র অসম চুক্তির অবসান ও চীনের জন্ম স্বাধীন পণ্যশুল্ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে চ্যাং সো-লিন ও চিয়াং কাই-শেক সঠিক কাজই করেছিলেন।

চ্যাং সো লিন ও চিয়াং কাই-শেকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মতামতের পক্ষে ট্রট্স্কি বলে গেছেন।

সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বকে যদি উধৃতি চিহ্নের মধ্যে ফেলতে হয়; বিপ্লবের বর্তমান স্তরে সামন্ত ব্যবস্থা হল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ঘোষণা করায় যদি কমিনটার্নের ভুল হয়ে থাকে; যদি চীনের বিপ্লবের ভিত্তি হয় পণ্যশুল্ক নির্ভরতা এবং সামন্ত ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা নয়—তাহলে চীনে কৃষি-বিপ্লবের আর বাকি কি থাকল?

জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবি সহ চীনে কৃষি-বিপ্লব কোথা থেকে আসছে? সেক্ষেত্রে চীনের বিপ্লবকে বুর্জোয়া **গণতান্ত্রিক** বিপ্লব বলে অভিহিত করার কি যুক্তি আছে? এটা কি ঘটনা নয় যে কৃষি-বিপ্লব হল বুর্জোয়া **গণতান্ত্রিক** বিপ্লবের ভিত্তিভূমি? নিশ্চিতভাবে, কৃষি-বিপ্লব আকাশ থেকে নেমে আসতে পারে না?

এটা কি ঘটনা নয় যে কোটি কোটি কৃষক হুনান, হুপে, হোনান প্রভৃতি প্রদেশে বিপুল শক্তিধর কৃষি-বিপ্লবে বিজড়িত, যেখানে কৃষকরা জমিদারদের বিতাড়িত করে 'প্লেবীয় কায়দায়' তাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নিজস্ব শাসন, নিজস্ব আইন-আদালত এবং তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তুলছে।

চীনে সামন্ত-সামরিক শোষণ যদি প্রধান বিষয় না হয় তাহলে কোথা থেকে আমরা এই ধরনের শক্তিশালী কৃষি-বিপ্লব পেলাম?

যদি আমরা স্বীকার না করি যে চীনের জনগণের ওপর সামন্ত-সামরিক শোষকদের প্রধান মিত্র হল সাম্রাজ্যবাদ, তাহলে কেমন করে কোটি কোটি কৃষকের শক্তিশালী আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করতে পারে?

এটা কি ঘটনা নয় যে একমাত্র হুনানের কৃষক সমিতিরই সদস্যসংখ্যা ২৫ লক্ষেরও বেশি? আর ইতিমধ্যে হুপে ও হোনানে তাদের সংখ্যা কত এবং চীনের অন্যান্য প্রদেশে অদূর ভবিষ্যতে কত সংখ্যা দাঁড়াবে?

আর 'লাল বর্শা', 'দৃঢ় কোমরবন্ধ সংস্থা' ইত্যাদি সমিতিরই-বা অবস্থা কি—সেগুলি কি বাস্তব নয়, শুধুই অলীক কল্পনা?

এ বক্তব্য কি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা যায় যে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার শ্লোগান সহ কোটি কোটি কৃষকদের অংশগ্রহণপুষ্ট কৃষি বিপ্লব প্রকৃত ও অনস্বীকার্য সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, বরং উধৃতি চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ কল্পিত কোন কিছুর বিরুদ্ধে পরিচালিত?

এ কি স্বতঃপ্রতীয়মান নয় যে, ট্রট্স্কি 'মহামান্য' চ্যাং সো-লিনের উচ্চপদস্থ আমলাদের অভিমত পোষণ করছেন?

অতএব আমরা দুটি মূল লাইন পাচ্ছি:

(ক) **কমিনটার্নের লাইন,** যার মধ্যে চীনে শোষণের প্রধান কাঠামো হিসেবে সামন্ত ব্যবস্থার ভূমিকার কথা, শক্তিশালী কৃষি-বিপ্লবের চূড়ান্ত গুরুত্বের প্রসঙ্গ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামন্তদের সংযোগের কথা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যমুখী চীনের বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্রের কথা বলা হয়েছে;

(খ) **ট্রট্স্কির লাইন,** যা সামন্ত-সামরিক শোষণের প্রাধান্যমূলক গুরুত্বকে অস্বীকার করে, চীনের কৃষি-বিপ্লবী সংগ্রামের চূড়ান্ত গুরুত্বকে গণ্য করতে ব্যর্থ হয় এবং চীনের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে চীনের

পুঁজিবাদের স্বার্থের সপক্ষে বলে নির্দেশ করে এবং চীনের পণ্যশুল্কের স্বাধীনতা দাবি করে।

ট্রট্স্কির (তথা বিরোধীপক্ষের) প্রধান ভ্রান্তি হল তিনি চীনের কৃষি-বিপ্লবের অবমূল্যায়ন করছেন, সেই বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্র অনুধাবন করতে পারছেন না, কোটি কোটি কৃষককে বিজড়িত করে চীনে কৃষক-আন্দোলনের পূর্বশর্তগুলির অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন এবং চীনের বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে ছোট করে দেখছেন।

ট্রট্স্কির ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তি নতুন কিছু নয়। বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের সমগ্র পর্যায়ে তাঁর লাইনের এটাই ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বুর্জোয়া- গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার ভুল ট্রট্স্কি ১৯০৫ সাল থেকে অনুসরণ করে আসছেন, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রাক্কালে এই ভুল প্রকটিত হয়ে উঠেছিল এবং যা আজও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কির লড়াইয়ের কিছু ঘটনার প্রসঙ্গ আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখানে উপস্থিত করব, যখন আমরা রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

সে-সময় ট্রট্স্কি সজোরে বলেছিলেন যে, যেহেতু কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু প্রধান ভূমিকায় রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদের প্রবৃত্ত করছে, সেইহেতু কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকা অবনমিত হবে এবং ১৯০৫ সালে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সেই গুরুত্ব কৃষি-বিপ্লবের থাকবে না।

এর উত্তরে লেনিন কি বলেছিলেন? রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক-সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে ১৯১৫ সালে লেখা লেনিনের একটি প্রবন্ধ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করা যাক:

> 'ট্রট্স্কির এই মৌলিক তত্ত্ব (ট্রট্স্কির 'স্থায়ী বিপ্লবের' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—জে. স্তালিন) ধার করা হয়েছে কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে মেনশেভিকদের "অস্বীকৃতি" থেকে এবং বলশেভিকদের সেই আহ্বান থেকে যেখানে দৃঢ় বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান রাখা হয়েছে। তিনি বলছেন,

কৃষক সম্প্রদায় বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে গেছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ; তাদের সম্ভাবনাময় বৈপ্লবিক ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে অবনমিত হয়েছে ; রাশিয়ায় "জাতীয়" বিপ্লব অসম্ভব ; "আমরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে বাস করছি" এবং "সাম্রাজ্যবাদ পুরানো রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া জাতিকে প্রবুদ্ধ করছে না বরং বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রবুদ্ধ করছে।"

'সাম্রাজ্যবাদ—এক চমকপ্রদ "শব্দাড়ম্বর" এখানে আমরা পাচ্ছি ! যদি **রাশিয়ায়** "বুর্জোয়া জাতির" বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই প্রবুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে রাশিয়া সরাসরি এক **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছে !! তাহলে "**জমিদারদের** জমি বাজেয়াপ্ত করার" শ্লোগান (যা ট্রট্স্কি ১৯১২ সালের জানুয়ারি সম্মেলনের পরে আবার ১৯১৫ সালে তুলে ধরেন) ঠিক নয় এবং "বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর" সরকার না বলে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে "শ্রমিকশ্রেণীর **সমাজতান্ত্রিক**" সরকার !! ট্রট্স্কির ভ্রান্তি যে কতদূর যেতে পারে তা তাঁর ভাষ্য থেকেই লক্ষ্য করা যেতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণী তাদের দৃঢ়তা দ্বারাই "অ-শ্রমিক (!) ব্যাপক জনগণকে" (সংখ্যা ২১৭) সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে !! শ্রমিকশ্রেণী যদি জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য গ্রামাঞ্চলের অ-শ্রমিক জনগণকে তার সঙ্গে নিয়ে এগুতে পারে এবং রাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে পারে তাহলে সেটা হবে রাশিয়ায় "জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লবের" পরিসমাপ্তি, সেটা হবে **শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব !** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন ।)

'১৯০৫-১৯১৫ সমগ্র যুগ—মহান যুগ—দেখিয়েছে যে রুশ বিপ্লবের দুটি এবং একমাত্র দুটি শ্রেণী-লাইনই রয়েছে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ তাদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র করেছে, বহু রাজনীতিগতভাবে সুপ্ত উপাদানকে জাগ্রত করেছে, গ্রামীণ সর্বহারাকে শহুরে সর্বহারাদের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে (১৯০৬ সাল থেকে বলশেভিকরা প্রথমোক্তদের **পৃথক** সংগঠনের জন্য চাপ দিয়ে আসছে এবং স্টকহোমে মেনশেভিক কংগ্রেসের প্রস্তাবে এই দাবি যুক্ত করে দিয়েছে)। কিন্তু "কৃষক সম্প্রদায়" এবং মার্কভ-রোমানভ-খ্ভোস্তভদের মধ্যে বিরোধিতা আরও জোরদার, আরও বিকশিত, আরও তীব্র হয়েছে। এই সত্য এত প্রত্যক্ষ যে **এমনকি**

ট্রট্স্কির প্যারিস প্রবন্ধের হাজার হাজার কথার ফুলঝুরিও একে "নস্যাৎ" করতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে ট্রট্স্কি রাশিয়ার উদারবাদী শ্রমিক রাজনীতিজ্ঞদের সহায়তা করছেন যাঁরা বোঝেন যে কৃষকদের ভূমিকা "অস্বীকার" করার অর্থ হল বিপ্লবে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে "অস্বীকার" করা! আর এই মুহূর্তে এটাই হল বিষয়টির সংকটের দিক' (দ্রষ্টব্য : ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭-১৮)।

এই হল ট্রট্স্কির পরিকল্পনার বিশেষত্ব—তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীকে দেখেন এবং শ্রমিকশ্রেণীকেও দেখেন কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেন না এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তাদের ভূমিকা বোঝেন না—এক কথায় এই বিশেষত্বের ফলেই চীনের প্রশ্নে বিরোধীপক্ষের প্রধান ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

চীনের বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্নে ট্রট্স্কি ও বিরোধীপক্ষের 'আধা-মেনশেভিকবাদের' মূলে এই বিশেষত্বই রয়েছে।

এই প্রধান ভ্রান্তি থেকেই চীনের প্রশ্নে বিরোধীপক্ষের অন্যান্য ভ্রান্তিগুলি, তাঁদের তত্ত্বসমূহে বিভ্রান্তিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।

৩। নানকিঙে দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙ যারা কমিউনিস্টদের ধ্বংস করছে, এবং উহানে বামপন্থী কুওমিনতাঙ যারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করে চলেছে

দৃষ্টান্তস্বরূপ উহানের প্রশ্নটি ধরা যাক। উহানের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে কমিনটার্নের বক্তব্য সুবিদিত এবং স্পষ্ট। যেহেতু চীন কৃষি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে, যেহেতু কৃষি-বিপ্লবের বিজয়ের অর্থ হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়ত্বের বিজয় এবং যেহেতু নানকিঙ হল জাতীয় প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র এবং উহান হল চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র, সেইহেতু উহান কুওমিনতাঙকে অবশ্যই সমর্থন জানাতে হবে এবং এই কুওমিনতাঙ ও তার বিপ্লবী সরকারে কমিউনিস্টরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে, অবশ্য যদি কুওমিনতাঙের ভেতরে ও বাইরে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা সুনিশ্চিত হয়।

বর্তমান উহান সরকার কি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সংগঠন? না, এখনো সেটা এইজাতীয় সংগঠন হয়ে

ওঠেনি এবং নিকট ভবিষ্যতে হয়ে উঠবেও না। বিপ্লবের আরও অগ্রগতি ও এই বিপ্লবের সাফল্যের মাধ্যমে এইজাতীয় সংগঠনে পরিণত হওয়ার সমস্ত রকম সম্ভাবনা রয়েছে।

এই হল কমিন্টার্নের বক্তব্য।

ট্রট্স্কি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বিষয়টিকে দেখেছেন। তিনি মনে করেন উহান বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র নয়, কেবল 'অবাস্তব' মাত্র। এই মুহূর্তে বামপন্থী কুওমিনতাঙের অবস্থা কি—এ প্রশ্নের উত্তরে ট্রট্স্কি বলেন: 'এখনো পর্যন্ত এটা কিছু নয়, বা বাস্তবিকপক্ষে কিছুই নয়।'

আচ্ছা ধরা যাক যে, উহান হল অবাস্তব। কিন্তু যদি উহান অবাস্তব হয় তাহলে এই অবাস্তবতার বিরুদ্ধে দৃঢ়মত সংগ্রামের জন্য ট্রট্স্কি কেন চাপ দিচ্ছেন না? বিশেষতঃ যখন কমিউনিস্টরা অবাস্তবকে সমর্থন করছেন, অবাস্তব ব্যাপারে অংশগ্রহণ, করছেন, অবাস্তব ব্যাপারের নেতৃত্বে দাঁড়াচ্ছেন? এটা কি সত্য নয় যে অবাস্তবতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে কমিউনিস্টরা নীতিগতভাবে বাধ্য? এটা কি ঘটনা নয় যে কমিউনিস্টরা যদি অবাস্তবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিরত থাকে তাহলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়কে প্রতারণা করা হয়? তাহলে ট্রট্স্কি কেন প্রস্তাব করছেন না যে উহান কুওমিনতাঙ ও উহান সরকার থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে এসেও এই অবাস্তবের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের লড়াই করা উচিত? ট্রট্স্কি কেন প্রস্তাব করছেন যে এই অবাস্তব ব্যাপারের মধ্যে তাঁদের থাকা উচিত এবং বেরিয়ে আসা উচিত নয়? এর মধ্যে যুক্তি কোথায়?

এই 'যুক্তিগত' অসংগতি কি এ ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যাত হবে না যে ট্রট্স্কি উহানের প্রতি দম্ভপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন ও একে অবাস্তব বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তারপর নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং তাঁর তত্ত্বসমূহ থেকে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত টানা থেকে বিরত থাকেন?

অথবা জিনোভিয়েভের কথাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক। এ বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে বিলি করা তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে জিনোভিয়েভ উহানের কুওমিনতাঙকে ১৯২০ সালের যুগের কামালবাদী সরকারের অনুরূপ বলে চরিত্রায়ণ করেছেন। কিন্তু কামালবাদী সরকার এমন ধরনের সরকার যারা শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আর এই ধরনের সরকারের মধ্যে কমিউনিস্টদের কোন স্থান

নেই, কোন স্থান থাকতে পারে না। মনে হতে পারে যে উহানের এই চরিত্রায়ণ থেকে একটি সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে এবং তা হল: উহানের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম, উহান সরকারের পতন।

কিন্তু সাধারণ মানুষ সাধারণ মানবিক যুক্তি থেকে এই চিন্তাই করবে।

জিনোভিয়েভ কিন্তু সেভাবে ভাবছেন না। হ্যাংকাউতে উহান সরকারকে কামালবাদী ধরনের সরকার বলে অভিহিত করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রস্তাব করছেন যে এই সরকারের প্রতি যথেষ্ট উদ্যমের সঙ্গে সমর্থন জানানো উচিত, কমিউনিস্টদের এ সরকার থেকে পদত্যাগ করা উচিত নয়, উহানের কুওমিনতাঙ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত নয়, ইত্যাদি। তিনি সরাসরি বলছেন:

> 'হ্যাংকাউয়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা উদ্যমশীল ও সমস্ত রকমের সহায়তা দান এবং ক্যাভাইগ্‌নাকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সেখানে সংগঠিত করা প্রয়োজনীয়। আশু ভবিষ্যতে হ্যাংকাউতে সংগঠন ও সংহতিসাধন বাধামুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে' (দ্রষ্টব্য: জিনোভিয়েভের তত্ত্বসমূহ)।

যদি পারেন বুঝে নিন!

ট্রট্স্কি বলছেন যে উহান অর্থাৎ হ্যাংকাউ হল অবাস্তব ব্যাপার। পক্ষান্তরে জিনোভিয়েভ বলছেন যে উহান হল একটি কামালবাদী সরকার। এ থেকে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে এই অবাস্তবের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো উচিত বা উহান সরকারকে উৎখাত করার জন্য লড়াই-এ লিপ্ত হওয়া দরকার। কিন্তু ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ উভয়েই তাঁদের বক্তব্য থেকে উদ্ভূত অনিবার্য সিদ্ধান্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং জিনোভিয়েভ আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে 'হ্যাংকাউ-এর প্রতি সর্বাপেক্ষা উদ্যমশীল ও সমস্ত রকমের সহায়তা দানের' সুপারিশ করেছেন।

এসমস্ত থেকে কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীপক্ষ স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েছে। যুক্তিতর্ক দিয়ে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে, পারিপার্শ্বিকের সমস্ত চেতনা তাদের বিনষ্ট হয়ে গেছে।

উহানের প্রশ্নে মানসিক বিভ্রান্তি ও সমস্ত পরিবেশ চেতনার অবলুপ্তি—এই হল ট্রট্স্কি ও বিরোধীপক্ষের অবস্থা, যদি অবশ্য বিভ্রান্তিকে আদৌ কোন অবস্থা বলে অভিহিত করা যায়।

৪। চীনে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ

অথবা, আরেকটি দৃষ্টান্ত হিসেবে চীনে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের প্রশ্নটি ধরা যাক।

সোভিয়েতসমূহ সংগঠনের প্রশ্নে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত তিনটি প্রস্তাব আমাদের সামনে আছে: পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে অ-শ্রমিকদের, কৃষকদের সোভিয়েত গঠনের প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্বসমূহ, চীন ও ভারতবর্ষের মতো দেশগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েতসমূহ গঠনের ওপর রায়ের তত্ত্বসমূহ এবং 'কখন ও কোন্ পরিস্থিতিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত-সমূহ গঠন করা যেতে পারে' তার ওপর বিশেষ তত্ত্বসমূহ।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে যেখানে শিল্পশ্রমিক নেই বা একেবারেই নেই সেই সমস্ত স্থানে 'কৃষকদের' 'জনগণের' অ-শ্রমিক সোভিয়েতসমূহ গঠনের বিষয় লেনিনের তত্ত্বসমূহে আলোচিত হয়েছে। এই সমস্ত দেশে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের বিষয়ে একটি শব্দও লেনিনের তত্ত্বে বলা হয়নি। তাছাড়াও লেনিনের তত্ত্ব এ কথাই মনে করে যে পশ্চাদ্‌পদ দেশ-গুলিতে 'কৃষকদের', 'জনগণের' সোভিয়েতের গঠন ও বিকাশের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হল ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক এই সমস্ত দেশের বিপ্লবের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রদান। এটা সুস্পষ্ট যে এই তত্ত্বসমূহে চীন বা ভারতবর্ষের বিষয় বিবেচিত হয়নি—যেখানে ন্যূনতম সংখ্যক শিল্প-শ্রমিক রয়েছে এবং যেখানে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর সোভিয়েত গঠন হল কৃষকদের সোভিয়েত গঠনের পূর্বশর্ত—বরং বিবেচিত হয়েছে পারস্য ইত্যাদি অন্যান্য আরও পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলির বিষয়।

রায়ের তত্ত্বে প্রধানতঃ চীন ও ভারতের বিষয় আলোচিত হয়েছে যেখানে শিল্পশ্রমিক রয়েছে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের স্তরে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত-সমূহ গঠনের প্রস্তাব এই তত্ত্বসমূহে করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে চীনের প্রসঙ্গে এই তত্ত্বসমূহের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে।

'কখন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠন করা যেতে পারে' এই শিরোনামায় দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিশেষ তত্ত্বসমূহে

রাশিয়া ও জার্মানির বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বলছে যে 'শ্রমিক বিপ্লব ছাড়া সোভিয়েতগুলি অনিবার্যভাবে সোভিয়েতের হাস্যকর অনুকরণ হয়ে দাঁড়াবে।' এ বিষয় পরিষ্কার যে চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে অবিলম্বে সোভিয়েত গঠনের প্রশ্ন বিবেচনার সময় শেষোক্ত তত্ত্বসমূহকে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে উহার কুওমিনতাঙের অস্তিত্বসহ চীনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের শেষ দুটি তত্ত্ব—এই উভয়কেই যদি হিসেবের মধ্যে ধরি তাহলে চীনে অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের প্রশ্নটির বিষয় কেমন দাঁড়ায়?

বর্তমান সময়ে সক্রিয় অঞ্চলে অর্থাৎ উহান সরকারের এলাকায় শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের অর্থ হল এক দ্বৈতশক্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং বামপন্থী কুওমিনতাঙকে উৎখাত করা ও চীনে নতুন সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রামের শ্লোগান দেওয়া।

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ হল বর্তমান শাসন-ক্ষমতা উৎখাতের জন্য সংগ্রামের সংগঠন, নতুন শাসনক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সংগঠন। শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের আবির্ভাব দ্বৈত ক্ষমতা সৃষ্টি না করে পারে না এবং দ্বৈত ক্ষমতা থাকলে কোন্ দিকে **সমস্ত** ক্ষমতা যাবে এ প্রশ্ন তীব্র আকার ধারণ না করে পারে না।

১৯১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন মাসে রাশিয়ায় বিষয়টির রূপ কি ছিল? সে-সময় অস্থায়ী সরকার কায়েম ছিল, যার আয়ত্তে অর্ধেক ক্ষমতা ছিল যদিও সেটাই প্রকৃত ক্ষমতা—খুব সম্ভবতঃ এই কারণে যে তাদের পেছনে সামরিকবাহিনীর সমর্থন তখনো ছিল। এর পাশাপাশি শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিও ছিল—তাদের আয়ত্তেও প্রায় অর্ধেকের মতো ক্ষমতা ছিল যদিও সেটা অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতার মতো বাস্তব ক্ষমতা ছিল না। বলশেভিকদের তখন শ্লোগান ছিল অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত কর এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে **সমস্ত** ক্ষমতা হস্তান্তরিত কর। কোন বলশেভিকই অস্থায়ী সরকারের মধ্যে প্রবেশের চিন্তা করেননি, কারণ যে সরকারকে উৎখাত করতে চান তার মধ্যে আপনি প্রবেশ করতে পারেন না।

এটা কি বলা যায় যে ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে জুন মাসে রাশিয়ার পরিস্থিতি আজকের চীনের পরিস্থিতির অনুরূপ ছিল? না তা বলা যায় না। তা বলা যায় না শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে রাশিয়া সে-সময় একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছিল, পক্ষান্তরে চীন বর্তমানে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছে, আরও কারণ হচ্ছে সে-সময় রাশিয়ার অস্থায়ী সরকার একটি প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার ছিল, পক্ষান্তরে বর্তমান উহান সরকার হল একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বিপ্লবী সরকার, অবশ্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অর্থের দিক দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে বিরোধীপক্ষ কি প্রস্তাব করছেন?

তাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠনের কেন্দ্ররূপে অবিলম্বে চীনে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের প্রস্তাব করছেন। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের একমাত্র কেন্দ্র নয়। প্রথমতঃ এবং সর্বপ্রথমতঃ এগুলি হল বর্তমান শাসন-ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সংগঠন, এক নতুন বিপ্লবী শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগঠন। বিরোধীরা বোঝেন না যে একমাত্র অভ্যুত্থানের সংগঠন হিসেবে, একমাত্র নতুন ক্ষমতার সংগঠন হিসেবে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এটা ব্যর্থ হলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি অবাস্তব হয়ে যাবে, বর্তমান শাসন-ক্ষমতার লেজুড়ে পরিণত হবে, ১৯১৮ সালের জার্মানিতে এবং ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ায় ঠিক যা ঘটেছিল।

বিরোধীপক্ষ কি বুঝতে পারছেন যে বর্তমান সময়ে চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের অর্থ হবে দ্বৈত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, যার মধ্যে সোভিয়েতগুলি ও উহান সরকার ভাগাভাগি করে থাকবে, এবং এই ঘটনা অনিবার্যভাবে ও আবশ্যিকভাবে উহান সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান জানানোতে পর্যবসিত হবে?

এই সহজ ব্যাপারটা জিনোভিয়েভ বোঝেন কিনা এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। কিন্তু ট্রট্স্কি এটা খুব ভালভাবেই বোঝেন কারণ তাঁর তত্ত্বসমূহে তিনি সোজাসুজি বলেছেন: 'সোভিয়েতের শ্লোগানের অর্থ হল দ্বৈত ক্ষমতার ক্রান্তিকালীন রাজত্বের মধ্য দিয়ে শাসনক্ষমতার কার্যকরী সংগঠন প্রতিষ্ঠার

আহ্বান জানানো' (দ্রষ্টব্য: 'চীনের বিপ্লব ও স্তালিনের তত্ত্বসমূহ' এই শিরোনামায় ট্রট্স্কির প্রবন্ধ)।

অতএব এ থেকে দাঁড়াচ্ছে যে চীনে যদি আমাদের সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উহান সরকারকে উৎখাত করে এবং একটি নতুন বিপ্লবী শাসনক্ষমতা গঠন করে 'দ্বৈত ক্ষমতার একটি রাজত্ব' কায়েম করা আমাদের উচিত। স্বাভাবিকভাবেই ট্রট্স্কি এখানে অক্টোবর ১৯১৭-এর পূর্ব পর্যায়ের রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের ঘটনাবলীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সে-সময় সত্যিই আমাদের দ্বৈত ক্ষমতা ছিল এবং সত্যই আমরা অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করার জন্য কাজ করছিলাম।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে সে-সময় অস্থায়ী সরকারে প্রবেশ করার কথা আমরা কেউ চিন্তা করিনি। তাহলে কেন ট্রট্স্কি এখন প্রস্তাব করছেন না যে কুওমিনতাঙ ও উহান সরকার থেকে অবিলম্বে কমিউনিস্টদের বেরিয়ে আসা উচিত? যে উহান সরকারকে উৎখাত করতে চাওয়া হচ্ছে সেই একই উহান সরকারে যোগদান করার পাশাপাশি কেমন করে সোভিয়েতগুলি স্থাপন করা যাবে, কেমন করে দ্বৈত ক্ষমতার রাজত্ব কায়েম করতে পারা যাবে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ট্রট্স্কির প্রবন্ধে নেই।

স্পষ্টতঃই ট্রট্স্কি তাঁর নিজস্ব স্ববিরোধিতার গোলকধাঁধায় নিজেকে হতাশাজনকভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি 'ভুলে গেছেন' যে সমাপ্ত হওয়া দূরে থাক, বিজয়ী হওয়া দূরে থাক, চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে মাত্র। ট্রট্স্কি বুঝছেন না যে উহান সরকারের পেছন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করা, দ্বৈত ক্ষমতার শ্লোগান রাখা এবং **বর্তমান সময়ে** অবিলম্বে সোভিয়েতগুলি গঠনের মাধ্যমে উহান সরকারকে উৎখাত করতে যাওয়ার অর্থ হবে চিয়াং কাই-শেক ও চ্যাং সো-লিনকে প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত সমর্থন জানানো।

আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে ১৯০৫ সালের রাশিয়ায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের ব্যাপারটা কেমনভাবে বুঝতে হবে? আমরা কি তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলাম না?

প্রথমতঃ, সেই সময় মাত্র দুটি সোভিয়েত ছিল—একটি সেন্ট পিটার্সবুর্গে এবং অপরটি মস্কোতে; আর মাত্র দুটি সোভিয়েতের অস্তিত্ব রাশিয়ায়

সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এমন অর্থ বহন করে না।

দ্বিতীয়তঃ, সে-সময়কার সেন্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কো সোভিয়েত ছিল পুরানো জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সংগঠন, যা আর একবার প্রমাণ করল যে সোভিয়েতগুলিকে শুধুমাত্র বিপ্লব সংগঠনের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, সেগুলি এই ধরনের কেন্দ্র হতে পারে একমাত্র যদি সেগুলি অভ্যুত্থান ও নতুন শাসনক্ষমতার সংগঠন হয়।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলির ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের সোভিয়েতগুলি টিঁকে থাকতে পারে এবং বিকশিত হতে পারে যদি একমাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে সরাসরি উত্তরণের অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান থাকে, অর্থাৎ যদি বুর্জোয়া শাসন থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে উত্তরণের অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান থাকে।

এই অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান না থাকার কারণেই কি ১৯০৫ সালে সেন্ট-পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর শ্রমিকদের সোভিয়েত ধ্বংস হয়ে যায়নি, ঠিক যেমন ১৯১৮ সালের জার্মানিতে শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলির ক্ষেত্রে ঘটেছিল?

সম্ভবত: ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় কোন সোভিয়েত থাকত না যদি সে-সময় আজকের চীনের বাম কুওমিনতাঙের অনুরূপ ব্যাপক বিপ্লবী সংগঠন রাশিয়ায় থাকত। কিন্তু সে-সময় রাশিয়ায় এইজাতীয় সংগঠন থাকা স্বাভাবিক ছিল না, কারণ রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে তখন কোন জাতিগত উৎপীড়নের উপাদান ছিল না; রুশরা নিজেরাই অন্যান্য জাতিসত্তার ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে এবং বাম কুওমিনতাঙের মতো সংগঠন একমাত্র তখনই উদ্ভূত হতে পারে যখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা জাতিগত নিপীড়ন থাকে যা দেশের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে একটি বৃহত্তর সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে।

বিপ্লবী সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে, চীনে সামন্ত ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংগঠন হিসেবে বাম কুওমিনতাঙের ভূমিকা যিনি অস্বীকার করবেন তিনি অন্ধ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এ থেকে কি বেরিয়ে আসে?

এ থেকে বেরিয়ে আসে এই যে ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোভিয়েতগুলি যে ভূমিকা পালন করেছিল মোটামুটি একই ভূমিকা চীনে বর্তমানের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বাম কুওমিনতাঙ পালন করে চলেছে।

চীনে বাম কুওমিনতাঙের মতো জনপ্রিয় এবং বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক সংগঠন যদি না থাকত তাহলে ঘটনাটি ভিন্ন রকম দাঁড়াত। কিন্তু যেহেতু এইজাতীয় সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী সংগঠন রয়েছে যা চীনের পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে গঠিত এবং যা চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আরও অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিজস্ব যথাযোগ্যতা প্রমাণ করেছে, তাই বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা এই সংগঠনকে ধ্বংস করা নির্বুদ্ধিতা ও অবিজ্ঞজনোচিত হবে, বিশেষতঃ যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এখনো বিজয়ী হয়নি এবং খুব শীঘ্রই বিজয়ী হবে না।

এই বিচার-বিবেচনা থেকে কিছু কিছু কমরেড সিদ্ধান্ত করেন যে ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের সময়েও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কাঠামো হিসেবে কুওমিনতাঙকে সমভাবে ব্যবহার করা যাবে; এবং তাঁরা এর মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সর্বহারা বিপ্লবে শান্তি-পূর্ণভাবে উত্তরণের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে থাকেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে অবশ্য বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা প্রশ্নাতীত নয়। রাশিয়ায় আমাদের ক্ষেত্রেও ১৯১৭ সালের প্রথমদিকে সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনার কথাবার্তা উঠেছিল।

কিন্তু, প্রথমতঃ, কুওমিনতাঙ সোভিয়েতের মতো একই জিনিস নয় এবং যদি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের কাজের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণও হয় তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব বিকাশের কাজে একে ব্যবহার করা যায়; অপরপক্ষে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি হল শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সঙ্গতিপূর্ণ সংগঠন।

দ্বিতীয়তঃ, এমনকি সোভিয়েতগুলির ক্ষেত্রেও রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে শান্তি-পূর্ণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণ প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নাতীত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, চীনে শ্রমিককেন্দ্রগুলি সংখ্যায় এত অল্প এবং চীনের বিপ্লবের শত্রুরা এত শক্তিশালী ও অসংখ্য যে বিপ্লবের প্রতিটি অগ্রগতি ও সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতিটি আক্রমণ অনিবার্যভাবে কুওমিনতাঙ থেকে নতুন নতুন দলত্যাগ ঘটাবে এবং কুওমিনতাঙের সম্মানের বিনিময়ে নতুনভাবে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করবে।

আমার মনে হয় চীনের বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের চিন্তাকে প্রশ্নাতীত বলে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

আমি মনে করি চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠন করতে হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের পর্যায়ে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি ছাড়া এই ধরনের উত্তরণ অসম্ভব।

প্রথমে সমগ্র চীনে কৃষক-আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, উহাকে শক্তিশালী করা এবং সামন্ত-আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে সমর্থন জানানো উচিত, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য উহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন, ভবিষ্যতে সোভিয়েতগুলি গঠনের ভিত্তিস্বরূপ কৃষক সমিতি, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনসমূহের ব্যাপক ও সার্বজনীন অগ্রগতি ঘটানো প্রয়োজন, কৃষক সম্প্রদায় ও সেনাবাহিনীর মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি করতে সমর্থ হওয়া প্রয়োজন—এবং একমাত্র এইসবের পরেই নতুন শাসনক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে, দ্বৈত ক্ষমতার উপাদান হিসেবে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সর্বহারা বিপ্লবে উত্তরণের প্রস্তুতির উপাদান হিসেবে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ স্থাপন করা যেতে পারে।

চীনে শ্রমিকদের সোভিয়েত গঠনের ব্যাপারটি ফাঁকা বুলি, ফাঁকা 'বিপ্লবী' বাগাড়ম্বর করার বিষয় নয়। এই প্রশ্নটিকে ট্রটস্কির মতো হাল্কা মন নিয়ে বিচার করা যায় না।

শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েতগুলি গঠনের অর্থ হল সর্বপ্রথম কুওমিনতাঙ থেকে বেরিয়ে আসা কারণ এক নতুন শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েত গঠন করতে ও দ্বৈত ক্ষমতা গড়ে তুলতে এবং একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ ও তার সরকারে অন্তর্ভুক্ত থাকতে আপনি পারেন না।

শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের আরও অর্থ হল কুওমিনতাঙের **অভ্যন্তরের** বর্তমান জোটের স্থানে কুওমিনতাঙের **বাইরের** জোটকে বসানো, ১৯১৭ সালের অক্টোবরে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে বলশেভিকদের যে ধরনের জোট ছিল তার অনুরূপ জোট।

কেন?

কারণ যেহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং কুওমিনতাঙের অভ্যন্তরে জোট গঠনের নীতি এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, আর সোভিয়েত গঠন ও সর্বহারা বিপ্লবে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সোভিয়েতগুলির শাসনক্ষমতা স্থাপন করা এবং এইজাতীয় ক্ষমতা একমাত্র **একটি** পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই গড়ে উঠতে ও স্থাপিত হতে পারে।

তাছাড়া, শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির ওপর দায়দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। বর্তমানে চীনের শ্রমিক মাসে ৮ থেকে ১৫ রুবল আয় করে, অসহনীয় অবস্থার মধ্যে বসবাস করে এবং খুবই অতিরিক্ত পরিশ্রম করে থাকে। অবিলম্বে মজুরী বৃদ্ধি, আট ঘণ্টা কাজের দিন চালু, শ্রমিকশ্রেণীর বাসস্থানের উন্নতিবিধান ইত্যাদির দ্বারা এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে এবং তা করা যেতে পারে। কিন্তু যখন শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি রয়েছে তখন শ্রমিকরা এতে খুশি হবে না। তারা কমিউনিস্টদের বলবে (তারা সঠিকই করবে): যেহেতু আমাদের সোভিয়েতগুলি রয়েছে আর সোভিয়েতগুলিই হল শাসনক্ষমতার সংগঠন তাহলে কেন বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতায় খানিকটা হস্তক্ষেপ করা হবে না, 'সামান্য' হলেও বেদখল করা হবে না? শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির বর্তমানে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার পদ্ধতি যদি কমিউনিস্টরা গ্রহণ না করেন তাহলে তাঁরা শূন্য-বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তিতে পরিণত হবেন!

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এখন, বর্তমান স্তরে এই পদ্ধতি কি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং গ্রহণ করা কি উচিত?

না, উচিত নয়।

ভবিষ্যতে যখন শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি থাকবে তখন বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজ থেকে কি কেউ বিরত থাকতে পারে এবং থাকা কি উচিত? না। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরা কুও-মিনতাঙের অভ্যন্তরে জোট বজায় রাখতে পারে এই চিন্তা যিনি করবেন তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পরিশ্রম করবেন এবং বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের স্তরে শ্রেণীশক্তিগুলির সংগ্রামের কাজকর্ম তিনি বোঝেন না।

চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের প্রশ্নটি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনারা দেখছেন ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের মতো চূড়ান্ত হাল্কা মনোভাবের লোকজন যেভাবে ভেবেছেন ব্যাপারটি তত সহজ-সরল নয়।

সাধারণভাবে মার্কসবাদীদের পক্ষে **নীতিগতভাবে** বিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটি সাধারণ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে বা একটি সাধারণ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে অংশগ্রহণ করা এবং সহযোগিতা করা কি অনুমোদনযোগ্য ?

বিরোধীপক্ষের কেউ কেউ মনে করেন যে এটা অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু মার্কসবাদের ইতিহাস আমাদের বলছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে এটা সম্পূর্ণ অনুমোদনযোগ্য।

১৮৪৮ সালে জার্মানিতে জার্মান বিমূর্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সময়ে মার্কসের ভূমিকাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি স্মরণ করতে পারি যখন মার্কস এবং তাঁর সমর্থকরা রাইনল্যাণ্ডে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং যখন সেই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টির মুখপত্র **নিউ রেনিশে জেতুং** তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল।

সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগে অংশগ্রহণের সময় এবং বিপ্লবী বুর্জোয়াদের উদ্দীপ্ত করার সময় মার্কস এবং তাঁর সমর্থকরা তাঁদের দক্ষিণপন্থী সহযোগীদের একনিষ্ঠতার অভাবকে যেমন শ্রমসাধ্যভাবে সমালোচনা করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন তাদের বাম কুওমিনতাঙ সহযোগীদের দোদুল্যমানতা ও একনিষ্ঠতার অভাবকে অবশ্যই শ্রমসহকারে সমালোচনা করতে হবে।

আমরা জানি ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে মার্কস এবং তাঁর সমর্থকরা সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগ বর্জন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন শ্রেণীনীতি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আপনারা দেখলেন মার্কস এমনকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির থেকেও এগিয়ে গিয়েছিলেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র শ্রেণী-পার্টিরূপে কুওমিনতাঙের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

.৮৪৮ সালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লীগে মার্কস এবং তাঁর সমর্থকদের যোগদান করা যুক্তিযুক্ত হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ বিতর্ক তুলতেও পারেন

বা নাও পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোজা লুক্সেমবার্গ মনে করতেন যে মার্কসের যোগ দেওয়া উচিত হয়নি। এটা **রণকৌশলের** প্রশ্ন। কিন্তু **নীতিগত-ভাবে** বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ শর্তে এবং নির্দিষ্ট সময়কালে একটি বুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতার প্রতি মার্কস এবং এঙ্গেলসের যে অনুমোদন ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিশেষ বিশেষ শর্তে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদীরা যে বিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে এবং সহযোগিতা করতে পারে—সে বিষয়ে এঙ্গেলস ও লেনিনের মতো মার্কসবাদীদের মতামত আমরা পেয়েছি। আমরা জানি এঙ্গেলস তাঁর **বাকুনিনপন্থীরা সক্রিয়**[৬৬] পুস্তিকায় এই ধরনের অংশগ্রহণের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। আমরা জানি ১৯০৫ সালে অনুরূপভাবে লেনিন বলেছিলেন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকারে এই ধরনের অংশগ্রহণ অনুমোদনযোগ্য।

৫। দুটি লাইন

অতএব চীনের প্রশ্নে আমাদের সামনে সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন লাইন রয়েছে—একটি কমিনটার্নের লাইন, অপরটি ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের লাইন।

কমিনটার্নের লাইন। আজকের চীনের জীবনের মূল ঘটনা হল সামন্ত ব্যবস্থা ও তার ওপর নির্ভরশীল আমলাতান্ত্রিক-সামরিক উপরিতল, যা সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সর্বরকমের সমর্থনলাভ করছে।

চীন বর্তমান মুহূর্তে সামন্ত ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে পরি-চালিত কৃষি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে।

চীনে কৃষি-বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভিত্তি ও সারবস্তু রচনা করেছে।

উহানের কুওমিনতাঙ এবং উহান সরকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র।

নানকিঙ ও নানকিঙ সরকার হল জাতীয় প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র।

উহানকে সমর্থন করার নীতি হল সমস্ত সম্ভাব্য ফলাফল সহ বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে বিকশিত করার নীতি। তাই তো উহান কুওমিনতাঙ ও উহান বিপ্লবী সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ, আর এই অংশগ্রহণ বাতিল করে না বরং কুওমিনতাঙে তাঁদের সহযোগীদের একনিষ্ঠতার অভাব ও

দোদুল্যমানতা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের শ্রমসাধ্য সমালোচনার পূর্বাভাস দেয়।

চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যমূলক ভূমিকা বাধামুক্ত করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের মুহূর্ত ত্বরান্বিত করতে এই অংশগ্রহণকে কমিউনিস্টদের অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে।

যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয়মুহূর্ত সমাগত, যখন বুর্জোয়া বিপ্লবের গতিধারায় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই সময় উপস্থিত হয় যে সময় দ্বৈত ক্ষমতার উপাদান হিসেবে, নতুন ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে, নতুন ক্ষমতার অর্থাৎ সোভিয়েত ক্ষমতার সংগঠন হিসেবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের প্রয়োজন হয়।

যখন সেই সময় উপস্থিত হয় তখন কুওমিনতাঙের ভেতরের জোটের পরিবর্তে কুওমিনতাঙের বাইরের জোট প্রবর্তিত করা কমিউনিস্টদের অবশ্য কর্তব্য এবং কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই চীনের এই **নতুন** বিপ্লবের **একমাত্র** নেতা হয়ে উঠবে।

যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং যখন কুওমিনতাঙ সর্বাপেক্ষা সঙ্গতিপূর্ণভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগঠনের কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং চীনের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করছে তখন ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের মতো **অবিলম্বে** শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন ও দ্বৈত ক্ষমতা **অবিলম্বে** প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখার অর্থ হবে বিপ্লবী আন্দোলনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, উহানকে দুর্বল ও তার পতনের পথ উন্মুক্ত করা এবং চ্যাং সো-লিন ও চিয়াং কাই-শেককে সহায়তা করা।

ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের লাইন। চীনে সামন্ত ব্যবস্থা বুখারিনের কল্পনার মিথ্যাচার মাত্র। হয় চীনে এর কোন অস্তিত্ব নেই অথবা এত নগণ্য যে তার কোন গভীর গুরুত্ব নেই।

এই মুহূর্তে চীনে নাকি কৃষি-বিপ্লব দেখ যাচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে আসছে তা একমাত্র শয়তানেই জানে। (**হাস্যরোল**।)

কিন্তু যেহেতু কৃষি-বিপ্লব রয়েছে, তাই অবশ্যই যে-কোনভাবে তার প্রতি সমর্থন জানাতে হবে।

এই মুহূর্তে প্রধান বিষয় কৃষি-বিপ্লব নয়, বরং চীনে পণ্যশুল্ক স্বাধীনতার

জন্য বিপ্লব, বলতে গেলে পণ্যশুল্ক-বিরোধী বিপ্লব।

উহান কুওমিনতাঙ ও উহান সরকার হয় একটি 'অবাস্তব ব্যাপার' (ট্রট্স্কি) অথবা কামালবাদ (জিনোভিয়েভ)।

একদিকে অবিলম্বে সোভিয়েতসমূহ গঠনের মাধ্যমে উহান সরকারকে **উৎখাত করার জন্য** দ্বৈত ক্ষমতা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে (ট্রট্স্কি)। অপরদিকে উহান সরকারকে অবশ্যই **শক্তিশালী** করতে হবে, তার প্রতি উদ্যমশীল ও সর্বাত্মক **সহায়তা** দিতে হবে, আর দেখা যাচ্ছে তাও করতে হবে সোভিয়েতগুলির আশু গঠনের মাধ্যমে (জিনোভিয়েভ)।

অধিকার বলেই কমিউনিস্টদের অবশ্যই 'অবাস্তব ব্যাপার' অর্থাৎ উহান সরকার ও উহান কুওমিনতাঙ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি তাঁরা এই 'অবাস্তব ব্যাপার' অর্থাৎ উহান সরকার ও উহান কুওমিনতাঙের মধ্যে থেকে যান তাহলে ভালই হবে। কিন্তু উহান যদি একটি 'অবাস্তব ব্যাপার' হয় তাহলে কেন তাঁরা উহানে থাকবেন—মনে হয় একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন। আর এ মতের সঙ্গে যিনি একমত হবেন না তিনিই বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক।

এই হল ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের তথাকথিত লাইন।

এই তথাকথিত লাইনের চেয়েও হাস্যকর ও গোলমেলে কিছু কল্পনা করা কঠিন।

এ সমস্ত থেকে ধারণা হয় যেন এইসব ব্যক্তি যাঁদের মার্কসবাদীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বরং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিবর্জিত এক ধরনের আমলাদের সঙ্গেই যাঁদের কাজকারবার, কিংবা 'বিপ্লবী' ভ্রমণবিলাসীদের সঙ্গেই যাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যাঁরা সুখুম ও কিসলোভোদস্ক এবং এইজাতীয় স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতে ব্যস্ত, কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম যাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যেখানে চীনের বিপ্লবের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং তারপর সংবাদপত্র থেকে জানতে পারলেন যে চীনে কৃষি অথবা পণ্যশুল্ক-বিরোধী কোন এক ধরনের বিপ্লব সত্যই সংঘটিত হচ্ছে, যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়—তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে এপ্রিলে এক বাণ্ডিল, মে'র প্রথমদিকে আরেক বাণ্ডিল এবং মে'র শেষের দিকে তৃতীয় বাণ্ডিল গবেষণামূলক প্রবন্ধের এক বিরাট স্তূপ জড়ো করা প্রয়োজন—এবং জড়ো করার কাজ সম্পন্ন করে সেগুলি কমিনটার্নের কর্মপরিষদের ওপর বোমার মতো

নিক্ষেপ করেন, আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁদের বিশ্বাস যে বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী তত্ত্বসমূহের এই স্তূপ হল চীনের বিপ্লবকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায়।

কমরেডগণ, চীনের বিপ্লবের প্রশ্নে এই হল দুটি লাইন।

এই দুটির মধ্যে আপনাকে বাছাই করতে হবে।

কমরেডগণ, আমি উপসংহার টানছি।

পরিশেষে, **এই মুহূর্তে** ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের উপদলীয় বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই। তাঁরা অভিযোগ করেন যে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিনটার্নের কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে নজিরবিহীন তিরস্কার ও অননুমোদনযোগ্য কুৎসায় উৎসাহ যোগাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা তাঁদের দেওয়া হয়নি। কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ (বি)র অভ্যন্তরে একটি 'রাজত্ব' চলছে বলে তাঁরা অভিযোগ করে থাকেন। তাঁরা যা একান্তভাবে চান তা হল কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ (বি)কে বিশৃংখল করে দেওয়ার স্বাধীনতা। তাঁরা একান্তভাবে চান মাসলো ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের আচার-আচরণ কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ (বি)তে চালু করতে।

কমরেডগণ, আমি অবশ্যই বলব যে পার্টি ও কমিনটার্নের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য ট্রট্স্কি খুবই অনুপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছেন। আমি এই-মাত্র সংবাদ পেলাম যে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক প্রচারাভিযান এর অনুসরণ করবে। এই প্রচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সি. পি. এস. ইউ (বি)কে কেউ কেউ যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপের হুমকি দেখাচ্ছে। অন্যান্যরা ভাঙন সৃষ্টি করার হুমকি দিচ্ছে। চেম্বারলেন থেকে ট্রট্স্কি পর্যন্ত যেন এক ধরনের যুক্ত মোর্চা গড়ে উঠছে।

সম্ভবতঃ তারা আমাদের ভয় দেখাতে চায়। কিন্তু বলশেভিকরা যে ভীত হওয়ার পাত্র নয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বলশেভিকবাদের ইতিহাস এইজাতীয় ভূরি ভূরি 'মোর্চার' সম্পর্কে অবহিত। বলশেভিকবাদের ইতিহাস দেখাচ্ছে যে এইজাতীয় 'মোর্চা' বলশেভিকদের বিপ্লবী দৃঢ়চিত্ততা ও চূড়ান্ত সাহসের দ্বারা অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আপনাদের সন্দেহের কোন কারণ নেই যে এই নতুন 'মোর্চা'কেও আমরা ধ্বংস করতে সফল হব। (**হর্ষধ্বনি।**)

'বলশেভিক', সংখ্যা ১০
৩১শে মে, ১৯২৭

প্রাচ্যের মেহনতকারীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি

প্রিয় কমরেডগণ,

দুবছর আগে প্রাচ্যের মেহনতকারীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আপনাদের সামনে যখন বক্তব্য রেখেছিলাম তখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও প্রাচ্যের নিপীড়িত দেশগুলি—এই উভয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে বলেছিলাম।[৬৭]

বিশ্ববিদ্যালয় তার কর্তব্য পালন করে এখন যুদ্ধের আগুনের মধ্যে নতুন কর্মীযোদ্ধাদের পাঠাচ্ছে—এর চতুর্থ দফা স্নাতকদের মধ্যে রয়েছেন ৭৪টি দেশের প্রতিনিধি কমরেডরা, যাঁরা লেনিনবাদের শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

এই কমরেডরা ইতিহাসের এক চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁদের জঙ্গী কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছেন যখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চীনের বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করতে চেষ্টা করছে এবং পাশাপাশি সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের রক্ষাকারী এই শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য দুর্গ, বিশ্বের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

যাঁরা সবেমাত্র স্নাতক হয়েছেন আমার সেইসব কমরেডদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি পোষণ করছি যে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁদের কর্তব্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবেন এবং সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের হাত থেকে প্রাচ্যের মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার কাজে তাঁরা তাঁদের সমস্ত উদ্যম ও জ্ঞানকে ব্যবহার করবেন।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২১
৩১শে মে, ১৯২৭

আপনার সঙ্গে যখন এই পত্র বিনিময় আমি শুরু করেছিলাম তখন আমার ধারণা হয়েছিল যে আমি এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করছি যিনি সত্যকে খুঁজে পেতে চাইছেন। এখন আপনার দ্বিতীয় পত্রের পরে দেখছি যে আমি একজন আত্মম্ভরি ও দুবিনীত ব্যক্তির সঙ্গে পত্র বিনিময় করছি যিনি তাঁর নিজস্ব অহংবোধের স্বার্থকে সত্যের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি আমার এই সংক্ষিপ্ত (এবং শেষ) উত্তরে আমি স্থূলভাবে এবং মনের কথা খোলাখুলি-ভাবে বলে ফেলি তাহলে বিস্মিত হবেন না।

১। আমি স্পষ্ট করেই বলেছিলাম যে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব ও 'সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী' এই পুরানো রণনৈতিক শ্লোগানের পরিবর্তে পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্ব ও 'দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী' এই নতুন রণনৈতিক শ্লোগান উপস্থিত করে।

আমি সুদৃঢ়ভাবে বলেছিলাম যে এই নতুন শ্লোগানকে কাজে প্রয়োগ করে পার্টি অক্টোবরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ও পৌঁছেছিল এবং তা যদি না করত তাহলে বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনকে উৎখাত করতে ও শ্রমিকশ্রেণীর শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বাহিনীকে পার্টি একসঙ্গে গড়ে তুলতে পারত না।

আমার এই সুস্পষ্ট বক্তব্যকে আপনি জোরের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 'ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যায়ে কৃষক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে তার পুরানো শ্লোগানকে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীর শ্লোগানকে পার্টি উর্ধ্বে তুলে ধরেছে' (আপনার প্রথম পত্র দেখুন)। আর আপনি যে শুধু এই লেনিনবাদ-বিরোধী ও খাঁটি কামেনেভপন্থী ধ্যানধারণাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তাই নয়, একে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন।

এটাই ছিল ঘটনা এবং আমাদের বিতর্ক মূলতঃ এই বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল।

এখন আপনার একগুঁয়েমি ও আত্মনির্ভরতা আপনাকে কেমন বাধার

সম্মুখীন করেছে তা দেখে আপনি মৃদুস্বরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে আপনি ভ্রান্তভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে 'এপ্রিল থেকে অক্টোবরের পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে পার্টির রণনৈতিক শ্লোগান ছিল শ্রমিকশ্রেণীর ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্ব' (আপনার দ্বিতীয় পত্র দেখুন)।

মৃদুস্বরে ভুল স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে একে তুচ্ছ মৌখিক ভ্রান্তি বলে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার জন্য সরবে চেষ্টা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে 'আমার বিগত পত্রে আমার চিন্তাকে আমি মৌখিক সূত্রায়ণের দ্বারা আবরিত করেছিলাম যখন আমি বলেছিলাম যে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর পুরানো শ্লোগান পার্টি বাতিল করে দিয়েছে—এই বক্তব্য সম্ভবতঃ অস্পষ্টতা সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিল' (আপনার দ্বিতীয় পত্র দেখুন)।

অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে আমাদের বিতর্ক ছিল একটি 'মৌখিক' সূত্রায়ণকে কেন্দ্র করে, দুটি পরস্পর-বিরোধী **নীতিগত** ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করে নয়!

বিনীতভাবে বলতে গেলে, একেই বলে **নির্লজ্জতা**।

২। আমি দৃঢ়ভাবে বলেছিলাম যে অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি সোভিয়েত-গুলির অভ্যন্তরে কৃষক সম্প্রদায়ের একাংশের আপোষকামী নীতি ও দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিল, এই দোদুল্যমানতা ও আপোষকামী নীতি বিপ্লবের পক্ষে চরমতম বিপদ সৃষ্টি করছিল (জুলাই, ১৯১৭তে বলশেভিকদের পরাজয়), এই দোদুল্যমানতাগুলি ও আপোষ নীতির বিরুদ্ধে সকল সংগ্রাম একমাত্র পরিচালিত করা যেতে পারে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের শ্লোগানের দ্বারা এবং এই শ্লোগানকে ধন্যবাদ কেননা বলশেভিকরা এর দ্বারাই মাঝারি কৃষকদের দোদুল্যমানতা ও আপোষ নীতিকে অকেজো করে দিতে পেরেছিল।

আপনি দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করেছেন এবং ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পর্যায়ে পার্টি 'সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী' এই পুরানো শ্লোগান নিয়ে কাজ চালিয়েছে বলে ভ্রান্ত মত পোষণ করেছেন। আর বিরোধিতা করতে গিয়ে এদ্বারা আপনি বলশেভিকবাদের ইতিহাস থেকে কয়েকটি উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠা মুছে দিয়েছেন যেখানে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি থেকে কৃষকদের মাঝারি স্তরকে ভাঙিয়ে আনা, ঐ পার্টিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং কৃষক সম্প্রদায়ের কোন কোন স্তরের দোদুল্যমানতা আপোষ নীতিকে অকেজো করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বলশেভিকদের পরিচালিত সংগ্রামের ইতিবৃত্ত লেখা রয়েছে।

এটাই **ছিল** ঘটনা।

এখন আপনি ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যায়ে কৃষক সম্প্রদায়ের এক বিশেষ অংশের দোদুল্যমানতা ও আপোষ নীতির ঘটনা এবং ঐ দোদুল্যমানতা ও আপোষ নীতির বিরুদ্ধে যে বলশেভিকরা সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল—এই **উভয়** ঘটনাই আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কিন্তু এইসব স্বীকার করার সময় আপনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মাঝারি কৃষককে নিরপেক্ষ করে দেওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং মাঝারি কৃষককে নিরপেক্ষ করে দেওয়ার প্রশ্নে 'উত্তর দেওয়া হয়নি' বলে এমনকি দোষারোপ করার মতলবও এঁটেছেন।

হয় আপনি অতিমাত্রায় সরল অথবা কোন উদ্দেশ্যে সারল্যের মুখোস ইচ্ছাকৃতভাবে পরেছেন—এর যে-কোন একটি ঘটেছে।

৩। আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে অক্টোবরে পার্টি বিজয়ী হয়েছিল কারণ শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের একনায়কত্বের নতুন রণনৈতিক শ্লোগানকে পার্টি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পেরেছিল; যদি সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীর পুরানো শ্লোগানের পরিবর্তে দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর নতুন শ্লোগান দেওয়া না হতো তাহলে অক্টোবরে বিজয়ও অর্জিত হতো না কিংবা অক্টোবর বিপ্লবের গতিপথে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়া যেত না; সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় বলশেভিকদের সমর্থন জানিয়েছিল একমাত্র এই কারণে যে বলশেভিকরা বুর্জোয়া বিপ্লবকে পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, এবং যেহেতু অক্টোবরের প্রধান লক্ষ্য বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সেইহেতু সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন শর্তাধীন ও সীমাবদ্ধ চরিত্রের ছিল।

আপনার প্রথম চিঠিতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে যে পুরানো শ্লোগানের পরিবর্তে নতুন শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল এই ঘটনা অস্বীকার করে কার্যতঃ উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন।

এটাই **ছিল** ঘটনা।

এখন আপনি কথায় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে পুরানো রণনৈতিক শ্লোগানের পরিবর্তে দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর নতুন রণনৈতিক শ্লোগান সত্যসত্যই দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে কামেনেভের কায়দায় আপনি সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জনের 'রণকৌশলগত' দিকের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের

সঙ্গে মৈত্রী অর্জনের 'রণনৈতিক' দিককে উপস্থাপিত করে আপনার বক্তব্যের পূর্ব নিদর্শনকে আড়াল করার উদ্যোগ নিয়েছেন ; কামেনেভের কায়দায় দ্বিতীয় রণনৈতিক শ্লোগান সম্পর্কে আপনার সবেমাত্র মেনে নেওয়া সত্যকে আপনি অমর্যাদা করেছেন এবং কার্যতঃ কামেনেভের পুরানো অবস্থানে ফিরে গেছেন ; সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার মতলব এঁটেছেন যে আমি নাকি অক্টোবরে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক বলশেভিকদের প্রতি শর্তাধীন সমর্থন জানানোর ঘটনাকে স্বীকৃতি দিইনি।

আপনি স্পষ্টতঃই বুঝতে পারছেন না যে রণকৌশলগত কর্তব্য হল রণনৈতিক কর্তব্যের অংশ, প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে এক করে ফেলা যায় না এবং একটিকে আরেকটির বিরোধীরূপে একেবারেই দেখানো যায় না।

অক্টোবর বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাপ্ত করছিল, অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লব জমিদারী মালিকানা, জমিদারতন্ত্র এবং জমিদারতন্ত্রের রাজনৈতিক উপরিতল —রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত নির্দিষ্ট শর্তাধীনে ও সীমাবদ্ধভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রতি **সামগ্রিকভাবে** কৃষক সম্প্রদায় সমর্থন জানিয়েছিল—স্পষ্টতঃই আপনি এটা বুঝতে পারেননি।

স্পষ্টতঃই আপনি জানেন না যে সোভিয়েতগুলির দ্বারা ক্ষমতা দখলের পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালের অক্টোবরে পেত্রোগ্রাদ সেনাদল (কৃষকরা) পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অভিযানকারী কেরেনস্কির বিরুদ্ধে যুক্ত মোর্চায় যোগ দিতে **অস্বীকার** করে এই বলে যে তারা অর্থাৎ সেনাদল 'নতুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে', এবং আপাতঃদৃষ্টিতে শান্তি বলতে তারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়াকে বোঝেনি, মাটিতে বেয়নেট পুঁতে রেখে দেওয়াকে বুঝেছিল, অর্থাৎ আপনি এবং আপনার মতো অন্যান্য রাজনৈতিক নীচমনারা যেভাবে বুঝেছিলেন তারা সেভাবেই বুঝেছে (আপনার প্রথম চিঠি দেখুন)।

স্বভাবতঃই আপনি জানেন না যে সে-সময় কেরেনস্কি ও ক্র্যাসনভের আক্রমণ থেকে লালরক্ষী ও নাবিকরা পেত্রোগ্রাদকে রক্ষা করেছিল।

আপনি স্পষ্টতঃই জানেন না যে অক্টোবর ১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে গৃহযুদ্ধ আমরা পরিচালনা করেছিলাম প্রধানতঃ শ্রমিক ও নাবিকদের সাহায্যে এবং সেই সময় 'সমগ্র কৃষকদের' তথাকথিত সমর্থন বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রতিফলিত হয়েছিল এইভাবে

যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে আমাদের সরাসরি বাধা দেয়নি।

স্পষ্টতঃই আপনি জানেন না যে ১৯১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র লাল-বাহিনীকে আমরা গণ-বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে সফল হয়েছিলাম যখন কৃষকরা জমির অংশ ভাগ করে নিয়েছিল, যখন কুলাকরা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, যখন সোভিয়েত ক্ষমতা নিজস্ব শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল এবং যখন 'মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রীর' শ্লোগানকে কাযে প্রয়োগ করার **সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।** ··

অবশ্য সমস্ত রকমের বাজে কথা ও উপকথা লেখা সম্ভব—কাগজ সবই সহ্য করে; কামেনেভের কায়দায় বাকচাতুরী ও বিকৃত করা এবং নিজের পূর্ব নিদর্শনগুলি চাপা দেওয়া সম্ভব।···কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

৪। আপনার কলমের 'শিল্পকলায়' মুগ্ধ হয়ে এবং আপনার প্রথম চিঠিকে সুবিধামতো ভুলে গিয়ে আপনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে **পরিণত হওয়ার** প্রশ্নটিকে নাকি আমি ভুল বুঝেছিলাম।

একেই বলে একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো!

বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়া বলতে কি বোঝায়? শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের পুরানো শ্লোগানের পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকের একনায়কত্বের নতুন শ্লোগান ছাড়া তা কি আমাদের দেশে সম্ভব? স্বভাবতঃই নয়।

নতুন শ্লোগানের দ্বারা পুরানো শ্লোগানের পরিবর্তন সাধনের সপক্ষে মত প্রকাশ করে এবং রুশ বিপ্লবের প্রথম স্তর (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) থেকে দ্বিতীয় স্তরে (শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব) উত্তরণের সঙ্গে এই পরিবর্তন সাধনকে যুক্ত করে লেনিন ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কামেনেভের যে বিরুদ্ধতা করেছিলেন, তা কেন? বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করা সম্ভব ও বাধামুক্ত করার জন্যই কি তা করেননি? নিশ্চয়ই তাই করেছিলেন।

সে-সময় পুরানো শ্লোগান থেকে নতুন শ্লোগানে যেতে বাধা কে দিয়েছিল? নিশ্চিতভাবে কামেনেভ।

অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়ে বলশেভিকরা যে পুরানো রণনৈতিক শ্লোগানের পরিবর্তে নতুন রণনৈতিক শ্লোগান ব্যবহার করেছিল এই ঘটনাকে

১৯২৭ সালের বসন্তকালে কে অস্বীকার করেছিল? নিশ্চিতভাবে আপনিই সেই ব্যক্তি, প্রিয় পোক্রভস্কি।

পোক্রভস্কির এই কামেনেভবাদী ভ্রান্তিকে সংশোধন কে করেছিল? নিশ্চিতভাবে, কমরেড স্তালিন।

এ থেকে কি পরিষ্কার হচ্ছে না যে বুর্জোয়া বিপ্লবের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে পরিণত হওয়ার প্রশ্নটি আপনি বিন্দুমাত্র, নিদেনপক্ষে কণামাত্রও বোঝেননি?

উপসংহার: অশালীনভাবে ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিপরীত করে দিতে সংকীর্ণমনা ভারসাম্যকারীর মূর্খতা ও আত্মসন্তুষ্টির নির্লজ্জতা অবশ্যই প্রয়োজন, আপনি যা করেছেন প্রিয় পোক্রভস্কি।

আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে পত্র বিনিময় বন্ধ করার সময় এসেছে।

জে. স্তালিন

২৩শে জুন, ১৯২৭

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

সমসাময়িক বিষয়ের ওপর মন্তব্যাবলী

১। যুদ্ধের হুমকি

সন্দেহের খুব কমই অবকাশ আছে যে বর্তমান সময়ের প্রধান বিষয় হল নয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হুমকি। নয়া যুদ্ধের কোন অনিশ্চিত ও অবাস্তব 'বিপদের' ব্যাপার এটা নয়, ব্যাপকভাবে নয়া যুদ্ধের বিশেষ করে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের এটা হল প্রকৃত বাস্তব হুমকি।

বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে সংঘটিত বিশ্বের ভাগাভাগি ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিভাজন ইতিমধ্যেই 'সেকেলে' হয়ে গেছে। কিছু কিছু নতুন দেশ (আমেরিকা, জাপান) সামনের সারিতে এসেছে। আর কিছু কিছু পুরানো দেশ (ব্রিটেন) নেপথ্যে চলে গেছে। ভার্সাইতে সমাধিস্থ পুঁজিবাদী জার্মানি আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে এবং দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ফ্রান্সের ওপর বিদ্বেষ দৃষ্টি নিয়ে বুর্জোয়া ইতালী ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছে।

বাজারের জন্য, পুঁজি রপ্তানীর ক্ষেত্রের জন্য, সেই বাজারে পণ্য পাঠাবার উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক ও স্থলপথের জন্য, বিশ্বের নতুন করে পুনর্বিভাজনের জন্য উন্মত্ত সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। আমেরিকা ও ব্রিটেন, জাপান ও আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্স, ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন-তখন শ্রমিক-শ্রেণীর প্রকাশ্য বিপ্লবী কার্যকলাপের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে (ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া)।

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া ও নির্ভরশীল দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বারবার প্রকাশ্য সংঘর্ষ ও বিপ্লবী বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে (চীন, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা)।

কিন্তু স্থায়িত্বের ঘটনা সত্ত্বেও এই সমস্ত দ্বন্দ্বের উন্মেষ বিশ্ব পুঁজিবাদের মধ্যে এক সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যে সংকট বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্বেকার সংকটের চেয়ে তুলনাহীনভাবে তীব্রতর। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশ ইউ. এস. এস. আর-এর অস্তিত্ব ও অগ্রগতি কেবলমাত্র এই সংকটকে গভীরতর ও তীব্রতর করছে।

একটা নয়া যুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রস্তুতি চালাচ্ছে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কেননা সংকটমুক্তির এটাই একমাত্র পথ বলে তারা মনে করছে। সমর-সজ্জার অতুলনীয় অগ্রগতি, ফ্যাসিবাদী পদ্ধতির 'প্রশাসনের' প্রতি বুর্জোয়া সরকারগুলির সাধারণ ঝোঁক, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ, ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক উন্মত্ত প্রচার, চীনে সরাসরি হস্তক্ষেপ—এগুলি সমস্তই একটি ও একই ঘটনার বিভিন্ন দিক: বিশ্বকে নতুন করে পুনর্বিভাজনের জন্য নয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি।

সাম্রাজ্যবাদীরা বহু পূর্বেই পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ত, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিগুলির জন্য তা হতে পারছে না, কারণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তারা দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাচ্ছে, ইউ. এস. এস. আর-এর জন্য পারছে না কারণ তার শান্তিনীতি নয়া যুদ্ধের উৎসাহদাতাদের পায়ে ভারি ভারি বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে, এবং পরস্পর দুর্বল হয়ে পড়ার ভয়েও তা পারছে না এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে এক নয়া ভাঙন অবাধ হয়ে উঠছে।

আমার মনে হয় এই শেষোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ পরস্পর দুর্বল হয়ে পড়ার সাম্রাজ্যবাদীদের ভয় এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে নতুন করে এক ভাঙন সহজতর হওয়াই হল অন্যতম প্রধান কারণ যা এখনো পর্যন্ত পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডের উৎসাহকে সংযত করে রেখেছে।

সুতরাং আংশিকভাবে হলেও, সাময়িকভাবে হলেও ইউ. এস. এস. আর-এর ক্ষতি করে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটের সমাধান করার উদ্দেশ্যে কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর 'স্বাভাবিক' প্রয়াস হল নিজেদের শিবিরের দ্বন্দ্বগুলিকে নেপথ্যে আড়াল করা, সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া, সাম্রাজ্যবাদীদের এক যুক্তমোর্চা গড়ে তোলা এবং ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপানো।

ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের মুখপাত্র রক্ষণশীল দল—এ ঘটনা আমাদের কাছে আকস্মিক বলে মনে হওয়া উচিত নয়। গণ-বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা উৎকট শ্বাসরোধকারী শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের ভূমিকা সব সময়ই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মহান ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে চীনে বর্তমানে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই পর্যন্ত মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের দমনকারীদের প্রথম সারিতে বরাবরই থেকেছে

ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী। ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের ধন্যবাদ, কয়েক বছর পূর্বে আমাদের দেশ যে বলপ্রয়োগ, দস্যুতা ও সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যে পড়েছিল তা সোভিয়েতের জনগণ কোনদিন ভুলবে না। তাহলে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ ও তার রক্ষণশীল দল আবার বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের কেন্দ্র ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে এ ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কি থাকতে পারে?

কিন্তু ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেরা যুদ্ধ করতে পছন্দ করে না। তারা সব সময় অন্যের হাতে যুদ্ধটা চালাতে চায়। এবং বাস্তবিকপক্ষে বিভিন্ন সময় তাদের হয়ে কাজ করার মতো নির্বোধ তারা খুঁজে পেয়েছে।

ফ্রান্সে মহান বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ঠিক এইরকম ঘটনাই ঘটেছিল, যখন বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মোর্চা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইউ. এস. এস. আর-এ অক্টোবর বিপ্লবের পরেও ঘটনা একইরকম ঘটেছিল যখন ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ইউ. এস. এস. আরকে আক্রমণ করে 'চোদ্দটি রাষ্ট্রের মোর্চা' গঠনের চেষ্টা করে এবং তা সত্ত্বেও যখন তারা ইউ. এস. এস. আর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

এখন চীনেও তাই ঘটছে, ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী সেখানে চীনের বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করছে।

এটা বেশ বোধগম্য যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রক্ষণশীল দল বেশ কয়েক বছর যাবৎ ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে ছোট ও বড় রাষ্ট্রগুলির এক 'পবিত্র মোর্চা' গঠনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম চালিয়ে আসছে।

যদিও ইতিপূর্বে, সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত, রক্ষণশীলরা এই প্রস্তুতিকার্য মোটা-মুটি গোপনে চালিয়েছে, কিন্তু এখন ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হেনে তারা 'প্রত্যক্ষ ভূমিকায়' অবতীর্ণ হয়েছে এবং সর্বসমক্ষে তাদের জঘন্য 'পবিত্র মোর্চা' গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

সোভিয়েত দূতাবাসে আক্রমণ হেনে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার পিকিঙে প্রথম প্রকাশ্য আঘাত সংঘটিত করল। এই আক্রমণের অন্ততঃ দুটি লক্ষ্য ছিল। ইউ. এস. এস. আর-এর 'অন্তর্ঘাতমূলক' কার্যকলাপের 'ভয়ানক' দলিল-পত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল যা সাধারণভাবে বিক্ষোভের আব-হাওয়া সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের

ভিত্তি প্রস্তুত হবে। পিকিঙ সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে উস্কানি দেওয়া এবং চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ইউ. এস. এস. আরকে জড়িত করার মতলব নিয়েও এটা করা হয়েছিল।

আমরা জানি এই আঘাত ব্যর্থ হয়েছিল।

ARCOS এর ওপর আঘাত হেনে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে লণ্ডনে দ্বিতীয় প্রকাশ্য আক্রমণ সংঘটিত করা হল। এর লক্ষ্য ছিল ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা, সমগ্র ইউরোপব্যাপী ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে কূটনৈতিক অবরোধের সূত্রপাত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্কগুলির মধ্যে ক্রমান্বয় ভাঙন সৃষ্টি করা।

আমরা জানি এই আক্রমণও ব্যর্থ হয়েছিল।

ভয়কভের হত্যাকাণ্ডের উস্কানির দ্বারা তৃতীয় আঘাত সংঘটিত হয়েছিল ওয়ারশতে। সারাজেভো হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে ইউ. এস. এস. আরকে জড়িয়ে ফেলার যে চক্রান্ত হয়েছিল, সেই একই ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে রক্ষণশীল দলের অনুচররা ভয়কভের হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিল।

মনে হয় এই আঘাতও ব্যর্থ হয়েছিল।

রক্ষণশীলরা যা আশা করেছিল সেই বাঞ্ছিত ফলাফল এই আঘাতগুলি থেকে পাওয়া গেল না—এর ব্যাখ্যা কি?

বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের দ্বারা এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, কেননা তাদের মধ্যে অনেকে ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহী।

ইউ. এস. এস. আর-এর শান্তিপূর্ণ নীতির দ্বারাও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, কেননা সোভিয়েত সরকার এই নীতি দৃঢ়ভাবে ও দ্বিধাহীনভাবে অনুসরণ করে চলেছে।

ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব স্বার্থ বিনষ্ট করে রক্ষণশীলদের ভোঁতা হাতিয়ার রূপে সেবা করতে অনিচ্ছা তা সে চ্যাং সো-লিন বা পিলসুদ্‌স্কি যার রাষ্ট্রই হোক—এটাও একটা কারণ।

আপাতঃদৃষ্টিতে সম্ভ্রান্ত প্রভুরা বুঝতে চান না যে প্রতিটি রাষ্ট্র এমনকি ক্ষুদ্রতমটিও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ইচ্ছুক, নিজস্ব স্বাধীন জীবনযাত্রা যাপন করতে চেষ্টা করে এবং রক্ষণশীলদের উজ্জ্বল চোখের স্বার্থে নিজস্ব

অস্তিত্বকে বিপদগ্রস্ত করতে চায় না। ব্রিটিশ রক্ষণশীলরা এইসব পরিস্থিতিকে বিচার-বিবেচনা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

এর দ্বারা এটা কি বোঝায় যে এই ধরনের আঘাত আর আসবে না? না, তা বোঝায় না। বরং এটাই বোঝায় যে নব শক্তিতে আঘাতগুলি পুনরায় আসবে।

এই আঘাতগুলিকে আকস্মিক বলে অবশ্যই বিবেচনা করা চলবে না। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, 'রাজকীয় দেশ' ও উপনিবেশগুলিতে উভয়তঃই ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর অবস্থা, শাসক পার্টি হিসেবে রক্ষণশীল দলের অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা বেগবতী হয়।

ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির ঘটনা, ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নীতি নিয়ে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করার ঘটনা, ইউক্রেন, জর্জিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ইত্যাদি ইউ. এস. এস. আর-এর দেশগুলিতে বিদ্রোহে উৎসাহদানের জন্য এই দেশগুলির প্রবাসী 'সরকারগুলিকে' সাহায্যদানের ঘটনা, সেতু ধ্বংসকারী, কলকারখানায় অগ্নি সংযোগকারী, ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্র-দূতদের ওপর সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী গুপ্তচর ও সন্ত্রাসবাদীদের গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ-নৈতিক যোগান দেওয়ার ঘটনা—ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের এই সমস্ত ঘটনা ও বর্তমানের সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এটাই দেখাচ্ছে যে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করার পথ দৃঢ় ও সুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করেছে। কোন কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রক্ষণশীলরা ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে কিছু কিছু সামরিক জোট বা অন্যান্যদের একত্র করতে যে সফল হবে এই প্রশ্নকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

আমাদের কর্তব্যগুলি কি কি?

আমাদের কর্তব্য হল নয়া যুদ্ধের হুমকি সম্পর্কে ইউরোপের সমস্ত দেশ-গুলিকে সচেতক সংকেতধ্বনি শোনানো, পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক ও সৈনিকদের সতর্ক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, কাজ করা এবং অক্লান্তভাবে কাজ করা, বুর্জোয়া সরকারগুলির দ্বারা নয়া যুদ্ধ সংগঠিত করার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে বিপ্লবী সংগ্রামের পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করে তোলা।

শ্রমিক-আন্দোলনের সেইসব নেতাদের শাস্তিদণ্ডে চাপানো আমাদের কর্তব্য যাঁরা নয়া যুদ্ধের হুমকিকে 'কল্পনার অলীকতা' বলে 'বিবেচনা করেন', যাঁরা শ্রমিকদের প্রশান্তিমূলক মিথ্যা দিয়ে শান্ত করেন, বুর্জোয়ারা যে নয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করছে এ ঘটনার প্রতি যাঁরা চোখ বুঁজে থাকেন—কারণ এই ভদ্রলোকরা চান যে যুদ্ধটা যেন শ্রমিকদের সামনে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়।

আমাদের শত্রুদের প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও, আমাদের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগলেও সোভিয়েত সরকারের কর্তব্য হল দৃঢ়ভাবে ও দ্বিধাহীনভাবে শান্তির নীতি, শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের নীতি অব্যাহত রাখা।

আমাদের শান্তির নীতি আমাদের দুর্বলতা, আমাদের সেনাবাহিনীর দুর্বলতাজনিত বলে শত্রুশিবিরের প্ররোচনাকারীরা আমাদের বিদ্রূপ করে এবং বিদ্রূপ করে যাবে। আমাদের কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে এর ফলে উত্তেজিত হন, প্ররোচনার সামনে অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং 'বলিষ্ঠ' ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এটা স্নায়ুর দুর্বলতা ও মেরুদণ্ডহীনতার নিদর্শন। আমাদের শত্রুদের সুরে নাচতে আমরা পারি না বা নাচব না। শান্তির লক্ষ্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, শান্তির জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রচার করে, শত্রুদের লুণ্ঠনকারী ষড়যন্ত্রকে উদ্‌ঘাটিত করে, এবং যুদ্ধের উস্কানি-দাতারূপে তাদের চিহ্নিত করে আমাদের নিজেদের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

যদি অথবা যখন শত্রু আমাদের ওপর যুদ্ধ জোর করে চাপিয়ে দেয় তখন একমাত্র এই ধরনের নীতিই ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশকে একটি সংগ্রামী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করতে আমাদের সমর্থ করবে।

আমাদের 'দুর্বলতা' বা আমাদের সেনাবাহিনীর 'দুর্বলতা' প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমাদের শত্রুদের এই ধরনের ভুল করার ঘটনা এই প্রথম নয়। বছর আষ্টেক আগেও যখন ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং চার্চিল 'চোদ্দটি রাষ্ট্রের' প্রচারের হুমকি দিয়েছিলেন, অমনি তখন বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা আমাদের সেনাবাহিনীর দুর্বলতা সম্পর্কে সরব হল। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া জানে যে যুগপৎ ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারী ও তাদের মিত্রদের আমাদের দেশ থেকে আমাদের বিজয়ী সেনাবাহিনী দ্বারা লজ্জাজনকভাবে উৎখাত করা হয়েছে।

নয়া যুদ্ধের উস্কানিদানকারী ভদ্রমহোদয়রা এই ঘটনাকে স্মরণ করলে ভাল করবেন।

কর্তব্য হল আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রসার ঘটানো, যুগপৎ সামরিক ও অসামরিক শিল্পের উন্নতিবিধান করা, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি সুরক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় ইস্পাতদৃঢ় করে তুলে, দুর্ভাগ্যক্রমে যেসব দুর্বলতাগুলি এখনো দূর করা যায়নি সেগুলির অবসান ঘটিয়ে আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক ও লালফৌজের লোকজনদের সতর্কতা বাড়িয়ে তোলা।

যারা আমাদের কলকারখানাগুলিতে অগ্নি সংযোগ করেছে—সেই 'কুখ্যাত' সন্ত্রাসবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তিবিধান করতে কোন ইতস্ততঃ না করে আমাদের দেশের পশ্চাদ্ভাগকে শক্তিশালী ও আবর্জনা মুক্ত করা কর্তব্য কারণ শক্তিশালী বিপ্লবী পশ্চাদ্ভাগ ব্যতীত আমাদের দেশকে রক্ষা করা অসম্ভব।

সম্প্রতি সন্ত্রাস ও অগ্নি সংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত বিশজন রুশ রাজকুমার ও অভিজাতকে গুলি করে হত্যা করার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের সুপরিচিত নেতা ল্যান্সবেরি, ম্যাক্সটন ও ব্রকওয়ের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এসেছে। ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের ঐসব নেতাকে আমি ইউ. এস. এস. আর-এর শত্রু বলে মনে করতে পারি না। কিন্তু তাঁরা শত্রুর চেয়েও খারাপ।

তাঁরা শত্রুর চেয়েও খারাপ এই কারণে যে, যদিও তাঁরা ইউ. এস. এস. আর-এর বন্ধু বলে নিজেদের অভিহিত করেন কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদের মাধ্যমে রুশ জমিদার ও ব্রিটিশ গুপ্তচরদের ইউ.এস.এস.আর-এর প্রতিনিধিদের হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার কাজ অব্যাহত রাখাকে তাঁরা সহজসাধ্য করে দিলেন।

তাঁরা শত্রুর চেয়েও খারাপ এই কারণে যে তাঁদের প্রতিবাদের মাধ্যমে তাঁরা এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছেন যার মধ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকরা তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রুদের মুখোমুখি নিরস্ত্র হয়ে পড়ছে।

তাঁরা শত্রুদের চেয়েও নিকৃষ্ট এই কারণে যে বিপ্লবের পক্ষে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবেই যে বিশজন 'কুখ্যাত' লোককে গুলি করার প্রয়োজন হয়েছিল তাঁরা তা বুঝতে চাইছেন না।

সঠিকভাবেই বলা হয়েছে : 'এইজাতীয় বন্ধুদের হাত থেকে ঈশ্বর আমাদের

রক্ষা করুন; আমাদের শত্রুদের মোকাবিলা আমরা নিজেরাই করতে পারব।'

বিশজন 'কুখ্যাত' লোককে গুলি করার ঘটনা থেকে ইউ. এস. এস. আর-এর ভেতরের ও বাইরের শত্রুরা জানুক যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব জীবন্ত রয়েছে এবং তাদের মুষ্টি দৃঢ়।

এ সমস্ত কিছুর পরে নয়া যুদ্ধের হুমকির মুখোমুখি আমাদের পার্টির ওপর হতভাগ্য বিরোধীপক্ষের সর্বশেষ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কি বলা উচিত? এই বিরোধীপক্ষ পার্টির ওপর আক্রমণ তীব্রতর করার উপযুক্ত সময় হিসেবে যে যুদ্ধের হুমকিকে বেছে নিয়েছেন—সে ঘটনা সম্পর্কেই-বা কি বলা উচিত? এ ঘটনায় তাঁদের কৃতিত্ব কি থাকতে পারে যে বাইরে থেকে হুমকির মুখে পার্টির চারিপাশে জমায়েত করার পরিবর্তে পার্টির ওপর নতুন করে আক্রমণের জন্য ইউ. এস. এস. আর-এর অসুবিধাগুলিকে ব্যবহার করা উপযুক্ত বলে মনে করেছেন? এটা কি হতে পারে যে বিরোধীপক্ষ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে ইউ. এস. এস. আর-এর বিজয়ের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, আমাদের পশ্চাদ্ভাগ শক্তিশালী করার বিরুদ্ধে? কিংবা নতুন অসুবিধাসমূহের মুখোমুখি বামপন্থী বুলির অভিশপ্ত মুখোশ পরে দলত্যাগ করা, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবতঃ কাপুরুষতা?…

২। চীন

বর্তমানে চীনের বিপ্লব অগ্রগতির এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে, ইতিমধ্যে পেরিয়ে আসা পথের মোটামুটি হিসেব-নিকেশ করতে এবং চীনে কমিনটার্নের লাইন পর্যালোচনা করার কাজে অগ্রসর হতে আমরা পারি।

লেনিনবাদের কিছু রণকৌশলগত নীতি আছে, যেগুলির সুবিবেচনা ব্যতীত বিপ্লবের সঠিক নেতৃত্ব বা চীনে কমিনটার্নের লাইনের পর্যালোচনা কোনটাই সম্ভব নয়। আমাদের বিরোধীরা বহু পূর্বেই সেই সমস্ত নীতি ভুলে গেছেন। কিন্তু যেহেতু বিরোধীপক্ষ বিস্মৃতির রোগে ভুগছেন তাই বারবার সেগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

লেনিনবাদের এইজাতীয় কিছু রণকৌশলগত নীতি আমার মনে পড়ছে:

(ক) কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পথপ্রদর্শনমূলক নির্দেশাবলী নির্ধারণের সময় প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতিগতভাবে অদ্ভুত ও জাতিগত-

ভাবে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনা করার নীতি নিশ্চিতভাবে কমিনটানকে গ্রহণ করতে হবে ;

(খ) আরেকটি নীতি হল যে প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সহযোগী লাভের এমনকি সামান্যতম সুযোগেরও সুনিশ্চিতভাবে সদ্ব্যবহার করবে তা সে সহযোগী যদি সাময়িক, দোদুল্যমান, অস্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য নাও হয় ;

(গ) অপর নীতিটি হল যে এই সত্যের প্রতি নিশ্চিত মর্যাদা দিতে হবে যে ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য শুধুমাত্র প্রচার ও বিক্ষোভই যথেষ্ট নয়, এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

আমার মনে হয় লেনিনবাদের এই রণকৌশলগত নীতিগুলির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত, এ ছাড়া চীনের বিপ্লব সম্পর্কে কমিনটার্নের লাইনের মার্কসবাদী নিরীক্ষা অসম্ভব।

এই রণকৌশলগত নীতিগুলির আলোকে চীনের বিপ্লবের প্রশ্নগুলিকে বিচার করা যাক।

আমাদের পার্টির আদর্শগত সমুন্নতি সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে তার মধ্যে এক ধরনের 'নেতৃবৃন্দ' রয়েছেন যাঁরা একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে চীনের অর্থনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যসমূহ **উপেক্ষা করে** কমিনটার্নের সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ নীতিগুলির ভিত্তিতে চীনের বিপ্লবকে বলতে গেলে টেলিগ্রাফ মারফৎ নির্দেশ পাঠিয়ে পরিচালনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের নেতাদের সঙ্গে এই 'নেতাদের' পার্থক্য হল, তাঁরা সব সময় সমস্ত দেশের পক্ষে 'মানানসই' ও সর্ব অবস্থায় 'বাধ্যতামূলক' দুটি বা তিনটি তৈরী সূত্র তাঁদের পকেটে রেখে দেন। প্রতিটি দেশের জাতিগত-ভাবে অদ্ভুত ও জাতিগতভাবে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার করেন না। কমিনটার্নের সাধারণ নীতিগুলির সঙ্গে প্রতিটি দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় সাধন ও প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রের জাতীয় বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে এই সাধারণ নীতিগুলিকে খাপ-খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁদের কাছে অস্বীকৃত।

তাঁরা বোঝেন না যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বড় হয়ে উঠেছে এবং গণ-পার্টির রূপ পেয়েছে, এখন নেতৃত্বের প্রধান কাজ হল প্রত্যেকটি দেশের আন্দোলনের

জাতীয় বিচিত্র বৈশিষ্ট্যগুলিকে আবিষ্কার ও আয়ত্ত করা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলিকে বাধামুক্ত ও সম্ভব করে তোলার জন্য সেগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে কমিনটার্নের সাধারণ নীতিগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।

সেইজন্যই সমস্ত দেশের জন্য নেতৃত্বকে এক ধাঁচে তৈরী করার চেষ্টা। তাই তো বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে কিছু সাধারণ সূত্রকে যান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। তাই এইসব ভুয়া নেতাদের নেতৃত্বের প্রধান ফলশ্রুতি হল বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলন ও সূত্রগুলির মধ্যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব।

এক কথায় আমাদের বিরোধীরা এই ভুয়া নেতাদের স্তরেই পড়েন।

বিরোধীরা শুনেছেন যে চীনে এক বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হতে যাচ্ছে। এঁরা আরও জানেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধতা করে রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং চীনের সম্পর্কে তাঁদের তৈরী সূত্র হল : বুর্জোয়াদের সমস্ত যৌথ কার্যকলাপ নিপাত যাক, কুওমিনতাঙ (এপ্রিল ১৯২৬) থেকে অবিলম্বে কমিউনিস্টদের প্রত্যাহার দীর্ঘজীবী হোক।

কিন্তু বিরোধীরা ভুলে গেছেন যে ১৯০৫ সালের রাশিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যবিহীন চীন হল সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ ; ফলশ্রুতিতে চীনের বিপ্লব একটি সাধারণ বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধাঁচের বুর্জোয়া বিপ্লব ; চীনে সাম্রাজ্যবাদ শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহনের মূল সুতোটি নিয়ন্ত্রণ করে ; সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ চীনের শ্রমজীবী জনগণকেই শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা নয়, চীনের বুর্জোয়াদের কোন কোন অংশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে, এবং এই কারণেই চীনের বুর্জোয়ারা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ বিশেষ সময়কালে চীনের বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানাতে পারে।

আর আমরা জানি প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটেছে। চীনের বিপ্লবের ক্যান্টন পর্যায়ের প্রসঙ্গই যদি আমরা ধরি যে পর্যায়ে জাতীয় বাহিনী ইয়াংসিতে পৌঁছে গেছে, কুওমিনতাঙে ভাঙন তখনো হয়নি সেই সময়ে স্বীকার করতেই হবে যে চীনের বুর্জোয়ারা চীনের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়কালে ও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম যে অনুমোদন-যোগ্য কমিনটার্নের এই লাইন সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

ফল হল পুরানো সূত্র থেকে বিরোধীদের প্রত্যাবর্তন ও 'নতুন' সূত্র

ঘোষণা, যেমন চীনের বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম একান্ত প্রয়োজনীয়, কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টরা অবশ্যই বেরিয়ে আসবে না (এপ্রিল ১৯২৭)।

চীনের বিপ্লবের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনা করতে অস্বীকার করার জন্য বিরোধীপক্ষের এটাই প্রথম শাস্তি হয়েছিল।

বিরোধীরা শুনেছেন যে পিকিং সরকার চীনের জন্য পণ্যশুল্কে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কলহ করছে। বিরোধীরা জানেন পণ্যশুল্কের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন চীনের পুঁজিপতিদের। অতএব তৈরী সূত্র হল: চীনের বিপ্লব হল জাতীয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব, কারণ এর প্রধান লক্ষ্য হল চীনের জন্য পণ্যশুল্কে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করা।

কিন্তু বিরোধীরা ভুলে গেছেন যে চীনে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি চীনে পণ্যশুল্ক বিধিনিষেধের মধ্যে প্রধানতঃ নিহিত নয়, নিহিত হল এই ঘটনার মধ্যে যে তারা এই দেশে কলকারখানা, খনি, রেলপথ, বাষ্পপোত, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য সংস্থাগুলির মালিক যার মাধ্যমে চীনের কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষকের রক্ত শুষে নিচ্ছে।

বিরোধীরা ভুলে গেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান কারণ হল এই যে চীনে সাম্রাজ্যবাদ হল সেই শক্তি যা সামন্ত প্রভু, সমরবাদী, পুঁজিবাদী, আমলা ইত্যাদি চীনের জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ শোষণকারীদের উৎসাহ ও সমর্থন দান করে এবং চীনের শ্রমিক ও কৃষকরা পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম না চালালে তাদের শোষকদের পরাজিত করতে পারবে না।

বিরোধীরা ভুলে যাচ্ছেন যে এক কথায় এই পরিস্থিতিই অন্যতম প্রধান বিষয় যা চীনে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ সম্ভব করে তুলছে।

বিরোধীরা ভুলে যাচ্ছেন যে চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবকে পণ্যশুল্কে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিপ্লব বলে যিনি ঘোষণা করেন তিনি চীনে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করেন, কারণ তিনি বিপ্লবকে চীনের নেতৃত্বে স্থান দিচ্ছেন।

আর প্রকৃতপক্ষে, ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে যে পণ্যশুল্কে আত্মনিয়ন্ত্রণ কার্যতঃ চীনের বুর্জোয়াদের মঞ্চ, কারণ চ্যাং সো-লিন ও চিয়াং কাই-শেকের

মতো উৎকট প্রতিক্রিয়াশীলরাও এখন অসম চুক্তির অবলুপ্তি ও চীনে পণ্যশুল্কে আত্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে বক্তব্য রাখছেন।

তাই তো বিরোধীপক্ষের বিভিন্ন মতামত, পণ্যশুল্কে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে নিজস্ব সূত্র থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে আসার চেষ্টা, এই সূত্র অস্বীকার করার শঠতাপূর্ণ প্রয়াস এবং চীনে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়া যে সম্ভব কমিনটার্নের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবন্ধকতা করা।

চীনের বিপ্লবের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে না চাওয়ার ফলে এটা হল বিরোধীপক্ষের দ্বিতীয় শাস্তি।

বিরোধীপক্ষ শুনেছেন যে বণিক বুর্জোয়ারা দরিদ্র কৃষকদের জমি ইজারা দিয়ে চীনের গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে। বিরোধীরা এও জানেন যে বণিকরা সামন্ত প্রভু নয়। অতএব তাঁদের তৈরী সূত্র: সামন্ত ব্যবস্থা এবং সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চীনের বিপ্লবে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং আজকের চীনে প্রধান বিষয় কৃষি-বিপ্লব নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি চীনের রাষ্ট্রীয়-পণ্যশুল্কের নির্ভরশীলতা প্রধান বিষয়।

বিরোধীরা কিন্তু লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে গ্রামাঞ্চলে বণিক পুঁজির অনুপ্রবেশ চীনের অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর মধ্যযুগীয় সামন্ত পদ্ধতির শোষণ ও নিপীড়ন **বজায় রাখা সহ** চীনের গ্রামাঞ্চলে বণিক পুঁজির অস্তিত্ব ও সামন্ত ব্যবস্থার **আধিপত্যের** সমবায় হল বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বিরোধীপক্ষ বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে আজ চীনের কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক লুণ্ঠন ও নিপীড়নকারী সমগ্র সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র হল এই সামন্ত ব্যবস্থার **আধিপত্য** ও গ্রামাঞ্চলে বণিক পুঁজির অস্তিত্বসহ শোষণের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমবায়ের ওপর গড়ে ওঠা একান্তভাবে রাজনৈতিক একটি উপরিসৌধ।

এবং প্রকৃতপক্ষে, ঘটনাবলী ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে যে চীনে এক প্রচণ্ড কৃষি-বিপ্লব গড়ে উঠেছে যা প্রথমত: ও প্রধানত: চীনের ছোট ও বড় সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে।

ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই বিপ্লব কোটি কোটি কৃষককে বিজড়িত করেছে এবং সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে।

ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে সামন্ত প্রভুরা—রক্তমাংসের শরীরের

প্রকৃত সামন্ত প্রভুরা—চীনে শুধু কায়েম আছে তাই নয়, অনেকগুলি প্রদেশে শক্তি বিস্তার করেছে, সামরিক অধ্যক্ষদের কাছে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে কর্তৃত্ব করছে, কুওমিনতাঙ নেতৃত্বকে তাদের প্রভাবাধীনে আনছে এবং চীনের বিপ্লবের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানছে।

এরপর সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও চীনের গ্রামাঞ্চলে নিপীড়নের প্রধান কাঠামো হিসেবে সামন্ত পদ্ধতির শোষণকে অস্বীকার করা এবং বর্তমানে চীনের বিপ্লবকে প্রধান উপাদানরূপে স্বীকৃতি না দেওয়া বাস্তব ঘটনাবলীর সামনে থেকে পলায়ন ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই তো সামন্ত ব্যবস্থা ও কৃষি-বিপ্লব প্রসঙ্গে তাদের পুরানো সূত্র থেকে বিরোধীপক্ষের পশ্চাদপসরণ। তাই তো বিরোধীপক্ষের পুরানো সূত্র থেকে সরে পড়া এবং কমিনটার্নের বক্তব্যের সঠিকতা নীরবে স্বীকার করা।

চীনের অর্থনীতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করতে অস্বীকার করার ফলে বিরোধীপক্ষের এটি হল তৃতীয় শাস্তি।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

সূত্র ও বাস্তবতার মধ্যে মিলের অভাব—বিরোধী ভুয়া নেতাদের এই হল অদৃষ্টের লিখন।

প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় নির্দিষ্ট উপাদানগুলি অবশ্যই অব্যর্থভাবে বিবেচনা করতে হবে—লেনিনবাদের এই সুপরিচিত রণকৌশলগত নীতি বিরোধীদের দ্বারা অস্বীকৃতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিই হল এই অমিল।

এই নীতিকে লেনিন এইভাবে সূত্রায়িত করেছেন:

'আসল কথাটা হল এই যে, সুবিধাবাদ এবং 'বামপন্থী' গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রধান মূলগত কর্তব্য হল এই সংগ্রাম প্রত্যেকটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, জাতিগত সংগঠন (আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি), তার উপনিবেশ, ধর্মগত বিভাগ ইত্যাদি অনুসারে যে **বিশিষ্ট রূপ** নেয় ও অনিবার্যভাবেই নিতে বাধ্য—এই উভয় ব্যাপার সম্পর্কেই প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টদের সচেতনভাবে হিসেব করতে হবে। সর্বত্রই আমরা দেখছি সুবিধাবাদ এবং বিশ্ব সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র গঠনের সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীকে আন্তর্জাতিক কর্মকৌশলের নির্দেশ দিতে সমর্থ সত্যিকার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কেন্দ্র গঠনের অসামর্থ্য বা অক্ষমতা—এই দুই কারণে দ্বিতীয়

আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে এবং বেড়ে চলেছে। আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে যে **সংগ্রামের জন্য ছকবাঁধা, যান্ত্রিক সমীকরণের ভিত্তিতে একই ধরনের কর্মকৌশল সম্বল করে কোনক্রমেই ঐ ধরনের একটি নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) যতদিন জাতি ও দেশগুলির মধ্যে জাতিগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্য থাকছে—সারা দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম হবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এইসব পার্থক্য চালু থাকবে—ততদিন সকল দেশের কমিউনিস্ট শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক কৌশলের ঐক্য মোটেই এই দাবি করে না যে, বৈচিত্র্যের অবসান ঘটুক বা জাতীয় পার্থক্য বিলুপ্ত হোক (বর্তমান মুহূর্তে সেটা হবে অলীক কল্পনা), বরং দাবি করে, কমিউনিজ্‌মের মূল নীতিকে (সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব) এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে কতকগুলি **বিষয়ে** এই নীতি **সঠিকভাবে পরিবর্তিত করে** জাতীয় ও জাতীয়-রাষ্ট্রগত পার্থক্যের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো যায়। সব কটি অগ্রসর দেশ (শুধু অগ্রসর দেশই নয়) যে ঐতিহাসিক যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে যুগের প্রধান কাজ হল, **সুনির্দিষ্টভাবে যে অনন্য ও বিশিষ্ট জাতীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে ঐ সব দেশকে একই আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের দিকে অর্থাৎ শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যেকার সুবিধাবাদ ও বামপন্থী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জয়লাভ, বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ এবং সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে হবে সে সম্পর্কে গবেষণা, অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, অনুধাবন ও আয়ত্ত করা**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য: **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা,** ২৫শ খণ্ড, পৃ: ২২৭-২৮)।

কমিনটার্নের লাইন হল অব্যর্থভাবে লেনিনবাদের রণকৌশলগত নীতি বিবেচনার লাইন।

অপরপক্ষে বিরোধীদের লাইন হল এই রণকৌশলগত সূত্রকে অস্বীকার করার লাইন।

চীনের বিপ্লবের চরিত্র ও ভবিষ্যতের প্রশ্নে বিরোধীদের দুর্বিপাকের মূল নিহিত রয়েছে ঐ অস্বীকৃতির মধ্যে।

লেনিনবাদের দ্বিতীয় রণকৌশলগত নীতির আলোচনায় এবার যাওয়া যাক।

চীনের বিপ্লবের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ থেকে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের প্রশ্নটি উদ্ভূত হচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রের প্রশ্নটি চীনের বিপ্লবের প্রধান বিষয়গুলির অন্যতম। চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে শক্তিশালী শত্রুদের মুখোমুখি হতে হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে: বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুরা, পুরানো ও নতুন সমরবাদীদের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র, প্রতিবিপ্লবী জাতীয় বুর্জোয়ারা, এবং পূর্ব ও পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরা, যারা চীনের অর্থনৈতিক জীবনের মূল সূত্রটির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী দ্বারা চীনের জনগণকে শোষণ করার অধিকার কায়েম করেছে।

এই সমস্ত শক্তিশালী শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য অন্য সমস্ত কিছু ছাড়াও যা প্রয়োজনীয় তা হল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক নমনীয় ও সুচিন্তিত নীতি, শত্রুদের শিবিরে যে-কোন ভাঙনের সুযোগ গ্রহণের সামর্থ্য এবং মিত্রদের খুঁজে বের করার যোগ্যতা, এমনকি তারা যদি দোদুল্যমান ও ক্ষণস্থায়ী মিত্রও হয়, অবশ্য তারা যদি **গণ**-মিত্র হয়, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী প্রচার ও ক্ষোভকে যদি তারা **প্রশমিত না করে** এবং যদি তারা শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পার্টির কাজকর্মকে **নিয়ন্ত্রণ না করে**।

লেনিনবাদের দ্বিতীয় রণকৌশলগত নীতির জন্য এই কর্মনীতি হল একটি প্রধান প্রয়োজনীয় শর্ত। এই ধরনের নীতি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় অসম্ভব।

বিরোধীরা এই ধরনের নীতিকে ভুল ও লেনিনবাদ-বিরোধী বলে মনে করেন। কিন্তু এর দ্বারা একমাত্র এটাই নির্দেশিত হচ্ছে যে লেনিনবাদের ছিটেফোটাটুকুও তাঁরা বর্জন করেছেন, মাটি থেকে স্বর্গ যতদূর লেনিনবাদ থেকে তারাও ততদূরে।

সাম্প্রতিক অতীতে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর এইজাতীয় মিত্র ছিল কি?

হাঁ, ছিল।

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের যুগে যখন সমগ্র-জাতীয় যুক্তফ্রন্টের (ক্যান্টন পর্যায়) বিপ্লব ছিল তখন শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র ছিল কৃষক সম্প্রদায়, শহরাঞ্চলের দরিদ্ররা, পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা।

চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ঐ সমস্ত শ্রেণী-

গুলির প্রতিনিধিরা কুওমিনতাঙ নামে অভিহিত একক একটি বুর্জোয়া-বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যৌথভাবে কার্জ করেছিল।

ঐ মিত্রদের সবাই সমভাবে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না বা হতে পারে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোটামুটি বিশ্বস্ত মিত্র (কৃষক সম্প্রদায়, শহরাঞ্চলের দরিদ্ররা), অন্যান্য কেউ কেউ কম বিশ্বস্ত ও দোদুল্যমান (পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা), আর বাকি অন্যান্যরা সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত (জাতীয় বুর্জোয়ারা)।

তৎকালে কুওমিনতাঙ প্রশ্নাতীতভাবে মোটমুটি একটি গণ-সংগঠন ছিল। কুওমিনতাঙের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের কর্মনীতি ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের (দক্ষিণপন্থী অংশ) প্রতিনিধিদের বিচ্ছিন্ন করা এবং বিপ্লবের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা, পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে (বামপন্থী অংশ) বামদিকে পরিচালিত করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর চতুর্দিকে কৃষক সম্প্রদায় ও শহরের দরিদ্রদের সমাবেশ করা।

তৎকালে ক্যান্টন কি চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। এখন একমাত্র অপ্রকৃতিস্থরাই তা অস্বীকার করতে পারে।

সেই সময় কমিউনিস্টদের কি কি সাফল্যলাভ ঘটেছিল? যেহেতু ক্যান্টন বাহিনী ইয়াংসি পর্যন্ত পৌছেছিল ফলে বিপ্লবের সীমানার বিস্তৃতিও ঘটেছিল, শ্রমিকশ্রেণীকে (ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মঘট কমিটি) প্রকাশ্যে সংগঠিত করা সম্ভব হল; কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির একটি পার্টি গঠিত হল; কৃষক সংগঠনগুলির প্রথম কেন্দ্র তৈরী হল (কৃষক সংস্থাসমূহ); সেনাবাহিনীতে কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ ঘটল।

অতএব দেখা যাচ্ছে সেই পযায়ে কমিনটার্নের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে যখন চিয়াং কাই-শেক ও জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্লবের শিবিরে গিয়ে যোগ দিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ক্যান্টন থেকে উহানে স্থানান্তরিত হল তখন শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র ছিল কৃষক সম্প্রদায়, শহরের দরিদ্ররা এবং পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী অংশ।

জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবের শিবিরে যোগ দেওয়ার ঘটনার ব্যাখ্যা কি হবে? প্রথমতঃ শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম যে সুযোগ নিয়ে এসেছিল তার ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ, সাংহাইতে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা জাতীয় বুর্জোয়াদের ওপর চাপ।

এইভাবে বিপ্লব জাতীয় বুর্জোয়াদের হারাল। বিপ্লবের এটি আংশিক

ক্ষতি। কিন্তু অপরপক্ষে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে তুলে বিপ্লব অগ্রগতির এক উচ্চতর স্তরে, কৃষি-বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হল। এটাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে লাভ।

তৎকালে অর্থাৎ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে কুওমিনতাঙ কি একটি গণ-সংগঠন ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। প্রশ্নাতীতভাবে ক্যান্টন পর্যায়ের কুওমিনতাঙের চেয়ে আরও প্রসারিত গণ সংগঠন ছিল।

সে-সময় উহান কি বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। এখন একমাত্র অন্ধরাই তা অস্বীকার করতে পারে। অন্যথায় উহান (হুপে, হুনান) অঞ্চল কৃষি-বিপ্লবের চরমতম বিকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠত না যা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

সে-সময় কুওমিনতাঙ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের নীতি ছিল এই সংগঠনকে বামদিকে পরিচালিত করা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত করা।

সে-সময় এইজাতীয় রূপান্তরকরণ কি সম্ভব ছিল? হাঁ ছিল। যেভাবেই হোক এই সম্ভাবনা অবান্তর বলে বিশ্বাস করার কোন কারণই ছিল না। সে সময় আমরা স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে উহান কুওমিনতাঙকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বে রূপান্তরিত করতে হলে অন্ততঃ দুটি জিনিসের প্রয়োজন: কুওমিনতাঙের আমূল গণতন্ত্রীকরণ এবং কুওমিনতাঙ কর্তৃক কৃষি-বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ সাহায্যদান। এই রূপান্তরকরণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা কমিউনিস্টদের পক্ষে নির্বুদ্ধিতার কাজ হতো।

এই পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সাফল্যগুলি কি কি ছিল?

এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি ৫-৬ হাজার সদস্যবিশিষ্ট ছোট পার্টি থেকে ৫০-৬০ হাজার সদস্যবিশিষ্ট বিরাট গণ-পার্টিতে পরিণত হয়েছিল।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রায় তিরিশ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট বিশাল জাতীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছিল।

প্রাথমিক কৃষক সংগঠনগুলি কোটি কোটি সদস্যসহ বিশাল বিশাল সমিতির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কৃষকদের কৃষি-আন্দোলন এমন প্রচণ্ড গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে চীনের বিপ্লবী সংগ্রামে কেন্দ্রীয় আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রকাশ্যে বিপ্লব সংগঠিত করার সম্ভাবনা কমিউনিস্ট পার্টি অর্জন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি কৃষি-বিপ্লবের নেতৃত্বের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা থেকে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে থাকে।

এ কথা সত্য যে সেই সময়কার সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এও সত্য যে সেই সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কয়েকটি গুরুতর ভুল করেছে। কিন্তু এটা মনে করা হাস্যকর হবে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কমিনটার্নের নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে একবারেই প্রকৃত বলশেভিক পার্টি হয়ে উঠবে। প্রকৃত বলশেভিক পার্টি যে একবারে গড়ে উঠতে পারে না এ কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের পার্টি যা ক্রমাগত ভাঙন, দলত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, দলদ্রোহিতার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে সেই পার্টির ইতিহাস স্মরণ করতে হবে।

এ থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে সেই সময়েও কমিনটার্নের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

চীনের শ্রমিকশ্রেণীর এখন কি কোন মিত্র আছে?

হাঁ, আছে।

কৃষক সম্প্রদায় ও শহরের দরিদ্ররাই হল সেই মিত্র।

বর্তমান পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল কুওমিনতাঙের উহান নেতৃত্ব প্রতিবিপ্লবী শিবিরে ভিড়ে গেছে এবং পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে গেছে।

প্রথমতঃ, এই দলত্যাগ ঘটেছে কৃষি-বিপ্লবের বিস্তৃতির মুখে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ভীতির জন্য এবং উহানের নেতৃত্বের ওপর সামন্ত প্রভুদের চাপের ফলে; আর দ্বিতীয়তঃ, ঘটেছে তিয়েনসিন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপের ফলে যে সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তরাভিমুখে কুওমিনতাঙকে ছাড়পত্র দেবার মূল্য-স্বরূপ কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টদের অপসারণ দাবি করছে।

চীনে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিরোধীদের সন্দেহ আছে। কিন্তু এ বিষয় এখন সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে চীনে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে শুধু তাই নয় বর্তমানে বিপ্লবের প্রতি আক্রমণের চেয়েও তা শক্তিশালী। আর সাময়িকভাবে চীনে সাম্রাজ্যবাদীরা ও সামন্ত প্রভুরা অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হওয়ায় বিপ্লব সাময়িক পরাজয় বরণ করেছে।

এই ঘটনার সময়েই পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লব থেকে সরে গেছে।

বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের এটি একটি বাস্তব নিদর্শন।

কিন্তু অপরদিকে এর ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশ ও শহরের দরিদ্ররা

শ্রমিকশ্রেণীর চতুর্দিকে ঘনিষ্ঠভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে এবং এর দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে।

বিপ্লবের এটি একটি সাফল্য।

বিরোধীরা বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের জন্য কমিনটার্নের নীতিকে দায়ী করেছে। যারা মার্কসবাদকে বর্জন করেছে একমাত্র সেইসব লোকজনই এ কথা বলতে পারে। মার্কসবাদকে বর্জন করেছে এমন লোকজনই একমাত্র দাবি করতে পারে যে শত্রুর বিরুদ্ধে **আশু বিজয়** সঠিক নীতির দ্বারাই সব সময় এবং অনিবার্যভাবে অর্জন করা যায়।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় বলশেভিকদের নীতি কি সঠিক ছিল? হাঁ, ছিল। তাহলে সোভিয়েতগুলির অস্তিত্ব সত্বেও, বলশেভিকদের সঠিক নীতি সত্বেও ১৯০৫ সালের বিপ্লব কেন পরাজিত হল? কারণ সেই সময় শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের চেয়ে সামন্ত ব্যবস্থা ও স্বৈরতন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯১৭ সালের জুলাইতে বলশেভিকদের নীতি কি সঠিক ছিল? হাঁ, ছিল। তাহলে সোভিয়েতগুলির অস্তিত্ব সত্বেও, যে সোভিয়েত বলশেভিকদের প্রতি তখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বলশেভিকদের সঠিক নীতি সত্বেও কেন বলশেভিকরা পরাজিত হয়েছিল? কারণ শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের চেয়ে সেই সময় রুশ সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

শত্রুর বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বিজয় অর্জনের পথে সঠিক নীতি সব সময় ও সুনিশ্চিতভাবে পরিচালিত করতে কোন সময়েই বাধ্য নয়। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিজয় সঠিক নীতির দ্বারাই একমাত্র নির্ধারিত হয় না; নির্ধারিত হয় প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ শ্রেণী-শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা, বিপ্লবের পক্ষে শক্তির উল্লেখযোগ্য প্রাবল্যের দ্বারা, শত্রুর শিবিরে ভাঙনের দ্বারা, অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্বারা।

এই শর্তগুলি পূরণের মাধ্যমেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক নীতি প্রত্যক্ষ বিজয়ের পথে পরিচালিত করতে পারে।

কিন্তু একটি অবশ্যপালনীয় প্রয়োজন আছে যা একটি সঠিক নীতিকে সর্ব সময় ও সর্ব অবস্থায় অর্জন করতেই হবে। সেই প্রয়োজনটা হল এই যে পার্টির নীতি অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে, শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে বন্ধনকে আরও বহুগুণ দৃঢ় করবে, এই জনগণের মধ্যে নিজের মর্যাদা

বৃদ্ধি করবে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের নেতৃত্বে রূপান্তরিত করবে।

এ কথা কি নিশ্চিত করে বলা যায় যে চীনে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বিজয়ের জন্ম এই অতীত পর্যায় চরম অনুকূল পরিস্থিতি এনে দিয়েছে? স্পষ্টতঃই তা বলা যায় না।

এ কথা কি নিশ্চিত করে বলা যায় যে চীনে কমিউনিস্ট নীতি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করেনি, ব্যাপক জনগণের সঙ্গে বন্ধনকে বহুগুণ দৃঢ় করেনি এবং এই জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদাকে বৃদ্ধি করেনি? স্পষ্টতঃই তা বলা যায় না।

একমাত্র অন্ধরাই লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হবেন যে এই পর্যায়ে যুগপৎ জাতীয় বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে চীনের শ্রমিকশ্রেণী সমর্থ হয়েছে, যাতে নিজস্ব আদর্শের পাশে তাদের সমাবেশ করা যায়।

বিপ্লবের এলাকা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে, একটি গণ-পার্টি হিসেবে গড়ে উঠতে, শ্রমিকশ্রেণীকে প্রকাশ্যে সংগঠিত করার সম্ভাবনা অর্জন করতে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি ক্যান্টনে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটি মোর্চার মাধ্যমে এগিয়েছিল।

নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধির জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের প্রসারণের জন্য, কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্ম এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির জন্য বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে উহানে কুওমিনতাঙ পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি একটি মোর্চার মাধ্যমে এগিয়েছিল।

জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিবিপ্লবের শিবিরে চলে গেছে।

কৃষি-বিপ্লবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এবং কোটি কোটি কৃষকের সামনে মর্যাদা হারিয়ে কুওমিনতাঙ পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা উহানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পদাংক অনুসরণ করেছে।

অপরদিকে, শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের একমাত্র বিশ্বস্ত নেতা ও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশ শ্রমিকশ্রেণীর চতুর্দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের সমাবিষ্ট করেছে।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে একমাত্র সঠিক নীতিই এই ধরনের ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে ?

এটাও কি স্পষ্ট নয় যে একমাত্র এই ধরনের নীতিই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে পারে ?

আমাদের বিরোধীপক্ষের অন্তর্ভুক্ত ভুয়া নেতারা ছাড়া আর কে এই ধরনের নীতির সঠিকতা ও বিপ্লবী চরিত্র অস্বীকার করতে পারে ?

বিরোধীরা সরবে বলছেন যে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে উহান কুওমিনতাঙ নেতৃত্বের চলে যাওয়ার ঘটনা এটাই নির্দেশ করছে যে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে উহান কুওমিনতাঙের সঙ্গে মোর্চা গঠনের নীতি সঠিক ছিল না।

বলশেভিকবাদের ইতিহাস যারা ভুলে গেছেন এবং লেনিনবাদের ছিঁটে-ফোটাটুকুও বিসর্জন দিয়েছেন একমাত্র তাঁরাই এ কথা বলতে পারেন।

অক্টোবরে এবং অক্টোবরের পরে ১৯১৮ সালের বসন্ত পর্যন্ত বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে বিপ্লবী মোর্চা গঠনের বলশেভিক নীতি কি সঠিক ছিল ? আমার বিশ্বাস এই মোর্চা গঠনের সঠিকতা অস্বীকার করতে এখনো পর্যন্ত কেউ সাহসী হননি। কেমন করে এই মোর্চার শেষ পরিণতি ঘটেছিল ? সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এই যুক্তিতে কি বলা যায় যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে মোর্চা গঠনের নীতি সঠিক ছিল না ? অবশ্যই তা বলা যায় না।

চীনের বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে উহান কুওমিনতাঙের সঙ্গে বিপ্লবী মোর্চা গঠনের নীতি কি সঠিক ছিল ? আমার বিশ্বাস বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে এই মোর্চার সঠিকতা অস্বীকার করতে এখনো পর্যন্ত কেউ সাহসী হননি। সেই সময় (এপ্রিল : ৯২৭) বিরোধীরা নিজেরাই ঘোষণা করেছিলেন যে এই মোর্চা গঠন সঠিক হয়েছিল। তাহলে এখন বিপ্লবের পক্ষ থেকে উহান কুওমিনতাঙের নেতৃত্বের বেরিয়ে যাওয়ার পরে এবং এই বেরিয়ে যাওয়ার কারণে এ কথা কি জোর দিয়ে বলা যায় যে উহান কুওমিনতাঙের সঙ্গে বিপ্লবী মোর্চা গঠন সঠিক ছিল না ?

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে একমাত্র মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিরাই এইজাতীয় 'যুক্তি-জাল' বিস্তার করতে পারেন ?

এ কথা কেউ কি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে উহান কুওমিনতাঙের সঙ্গে

মোর্চা চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন হবে? চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন মোর্চাজাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব কি আদৌ সম্ভব? এ বিষয় কি সুস্পষ্ট নয় যে অ-শ্রমিক-শ্রেণীগুলি ও গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মোর্চা প্রসঙ্গে লেনিনবাদের দ্বিতীয় রণকৌশলগত নীতি সম্পর্কে বিরোধীপক্ষের কোন ধারণাই নেই।

এই রণকৌশলগত নীতিকে লেনিন এইভাবে সূত্রায়িত করেছিলেন:

'অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করতে হলে সর্বশক্তি নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য **অব্যর্থভাবে** শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি এমনকি সামান্যতম "মনোমালিন্য", বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যেকার এবং দেশগুলির ভেতরেও নানা গোষ্ঠী ও ধরনের বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি স্বার্থ-সংঘাত সুচতুরভাবে ব্যবহার করতে হবে। **তেমনি আবার গণ-সমর্থন-লাভের প্রত্যেকটি এমনকি সামান্যতম সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করতে হবে—তা সে সমর্থন যতই সাময়িক, দোদুল্যমান, অস্থায়ী, অনির্ভরযোগ্য বা শর্তসাপেক্ষই হোক না কেন। যাঁরা এই কথাটা বোঝেন না তাঁরা মার্কসবাদ বা সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক আধুনিক সমাজবাদের বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) যাঁরা বেশ দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সত্যকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের দক্ষতা কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারেননি, তাঁরা এখনো শোষকদের কবল থেকে খেটে খাওয়া মানুষদের মুক্ত করার সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রেণীকে সাহায্য করতে শেখেননি। আর এ কথা শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পূর্ব এবং পরবর্তী উভয় যুগ সম্পর্কেই প্রযোজ্য' (দ্রষ্টব্য: **'বামপন্থী' কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা**, ২৫শ খণ্ড, পৃ: ২১০-১১)।

এটা কি পরিষ্কার নয় যে বিরোধীপক্ষের লাইন হল লেনিনবাদের এই রণকৌশলগত নীতিকে বর্জন করার লাইন?

আর এটাও কি পরিষ্কার নয় যে অপরপক্ষে কমিনটার্নের লাইন হল এই রণকৌশলগত নীতিকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার লাইন?

লেনিনবাদের তৃতীয় রণকৌশলগত নীতির আলোচনায় যাওয়া যাক।

এই রণকৌশলগত নীতির মধ্যে রয়েছে শ্লোগান পরিবর্তনের প্রশ্ন, এই পরিবর্তনের নিয়ম ও পদ্ধতি। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে পার্টির অস্ত্র

শ্লোগানকে কেমন করে জনগণের শ্লোগানে পরিণত করা যায় সেই প্রশ্নটি, জনগণকে বিপ্লবের পরিস্থিতিতে কেমন করে এবং কোন্ পথে আনা যায় যাতে তারা পার্টির শ্লোগানের সঠিকতা সম্পর্কে নিজেদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদেরকে বোঝাতে পারে।

শুধুমাত্র প্রচার ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনগণকে বোঝানো যায় না। এর-জন্য প্রয়োজন হল জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। এরজন্য যা প্রয়োজন তা হল ব্যাপক জনগণ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা উৎখাত করার অনিবার্যতা, একটি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতা অনুভব করতে সমর্থ হবে।

এটা ভাল কথা যে অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ পার্টি এপ্রিল ১৯১৭তে মিলিউ-কভ-কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করার অনিবার্যতা সম্পর্কে নিজেদের ইতিমধ্যেই বোঝাতে সমর্থ হয়েছে। এই সরকারকে উৎখাত করার সপক্ষে এগিয়ে যাওয়া ও সে সম্পর্কে প্রচার করা, অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করা ও সোভিয়েত ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করার **সময়োপযোগী শ্লোগান** জারী করার জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। আশু ভবিষ্যতের **লক্ষ্য** থেকে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' এই সূত্রকে **সময়োপযোগী** শ্লোগানে, আশু অভিযানের শ্লোগানে রূপান্তরিত করতে হলে আরেকটি চূড়ান্ত উপাদান প্রয়োজনীয়, যেমন এই শ্লোগানের সঠিকতা সম্পর্কে জনগণকে নিজস্বভাবে বুঝতে হবে এবং কোন-না-কোনভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্টিকে সাহায্য করতে হবে।

আশু ভবিষ্যতের **লক্ষ্য** হিসেবে একটি সূত্র এবং **সময়োপযোগী** হিসেবে একটি সূত্র—এই দুটির মধ্যে কঠোর পার্থক্য টানতে হবে। মোটের ওপর এই প্রশ্নেই বগদাতিয়েভের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদ বলশেভিক গোষ্ঠী এপ্রিল ১৯১৭তে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল যখন তারা **অপ্রস্তুত অবস্থায়** 'অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক, সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হোক' এই শ্লোগান প্রচার করেছিল। সেই সময় বগদাতিয়েভ গোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টাকে বিপজ্জনক হঠকারিতা বলে লেনিন অভিহিত করেছিলেন এবং জনসমক্ষে নিন্দা করেছিলেন।[৩৮]

কেন?

কারণ সামনের ও পেছনের সারির ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণ এই শ্লোগান মেনে নেওয়ার জন্য তখনো প্রস্তুত ছিল না। কারণ লক্ষ্য হিসেবে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতার' সূত্রটিকে কালোপযোগী শ্লোগান হিসেবে 'সোভিয়েতের

হাতে সমস্ত ক্ষমতার' শ্লোগানের সঙ্গে এই গোষ্ঠী গুলিয়ে ফেলেছিল। ব্যাপক জনগণ থেকে, সোভিয়েতগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার মুখে পার্টিকে ফেলে দিয়ে এই গোষ্ঠী **বড় বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল,** কারণ তখনো পর্যন্ত ব্যাপক জনগণ ও সোভিয়েতগুলি বিশ্বাস করত যে অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী।

ছয় মাস পূর্বে 'উহানে কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব নিপাত যাক' এই শ্লোগান প্রচার করা চীনের কমিউনিস্টদের পক্ষে উচিত হতো কি, আপনারাই বলুন? না, তাদের পক্ষে উচিত হতো না।

তাদের পক্ষে উচিত হতো না কারণ এর দ্বারা বিপজ্জনকভাবে **বহু দূর এগিয়ে যাওয়া হতো,** তখনো কুওমিনতাঙ নেতৃত্বে বিশ্বাসী শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ত; কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক কমিউনিস্ট পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

তাদের উচিত হতো না কারণ তখনো কৃষি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং প্রতিবিপ্লবের পক্ষে চলে গিয়ে উহান কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব, কুওমিনতাঙের উহান কেন্দ্রীয় কমিটি বুর্জোয়া বিপ্লবী সরকার হিসেবে তাদের ক্ষমতা নিঃশেষিত প্রমাণ করেনি, শ্রমজীবী জনগণের চোখে তখনো মর্যাদাহীন ও ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হয়নি।

আমরা সবসময়ই বলেছি যে যতদিন পর্যন্ত উহান কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব বুর্জোয়া বিপ্লবী সরকার হিসেবে নিজেদের ক্ষমতা নিঃশেষিত প্রমাণ করছে ততদিন পর্যন্ত এই নেতৃত্বকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করা এবং তার পরিবর্তন সাধন করার পথ গ্রহণ করা সঠিক হবে না; এর পরিবর্তন সাধনের প্রশ্নটিকে কার্যকরী করতে যাওয়ার পূর্বে তাকে উপরোক্ত পরিণতিতে পৌছাতে দিতে হবে।

'উহানে কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব নিপাত যাক' এই শ্লোগান চীনের কমিউনিস্ট-দের এখন কি প্রচার করা উচিত? হাঁ, অবশ্যই উচিত।

কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব এখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে নিজেদের মর্যাদা-হীন করে তুলেছে, ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক-জনগণের বিরুদ্ধে বৈরিতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তাই এই শ্লোগান এখন ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পাবে।

প্রতিটি শ্রমিক ও কৃষক এখন বুঝবেন যে উহান সরকার ও কুওমিনতাঙের

উহান কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বেরিয়ে এসে এবং 'উহানে কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব নিপাত যাক' এই শ্লোগান প্রচার করে কমিউনিস্টরা সঠিক কাজই করেছে।

কৃষক ও শ্রমিক জনগণের সামনে যে-কোন একটিকে বেছে নেওয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে: **হয়** বর্তমান কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব—যার অর্থ হল এই জনগণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলিকে আদায় করতে অস্বীকার করা, কৃষি-বিপ্লবকে বর্জন করা; **অথবা** কৃষি-বিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার আমূল উন্নতি বিধান—যার অর্থ হল, উহানের কুওমিনতাঙ নেতৃত্বকে পরিবর্তন করার শ্লোগানটি জনগণের কাছে কালোপযোগী হয়ে উঠবে।

লেনিনবাদের তৃতীয় রণকৌশলগত নীতির এইগুলি হল চাহিদা—যার মধ্যে জড়িত রয়েছে শ্লোগানগুলি পরিবর্তনের প্রশ্ন, ব্যাপক জনগণকে নতুন বিপ্লবী অবস্থানে টেনে আনার পথ ও পদ্ধতির প্রশ্ন এবং পার্টির নীতি ও কার্যাবলীর দ্বারা ও একটি শ্লোগানের দ্বারা **উপযুক্ত সময়ে** শ্লোগানের পরিবর্তন করার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পার্টির লাইনের অভ্রান্ততা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে সহায়তা করার প্রশ্ন।

এই রণকৌশলগত নীতিকে লেনিন এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন:

'একমাত্র অগ্রণী অংশকে নিয়েই জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র শ্রেণী, ব্যাপকতম জনগণ যতক্ষণ না অগ্রণী অংশকে সমর্থন বা তাঁদের প্রতি মৈত্রীভাব রেখে নিরপেক্ষতার মনোভাব গ্রহণ করছে, অন্ততঃ শত্রুপক্ষকে কোনমতেই সাহায্য বা সমর্থন করতে এগোচ্ছে না—এরকম অবস্থার আগে অগ্রণী অংশকে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঠেলে দেওয়াটা শুধু মূর্খতা নয়, অপরাধ! **আর সমগ্র শ্রেণী, শ্রমজীবী জনতা ও পুঁজির দ্বারা নিপীড়িত জনতা বাস্তবিকপক্ষে যাতে এরকম একটা অবস্থায় পৌঁছাতে পারে তার জন্য শুধু মতবাদ ও দৈনন্দিন আন্দোলনের প্রচারই যথেষ্ট নয়। এরজন্য চাই জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন!) এইটাই সকল মহাবিপ্লবের মূল নীতি। শুধু রাশিয়াতেই নয়, জার্মানিতেও এই নীতিরই প্রচণ্ড ও যথাযথ প্রমাণ মিলেছে। শুধু রাশিয়ার অশিক্ষিত, অনেক সময় নিরক্ষর জনতাই নয়, উচ্চশিক্ষিত পুরোদস্তুর লেখাপড়া জানা জার্মান জনসাধারণকেও নিজেদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুঙ্গবদের অপরিসীম নির্বীর্যতা, মেরুদণ্ডহীনতা,

র্জেব্রায়াদের কাছে তাদের অসহায় বশংবদ ভাব এবং তাদের সরকারের জঘন্য নীচতার পরিচয় পেতে হয়েছিল—বুঝতে হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না হলে অবধারিতভাবে তার স্থান অধিকার করবে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্ব (রাশিয়ার কর্নিলভ, জার্মানিতে ক্যাপ ও তার অনুচররা)। এরই ফলে তারা দৃঢ়ভাবে মুখ ফিরিয়েছে কমিউনিজ্‌মের দিকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের শ্রেণী-সচেতন অগ্রণী অংশের, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির, গ্রুপ এবং ধারাগুলির সামনে আশু কর্তব্য হল ব্যাপকতম জনসাধারণকে (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখনো তারা সুপ্ত, নির্লিপ্ত, বাঁধাধরা দৈনন্দিন কাজে লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ও অপরিণত) তাঁদের নতুন অবস্থানের দিকে এগিয়ে দেবার মতো **নেতৃত্ব দিতে** সক্ষম হওয়া অথবা **শুধু** নিজেদের পার্টিকেই নয় এই জনসাধারণকেও এই নতুন অবস্থানের দিকে এগোবার মতো, রূপান্তর ঘটাবার মতো নেতৃত্ব দিতে হবে' (দ্রষ্টব্য : **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্, একটি শিশু-সুলভ বিশৃংখলা**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২৮)।

বিরোধীপক্ষের প্রধান ভ্রান্তি হল, তাঁরা লেনিনবাদের এই রণকৌশলগত নীতির অর্থ ও গুরুত্ব বোঝেন না, একে স্বীকার করেন না এবং নিয়মিতভাবে তাকে লংঘন করে যাচ্ছেন।

তাঁরা (ট্রট্স্কিপন্থীরা) ১৯১৭ সালের শুরুতে এই রণকৌশলগত নীতি লংঘন করেছেন যখন তাঁরা কৃষি-আন্দোলনকে 'ডিঙিয়ে যাবার' চেষ্টা করেছিলেন যে কৃষি-আন্দোলন তখনো সমাপ্ত হয়নি (লেনিন দেখুন)।

প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কমিউনিস্টদের কাজ করার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়ে এবং তাদের সঙ্গে সাময়িক জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তাঁরা (ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ) ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে 'ডিঙিয়ে যেতে' চেষ্টা করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁরা এই নীতিকে লংঘন করেছিলেন।

তাঁরা (ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ-রাদেক) এই নীতিকে লংঘন করেছিলেন যখন তাঁরা চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের (কুওমিনতাঙ) জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ও চীনের জনগণের পশ্চাৎপদতাকে 'ডিঙিয়ে যেতে' চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা একাজ করেছিলেন এপ্রিল ১৯২৬-এ কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টদের অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করে এবং এপ্রিল ১৯২৭-এ যখন অগ্রগতির প্রক্রিয়ায়

কুওমিনতাঙ স্তর শেষ হয়নি ও অস্তিত্ব রয়ে গেছে সেই সময় অবিলম্বে সোভিয়েত গঠনের শ্লোগান উপস্থিত করে।

বিরোধীপক্ষ মনে করেন যে যদি তাঁরা কুওমিনতাঙ নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা, দোদুল্যমানতা ও অবিশ্বস্ততা বুঝে থাকেন এবং চিহ্নিত করে থাকেন, যদি তাঁরা কুওমিনতাঙের সঙ্গে মোর্চার সাময়িক ও শর্তাধীন চরিত্র চিনতে পেরে থাকেন তাহলেই তা কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে, কুওমিনতাঙ সরকারের বিরুদ্ধে 'সুনির্ধারিত কাজকর্ম' শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট ; জনগণকে, কৃষক ও শ্রমিকদের ব্যাপক জনগণকে 'এই মুহূর্তে' 'আমাদের' প্রতি ও 'আমাদের' 'সুনির্ধারিত কাজকর্মের' প্রতি সমর্থন জানাতে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

বিরোধীপক্ষ ভুলে যান যে 'আমাদের' এইসব বোঝাবুঝির মান চীনের কমিউনিস্টদের পেছনে জনগণকে সমাবিষ্ট করার পক্ষে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল। বিরোধীপক্ষ আরও ভুলে যান যে এর জন্য আরও যেটা প্রয়োজন তা হল কুওমিনতাঙ নেতৃত্বের অবিশ্বস্ত, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী চরিত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জনগণের চিনতে পারা উচিত।

বিরোধীপক্ষ ভুলে যান যে শুধুমাত্র অগ্রগামী দল, শুধুমাত্র পার্টি, শুধুমাত্র ব্যক্তি—তা তিনি যতই উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হোন না কেন—বিপ্লব সংঘটিত করে না, বরং প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ জনগণের ব্যাপক অংশ বিপ্লব সংঘটিত করে থাকে।

অদ্ভুত ব্যাপার হল জনগণের ব্যাপক অংশের বাস্তব অবস্থা, তাদের চিন্তাভাবনার মান, সুনির্ধারিত কর্মসূচী পালন করার জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ ভুলে বসে থাকেন।

এপ্রিল ১৯১৭য় আমরা, পার্টি, লেনিন কি জানতাম যে মিলিউকভ-কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করতে হবে, অস্থায়ী সরকারের অস্তিত্ব সোভিয়েতগুলির কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে স্থানান্তরিত করতে হবে ? হাঁ, তা আমরা জানতাম।

তাহলে এপ্রিল ১৯১৭য় বগদাতিয়েভের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদ বলশেভিক গোষ্ঠী যখন 'অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক, সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে কেন্দ্রীভূত হোক' এই শ্লোগান দিয়েছিল এবং অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল তখন লেনিন কেন তাদের হঠকারী বলে অভিহিত করে-ছিলেন ?

কারণ তখনো শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশ, শ্রমিকদের একটি বিশেষ অংশ, লক্ষ লক্ষ কৃষক, সেনাবাহিনীর এক বড় অংশ এবং পরিশেষে সোভিয়েত-গুলি নিজেরাই এই শ্লোগানকে সময়োপযোগী বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

কারণ অস্থায়ী সরকার এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক প্রভৃতি পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির সামর্থ্য তখনো নিঃশেষিত হয়নি, শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের সামনে নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে তারা মর্যাদাহীন করে তোলেনি।

কারণ লেনিন জানতেন যে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশের, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক সচেতনতা অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়—এর জন্য আরও প্রয়োজন নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই লাইনের অভ্রান্ততা সম্পর্কে জনগণের আস্থা।

কারণ অস্থায়ী সরকারের উৎখাত এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠা যে অনিবার্য এ সম্পর্কে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের বোধ জন্মানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হল সমগ্র যুক্ত মোর্চার ইতিহাস, ১৯১৭ সালের জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা; এরজন্য আরও প্রয়োজন হল জুন ১৯১৭য় সংঘটিত সীমান্তে নির্লজ্জ আক্রমণ, কর্নিলভ ও মিলিউকভের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির 'সৎ' মোর্চা, কর্নিলভের বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ।

কারণ একমাত্র এইসব পরিস্থিতিতেই লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার শ্লোগান **সময়োপযোগী শ্লোগান** হয়ে উঠতে পারে।

বিরোধীপক্ষকে নিয়ে সমস্যা হল বগদাভিয়েভগোষ্ঠী তাঁদের সময়ে যে ভুলগুলি করেছিলেন তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই ভুলগুলি করে চলেছেন, তাঁরা লেনিনের পথ বর্জন করেছেন এবং বগদাভিয়েভের পথে 'অগ্রসর হওয়া' পছন্দ করছেন।

যখন আমরা সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে যোগদান করেছিলাম এবং যখন আমরা পেত্রোগ্রাদে এই পরিষদ আহ্বান করেছিলাম তখন পার্টি, লেনিন বা আমরা কি জানতাম যে সংবিধান পরিষদ সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? হাঁ, আমরা তা জানতাম।

তাহলে কেন আমরা তা আহ্বান করলাম? এটা কেমন করে ঘটতে

পারে যে বুর্জোয়া সংসদসর্বস্বতার শত্রু ও সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকারী বলশেভিকরা শুধু যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাই নয় এমনকি নিজেরাই সংবিধান পরিষদ আহ্বান করেছিলেন? এটা কি 'খ্ভোস্তবাদ', ঘটনার লেজুড়বৃত্তি, 'জনগণের গতি রুদ্ধ করা', 'দীর্ঘস্থায়ী' রণকৌশল সংঘন করা নয়? অবশ্যই না।

বলশেভিকরা এই পদক্ষেপ এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছিলেন যে এর ফলে জনগণের পশ্চাদ্‌পদ অংশের পক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের বোঝানো সম্ভব হবে যে সংবিধান পরিষদ অনুপযুক্ত, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতি-বিপ্লবী। একমাত্র এই পথেই কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপকতম অংশকে আমাদের পক্ষে আনা সম্ভব হয়েছিল এবং সংবিধান পরিষদকে ভেঙে দেওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর হয়েছিল।

এ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য হল:

'১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে রাশিয়ার বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট, সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের কৌশল ঠিক হয়েছিল, না ভুল হয়েছিল?···কোন পশ্চিমী কমিউনিস্টের চেয়ে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সংসদীয় ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে অচল বলে মনে করার অধিকার কি আমাদের, রুশ বলশেভিকদের বেশি ছিল না? অবশ্যই আমাদের ছিল, কারণ বুর্জোয়া পার্লামেণ্টগুলি বেশিদিন না কমদিন স্থায়ী ছিল সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হল—শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশ সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংসদকে ভেঙে দিতে (বা ভেঙে দেওয়া সহ্য করতে) কতদূর (আদর্শের দিক দিয়ে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে, বস্তুগত দিক দিয়ে) প্রস্তুত? কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দরুন ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে রাশিয়ার শহরে শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষক ও সৈনিকরা যে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে এবং সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকেও ভেঙে দিতে অসাধারণভাবে প্রস্তুত ছিল এটা সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তবু বলশেভিকরা সংবিধান পরিষদকে বর্জন **করেনি**, বরং শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করবার আগে এবং **পরে** নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।···

'এ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা একেবারেই অকাট্য; এ

থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জয়লাভের কয়েক সপ্তাহ আগে এমনকি এই ধরনের বিজয়ের পরেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করায় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতি তো হয়ই না বরং এতে পশ্চাদ্‌পদ জনসাধারণের কাছে কেন এ ধরনের পার্লামেন্টকে ভেঙে দেওয়া উচিত: তা প্রমাণ করতে সত্যসত্যই সুবিধা হয়; এতে সেগুলি ভেঙে দেওয়ার কাজে সাহায্য করে এবং বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থাকে "রাজনৈতিক দিক দিয়ে অচল" করে দেওয়ার সাহায্য হয়' (দ্রষ্টব্য: **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্‌ একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা**, ২৫শ খণ্ড, পৃ: ২০১-০২)। এইভাবেই বলশেভিকরা লেনিনবাদের তৃতীয় রণকৌশলের নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল।

এইভাবেই বলশেভিক কৌশলকে চীনে প্রয়োগ করতে হবে, তা সে কৃষি-বিপ্লব বা কুওমিনতাঙ কিংবা সোভিয়েত গঠনের শ্লোগান যে ক্ষেত্রেই হোক।

বিরোধীপক্ষ আপাতঃদৃষ্টিতে চিন্তা করতে আগ্রহী যে চীনে বিপ্লব সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্যই এটা ভুল। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না যে চীনে বিপ্লব সাময়িক পরাজয় বরণ করেছে। কিন্তু পরাজয়টা কি ধরনের এবং কতখানি গভীর—সেটাই এখন প্রশ্ন।

এটা হতে পারে যে ১৯০৫ সালের রাশিয়ার মতো মোটামুটি এই পরাজয় দীর্ঘস্থায়ী হবে, যখন বিপ্লব পুরোপুরি বার বছরের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল ও স্বৈরতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে মুক্ত করে নতুন সোভিয়েত বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করতে হয়েছিল।

এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটাকে এখনো বিপ্লবের সম্পূর্ণ পরাজয় বলে ধরা যায় না। যেহেতু অগ্রগতির বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লবের প্রধান কাজ হল কৃষি-বিপ্লব, চীনের বৈপ্লবিক ঐক্যবদ্ধতা, সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে মুক্তি—কাজেকাজেই এগুলির পরিপূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করাকে সম্পূর্ণ পরাজয় বলা যায় না। এই প্রত্যাশা যদি বাস্তব হয়ে ওঠে তাহলে অবশ্যই চীনে অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের প্রশ্ন থাকতে পারে না কারণ একমাত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতেই সোভিয়েতগুলি গঠিত ও বিকশিত হতে পারে।

কিন্তু এই প্রত্যাশাকে সম্ভব বলে মনে করা যাচ্ছে না। সমস্ত দিক থেকেই

এখনো পর্যন্ত এমন ভাবার কোন যুক্তি নেই। কোনই যুক্তি নেই কারণ প্রতিবিপ্লব এখনো ঐক্যবদ্ধ নয় এবং অদূর ভবিষ্যতে হবে না, যদি অবশ্য আদৌ ঐক্যবদ্ধ হওয়া তাদের ভাগ্যে থেকে থাকে।

কারণ পুরানো ও নতুন সমরবাদীদের মধ্যে নতুন উদ্যমে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠছে যা প্রতিবিপ্লবকে দুর্বল না করে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কৃষক সম্প্রদায়েরও ক্ষতিসাধন করছে এবং তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছে।

কারণ চীনে এখনো পর্যন্ত এমন কোন গোষ্ঠী বা সরকার নেই যা স্তলিপিন-সংস্কার জাতীয় কাজকর্ম চালাতে সমর্থ এবং যা বিদ্যুৎপরিবাহী দণ্ড হিসেবে শাসকগোষ্ঠীকে সেবা করতে পারে।

কারণ জমিদারের জমিতে ইতিমধ্যে হাত দিতে শুরু করেছে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক, তাদের খুব সহজে দমন করা ও মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যাবে না।

কারণ শ্রমজীবী জনগণের চোখে শ্রমিকশ্রেণীর মর্যাদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের শক্তিকে পর্যুদস্ত করার সম্ভাবনা এখনো বহু দূরে।

চীনের বিপ্লবের পরাজয়কে ১৯১৭ সালের জুলাইতে বলশেভিকরা যে পরাজয় বরণ করেছিল তার সঙ্গে পরিমাণের দিক দিয়ে তুলনা করা সম্ভব, যখন মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি সোভিয়েতগুলি বলশেভিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যখন তারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং যখন কয়েক মাস বাদেই রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য বিপ্লব পুনরায় পথে আবির্ভূত হয়েছিল।

অবশ্যই এই তুলনাটি যথোপযুক্ত। আজকের চীনের ও ১৯১৭ সালের রাশিয়ার পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য স্মরণে রেখেই এবং প্রয়োজনীয় সংযমের সঙ্গেই আমি তুলনা করছি। চীনের বিপ্লবের পরাজয়ের মোটামুটি পরিমাণ নির্দেশ করার জন্যই আমি এইজাতীয় তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

আমার মনে হয় এই প্রত্যাশা আরও সম্ভাবনাপূর্ণ। এবং একে যদি বাস্তব করে তুলতে হয়, যদি নিকট ভবিষ্যতে—দু' মাসের মধ্যে নয়, এখন থেকে ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে—**বিপ্লবের এক নয়া অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করতে হয়** তাহলে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের প্রশ্নটি জীবন্ত হয়ে, সময়োপযোগী শ্লোগানে পরিণত হতে এবং বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

কেন?

কারণ অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে যদি **বিপ্লবের এক নয়া অভ্যুত্থান ঘটে** তাহলে সোভিয়েতসমূহ গঠন একটি বিষয় হয়ে উঠবে যার বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে গেছে।

সম্প্রতি, কয়েকমাস আগেও, সোভিয়েত গঠনের শ্লোগান দেওয়া চীনের কমিউনিস্টদের পক্ষে ভুল হতো কারণ সেটা হঠকারিতা হয়ে যেত যা আমাদের বিরোধীপক্ষের বৈশিষ্ট্য, কারণ কুওমিনতাঙ নেতৃত্ব তখনো পর্যন্ত বিপ্লবের শত্রু হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেনি।

অপরপক্ষে, **যদি** (যদি !) অদূর ভবিষ্যতে এক নতুন ও শক্তিশালী বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, তাহলে এখন সোভিয়েতসমূহ গঠনের শ্লোগানটি সত্যি-কারের বিপ্লবী শ্লোগান হয়ে উঠতে পারে।

তার ফলে একটি বিপ্লবী নেতৃত্বের দ্বারা বর্তমান কুওমিনতাঙ নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধনের লড়াই-এর জন্য এমনকি অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগে অবিলম্বে প্রয়োজন হল খুব বেশি দূর না এগিয়ে এবং অবিলম্বে সোভিয়েতগুলি গঠন না করে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে সোভিয়েতের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে ব্যাপকতম প্রচার চালানো।

বিরোধীপক্ষ বলতে পারেন যে, তাঁরাই 'প্রথম' এই কথা বলেছিলেন, এক কথায় তাঁরা একে 'সুদূরপ্রসারী' কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

প্রিয় মহাশয়রা, আপনারা ভ্রান্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ! একে 'সুদূরপ্রসারী' কৌশল বলে না ; একে এলোমেলো কৌশল বলে, এমন এক কৌশল যা সব সময় লক্ষ্য বস্তুর ওপর বা নীচ দিয়ে চলে যায়।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে যখন কুওমিনতাঙ থেকে অবিলম্বে কমিউনিস্ট-দের বেরিয়ে আসা উচিত বলে বিরোধীপক্ষ দাবি করেছিলেন তখন সেটা ছিল **লক্ষ্য ছেড়ে যাওয়ার** কৌশল, কারণ বিরোধীপক্ষ নিজেরাই পরবর্তীকালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কুওমিনতাঙ-এর মধ্যে কমিউনিস্টদের থাকা উচিত।

বিরোধীপক্ষ যখন ঘোষণা করেছিলেন যে চীনের বিপ্লব হল পণ্যশুল্ক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপ্লব, সেটা ছিল **লক্ষ্যের কাছে না পেঁছানোর** কৌশল, কারণ বিরোধীপক্ষ পরবর্তীকালে নিজেরাই নীরবে নিজেদের সূত্র থেকে সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের অস্তিত্ব ভুলে

গিয়ে বিরোধীপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন যে চীনের সামন্ত ব্যবস্থার কথা বলা অতিশয়োক্তি মাত্র, এটা হল **লক্ষ্যে না পৌঁছানোর** কৌশল, কারণ পরবর্তীকালে বিরোধীপক্ষ নিজেরাই এই ভুল নীরবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন বিরোধীপক্ষ সোভিয়েতসমূহ আবলম্বে গঠনের শ্লোগান জারী করেছিলেন, এটা ছিল **লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়ার** কৌশল, কারণ বিরোধীরা নিজেরাই সে-সময়ে তাঁদের নিজেদের শিবিরে দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম (ট্রট্স্কি) উহান সরকারকে উৎখাত করার পথ গ্রহণের দাবি করেছিলেন এবং অপরপক্ষে আর একজন (জিনোভিয়েভ) এই একই উহান সরকারকে 'চূড়ান্ত সহযোগিতা' করার দাবি জানিয়েছিলেন।

কিন্তু কখন থেকে এলোমেলো কৌশলকে, অর্থাৎ অবিরাম লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়া ও লক্ষ্যে না পৌঁছানোর কৌশলকে 'সুদূরপ্রসারী' কৌশল বলে অভিহিত করা হয়েছিল ?

সোভিয়েতের কথা বলতে গেলে বলা উচিত যে বিরোধীপক্ষের বহু আগে কমিনটার্ন তার দলিলে **লক্ষ্য হিসেবে** চীনে সোভিয়েত গঠনের কথা বলেছিল। এই বছরের বসন্তকালে **সময়োপযোগী শ্লোগান** হিসেবে সোভিয়েতের কথা বলা বিপ্লবী কুওমিনতাঙ-এর বিরোধিতা করা ছাড়া আর কিছু নয় (কুওমিনতাঙ তখন বিপ্লবী ভূমিকায় ছিল, না হলে কুওমিনতাঙ-এর প্রতি 'চূড়ান্ত সহযোগিতার' জন্য জিনোভিয়েভের সোরগোল করার আর কোন যুক্তি থাকতে পারে না)—এ হল হঠকারিতা, উচ্চ কোলাহলকারীদের বহু দূর অগ্রসর হওয়া, এই একই হঠকারিতা ও বহু দূর এগিয়ে যাওয়ার দোষে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বগদাতিয়েভ দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

আশু ভবিষ্যতে চীনে সোভিয়েত গঠনের শ্লোগান সময়োপযোগী শ্লোগান হয়ে উঠতে পারে এই ঘটনা থেকে কোনক্রমেই এটা অনুসৃত হয় না যে **এই বছরের বসন্তকালে** সোভিয়েত গঠনের শ্লোগান জারী করা বিরোধীদের পক্ষে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক হঠকারিতা ছিল না।

১৯১৭ সালের **সেপ্টেম্বর** মাসে 'সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে' শ্লোগানকে লেনিন প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী বলে বিবেচনা করেছিলেন (অভ্যুত্থানের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত),[৬৯] ঠিক যেমন সেই ঘটনা থেকে কোনক্রমেই এটা অনুসৃত হয় না যে ১৯১৭ সালের **এপ্রিল মাসে এই**

স্লোগান জারী করা বগদাতিয়েভের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক হঠকারিতা হয়নি।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বগদাতিয়েভ এই কথাও বলে থাকতে পারেন যে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার আহ্বান জানানোর কৃতিত্ব তারই 'প্রথম'। তার অর্থ কি এই যে বগদাতিয়েভ সঠিক ছিলেন আর ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর কার্যাবলীকে হঠকারিতা বলে অভিহিত করে লেনিন ভুল করেছিলেন?

আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের বিরোধীপক্ষ বগদাতিয়েভের এই 'জয় তিলকের' জন্য ঈর্ষান্বিত।

বিরোধীপক্ষ বোঝেন না যে কোন জিনিসকে 'প্রথম' বলা, বহু দূর এগিয়ে যাওয়া এবং বিপ্লবের কাজকে বিশৃংখল করে দেওয়া আদৌ কোন বিষয় **নয়,** বরং **সঠিক সময়ে** বলতে পারা এবং এমনভাবে বলা যাতে **জনগণ গ্রহণ** করতে পারে এবং **কার্যে পরিণত করতে পারে**—সেটাই হল বিষয়।

ঘটনাগুলি মোটামুটি এইরকম।

বিরোধীপক্ষ লেনিনবাদী কৌশল থেকে সরে গেছেন, **তাঁদের কৌশল হল** 'অতি-বামপন্থী' হঠকারিতা—**এই হল** উপসংহার।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৬৯
২৮শে জুলাই, ১৯২৭
স্বাক্ষর : জে স্তালিন

টীকা

১। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম ১৯২৬ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্য, চীন ও ব্রিটেন; অছিকরণ, বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের কাজ, সি. পি. এস. ইউ (বি)র অন্তঃপার্টি প্রশ্নাবলী, জার্মানি ও হল্যাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের ওপর রিপোর্টগুলি এখানে আলোচিত হয়। মাসলো-রুথ ফিশার, ব্র্যাণ্ডলার ও থেলহেমার এবং সৌভরিন প্রমুখের বিষয়ও এখানে পর্যালোচিত হয়। প্লেনামে একটি রাজনৈতিক কমিশন এবং চীন, ব্রিটেন, জার্মানি ইত্যাদির ওপর অনেকগুলি কমিশন গঠিত হয়। রাজনৈতিক কমিশন ও জার্মান কমিশনে জে. ভি. স্তালিন নির্বাচিত হন। 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র অন্তঃপার্টির প্রশ্নাবলীর' ওপর জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট আলোচনা করার পর প্লেনাম সি. পি. এস. ইউ (বি)র মধ্যে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধী জোটকে বিভেদকামীদের জোট হিসেবে চিহ্নিত করে, যে জোট তাদের নিজস্ব মঞ্চে মেনশেভিকদের অবস্থানে নিমজ্জিত হয়েছে। কমিনটার্ন-এর বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে প্লেনাম বাধ্যতামূলক করে দেয় যে, কমিনটার্ন ও বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রের নেতা লেনিনের পার্টির আদর্শগত ও সংগঠনগত ঐক্যকে বিশৃংখল করে দেওয়ার ব্যাপারে সি. পি. এস. ইউ (বি)র মধ্যে বিরোধীপক্ষ এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিতে তাদের অনুসরণকারীদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। 'সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধী জোট' এর ওপর সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব এই প্লেনাম সমর্থন করে এবং প্লেনামের প্রস্তাবাবলীর সঙ্গে নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিসেবে একে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র অন্তঃপার্টির প্রস্তাবাবলীর' ওপর জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট এবং তার আলোচনার প্রত্যুত্তর **আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি প্রসঙ্গে আরও একবার** শিরোনামায় একটি পৃথক পুস্তিকারূপে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

২। **সোশ্যালিষ্ট-বিরোধী আইন** বিসমার্ক সরকার কর্তৃক ১৮৭৮ সালে জার্মানিতে চালু হয়। এর ফলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, গণ-শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং শ্রমিকদের প্রেসটি নিষিদ্ধ হয়। এই আইনের ভিত্তিতে সমাজবাদী সাহিত্য বাজেয়াপ্ত হয় এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হয়। জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকে জোর করে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চাপে ১৮৯০ সালে এই আইন প্রত্যাহৃত হয়।

৩। **দের সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**—একটি বে-আইনী সংবাদপত্র, জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মুখপত্র, ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, প্রথম জুরিখে এবং পরে ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে লণ্ডনে।

৪। **এড. বার্নস্টেইনকে** লেখা এঙ্গেলসের **চিঠি** ২০/১০,১৮৮২ দ্রষ্টব্য।

৫। এখানে ক. ক. পা (ব)র পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যারা নিজেদের 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করে। যুদ্ধ-কালীন সাম্যবাদের পর্যায়ে এই গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল এবং এর নেতৃত্বে ছিল স্যাপ্রোনভ ও অসিনস্কি। এই মতাবলম্বীরা সোভিয়েতগুলিতে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা অস্বীকার করে, এক-ব্যক্তির পরিচালনা ও কারখানা পরিচালকদের ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের বিরোধিতা করে, সাংগঠনিক প্রশ্নে লেনিনের লাইনের বিরোধিতা করে এবং পার্টির মধ্যে উপদল ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতা দাবি করে। পার্টির নবম এবং দশম কংগ্রেসে এই 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদীদের' প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করা হয়। ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীদের সক্রিয় সদস্য সহ এই গোষ্ঠীকে ১৯২৭ সালে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

৬। **'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ'**—ক. ক. পা (ব)র মধ্যে একটি নৈরাজ্য-বাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদী (সিণ্ডিক্যালিষ্ট) পার্টিবিরোধী গোষ্ঠী যার নেতৃত্বে ছিল শ্ল্যায়াপনিকভ, মেদভেদেভ ও অন্যান্যরা। ১৯২০সালের শেষার্ধে এই গোষ্ঠী গঠিত হয় এবং পার্টির লেনিনবাদী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। ক. ক. পা (ব)র দশম কংগ্রেস 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষকে' সমালোচনা করে এবং মতপ্রকাশ করে যে নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদী বিচ্যুতির মতাদর্শ প্রচার করা কমিউনিস্ট

পার্টির সদস্যপদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। পরবর্তীকালে পরাভূত শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষের অবশিষ্টরা প্রতিবিপ্লবী ট্রট্স্কিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পার্টির ও সোভিয়েত শাসনের শত্রু হিসেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৭। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম বিশ্ব কংগ্রেস মস্কোতে ১৯২৪ সালের ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। 'ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর সি. পি. (বি)তে আলোচনা' এই রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পর ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিক পার্টির প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন জানানো হয়। 'আলোচনার ফলাফল এবং পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি' এই শিরোনামায় রু. ক. পা (ব)র ত্রয়োদশ সম্মেলনের প্রস্তাবকে এই কংগ্রেস সমর্থন জানায় এবং নিজস্ব প্রস্তাব হিসেবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৮। সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলন ১৯২৬ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। 'সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধী জোট' এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট্যব্যুরোর নির্দেশে জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক রচিত হয় এবং ৩রা নভেম্বর সিদ্ধান্ত আকারে সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ওই একই দিনে কেন্দ্রীয় কমিটি ও সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত প্লেনামে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। (দ্রষ্টব্য : জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড; পৃঃ ২২৫-৪৪।)

৯। 'ই. সি. সি. আই-এর বর্ধিত প্লেনামের প্রসঙ্গে কমিনটার্ন ও রু. ক. পা (ব)র ভূমিকার' ওপর রু. ক. পা (ব)র চতুর্দশ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', দ্বিতীয় ভাগ, মস্কো ১৯৫৩, পৃঃ ৪৩-৫২।)

১০। **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**—একটি বে-আইনী সংবাদপত্র, আর. এস. ডি. এল. পি'র কেন্দ্রীয় মুখপত্র। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৫৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা রাশিয়া থেকে, বাকি সংখ্যাগুলি বিদেশ থেকে—প্রথমদিকে প্যারিস থেকে, পরেরদিকে জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয়। আর. এস. ডি. এল. পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**-এর সম্পাদকমণ্ডলী

বলশেভিক, মেনশেভিক ও পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন বলশেভিক লাইন গ্রহণের দাবি জানিয়ে লেনিন যে আপোষহীন সংগ্রাম চালান, তার ফলে মেনশেভিক ও পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রতিনিধিরা সম্পাদক-মণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করে। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে লেনিন **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত** সম্পাদনা করেন। জে. ভি. স্তালিনের অনেকগুলি প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হয়। 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র শ্লোগান' নামক ভি. আই. লেনিনের প্রবন্ধটি **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত** পত্রিকার ৪৪ নং সংখ্যায় ১৯১৫ সালের ২৩শে আগস্ট প্রকাশিত হয়। (দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-১১।)

১১। **নাশে স্লোভো** (আমাদের কথা)—১৯১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক-ট্রটস্কিপন্থী সংবাদপত্র।

১২। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের রচনা **পণ্যের মাধ্যমে কর** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৪৩)।

১৩। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিনের প্রবন্ধ **আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি** (**রচনাবলী**, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫-৩১০)।

১৪। ১৯২৬ সালের ৩-১২ই মের ব্রিটিশ সাধারণ ধর্মঘটের কথা বলা হয়েছে। শিল্পের সমস্ত বড় বড় শাখার ও যানবাহনের পঞ্চাশ লক্ষাধিক সংগঠিত শ্রমিকরা ঐ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘট ও তার ব্যর্থতার কারণ জানার জন্য জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-৭৭ দেখুন।

১৫। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০১।

১৬। **ওয়েডিংপন্থী**—জার্মানির পার্টি সংগঠনে অন্যতম একটি 'অতি-বামপন্থী' গোষ্ঠী; বার্লিনের উত্তর-পশ্চিমের একটি জেলা ওয়েডিং-এ এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। 'ওয়েডিং বিরোধীপক্ষ'-এর নেতারা সি. পি. এস. ইউ (বি)তে ট্রটস্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধী জোটের প্রতি সমর্থন জানায়। ই. সি. সি. আই-এর সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম 'ওয়েডিং বিরোধীপক্ষকে' নিন্দাবাদ করে এবং দাবি করে যে একে উপদলীয় কাজকর্ম সম্পূর্ণতঃ বন্ধ করতে হবে এবং জার্মানির

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত ও পার্টির প্রতি বিদ্রোহী ব্যক্তিদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিনটার্নের সিদ্ধান্তসমূহ বিনা দ্বিধায় মেনে চলতে হবে।

১৭। **পোসলেদ নিয়ে নভোস্তি** (সর্বশেষ সংবাদ)—একটি দৈনিক সংবাদপত্র; মিলিউকভের প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; এপ্রিল ১৯২০থেকে জুলাই ১৯৪০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়।

১৮। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের রচনা 'বর্তমান বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা'। **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১-৭)।

১৯। **বামপন্থী জিমারওয়াল্ড**—সুইজারল্যাণ্ডের জিমারওয়াল্ডে ১৯১৫ সালের ২৩ থেকে ২৬শে আগস্ট (৫ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিকতাবাদীদের যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে একদল বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নিয়ে লেনিন এই গোষ্ঠী গঠন করেন। ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি একমাত্র বামপন্থী জিমারওয়াল্ডে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেন যা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ বিরোধিতা ছিল। বামপন্থী জিমারওয়াল্ড প্রসঙ্গে 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ২৫৭-৫৮ দেখুন।

২০। **স্মেনা-ভেখাইত**—রুশ বুর্জোয়া দেশত্যাগীদের মধ্যে ১৯২১ সালে উদ্ভূত বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রবণতার সমর্থক, এবং **স্মেনা-ভেখ** পত্রিকা থেকে এদের নাম হয়েছে। এই প্রবণতার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে, নতুন অর্থনৈতিক নীতি চালু হওয়ার ফলে এরা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার করে এবং একটি সাধারণ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েত ব্যবস্থার ক্রমাবনতির অপেক্ষায় দিন গুনছে। উস্ত্রিয়ালভ স্মেনা-ভেখ আদর্শবাদী ছিলেন।

২১। **নেচায়েভবাদ**—ষড়যন্ত্রমূলক ও সন্ত্রাসবাদী কৌশল; জনৈক রুশীয় বাকুনিনপন্থী নৈরাজ্যবাদী এস. জি. নেচায়েভের নামানুসারে। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সংকীর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন সে তৈরী করে, যার সদস্যদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হতো না।

২২। **আরাকচেয়েভবাদ**—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে রাশিয়ায়

প্রতিষ্ঠিত, জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণবিহীন পুলিশী যথেচ্ছচারিতা, সামরিক নিপীড়ন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের রাজত্ব। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিজ্ঞ কাউন্ট আরাকচেয়েভের নামানুসারে এর নাম হয়।

২৩। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ১৯৩।

২৪। দ্রষ্টব্য: মার্কস/এঙ্গেলস, **Gesamtausgabe**, Abt 3, Bd 6, S. 342.

২৫। দ্রষ্টব্য: মার্কস/এঙ্গেলস, **Gesamtausgabe**, Abt 1, Bd 6, S. 50?-522.

২৬। দ্রষ্টব্য: কার্ল মার্কস, **Die revolutionare Bewegung** in the **Neue Rheinische Zeitung**, Nr. 184 Vom 1/1849.

২৭। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-৫৩৫।

২৮। ঐ, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩-৪৬২।

২৯। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ' দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় ভাগ, মস্কো ১৯৫৩, পৃঃ ৪৩-৫২।

৩০। **'পণ্যের মাধ্যমে কর** পুস্তিকার পরিকল্পনা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য: লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০৭)।

৩১। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ' দ্রষ্টব্য, প্রথম ভাগ, মস্কো ১৯৫৩, পৃঃ ৪০৯-৩০।

৩২। 'পার্টিগত বিষয়ে আশু কর্তব্য' সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্টের ওপর রু. ক. পা. (ব)র ত্রয়োদশ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত 'আলোচনার ফলাফল এবং পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ('সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ' দ্রষ্টব্য, প্রথম ভাগ, মস্কো ১৯৫৩, পৃঃ ৭৭৮-৮৫)।

৩৩। জে. ভি. স্তালিনের বই **লেনিন ও লেনিনবাদ প্রসঙ্গে** ১৯২৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি বিষয় আছে: 'লেনিন। ১৯২৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি ক্রেমলিন সামরিক বিদ্যালয়ের এক স্মরণ সভায়

প্রদত্ত ভাষণ' এবং 'লেনিনবাদের ভিত্তি। স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ-সমূহ' (দ্রষ্টব্য : জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৪-৬৬, ৭১-১৯৬)।

৩৪। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ মস্কো গুবেনিয়া সম্মেলন ১৯২৭ সালের ৮ থেকে ১৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ও ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আশু কর্তব্য এবং শ্রমিক ও কৃষকের পর্যবেক্ষণের ওপর রিপোর্ট, সি. পি. এস. ইউ (বি)র মস্কো কমিটির কার্যাবলীর ওপর রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিষয় এই সম্মেলনে আলোচিত হয়। ১৪ই জানুয়ারির সান্ধ্য অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন ভাষণ প্রদান করেন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি সম্মেলন অনুমোদন করে।

৩৫। দ্রষ্টব্য : ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১-৭৬।

৩৬। **বর্বা** (সংগ্রাম)—আর. এস. ডি. এল. পি (বি)-র জারিৎসিন কমিটির মুখপত্ররূপে ১৯১৭ সালের মে মাসে প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং ১৯১৭ সালের শেষ দিক থেকে শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও কশাকদের প্রতিনিধিদের জারিৎসিন সোভিয়েতের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। যখন জারিৎ-সিনের নাম পরিবর্তন করে স্তালিনগ্রাদ রাখা হয় তখন সংবাদপত্রটি স্তালিনগ্রাদ গুবেনিয়া ও শহর পার্টি এবং সোভিয়েত সংগঠনগুলির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়। এর সর্বশেষ সংখ্যা, নং ৫৮ (৪৬৭০) ১৯৩৩ সালের ১৪ই মার্চ প্রকাশিত হয়।

৩৭। ১৯২১ সালের ১০ই মার্চ রু. ক. পা (ব)র দশম কংগ্রেসে 'জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু কর্তব্য' এই বিষয়ের ওপর জে. ভি. স্তালিন প্রদত্ত রিপোর্ট প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : **রচনাবলী**, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৪৪)।

৩৮। রু. ক. পা (ব)র দশম কংগ্রেসে উপস্থাপিত জে. ভি. স্তালিনের তত্ত্ব 'জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু কর্তব্য' প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : **রচনাবলী**, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬-৩০)।

৩৯। দ্রষ্টব্য : জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

৪০। ঐ, পৃঃ ১৬-১৭।

৪১। ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮-২১৪।

৪২। দ্রষ্টব্য : ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৪০৩ এবং ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৭৯।

৪৩। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিষয়ক সম্মেলন ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত জেনোয়াতে (ইতালী) অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণ করে একদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এবং অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া। পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতিনিধিরা সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে যে দাবিসমূহ উপস্থিত করেন তা মেনে নেওয়ার অর্থ হল সোভিয়েত দেশকে পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজির একটি উপনিবেশে রূপান্তরিত করা (যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পূর্ব সমস্ত ঋণ পরিশোধের দাবি, জাতীয়করণ করা বিদেশীদের সম্পত্তির জন্য বিদেশীদের ক্ষতিপূরণ দান, ইত্যাদি)। সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দ বিদেশী পুঁজিপতিদের এই দাবিগুলি বাতিল করে দেন। জেনোয়া সম্মেলন প্রসঙ্গে ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-২০০ এবং ২৩৫-৩৮ দ্রষ্টব্য।

৪৪। সারা-রুশ লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চম সম্মেলন ১৯২৭ সালের ২৪-৩১শে মার্চ মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যাবলী ; সমকালীন ঘটনাবলী ও পার্টির নীতি ; উৎপাদন ব্যবস্থায় যুবকদের অংশগ্রহণ ও লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের অর্থনৈতিক কার্যক্রম; কৃষির উন্নতিসাধনে এবং গ্রামীণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে যুব কমিউনিস্ট লীগের অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর রিপোর্টগুলি আলোচিত হয়। ২৯শে মার্চ-এর সান্ধ্য অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন একটি ভাষণ দেন। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মাধ্যমে সম্মেলন থেকে পার্টিকে নিশ্চয় করে বলা হয় যে লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে পার্টির বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে।

৪৫। চীনের ঐক্য বিধানের উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলের সমরবাদীদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধের পথে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর ইউনিটগুলি নানকিঙ দখল করে নেয়। বিপ্লবকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের সমরবাদীদের সাহায্য করার ভূমিকা থেকে সরাসরি চীনে অনুপ্রবেশের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ২৪শে মার্চ ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুদ্ধজাহাজগুলি থেকে নানকিঙ-এর ওপর গোলাবর্ষণ করে।

৪৬। ১৯২৭ সালের ২৪শে মার্চে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত 'উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের প্রশ্নের' ওপর সিদ্ধান্ত ১৯২৭ সালের ২৫শে মার্চ ৬৮ নং **প্রাভদায়** প্রকাশিত হয়।

৪৭। কুওমিনতাঙ—দেশের জাতীয় স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চীনে ১৯১২ সালে সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক এই রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। কুওমিনতাঙের (১৯২৪) মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রবেশের ফলে এই দলকে জনগণের বিপ্লবী গণ-পার্টিতে পরিণত করা সম্ভব হয়। ১৯২৫-২৭ সালে চীনের বিপ্লবের অগ্রগতির প্রথম স্তরে যখন এটা ছিল যৌথ সর্ব-জাতীয় ফ্রন্টের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব, তখন কুওমিনতাঙ শ্রমিকশ্রেণী, শহর ও গ্রামাঞ্চলের পেটি-বুর্জোয়া এবং বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি অংশকে নিয়ে একটি মোর্চাবদ্ধ পার্টিতে পরিণত হয়; দ্বিতীয় স্তরে, কৃষি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবের শিবিরে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভিড়ে যাওয়ার পরে, কুওমিনতাঙ যে মোর্চার প্রতিনিধিত্ব করে তার মধ্যে ছিল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায় ও শহরের পেটি-বুর্জোয়া অংশ এবং এই দল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করে চলে। একদিকে কৃষি-বিপ্লবের অগ্রগতি ও কুওমিনতাঙের ওপর সামন্ত প্রভুদের চাপ এবং অপরদিকে কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করার দাবি সম্বলিত সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের (কুওমিনতাঙের বামপন্থীরা) ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে এবং তারা প্রতিবিপ্লবের শিবিরে চলে যায়। যখন বামপন্থী কুওমিনতাঙরা বিপ্লবের পক্ষ ত্যাগ করে যেতে থাকে (১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকাল) তখন কমিউনিস্টরাও কুওমিনতাঙ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় এবং কুওমিনতাঙ দল বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

৪৮। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের প্রবন্ধ 'চীনে গণতন্ত্র ও নারোদবাদ, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-৪৯।

৪৯। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০-৩০১।

৫০। দ্রষ্টব্য: কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪১২।

৫১। ১৯১৮ সালের ৬-৭ই জুলাই মস্কোতে 'বাম' সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দমন করা হয়।

৫২। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১২৯-৪১।

৫৩। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২-৪১।

৫৪। মুৎসুদ্দি—উপনিবেশ ও পরনির্ভরশীল দেশগুলির দেশীয় বৃহৎ বণিক বুর্জোয়াদের একটি অংশ, এরা বৈদেশিক পুঁজি ও দেশীয় বাজারের মধ্যে মধ্যবর্তী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। চীনে ১৯২৫-২৭ সালে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও চীনের বিপ্লবের জঘন্য শত্রুরূপে প্রতিভাত করেছে।

৫৫। ১৯২৭ সালের ১৩-১৬ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির এবং আর. এস. এফ. এস. আর-এর কংগ্রেসসমূহের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রশ্ন এখানে আলোচিত হয় এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস আহ্বানের দিনক্ষণ নির্ধারিত করে। প্লেনামের আলোচ্য বিষয়ের প্রশ্নের ওপর এবং 'ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির ও আর. এস. এফ. এস. আর-এর কংগ্রেসসমূহের প্রশ্নাবলীর' ওপর এম. আই. কালিনিনের রিপোর্টের ওপর আলোচনায় ১৩ই এপ্রিল জে.ভি. স্তালিন বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (চীন প্রভৃতির ঘটনাবলী) প্রসঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পলিটব্যুরোর একটি দলিল আলোচনার পর প্লেনাম আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর পলিটব্যুরোর নীতি অনুমোদন করে এবং ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধীচক্রের পার্টি-বিরোধী বক্তব্য বলিষ্ঠভাবে বাতিল করে দেয়।

৫৬। **দেরেভেন্স্কি কমিউনিস্ট** (গ্রামীণ কমিউনিস্ট)—গ্রামাঞ্চলে পার্টি-কর্মীদের জন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা, সি. পি এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভি. এম মলোটভ এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

৫৭। দ্রষ্টব্য : ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১২২-২৮ এবং ২১৫-২০।

৫৮। কলোন গণতান্ত্রিক লীগ প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে, ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় এই লীগ গঠিত হয়। লীগের মধ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যক্তিরাও ছিল। রাইন অঞ্চল ও ওয়েস্টফালিয়ার গণতান্ত্রিক লীগের জেলা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কার্ল মার্কস নির্বাচিত হন এবং অন্যতম নেতা হন।

৫৯। **নিউ রেনিশে জেতুং** (Neue Rheinische Zeitung)—১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত কলোন থেকে প্রকাশিত হয়। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এর পরিচালক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলসের **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ২৯৭-৩০৫।

৬০। দ্রষ্টব্য : জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৯।

৬১। ১৯২৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে গৃহীত চীনের পরিস্থিতির ওপর কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনামের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। প্লেনামের সিদ্ধান্তের জন্য 'কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনামের গবেষণামূলক প্রসঙ্গ ও সিদ্ধান্তসমূহ', মস্কো- লেনিনগ্রাদ, ১৯২৭ নামক পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

৬২। 'লাল বর্শা'—জমিদার ও সমরবাদীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য চীনের কৃষকদের দ্বারা গঠিত সশস্ত্র বাহিনী। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালে চীনের বিপ্লবের সময় 'লাল বর্শা' এবং এইজাতীয় অন্যান্য কৃষক সংগঠন ('হলুদ বর্শা', 'কালো বর্শা', 'বড় ছুরি', 'দৃঢ়বদ্ধ বন্ধনী' ইত্যাদি) চীনের স্বাধীনতার সংগ্রাম জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করে।

৬৩। **নোভায়া ঝিজন্** (নতুন জীবন)—এপ্রিল ১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯১৮ পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রকাশিত মেনশেভিকদের সংবাদপত্র।

৬৪। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের অষ্টম প্লেনাম মস্কোতে, ১৯২৭ সালের ১৮-৩০শে মে অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিনটার্নের ভূমিকা, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির করণীয় কাজকর্ম, চীনের বিপ্লবের প্রশ্নাবলী এবং অন্যান্য বিষয় এখানে আলোচিত হয়। ২৪শে মে প্লেনামের দশম অধিবেশনে 'চীনের বিপ্লব ও কমিনটার্নের ভূমিকা' এ বিষয়ে জে. ভি. স্তালিন একটি ভাষণ দেন। প্লেনাম আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে, যুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামের কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরী করে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে একটি আবেদন গ্রহণ করে যার শিরোনাম ছিল : 'বিশ্বের শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি। সমস্ত নিপীড়িত

জনগণের প্রতি। সৈনিক ও নাবিকদের প্রতি।' পার্টি-বিরোধী ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোটের নেতৃবৃন্দ প্লেনামে কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ (বি)র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক আক্রমণ হানার জন্য ইউ. এস. এস. আর-এর তীব্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। একটি বিশেষ প্রস্তাবে প্লেনাম বিরোধী নেতাদের ভাঙন সৃষ্টিকারী কৌশলকে তীব্রভাবে নিন্দা করে এবং তাঁদের এই বলে সতর্ক করে দেয় যে যদি তাঁরা তাঁদের উপদলীয় লড়াই চালিয়ে যান তাহলে তাঁদের কমিনটার্নের কর্মপরিষদ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে।

৬৫। ১৯২৭ সালের ১৪ই এপ্রিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'বিশ্বের শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি। সমস্ত নিপীড়িত জনগণের প্রতি' শিরোনামের আবেদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। আবেদনটি **প্রাভদার** ৮৫ নং সংখ্যায় ১৫ই এপ্রিল ১৯২৭ প্রকাশিত হয়।

৬৬। দ্রষ্টব্য: ফ্রেডারিক এঙ্গেলস—**Die Bakunisten an der Arbeit** in **Der Volksstaat,** Nr. 105, 106, 107, 1873.

৬৭। দ্রষ্টব্য: 'প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্য।' জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী,** ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩৫-৫৪।

৬৮। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, পৃ: ১৮১-৮২।

৬৯। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে আত্মগোপন করা অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটি ও বলশেভিক সংগঠনগুলির কাছে লেখা তাঁর প্রবন্ধ ও পত্রাবলীতে ভি. আই. লেনিন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠনের আশু কাজ হিসেবে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হোক' এই শ্লোগান জারী করেন (দ্রষ্টব্য: **রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৫শ খণ্ড, পৃ: ২৮৮-৯৪, ৩৪০-৪৭ এবং ২৬শ খণ্ড, পৃ: ১-৯)। ১৫ই সেপ্টেম্বর যখন ভি. আই. লেনিনের পত্রাবলী কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচিত হচ্ছিল তখন জে. ভি. স্তালিন আত্মসমর্পণকামী কামেনেভকে প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাঘাত করেন কারণ কামেনেভ দলিলগুলি নষ্ট করে ফেলার দাবি করেছিলেন। জে. ভি. স্তালিন প্রস্তাব করেন যে পত্রগুলি বিবেচনার জন্য পার্টি সংগঠনের প্রত্যন্তে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। ১৯১৭ সালের ১০ই অক্টোবর ভি. আই. লেনিন, জে. ভি. স্তালিন, ওয়াই. এম. স্ভের্দলভ, এফ. ই. জারঝিন্স্কি

ও এম. এস. উরিতস্কি প্রমুখের উপস্থিতিতে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেই ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, এই অধিবেশন থেকে লেনিনের তৈরী করা খসড়ার ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (দ্রষ্টব্য : ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ১৬২)।